1161
ওঁ নমো বেদান্তবেদ্যায়
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ
মুণ্ডক-মাণ্ডুক্যোপনিষদৌ
সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কঠশ্রুতিঃ)
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো (শ্রীগীতা)
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ
স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ-
র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌-গতেন মনসা
পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা
দেবায় তস্মৈ নমঃ। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)
ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতো

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অথর্ব্ববেদীয়ে

মুণ্ডক-মাণ্ডুক্যোপনিষদৌ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য-

শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-

মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যোপেতে

গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত-সানুবাদান্বয়ানুবাদ-ভূমিকা-

সূচীপত্রাদি-সমেতে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর-ব্রহ্ম-মাধ্ব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন রচিতয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগয়া শ্রীচৈতন্য-মতানু-

মোদিতাচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপরয়া 'তত্ত্বকণা'নাম্ন্যা

চানুব্যাখ্যয়া সহ তেনৈব সম্পাদিতে।

অস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত নৃত্যগোপাল

পঞ্চতীর্থ-বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতয়া 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-

সমাখ্যয়া টীকয়া সমন্বিতে।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতে।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ গ্রন্থদ্বয় শ্রুতিমন্ত্র,
অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গ-
রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য, শ্রুত্যর্থ-
বোধিনী-টীকা ও সম্পাদক কর্ত্তৃক রচিত
তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব বাসর

গৌরাব্দ—৪৮৫, বাংলা—১৩৭৮ সাল, ইংরাজী—১৯৭২ সাল।

—প্রকাশক—

স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিদ্যার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-বাসর

গৌরাব্দ—৫০৫, বাংলা—১৩৯৮ সাল, ইংরাজী—১৯৯১ সাল।

—প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর
বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন।

—মুদ্রাকর—

শ্রীনির্মল মিত্র
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস্ প্রাইভেট্ লিমিটেড্
৯৩এ, লেলিন সরণী, কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন,

(১) ২৯বি. হাজরা রোড্, কলিকাতা-২৯
(২) সাতাসন রোড্, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।
(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাশ্রয়বর-শ্রীস্বরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ-শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজানাং শ্রীনবদ্বীপধামা-ন্তর্গত-শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলে-শ্রীধামমায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজে-শ্রীচৈতন্যমঠস্য তচ্ছাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহস্য চ প্রতিষ্ঠাতৄণাম্ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং মনোঽভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয় শ্রীপাদপদ্মরেণু-সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন সম্পাদিতোপনিষদ্-গ্রন্থমালান্তর্গতে মুণ্ডক-মাণ্ডূক্যোপ-নিষদাবিমে তেষাং শ্রীকরকমলেষু সমর্প্যেতে—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-বাসরে,
গৌরাব্দপঞ্চাশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ত্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরূ ! ভবৎকরুণয়া প্রারব্ধমিষ্টা 'কণা-
তত্ত্বানাং' বিমলোপপত্তিমহিতা সম্পূর্য্যতাং বাং নুমঃ।
ঈশাকেনকঠৈতরেয় বিলসচ্ছান্দোগ্যযুক্ তৈত্তিরী
যা শ্বেতাশ্বতরাপি মুণ্ডকমথো আরণ্যকং যদ্ বৃহৎ॥

যা প্রশ্নোপনিষৎ সহৈব রমতে মাণ্ডূক্যনাম্ন্যাঽন্যয়া
তা একাদশবিশ্রুতোপনিষদঃ প্রারম্ভতঃ সংস্তুমঃ।
ভেদাভেদমতান্যচিন্ত্যসরণৌ সিদ্ধান্তভূতানি চ
নিত্যং মে হৃদয়ে স্ফুরন্তু চ গুরুর্দীনে প্রসীদেন্ময়ি॥

শ্রীশ্রৌতানি বচাংসি নৈব পুরুষৈরুক্তানি তানীশ্বরা-
ভেদ-শ্রৌতপথে চরন্তি চ নিজপ্রামাণ্যসিদ্ধানি হি।
আচার্য্যাঃ পরিপূজয়ন্ত্যভিধয়া বৃত্ত্যাঽনুশীল্যাত্মনাং
তত্ত্বং তেন ময়াঽধমেন চ কৃতস্তদ্বোধনায় শ্রমঃ॥

দীনাতিদীন-
গ্রন্থ-সম্পাদকেন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সদ্‌গুরুর লক্ষণ—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (মুণ্ডক ১।২।১২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাণী—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)

শ্রুত্যুক্ত রুক্মবর্ণ পুরুষই পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥
(মুণ্ডক ৩।১।৩)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥
(বিদগ্ধমাধব ১ম অঙ্ক, ২য় শ্লোঃ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

তত্ত্বপীঠিকা

ওঁ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠমহাত্মনে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্ ॥

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্ ।
সরস্বত্যাশ্রয়ং বিজ্ঞং সদা নামপরায়ণম্ ॥
বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুসেবৈকজীবিনে ।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসনস্থাপনকারিণে ॥
সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্ ।
ভক্তিবর্ত্মদর্শকায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে ! পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

স্ফূতিরাবর্ত্তয়েন্মূকম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ।
শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনামুখে স্মরণমূলে তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত ঈশ, কেন, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ-চতুষ্টয়ের সম্পাদনা সমাপ্ত হওয়ায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অশেষ করুণার কথা স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয় ঘোষণাকরতঃ নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছি।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী করুণাই একমাত্র সম্বল করিয়া মাদৃশ অধম উপনিষদ্ গ্রন্থমালার সম্পাদনরূপ দুরূহকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাসনা করিয়াছে।

শিষ্টাচারানুসারে গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণন-পূর্ব্বক ভূমিকা লিখনের প্রথা থাকায় মাদৃশ অধম প্রতিটি উপনিষদের প্রথমে বিভিন্ন নামে একটি ভূমিকা লিখিয়া আসিতেছে। এবারেও এই গ্রন্থের ভূমিকার নামকরণ হইয়াছে 'তত্ত্বপীঠিকা'; কারণ এই উপনিষদ্‌খানিতে বহুতত্ত্বের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন উপনিষদের সারতত্ত্বসমূহ এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে।

এই উপনিষদ্‌খানি অথর্ব্ববেদের শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত। ইহা সকল উপনিষদের সারস্বরূপ বলিয়া ইহাকে মুণ্ডকোপনিষৎ বলে। দেহের মধ্যে মুণ্ড অর্থাৎ মস্তক যেমন উত্তমাঙ্গ ও সারস্বরূপ, সেইরূপ সমস্ত শ্রুতির সারতত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহা মস্তকসদৃশ শ্রেষ্ঠ।

কেহ বলেন—এই উপনিষৎ অজ্ঞান ও অবিদ্যার মুণ্ডন করিয়া লোককে মুক্ত করে বলিয়া ইহার নাম মুণ্ডক-উপনিষৎ।

আবার কেহ বলেন—অথর্ব্ববেদের ২৮ খানি উপনিষদের মধ্যে এই উপনিষৎখানি শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে মুণ্ড বা শির আখ্যা দেওয়া

হইয়াছে। আবার কেহ বলেন—মুণ্ডক নামে কোন ঋষি কর্ত্তৃক ইহা উপদিষ্ট বা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সেই প্রবর্ত্তক ঋষির নামানুসারে ইহার নাম 'মুণ্ডক' হইয়াছে। যেমন কঠ, শ্বেতাশ্বতর নামেও কোন কোন উপনিষৎ আখ্যাত হইয়াছে। মূলতঃ উপনিষৎ অপৌরুষেয়। ইহা কাহারও রচিত গ্রন্থ নহে।

এই উপনিষদে প্রথমতঃ ব্রহ্মবিদ্যার আম্নায় পারম্পর্য্য কথিত হইয়াছে। আদি গুরু ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন। অথর্ব্বা তাহা অঙ্গির্নামক মুনিকে এবং অঙ্গির্ মুনি তাহা ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহ নামক মুনিকে এবং সত্যবহ তাহা অঙ্গিরস্ নামক নিজ পুত্র অথবা শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আবার শুনক মুনির পুত্র শৌনক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। শৌনক আচার্য্য অঙ্গিরাকে প্রশ্ন করিলেন—'হে ভগবন্! কোন্ বস্তু সম্যক্ বিদিত হইলে সমস্ত অবগত হওয়া যায়? মহর্ষি অঙ্গিরা তদুত্তরে বলেন যে, **বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা।** ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, এবং বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এগুলি অপরা বিদ্যা-মধ্যে গণিত। আর যাহা দ্বারা অক্ষরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

সেই ব্রহ্মবস্তু জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম ও অব্যয়। তিনি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া অচিন্ত্যশক্তিবলে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি করিয়া থাকেন। তিনি উপাদান ও নিমিত্তকারণ, এবিষয়ে ত্রিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—মাকড়্সা, পৃথিবী ও মানব-শরীর।

অক্ষরব্রহ্ম সঙ্কল্পাত্মক ঈক্ষণ দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন। তাঁহা হইতে জগদুৎপত্তির বীজ অন্ন প্রথমে উৎপন্ন হয়। অন্ন হইতে প্রাণ, মন ও সত্য, ভূতসমূহ, লোকসকল, এবং নিমিত্ত-ভূত কর্ম্মসমূহ ও তজ্জনিত অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, পদার্থের নাম, রূপ ও শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের সারকথা।

প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের সার বর্ণনে পাই,—সেই অক্ষরব্রহ্ম-বস্তু সত্যস্বরূপ ও নিত্য। সত্যযুগে জীবের কর্ম্মসমূহ পরব্রহ্ম-বিষয়ক ছিল কিন্তু ত্রেতাযুগে উহা নানা দেবতা-বিষয়ক হইয়াছে। কর্ম্মসমূহ সাধারণতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্যই উপদিষ্ট। বৈদিককর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে চিত্তশুদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ লাভ করায়। তজ্জন্য বলা হইয়াছে যে, কালী, করালী প্রভৃতি সপ্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত সপ্তশিখ অগ্নিতে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। আহুতি সমূহ পুণ্যকর্ম্মের ফলপ্রাচুর্য্যে লোভ প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলা অদৃঢ় অর্থাৎ তদ্দ্বারা ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি ইহাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ-মধ্যে পতিত হয়।

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মাদিরূপ অজ্ঞানের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজদিগকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি অনর্থপরম্পরায় পীড়িত হইয়া অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এই সকল ব্যক্তি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় না পাইয়া নিজেদের পাণ্ডিত্যহীনতাকেই

পাণ্ডিত্য বলিয়া বিবেচনাকরতঃ নিজদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে। তাহারা কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া সংসারে প্রমত্ত হইয়া ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ মনেকরতঃ অপর শ্রেয়োমার্গ জানিতে পারে না ও পুনঃ পুনঃ হীনতর লোকে প্রবেশপূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; আর যাঁহারা সাংসারিকভোগে বিরক্ত হইয়া যতি-পথাশ্রিত হন এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করতঃ তপস্যা ও শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ক্ষীণপাপপুণ্য হইয়া সূর্য্যদ্বারা ব্রহ্মলোকে নীত হন। তজ্জন্যই কর্ম্মোপার্জ্জিত লোকসমূহের অনিত্যত্ব ও দুঃখপ্রদত্ব বিচার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ যখন বুঝিতে পারেন যে, অনিত্য-কর্ম্ম দ্বারা নিত্যপদার্থ লাভ হয় না, তখন নির্ব্বেদসহকারে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বাস্তব সত্য অবগত হইবার জন্য এবং নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য অভিগমন করিয়া থাকেন; ব্রহ্মজ্ঞ তত্ত্ববিৎ গুরুদেবও সেই বৈরাগ্যযুক্ত প্রশান্ত-মনা, সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে যথাবৎ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন; কারণ একমাত্র পরা বিদ্যারূপ ভক্তির সাহায্যেই পরমসত্য অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য্যালোচনায় পাই,—প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে অপরা বিদ্যার স্বরূপ ও ফল বর্ণন পূর্ব্বক উহার তুচ্ছতা প্রদর্শন করায় উক্ত ফলে বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির পরা বিদ্যা লাভের নিমিত্ত সদ্গুরুর সন্নিকটে শরণাগত হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে সেই পরা বিদ্যার বর্ণনাভিপ্রায়ে অন্য প্রকরণ আরম্ভ করিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন যে পূর্ব্ববর্ণিত পরব্রহ্মের

স্বরূপই সর্ব্বথা সত্য। দীপ্তিমান্ অগ্নি হইতে অগ্নিকণাসমূহ যেমন নির্গত হয়, সেইরূপ পরম অক্ষরপুরুষ হইতে বিবিধ বিভিন্নাংশ জীবসকল উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তাঁহাতেই প্রবেশ করে। তিনি অপ্রাকৃত মূর্ত্তিমান্ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ, প্রাকৃত মনঃ প্রাণাদি রহিত, শুদ্ধ, এবং অক্ষর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বথা উত্তম। এই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতেই জগৎ-সৃষ্টিকালে প্রাকৃত প্রাণ, মন (অন্তঃকরণ) ও সমুদয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, এমন কি, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত সমস্তই উৎপন্ন হয়। তাঁহা হইতেই বিরাট্রূপের উৎপত্তি। লোকের যেমন মস্তক দেহের উপরিভাগে থাকে, সেইরূপ দ্যুলোক অর্থাৎ স্বর্গ বিরাট্পুরুষের মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সকল কর্ণদ্বয় এবং প্রকাশিত বেদসকল বাক্য, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব হৃদয়। ইহার পাদযুগল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তারপর পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশে বর্ণিত হইয়াছে, দ্যুলোক তাঁহা হইতেই প্রকাশিত, দ্যুলোক হইতে পর্জ্জন্য এবং পর্জ্জন্য হইতে ওষধির উৎপত্তি, ওষধি হইতে শক্তিপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণের উৎপত্তি।

সেই পরমপুরুষ হইতেই ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ, যজ্ঞে ব্রতী-দিগের মৌঞ্জীবন্ধনাদি নিয়ম, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বিবিধ যাগ, দক্ষিণা, সংবৎসরাদি কাল, যজমান ও যজ্ঞফল স্বর্গাদি উদ্ভূত হইয়াছে। পারলৌকিক দ্বিবিধ গতি—যথা দক্ষিণায়নে মৃতের পিতৃযানগতি এবং উত্তরায়ণে মৃতের দেবযানে গতিও তাঁহা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতেই বসু-রুদ্রাদি দেবতা, সাধ্যগণ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকল, প্রাণ, অপান, ধান্য ও যবাদি শস্য, তপস্যা,

শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বিধিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণিগণের ভেদ, সর্ব্বপ্রকার সদাচার তাঁহা হইতেই উৎপন্ন; অর্থাৎ সব কিছু পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন এবং তিনিই সকলের পরমকারণ।

এই পরমেশ্বর হইতেই সপ্ত প্রাণ অর্থাৎ যাহাতে বিষয় প্রকাশনের বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে, তৎসমূদয় উৎপন্ন হইয়াছে; সপ্ত প্রাণ, সপ্ত সমিধ্, সপ্ত হোম ও এই সপ্তলোক, ইহারা সকলেই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। ইহা হইতে সাগর, উপসাগর, পর্ব্বত, নদী, নদ এবং ধান্য যবাদি শস্য, মধুরাদি রসসমূহ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

এই বিশ্ব, কর্ম্ম ও তপঃ পরামৃতস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক। যিনি এই পরমপুরুষকে হৃদয়ে অবস্থিত জানেন, তিনি এই সংসার-দশাতেই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্যানুধাবন করিলে পাওয়া যায়,—পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বতঃপ্রকাশমান, কার্য্য-কারণস্বরূপ, প্রাণী-দিগের অন্তরবর্ত্তী, হৃদয়-বিচরণকারী এবং মহান্ আশ্রয়। চলনশীল, প্রাণাপানবিশিষ্ট ও নিমেষাদিক্রিয়াযুক্ত সকলেই এই পরমাত্মার আশ্রিত। পরমাত্মা শ্রেষ্ঠতম ও পরম পূজনীয় এবং প্রাণিগণের প্রাকৃত জ্ঞানের অগোচর। তিনি অণু হইতেও অণু, তাঁহার আশ্রয়ে সকল লোক অবস্থান করিতেছে। তিনিই অক্ষরব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, বাক্য ও মনঃ, তিনিই সত্য, অমৃত, তাঁহাকে মনোরূপ শরের দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে। অতএব তাঁহাতেই মনঃসমাধান করা কর্ত্তব্য।

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য প্রণবরূপ ধনুতে জীবাত্মারূপ মহাস্ত্র শর ভক্তি দ্বারা শাণিত করিয়া সন্ধান করিতে হইবে; অর্থাৎ তদ্গত-চিত্তে প্রণব ধনুঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ অক্ষর ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করা প্রয়োজন। একাগ্রচিত্তে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হয় অর্থাৎ শরের

ন্যায় তন্ময় হইতে হইবে। এস্থলে রূপকভাবে প্রণবকে ধনুঃ, জীবাত্মাকে শর, ব্রহ্মকে লক্ষ্য, তদ্গত ভক্তিভাবকে ধনুকের আকর্ষণ-স্থানীয় বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, সেই সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মাকে উপাসনারূপ উপায়াবলম্বনে জানিবে অর্থাৎ আশ্রয় করিবে এবং অপরা বিদ্যার অন্তর্গত সকল কথা পরিত্যাগ করিবে। আর একটি রথনাভির দৃষ্টান্ত দ্বারাও ভগবদুপাসনার প্রণালী ও প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী পরমাত্মা ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে ও জীবের হৃদয়াকাশে অবস্থিত থাকেন। ভক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই পরাপর-স্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারিলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়। সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং জীবের কর্ম্মসমূহ ক্ষয় হয়। তিনি পরম প্রকাশময়, আদিত্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সমূহেরও প্রকাশক স্বয়ং-প্রকাশবস্তু, তাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্রাদি প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাঁহারই প্রকাশে অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশন শক্তির আংশিক সাহায্য লইয়াই সকল বস্তু প্রকাশিত হয়। তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি-মান্। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। সমস্ত বিশ্ব তদাত্মক। তিনি সকলের বরিষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, অসমোর্দ্ধতত্ত্ব। তাঁহার ভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য্যানুশীলনে পাওয়া যায় যে, দুইটি সহযোগী, সখ্যভাবাপন্ন জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপ পক্ষী একই দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে। তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষীটি বিচিত্র কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অপর পরমাত্মরূপ পক্ষী কর্ম্মফলের ভোক্তা না হইয়া কেবল জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া নিজে সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করে। জীব ভগবদ্বৈমুখ্যক্রমে সেই

শরীররূপ বৃক্ষ নিবাসী হইয়া শরীরকেই আত্মজ্ঞান করতঃ নিমগ্ন হয় এবং শক্তিহীন অবস্থায় মুহ্যমান হইয়া বিবিধ শোক অনুভব করিতে থাকে। কিন্তু সুকৃতিক্রমে সেই জীব যখন সাধুসঙ্গপ্রভাবে নিজের ভগবদ্বিমুখতার পরিণাম বুঝিতে পারে এবং সাধুভক্তগণসেবিত পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করে, তখনই কৃষ্ণভজনোন্মুখ হইয়া শোকরহিত হয়।

যখন জীব জ্যোতির্ম্ময় রুক্সবর্ণ, কর্ত্তা, পরমেশ্বর, ব্রহ্মারও উৎপত্তিস্থল সেই পরমপুরুষকে ভজন-প্রভাবে দর্শন করে, তখন পাপপুণ্যবিধৌত হইয়া নির্ম্মলতা লাভ করে এবং পরব্রহ্মের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া তদাশ্রকভাবে তাঁহার সেবানিরত থাকে। তাহার ফলে জীব আত্মরতি, আত্মক্রীড় হয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যলীলায় পার্ষদত্ব লাভ করে। এইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মবিত্তম।

সত্যেরই জয়, মিথ্যার কখনও জয় নাই। ইহা জানিয়া যাঁহারা সত্যাশ্রয়ী হন, তাঁহারা সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের ধামে গমন করেন। দেবযানাখ্য বিস্তৃত পথ একমাত্র সত্যদ্বারাই লভ্য। অতএব আমাদের সকলের সেই ভাগবতকথিত 'নিরস্তকুহক' পরমসত্যের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। অনেকে সাধারণভাবে সত্যকথা বলাকে সত্যাশ্রয় অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীউপনিষৎ-কথিত বা সমুদয় সাত্বত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সত্য কিন্তু শ্রীভগবান্। যাঁহারা এই পরমসত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের উৎকর্ষ খ্যাপন করেন, তাঁহারাই অতিবাদী হন। এ-বিষয়ে বেদান্তসূত্রের "ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ" (বেঃ সূঃ ১।৩।৮) গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্যের "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি" মন্ত্রটিও আলোচ্য।

সাধারণ সত্যকথা অবশ্য সকলেরই বলা কর্ত্তব্য। কারণ মিথ্যাবাদী ইহলোকে যেমন ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত বা অবজ্ঞাত,

সেইরূপ পরলোকেও তাহার কোন প্রকার সদ্গতি হয় না কিন্তু সাধারণ সত্য কথার দ্বারা জীব নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠতা লাভ পূর্ব্বক পারলৌকিক কিছু সদ্গতি অর্জ্জন করিতে পারিলেও পরমসত্য শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতিরেকে সংসার হইতে মুক্তি লাভ কিংবা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে না। এ-বিষয়ে আমাদের বিশেষ বিচার করা কর্ত্তব্য। এই উপনিষদে এস্থলেই বর্ণিত হইয়াছে যে, আপ্তকাম ঋষিগণ সত্যের পরম নিধান যে স্থানে আছেন, তথায় গমন করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মবস্তু বৃহৎ, দিব্য এবং অচিন্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তিনি ভজনহীনের নিকট হইতে অতি দূরে আর ভজনশীলের দেহমধ্যে অতি নিকটে হৃদয়-গুহায় অবস্থিত আছেন। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। তপস্যা বা কর্ম্মদ্বারাও তিনি গ্রাহ্য নহেন। যিনি ভগবৎপ্রসাদে শুদ্ধজ্ঞান লাভে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে সতত ধ্যান করেন, তিনিই সেই অখণ্ড পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে জীবাত্মস্বরূপ-জ্ঞানও প্রয়োজন। জীবাত্মা অণু অর্থাৎ অণুচৈতন্য। বিশুদ্ধচিত্ত দ্বারাই এই জীবাত্মস্বরূপ জ্ঞাতব্য। দেহের মধ্যে হৃদয় প্রদেশে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই অবস্থিত। জীব সাধুগুরুর উপদেশে ও সেবার ফলে আত্মস্বরূপ অবগত হয়, নির্ম্মল আত্মার ভগবদ্-ভজনপ্রভাবে ভগবদ্দর্শন হয়। সকাম ব্যক্তিও ভগবদুপাসনার ফলেই কাম্য লোক লাভ করেন। কিন্তু সেই সকল ভূতিকাম ব্যক্তিগণেরও আত্মজ্ঞের সেবা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের সারনির্য্যাসরূপে আমরা পাই যে, যিনি বিভূতিতৃষ্ণাবর্জ্জিত হইয়া নিষ্কামভাবে তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনি আর পুনর্জ্জন্ম লাভ

করেন না। আপ্তকাম তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সকল কামনা ইহলোকেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর সকাম ব্যক্তি কামানুযায়ী ভোগোপযোগী লোকে জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং কেবল ভগবদ্ভজনপ্রভাবে শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যসেবা লাভের জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজন করা কর্ত্তব্য।

সেই পরমাত্মবস্তু বেদাধ্যয়ন, মেধা বা শাস্ত্রার্থধারণা দ্বারা লভ্য হন না, কিন্তু তিনি যাঁহাকে যোগ্য বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ আপনার বলিয়া স্বীকার করেন, সেই স্বীকারের ফলেই শ্রীভগবান্ লভ্য হন। এইজন্যই তাঁহাকে বরণৈকলভ্য বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সময়ে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে অর্থাৎ নিজ ভক্তকে স্বীয় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানরূপ বলহীন ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপাবলহীন ব্যক্তির লভ্য নহেন। বিষয়াসঙ্গ-জনিত প্রমাদ বা অশাস্ত্র-বিহিত লিঙ্গাদি ধারণ বা ঘোর তপস্যাদি দ্বারাও শ্রীভগবান্ লভ্য নহেন। যিনি শাস্ত্রবিহিত ভক্তির অঙ্গভূত সাধন দ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারার্থ যত্নশীল, তিনিই ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবদ্‌সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত ঋষিগণ জ্ঞানতৃপ্ত, বীতরাগ ও প্রশান্তাত্মা হন। যুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বভূতের হৃদয়ে দর্শন করিয়া সর্ব্বতত্ত্বাত্মক সেই পরব্রহ্মেই অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন।

যাঁহারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মবস্তুকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া সুনিশ্চিত করিয়াছেন, বৈরাগ্যাদি অবলম্বনে ভগবদ্ভজনের ফলে যাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়াছে, সেই সকল ভক্ত সংসারদশার অবসানে পরব্রহ্মকেই অমৃতস্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মের ধামে মোক্ষানন্দ লাভ করেন। মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা পরব্রহ্মে ঐক্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তৎসামীপ্য-লাভে তদাত্মকভাবে তদীয়ত্ব লাভ করেন। বদ্ধাবস্থার

ন্যায় আর অত্যন্ত ভেদ থাকে না। অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ লাভ করিয়া নিত্যদাস্য প্রাপ্ত হন। নদীর সমুদ্রে মিলনের ন্যায় জীব প্রাকৃত নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মসাদৃশ্যই লাভ করেন কিন্তু কেবলাভেদভাব প্রাপ্ত হন না, ইহাই বিশেষ লক্ষণীয়। 'সদৃশ' কথায় কেবলাভেদ বুঝায় না। ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তি শোকাতীত হন এবং হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিত্যস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

ঋক্‌মন্ত্রেও প্রকাশিত আছে যে, যে সকল ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যথাবিধি হোম ও ব্রতাদি পালন করেন অথবা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগের নিকটেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেষ্টব্য।

অঙ্গিরা নামক ঋষি শৌনককে এই পরমসত্য অক্ষরপুরুষের উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই পরম ঋষিদিগকে নমস্কার।

এই উপনিষৎখানি বিভিন্নতত্ত্বের উপদেশক, সুতরাং শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে আদ্যন্ত বিচারপূর্ব্বক তত্ত্ববিৎ গুরুর নিকট শ্রবণ বা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে গুরুপরম্পরার তত্ত্ব, যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানে সকলের জ্ঞান লাভ হয়, পরা ও অপরা বিদ্যার স্বরূপজ্ঞান, সর্ব্বশক্তি-মান্ অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপ তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, যজ্ঞাদি কর্ম্মতত্ত্ব, কর্ম্ম-ফলের তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ডের হেয়ত্ব, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানের তত্ত্ব, কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রতি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত জনগণের সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা ও গুরুতত্ত্ব, বিভিন্ন জীবের উৎপত্তির তত্ত্ব, সর্ব্বভূতের উৎপত্তির তত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় তত্ত্ব, ভগবৎ-প্রাপ্ত ব্যক্তির মহিমা, জীব ও পরমাত্মার সহভাবতত্ত্ব, জীবের ভগবদ্বিমুখতার পরিণাম ও ভগবদুন্মু-খতার ফল, ভগবদ্‌ প্রাপ্তির সহজ উপায়, ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত ব্যক্তির

মহিমা প্রভৃতি বিপুল তত্ত্বের সমাহার দৃষ্ট হয়, সেইজন্যই ভূমিকার নাম 'তত্ত্বপীঠিকা' করা হইয়াছে।

আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ আমার অযোগ্যতানিবন্ধন যে সকল দোষ ও ত্রুটী এই গ্রন্থমধ্যে দর্শন করিবেন, তাহা তাঁহারা নিজগুণে সংশোধনকরতঃ এবং মাদৃশ অধমের প্রতি করুণাবশতঃ ক্ষমাপণ পূর্ব্বক গ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্বের মর্ম্ম অবধারণ করিবেন। তাহা হইলেই আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিব।

আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও একমাত্র গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবল আশ্রয় করিয়াই যে এই গ্রন্থ-সম্পাদনে রত, তাহা আমি আদি ও অন্তে এবং মধ্যে সর্ব্বত্র জ্ঞাপন করিয়াছি। এই গ্রন্থপাঠে যাঁহারা উপকৃত হইবেন, তাঁহারা মদীয় গুরুবর্গের মহিমা জানিবেন, আর যে-বিষয়ে ক্ষুণ্ন হইবেন, সে দোষ আমার জানিবেন ও আমাকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমার কাতর নিবেদন।

এই গ্রন্থ মুদ্রণে রূপ লেখা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন্দী, বি, এস্, সি, 'ভক্তিকলানিধি' মহোদয় যেরূপ ঐকান্তিক সেবাচেষ্টা লইয়া মুদ্রণকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে পুনরায় মদীয় পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী-করুণার কথা স্মরণ পূর্ব্বক তদীয় রাতুলচরণে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম পুরঃসর এই নিবেদন করিতেছি যে, হে প্রভো! মাদৃশ অধমের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন, শ্রীচরণে স্থান দিয়া অধমকে উদ্ধার করুন। নিত্য-কালের দাস করুন। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

অধমস্য প্রার্থনা—

ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্ত্যতুলহরিকথাপ্রেমিকাণাং প্রভূণাং
দাসঃ শ্রীবৈষ্ণবানাং পরিচরণপরঃ কৃষ্ণসেবাব্রতানাম্।
কর্ত্তুং গম্ভীরসারং সুগমমুপনিষন্মুণ্ডকং তত্ত্বচিন্তা-
লেশং ভাষানিবদ্ধং ব্যতনুত কৃপয়া শ্রীগুরোঃ ক্ষম্যতাং ভোঃ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের
বিরহতিথি-বাসর
৪ নারায়ণ, ৪৮৫ গৌরাব্দ
১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮
৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১)

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী প্রভুপাদের
কৈঙ্কর্য্যাভিলাষী
দীনাতিদীন—
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্য মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ** তৎ-সঙ্কলিত উপনিষদ্‌গ্রন্থমালার অন্তর্গত ঈশ, কেন, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ-চতুষ্টয়ের সম্পাদনা সমাপ্ত করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই **মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্যোপনিষৎ** গ্রন্থদ্বয় একত্র সম্পাদনা করিলেন।

পরমারাধ্যা পরমা শুভা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দত্রয়োদশী তিথিতে গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। অথর্ব্ববেদীয় শাখায় যতগুলি উপনিষৎ আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডকোপনিষৎখানি সারস্বরূপ, দেহের মস্তক যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই উপনিষদ্‌খানিও মস্তকস্বরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মুণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎখানিতেও চারিটি পাদে ব্রহ্মবস্তুই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ওঁকারই শ্রীভগবানের বিগ্রহস্বরূপ।

পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ যেরূপ প্রত্যেক উপনিষদের ভূমিকা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন, তাহাতে আমার আর অধিক লিখিবার প্রয়াস বাতুলতামাত্র জানিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

আশা করি, গৌড়ীয়ভাষ্যসম্বলিত এই উপনিষদ্-গ্রন্থমালা সকল বৈষ্ণবমাত্রেরই আদরের বিষয় হইবে। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে ইহা একটি অমূল্যনিধিরূপে বিচারিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থ-সংগ্রহে ও অনুশীলনে সকলে যত্নবান্ হইবেন, ইহাই আমার নিবেদন। ইতি। বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
(গ্রন্থ-প্রকাশক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিষয়-সূচী

প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড

প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড

তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণমালানুক্রমে)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরু-বন্দনা

নমো ওঁ গুরুদেবায় ধীমতে সৌম্যমূর্ত্তয়ে।
ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী প্রভবে শ্রীমহাত্মনে।।
বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচারিণে সতে।
সাত্বতশাস্ত্রসদ্ব্যাখ্যা-নিপুণায় মহামতে।।
ব্রহ্মসূত্র-শ্রুতি-স্মৃত্যৌ গৌড়ীয়ভাষ্যকারিণে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা ভক্তস্তত্র বিপ্রতিপত্তিনাশিনে।।
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়াধীশ-সেবা-প্রকাশিনে।
বৈষ্ণবাচার্য্যদেবায় নিত্যকল্যাণ-দায়িনে।।

—প্রকাশক

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদক ও 'ঈশাদি'-উপনিষদের 'তত্ত্বকনা' নাম্নী
অনুব্যাখ্যা লেখক।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের বর্ত্ম প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব।
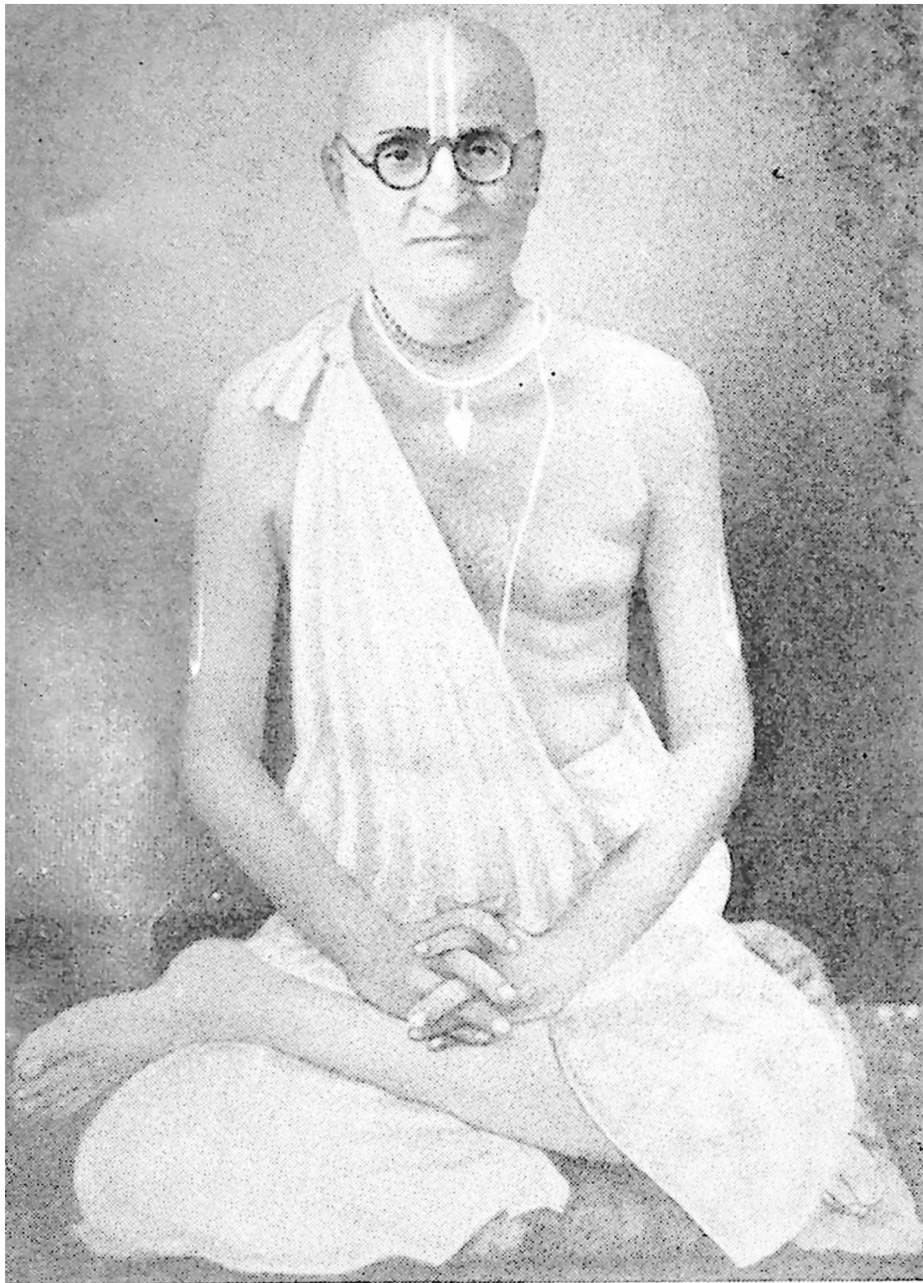
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের শ্রীগুরুদেব।

কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—৫

শান্তিপাঠঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাꣳসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো২রিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে] দেবাঃ (ভগবদ্‌শক্ত্যাহিত শক্তিশালিন্ দেবতাগণ!) কর্ণেভিঃ (কর্ণসমূহের দ্বারা) [বয়ম্—আমরা] ভদ্রম্ (ভগবদ্ভজনানুকূল বাক্য) শৃণুয়াম (যেন শ্রবণ করিতে সমর্থ হই) [হে] যজত্রাঃ (যজমান-পালক দেবগণ!) অক্ষভিঃ (চক্ষুর দ্বারা) [আমরা] ভদ্রম্ (ভগবদ্ভজনানুকূল মঙ্গলময় শ্রুতিপ্রতিপাদ্য-বিষয়) পশ্যেম (দর্শন করিতে যেন সমর্থ হই) স্থিরৈঃ (দৃঢ় ও অবিকল) অঙ্গৈঃ (হস্তপদাদি অবয়ব) [এবং] তনূভিঃ (শরীরের সহিত) [যুক্ত হইয়া] তুষ্টুবাংসঃ (শ্রীভগবানের স্তব করিতে

করিতে) দেবহিতং (ভগবদুপাসনাযোগ্য) যদায়ুঃ (জীবন বা পরমায়ু) -ব্যশেম (যেন প্রাপ্ত হই)।

বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্রঃ (মহৎকীর্ত্তি যাঁহার সেই অসমোর্দ্ধৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর) নঃ (আমাদিগের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের) স্বস্তি (মঙ্গল) দধাতু (বিধান করুন অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে আমাদের শ্রুতিজ্ঞান উৎপন্ন করুন) [তথা] বিশ্ববেদাঃ (তথা সর্ব্বজ্ঞ) পূষা (পোষক সূর্য্য অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশক শ্রীহরি) নঃ (আমাদিগের) স্বস্তি [দধাতু] (কল্যাণ বিধান করুন) অরিষ্টনেমিঃ (অকুণ্ঠিত চক্রধার বিষ্ণুর বাহন) তার্ক্ষ্যঃ (গরুড়দেব) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু] (কল্যাণ-ময় গন্তব্যস্থানে লইয়া চলুন) [তথা] বৃহস্পতিঃ (বাক্‌পতি বা বুদ্ধির অধিপতি) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু](পঠন-পাঠনে ও বোধে শক্তিপ্রদান করুন)।

ওঁ (হে ভগবন্ পরমাত্মন্ !) শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ তাপ ও বিঘ্নের উপশম হউক) ॥১॥

অনুবাদ—হে মঙ্গলবিধায়ক ভগবচ্ছক্ত্যাহিত শক্তিশালী ইন্দ্রাদি দেবগণ ! আমরা (গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়) কর্ণ দ্বারা ইন্দ্রিয়-পরিচালক আপনাদের অনুগ্রহে যেন কল্যাণময় বিষয় অর্থাৎ নির্ব্বাধে উপাসনা ও উপনিষদের বাণী শ্রবণ করিতে পারি। হে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা যজমান-পালক দেবগণ ! চক্ষুর্দ্বারা যেন ভগবদুপাসনার অনুকূল বিষয় দর্শন করি। দৃঢ় অঙ্গ ও শরীর লইয়া শ্রীভগবানের স্তবে নিরত থাকিয়া যেন উপাসনাযোগ্য পরমায়ুঃ আমরা প্রাপ্ত হই। সকল কল্যাণময় পরমেশ্বর আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন। সূর্য্যরূপ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি আমাদিগের নির্ব্বিঘ্নে পাঠ সমাপ্তি বিধান করুন। যাঁহার চক্রধারা

কুত্রাপি কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই বিষ্ণুরথ অথবা বিষ্ণুবাহন গরুড় শ্রীবিষ্ণুর যজনকারী আমাদিগকে গন্তব্য-স্থানে লইয়া যাউন। বাক্‌পতি দেবগুরু তিনি আমাদিগের পঠন-পাঠনে ও বোধে শক্তি বিতরণ করুন ॥১॥

তাৎপর্য্যবিবৃতিঃ—অথ মঙ্গলাচরণস্য কর্ত্তব্যতয়া নির্ব্বিঘ্নপরিসমাপ্ত্যর্থম্ আদৌ তৎপাঠো যুজ্যতে। অয়ংহি মন্ত্রঃ প্রাজাপত্যঃ ত্রিষ্টুপ্-ছন্দোনিবদ্ধঃ দেবাদিলিঙ্গোক্তদেবতাকঃ শান্তিকর্ম্মণি বিনিযুজ্যতে অস্য ব্যাখ্যা—হে দেবাঃ, ইন্দ্রাদয়ঃ! কর্ণেভিঃ কর্ণৈঃ বহুকর্ত্তৃকত্বেন কর্ণেন্দ্রিয়স্য বহুত্বম্, ভদ্রং কল্যাণং ভগবদ্ভজনানুকূলং বয়ং শৃণুয়াম যুষ্মৎপ্রসাদাদিতিশেষঃ। অস্মদোদ্বয়োশ্চেতি পাণিনীয়ানুশাসনাৎ বহুত্বম্। বহুলং ছন্দসীতি কর্ণেভিরিত্যত্র ভিস ঐস্ ন ভবতি, 'বহুবচনে কল্যেৎ' ইতি ঔৎসর্গিকম্ এত্বং ভবত্যেব। হে যজত্রাঃ যজন্তং ভগবদারাধকং যজমানং ত্রায়ন্তে রক্ষন্তীতি যজমানপালকাঃ দেবা অক্ষভিঃ অক্ষিভিঃ ছান্দসত্বাৎ হলিচ অনঙাদেশঃ, ভদ্রং মঙ্গলং শ্রুতিপ্রতিপাদ্যার্থং পশ্যেম জানীমঃ। কিঞ্চ দেবহিতং ভগবদুপাসনাযোগ্যং যদায়ুঃ জীবনং তদ্বয়ং ব্যশেম ছান্দসঃ প্রয়োগঃ ব্যশ্নুবীমহি প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ, কীদৃশা বয়ং—স্থিরৈঃ দৃঢ়ৈঃ অবিকলৈঃ, অঙ্গৈঃ হস্তপদাদিভিরবয়বৈঃ, তনূভিঃ শরীরৈঃ গুরু-শিষ্যাদিভির্বা যুতাঃ, তথা তুষ্টুবাংসঃ স্তুবন্তঃ সন্তঃ, বর্ত্তমানে লিটঃ ক্বসু শ্ছান্দসঃ।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদের্ব্যাখ্যা—অস্য মন্ত্রস্য ঋষিঃ প্রজাপতিঃ, বিরাট্ ছন্দঃ ইন্দ্র-পূষ-তার্ক্ষ্য-বৃহস্পতয়ো দেবতাঃ শান্তিকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ। অস্যার্থঃ—বৃদ্ধশ্রবাঃ বৃদ্ধং মহৎ শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ যস্য স ইন্দ্রঃ অসমোর্দ্ধৈশ্বর্য্যবান পরমেশ্বরঃ, নঃ অস্মভ্যং (গুরু-শিষ্যেভ্যঃ) স্বস্তি ক্ষেমং দধাতু নির্ব্বিঘ্নেন শ্রুতিজ্ঞানং জনয়তু ইতি ভাবঃ। তথা বিশ্ব-

বেদাঃ বিশ্বং সর্ব্বং বেত্তি সর্ব্বজ্ঞঃ পূষা পোষকঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশকঃ শ্রীহরিঃ নঃ স্বস্তি দধাতু, তথা অরিষ্টনেমিঃ অকুণ্ঠিত চক্রধারঃ, তার্ক্ষ্যঃ—বিষ্ণুরথো গরুড়ঃ, নঃ স্বস্তি দধাতু, তথা বৃহস্পতিঃ বাক্‌পতিঃ, নঃ স্বস্তি দধাতু। ভগবদ্বিভূতয়ঃ সর্ব্বে দেবা অস্মাকং শ্রুতিপাঠে ক্ষেমং বিতরন্তু ইতি ভাবঃ ॥১॥

এই উপনিষৎটি অথর্ব্ববেদান্তর্গত। জীবদেহে মুণ্ড অর্থাৎ মস্তক যেমন উত্তমাঙ্গ এবং সমস্ত দেহের সার সেইপ্রকার এই উপনিষৎটি উপনিষৎসমূহের সঙ্‌ক্ষিপ্তসার, এজন্য ইহার নাম মুণ্ডকোপনিষৎ। অনুসন্ধান করিলে ইহাতে সমস্ত শ্রুতির সঙ্‌ক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। ইহাই ইহার মর্ম্মার্থ।

অথবা কেহ কেহ বলেন,—'মুণ্ডক' নামক কোন ঋষি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বলিয়া সেই ঋষির নামানুসারে এই উপনিষৎ-খানির নাম মুণ্ডকোপনিষৎ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মুণ্ডকোপনিষৎ

প্রথমমুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্-
অথর্ব্বায় (অথর্ব্বণে) জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[আম্নায়-জ্ঞানে যাহাতে এই উপনিষদ্ বিদ্যায় প্রবৃত্তি জন্মে সেই উদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে ইহার প্রচার আখ্যায়িকামুখে শ্রুতি বর্ণন করিতেছেন—] বিশ্বস্য (চরাচর সমস্ত জগতের) কর্ত্তা (সৃষ্টিকর্ত্তা) ভুবনস্য (সৃষ্ট-জগতের) গোপ্তা (পালক) দেবানাং (ইন্দ্রাদি-দেবগণের) প্রথমঃ (আদিদেব) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) সংবভূব (শ্রীনারায়ণের নাভিকমল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন) সঃ (তিনি—ব্রহ্মা) সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্ (পরা ও অপরা সর্ব্ববিধ বিদ্যার আশ্রয়) ব্রহ্মবিদ্যাং (ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান) জ্যেষ্ঠপুত্রায় (জ্যেষ্ঠ পুত্র) অথর্ব্বায় (অথর্ব্বকে) প্রাহ (উপদেশ করিলেন) ॥১॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিদ্যার প্রবক্তা ঋষি-পরম্পরা আখ্যায়িকারূপে বলিতেছেন। ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতার আদিদেব স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, যিনি সমগ্র

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালক, তিনি পরাপর সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে উপদেশ করিলেন ॥১॥

ওঁ তৎসদ্ ব্রহ্মণে নমঃ

পরমপূজ্যপাদ শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-ভাষ্যম্ ।

অতসীগুচ্ছসচ্ছায়মঞ্চিতোরঃস্থলং শ্রিয়া ।
অঞ্জনাচলশৃঙ্গারমঞ্জলিমে্ম গাহতাম্ ।
ব্যাসং লক্ষ্মণযোগীন্দ্রং প্রণম্যান্যান্ গুরূনপি ।
মুণ্ডকাখ্যোপনিষদং শ্রীতৈ্য ব্যাকরোমি যথামতি ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিদ্যাপ্ররোচনার্থায়াখ্যায়িকা—ব্রহ্মা···সংবভূব। চতুর্ম্মুখ ইন্দ্রাদীনাং দেবানামগ্র উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। স কীদৃশ ইত্যত্রাহ—বিশ্বস্য······গোপ্তা। বিশ্বস্য ভুবনস্য সর্ব্বস্য ভুবনস্যোৎপাদয়িতা রক্ষকশ্চেত্যর্থঃ। স······প্রাহ ॥১॥

তাদৃশো ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ভূতাং ব্রহ্মবিদ্যামথর্ব্বনাম্নে জ্যেষ্ঠপুত্রায়োক্তবানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ত্বং চ জ্ঞাতব্যে ব্রহ্মণি কৃৎস্নজ্ঞাতব্যান্তর্ভাবেন ব্রহ্মজ্ঞানে কৃৎস্নজ্ঞানস্যান্তর্ভূতত্বাদিতি ব্যাসার্যৈ্যরুপপাদিতম্ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ওঁ তৎ সৎ।

নত্বা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ তদ্ভক্তান্ বৈষ্ণবাংস্তথা ।
প্রীণয়িতুং ময়া টীকা শ্রুত্যর্থবোধিনী কৃতা ।
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-নির্দ্দেশাদ্ গৌড়ীয়-মতসাধনম্ ।
সাধবো যদি তুষ্যেরন্ সফলোঽস্যৌ ততঃ শ্রমঃ ।

আখ্যায়িকারূপেণ ব্রহ্মবিদ্যায়া ঋষিপরম্পরাং বর্ণয়তি শ্রুতির্ব্রহ্মা-দেবানামিত্যাদিঃ। প্রথমত এব ওঁ শব্দোচ্চারণং মঙ্গলার্থম্। দেবানাং

যজ্ঞে উপাস্যানামিন্দ্রাদীনাং মধ্যে প্রথমঃ অগ্রে সম্বভূব উৎপন্নঃ তথাচ স্মৃতিঃ—'এষ হ্যশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ। আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে" ইতি শ্রুতিশ্চ 'ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ। স জাতোঽত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ'। সঃ কীদৃশঃ ? যো হি বিশ্বস্য ভুবনস্য সকললোকস্য কর্ত্তা প্রাকৃতিক ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্বানাং সংযোজনেন উৎপাদকঃ, শ্রুতিশ্চ 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তদীক্ষণপূর্ব্বকত্বাৎ সৃষ্টেঃ। ভুবনস্য গোপ্তাপি রক্ষকশ্চ স এব, তস্য ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশনায় প্রবৃত্তিমাহ—সঃ ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যা-বরিষ্ঠাম্—সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং শ্রেষ্ঠাং ব্রহ্মবিদ্যাম্ ব্রহ্মবিষয়িণীবিদ্যাং তস্যাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ত্বাৎ পরত্বম্, যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি —শ্রুতেঃ। তাং জ্যেষ্ঠপুত্রায় গুণবত্ত্বাৎ প্রথমজাতত্বাদ্বা প্রথমজাতায় অথর্ব্বায় অথর্ব্বণে তন্নাম্নে সর্ব্বে অন্নন্তাঃ অকারান্তাশ্চ বিভাষয়া স্বরান্তা ইতি অকারবন্তোঽথর্ব্বশব্দঃ, অথবা ছান্দসঃ নকারলোপঃ। প্রাহ উক্তবান্ প্রাহেতি তিঙন্ত প্রতিরূপকমব্যয়ম্ বোধ্যম্ ॥১॥

তত্ত্বকণা— ওঁ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব আর প্রভু-ভগবান্।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
সেই আশাবন্ধে মুই করিনু স্মরণ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও **শ্রীভগবানের** বন্দনামুখে তাঁহাদের **শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ-মূলে,** তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা পূর্ব্বক **শ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালায়** অন্তর্গত **'শ্রীমুণ্ডকোপনিষদের'** **"তত্ত্বকণা** -নাম্না অনুব্যাখ্যা রচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

গ্রন্থের প্রথমেই মঙ্গলাচরণের কর্ত্তব্যতা-বিধায় শান্তিসূক্ত পঠিত হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদ যথাস্থানে প্রদত্ত হইল; তাহা তথায় দ্রষ্টব্য।

প্রথম মন্ত্রের প্রারম্ভেও 'ওঁ'কার-স্মরণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান **মুণ্ডকোপনিষদ্** আরম্ভ হইতেছেন। ইহা দ্বারা সূচিত হয় যে, মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যারম্ভে পরমেশ্বরের শ্রীনাম উচ্চারণ ও স্মরণ অবশ্য করণীয়। সেই শ্রীনাম সংক্ষেপে ওঁকার শব্দবাচ্য।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মা প্রকট হইলেন। তিনি শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়া বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের পালয়িতা পিতামহ। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীগীতাতে আম্নায়-পারম্পর্য্য-সম্বন্ধে পাই,—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥" (গীঃ ৪।১-২)

শ্রীশ্রীল মহারাজের অনুবর্ষিণীতে পাই,—

"প্রতি মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুবাদি মনুর আবির্ভাব হইলেও ইদানীং বৈবস্বত মন্বন্তর বলিয়া তজ্জনক সূর্য্য এই জ্ঞানযোগের প্রথম উপদেশপাত্র—ইহা জানাইয়া শ্রীভগবান্ সম্প্রদায়ের অবতারণা করিলেন, কেননা, তদ্দ্বারা বিষয়ের প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় এবং উহা গ্রহণেও লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইয়া থাকে।"

পরম্পরা-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্ব্বদনৈর্ব্বিভুঃ।
সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া॥
পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাংস্তু ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।
তে তু ধর্ম্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্॥
তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ।
চতুর্যুগেষ্বথ ব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ॥"
(ভাঃ ১২।৬।৪৪-৪৬) ॥১॥

শ্রুতিঃ—অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽ-
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—ব্রহ্মা (পিতামহ) যাং (যে ব্রহ্মবিদ্যা) অথর্ব্বণে (অথর্ব্ব নামক পুত্রকে) প্রবদেত (উপদেশ দিয়াছিলেন) অথর্ব্বা (সেই অথর্ব্বা মুনি) পুরা (পূর্ব্বে) অঙ্গিরে (অঙ্গির্নামক মুনিকে) তাম্ (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) উবাচ (উপদেশ দিলেন), সঃ (সেই অঙ্গির্মুনি) ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজ-গোত্রসম্ভূত) সত্যবহায় (সত্য-বহ নামক মুনিকে) প্রাহ (উপদেশ দিলেন) ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজ-গোত্রোৎপন্ন সত্যবহ) অঙ্গিরসে (নিজ পুত্র অথবা শিষ্য অঙ্গিরাকে) পরাবরাম্ (পূর্ব্ব হইতে পরবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অথবা পর ও অপর সকল বিদ্যাবিষয়ের ব্যাপিনী সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে) [প্রাহ—উপদেশ করিয়াছিলেন] ॥২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা অথর্ব্বা নামক নিজ পুত্রকে যে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন অথর্ব্বা পূর্ব্বে অঙ্গির্নামক মুনিকে তাহাই উপদেশ করিলেন। অঙ্গির্ মুনি ভরদ্বাজগোত্রোৎপন্ন সত্যবহ নামক মুনিকে সেই বিদ্যা দিলেন, পরে সত্যবহ পূর্ব্বানুক্রমে প্রাপ্ত অথবা পরাবর সকল বিদ্যার প্রতিপাদ্য-বিষয়-ব্যাপিনী সেই বিদ্যা অঙ্গিরা নামক নিজ পুত্র অথবা শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথর্ব্বণে···ব্রহ্মবিদ্যাম্। অথর্ব্বণে ব্রহ্মা প্রোবাচ। তামথর্ব্বনামঋষিঃ স্বশিষ্যায়াঙ্গির্নাম্ন ঋষয়ে প্রোবাচ।

স···প্রাহ। সোঽঙ্গির্নাম ঋষির্ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবাহনাম্নে প্রোক্তবান্।

ভারদ্বাজো…পরাবরাম্। পরস্মাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা। পরাবরসর্ব্ববিদ্যাপ্রাপ্তের্ব্বা পরাবরা। তামঙ্গিরসে প্রাহেত্যনুষঙ্গঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যাম্ এতাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্ অথর্ব্বণে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী। প্রবদেত 'তিঙাং তিঙ্' ইতি লভঙ্স্থানে লিঙ্ আত্মনেপদঞ্চ ছান্দসম্। পুরা পূর্ব্বং প্রাক্ ইত্যর্থঃ, অঙ্গিরে অঙ্গীর্নাম্নে মুনয়ে। স অঙ্গীঃ মুনিঃ ভারদ্বাজায় ভরদ্বাজস্য গোত্রাপত্যম্ইত্যণ্। সত্যবহায় তন্নাম্নে নিজপুত্রায় স্বশিষ্যায় বা, বহতীতি বহঃ পচাদ্যচ্ সত্যস্য বহঃ সত্যবহঃ সত্যবাহ ইতি বা পাঠঃ। পরাবরাম্—ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষণম্, পরস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদিত্যর্থঃ অবরেণ পরবর্ত্তিনা প্রাপ্তাম্ জ্ঞাতাম্ অথবা পরাবরসকলবিদ্যাবিষয়িণীং প্রাহেত্যনুষঙ্গঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—অথর্ব্বা মুনি শ্রীব্রহ্মার নিকট যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তিনি অঙ্গির্ নামক ঋষিকে প্রদান করিলেন। আর অঙ্গির্ ঋষিও ভরদ্বাজ-গোত্রোৎপন্ন সত্যবহ নামক ঋষিকে উপদেশ করেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উক্ত পরাবরা ব্রহ্ম-বিদ্যা ভারদ্বাজ অঙ্গিরাকে শিক্ষা দিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ। …তস্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্য্যাদিভ্য উচিবান্॥" (ভাঃ ১২।৬।৫১-৬৬) প্রভৃতি শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য ॥২॥

শ্রুতিঃ—শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং
বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং
ভবতীতি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—হ বৈ (প্রসিদ্ধি আছে), মহাশালঃ (গৃহস্থশ্রেষ্ঠ, অনেক পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন অথবা বৃহৎ-বিদ্যালয় অর্থাৎ ঋষিকুলের

অধিষ্ঠাতা) শৌনকঃ (শুনক-পুত্র) অঙ্গিরসম্ (সেই অঙ্গিরা মুনির নিকট) বিধিবৎ (শাস্ত্রবিধি-অনুসারে অর্থাৎ গুরুসমীপে উপস্থিতির যেমন নিয়ম আছে, যথা সমিধ্ হস্তে লইয়া বিনীতভাবে) উপসন্নঃ (উপস্থিত হইয়া) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন) [নু—বিতর্কে] ভগবঃ (হে ভগবন্ !) কস্মিন্ নু (কোন্ তত্ত্ব) বিজ্ঞাতে (বিশেষ-ভাবে জ্ঞাত হইলে) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমস্ত বিজ্ঞেয়বস্তু) বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি (বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা অর্থাৎ যেমন মৃৎপিণ্ড জানিলে তাহার কার্য্য ঘট-শরাবাদি সমস্ত মৃন্ময়জ্ঞান হইয়া থাকে ; তাহা কি ? কথাটি এই,—শৌনক প্রথমে লোকমুখে শুনিয়াছেন 'একস্মিঞ্ জ্ঞাতে সর্ব্ববিদ্ ভবতি' একটি জানিলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, সামান্যাকারে এই শিষ্টপ্রবাদ শুনিয়া শৌনক বিশেষরূপে তাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন—'কাহার বিজ্ঞানে সমস্ত জ্ঞাত হয়') ॥৩॥

অনুবাদ—শুনক মুনির পুত্র শৌনকের বহু পোষ্য ছিল, তিনি মহাগৃহস্থ, সেজন্য সাংসারিক সুখদুঃখের আক্রমণে তিনি বৈরাগ্যবান্ হইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানাভিলাষী হন ও ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশে বিশেষ পারদর্শী মনে করিয়া তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন। হে ভগবন্ ! আপনাদের কাছে শুনিয়াছি —যেরূপ মৃৎপিণ্ডজ্ঞান হইলে সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ-জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ এমন কোন তত্ত্ব আছে, যাহা জানিলে সমস্ত বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাত হয়। ইহা সামান্যাকারে জানিয়া এক্ষণে বিশেষরূপে সর্ব্বনিমিত্ত ও উপা-দানভূত সেই তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। এখানে প্রণিধানযোগ্য এই,—প্রশ্নকর্ত্তা কি স্থূল, চিৎ, অচিৎ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মকে জানিতে চাহিতেছেন ? অথবা 'সর্ব্বমিদং' ইহা প্রশ্নবাক্যে পাওয়ায় কোন স্থূল, চিৎ, অচিৎ শরীরের জিজ্ঞাসা তাঁহার অভিপ্রেত ? তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মই তাঁহার

জ্ঞাত নহে, অতএব প্রশ্ন যদি বিশেষণবিষয়ক বলা হয়, তাহাও অযৌক্তিক, যেহেতু উপাদেয় ও উপাদান অভিন্ন হওয়াই নিয়মসিদ্ধ, তাহা হইলে স্থূল প্রপঞ্চ ও চিৎস্বরূপ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, তাহাদের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম কিরূপে হইবেন ? এই সমস্যার সমাধান-কল্পে বলিতে হয় যে, 'ইদং সর্ব্বম্' ইহার দ্বারা বিশেষণই প্রশ্নের বিষয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ব্রহ্মোপাদানকত্ব হইতে বাধা নাই, কেননা, অভিন্ন দুইটি বস্তুর উপাদান এবং উপাদেয় যে একই হইতে হইবে, তাহা নহে ; ইহার ব্যতিক্রমও আছে, যেমন কার্য্য প্রথমে কারণাবস্থায় অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থায় থাকিয়াও পরে কার্য্যাবস্থায় স্থূল হইয়া থাকে, সেইরূপ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ইহাদেরও অবস্থা ভেদ আছে, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মকৃত সঙ্কোচ বা বিকাস, অচেতন প্রপঞ্চের সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বাবস্থাযোগ, পরমেশ্বরের অদ্বারক (নিরপেক্ষ) নিয়ন্তৃত্বে। অতএব বিশেষণকে আশ্রয় করিয়া উপাদান প্রশ্ন সঙ্গত ; এতদ্বিষয়ে শ্রীরঙ্গরামানুজের ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—শৌনকো…পপ্রচ্ছ। মহাগৃহস্থঃ শুনকস্তুতঃ সমিৎপাণিত্বাদিশাস্ত্রীয়নিয়মানতিক্রমেণোপগতঃ সন্ পৃষ্টবান্—

কস্মিন্……ভবতীতি।

হে ভগবঃ। উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

ইতি লক্ষণাৎ। ভগবন্নিত্যস্য বিভাষা ভবদ্ভগবদিতি নকারস্য রুত্বেঽবস্যোত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। যথা মৃৎপিণ্ডে বিজ্ঞাতে সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, এবং কস্মিংশ্চিদ্বস্তুবিশেষে জ্ঞাতে সর্ব্বং কার্য্যজাতং বিজ্ঞাতং ভবতীতি সামান্যতো ভবাদৃশাং বচনমশ্রৌষং, তাদৃগ্বস্তু কিমিতি প্রশ্নার্থঃ। সর্ব্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু কিমিতীতি যাবৎ।

নন্থ সর্ব্বমিদমিতি শব্দেন স্থূল-চিদচিচ্ছরীরবিশিষ্টং ব্রহ্মোচ্যত উত বিশেষণমাত্রম্। নাত্তঃ। প্রশ্নদশায়াং শৌনকস্যাব্রহ্মবিত্ত্বেনাব্রহ্মবিদ ইদংবুদ্ধিশব্দয়োর্ব্রহ্মপর্য্যন্তত্বাভাবাৎ। তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বমিত্যু-ত্তরবাক্য ইদং সর্ব্বমিত্যস্য বিশেষণমাত্রে পর্য্যবসায়িত্বেন ব্রহ্মপর্য্যন্তত্বা-দর্শনেন প্রশ্নবাক্যগতস্যাপীদং সর্ব্বমিতি শব্দস্য ব্রহ্মপর্য্যন্তত্বাভাবাৎ। ন দ্বিতীয়ো বিশেষণভূতস্থূলচিদচিতোরক্ষরব্রহ্মভিন্নয়োর্ব্বক্ষ্যমাণাক্ষর-ব্রহ্মোপাদানকত্বাভাবাদিতিচেদুচ্যতে। ইদং সর্ব্বমিত্যনেন বিশেষণমেব নির্দ্দিশ্যতে ন বিশেষ্যম্। অথাপি বিশেষণস্যাপি ব্রহ্মোপাদেয়ত্বমস্তি। নহ্যভিন্নয়োরেবোপাদানোপাদেয়ভাব ইতি নিয়মঃ। ভাবিস্থূলাবস্থাবতঃ পূর্ব্বভাবিসূক্ষ্মাবস্থাযোগি হ্যুপাদানম্। অবস্থাবত্ত্বং চ চিদচিদীশ্বরাণাং ত্রয়াণামপ্যস্ত্যেব। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—অদ্বারকাবস্থাযোগিত্বমচেতনস্য, জীবস্য তু ধর্ম্মভূতজ্ঞানদ্বারাঽচেতনশরীরদ্বারা চ কর্ম্মকৃতসংকোচবিকাস-রূপাবস্থাশ্রয়ত্বম্। পরমাত্মনস্তু চেতনাচেতনদ্বারকমবস্থাশ্রয়ত্বমদ্বারক-নিয়ন্তৃত্বাবস্থাশ্রয়ত্বং চ। ততশ্চ মহত্ত্বাহঙ্কারত্বাদিলক্ষণভাব্যবস্থাযোগি-ত্বস্যাচেতনপরমাত্মসাধারণ্যেন পরমাত্মন ইব চেতনপ্রপঞ্চস্যাপি ভাব্য-বস্থাশ্রয়ত্বেনাক্ষরং প্রত্যুপাদেয়ত্বমস্ত্যেব। ততশ্চেদং সর্ব্বমিতি বিশেষ-মাত্রনির্দ্দেশেঽপি তস্য বক্ষ্যমাণমক্ষরমুপাদানং ভবত্যেবেতি—কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি বিশেষণমাত্র উপাদানপ্রশ্ন উপপদ্যতে। অত এব মহাসিদ্ধান্তে কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যতয়া তদন্ত-র্য্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাত্তৎপ্রত্যনীকনানাত্বং নিষিধ্যত ইতি ভাষ্য-ব্যাখ্যানাবসরে ব্যাসার্য্যৈর্নির্দ্দিষ্টয়োরেবোপাদানোপাদেয়ভাবঃ, ন তু বিশেষণীভূতস্য চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মোপাদানকত্বম্। শরীরাত্মভাবস্তু নিকৃষ্টবিশেষণস্যাস্য চ নিকৃষ্টবিশেষ্যস্য চ চিদচিদ্বিশিষ্টব্রহ্মণশ্চিদচিদ্বিশিষ্ট-ব্রহ্মানিয়ম্যাৎকেবলস্য প্রপঞ্চস্য কেবলব্রহ্মান্তর্য্যামিকত্বাদিতি পক্ষমাশ্রিত্য তদন্তর্য্যামিকতয়েত্যত্র নিষ্কর্ষঃ জগত ইতি শব্দান্তরমধ্যাহর্তব্যমিত্যুক্তা

'সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ' [ছাঃ ৬।৮।৪] ইতি বাক্য উপাদানোপাদেয়ভাবপ্রতিপাদকে সন্মূলাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা ইত্যত্র প্রজাশব্দস্য ব্রহ্মপর্য্যন্তত্বং সচ্ছব্দস্যাপি সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টব্রহ্মপরত্বং সদায়তনা ইতি শরীরাত্মভাবপ্রতিপাদকাংশে তু প্রজাশব্দস্য বিশেষণমাত্রপরত্বং সচ্ছব্দস্য বিশেষ্যমাত্রপরত্বং ব্রহ্মণো ব্রহ্মান্তর্য্যামিত্বাসংভবাৎকেবলপ্রপঞ্চস্য বিশেষ্যমাত্রান্তর্য্যামিকত্বেঽপি বিশিষ্টান্তর্য্যামিকত্বাভাবাদিত্যুক্তাঽস্মিন্‌পক্ষে সকৃৎপ্রযুক্তস্য প্রজাশব্দস্য দ্বৈরূপ্যং সচ্ছব্দানাং চ দ্বৈরূপ্যং জগত ইতি শব্দান্তরাধ্যাহারাদিলক্ষণভাষ্যক্লেশং চ পর্য্যালোচ্য প্রজাশব্দস্য বিশেষণ-মাত্রপরত্বমেব সচ্ছব্দস্য বিশেষ্যমাত্রপরত্বমেব। ন চ বিশেষণীভূতচিদ-চিদ্বর্গস্য সদুপাদানকত্বং নাস্তীতি শক্যম্‌। তস্যাপি ভাব্যবস্থাবত্ত্বেন বিশিষ্টস্যেব বিশেষণস্যাপি ব্রহ্মোপাদানকত্বসংভবাদিতি স্বাভিমতং পক্ষান্তরমুপন্যস্তং—যদ্বা জগত ইতি নিকর্ষকঃ শব্দ ইত্যাদিনা। আত্মেতি তূপগচ্ছন্তীতিভাষ্যাদৌ সর্ব্বস্য চিদচিদ্বস্তুনস্তজ্জত্বাত্তল্লত্বাত্তদন-ত্বাত্তন্নিয়ম্যত্বাত্তচ্ছরীরত্বাচ্চ সর্ব্বস্যায়মাত্মেতি শরীরত্বোপাদেয়ত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যং বহুকৃত্ব উদ্‌ঘুষিতম্‌। ন চৈতদন্যথা কর্ত্তুং প্রভবামঃ। 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ' [ব্রঃ সূঃ ৪।৩।২১] ইতি বাক্যে প্রাজ্ঞ-শব্দিতে ভিন্নে পরমাত্মনি জীবস্য পরিষঙ্গরূপলয়শ্রবণাচ্চ। ন চ পরিষঙ্গো ন লয়ঃ, কিংত্বন্য এব সংসর্গবিশেষ ইতি বাচ্যম্‌। 'স্বা-পায়াৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।১।৯] ইতি সূত্রভাষ্যতদ্‌ব্যাখ্যানগ্রন্থপর্য্যালোচনায়াং তয়োঃ সমানার্থকত্বস্যোপলভ্যমানত্বাৎ। ন চ জাগ্রদাদ্যবস্থাগতরাগদ্বে-ষাদিকালুষ্যযুক্তজীববিশিষ্টস্য পরমাত্মনস্তদ্রহিতজীববিশিষ্টপরমাত্মরূপেণা-বস্থানমেব 'সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি' ইতি বাক্যস্যার্থোঽ-ভ্যুপেতঃ স এব প্রাজ্ঞেনাত্মনেতি বাক্যস্যাপ্যর্থোঽস্ত্বিতি বাচ্যম্‌। তথা সত্যস্য বাক্যস্য জীবপরভেদাসাধকত্বেন 'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন' [ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪২] ইতি সূত্রাসংগতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ ভাব্যবস্থাবৎসর্ব্ব-

মৃপাদেয়ং পূর্ব্বাবস্থাবৎসর্ব্বমুপাদানং চেত্তাবিমহত্ত্বাহঙ্কারত্বাগুবস্থাবৎ-পরমাত্মানং প্রত্যব্যক্তত্বলক্ষণপূর্ব্বাবস্থাশ্রয়স্যাচেতনস্যাপ্যুপাদানত্বপ্রসঙ্গঃ। অতো ভাব্যবস্থাবতস্তদভিন্নং পূর্ব্বাবস্থাযোগো নোপাদানমিতি বক্তব্যম্। ততশ্চেদং শব্দবাচ্যস্য বিশেষণস্য ন ব্রহ্মোপাদানকত্বমিতি বাচ্যম্। ভাব্যবস্থাবতঃ পূর্ব্বাবস্থাযোগি যৎকারণং তদুপাদানমিত্যুক্তাবতিপ্রসঙ্গাভাবাৎ। ভাব্যবস্থাবদ্ব্রহ্ম প্রত্যচেতনস্য হেতুত্বগ্রাহকপ্রমাণাভাবে-নোপাদানত্বাভাবেঽপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকার্য্যকর্ত্তৃত্বশ্রবণেন ভাব্যবস্থাবদচেত-নাংশং প্রত্যুপাদানত্বে নানুপপত্তিঃ। ন চ ব্যক্তত্বমহত্ত্বাগুবস্থায়া অব্যক্ত-মহদাদিনিষ্ঠত্বেঽপি ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাভাবেন পূর্ব্বাবস্থাযোগিত্বাভাবাৎ কথমুপা-দানত্বমিতি চেদত্র ব্যাসার্যাঃ—প্রকৃত্যধিকরণে ব্রহ্মণশ্চিদচিচ্ছরীরকতয়া প্রকৃতের্ব্রহ্মস্বরূপান্তর্গতত্বেন প্রকৃত্যবস্থানং ব্রহ্মাবস্থাত্বাৎ। ন হি বিশেষ্যমাত্রং বিশিষ্টস্য স্বরূপম্। বিশিষ্টস্য বস্তুনো বিশিষ্টমেব হি স্বরূপম্। ন হি ঘটস্য মৃন্মাত্রং স্বরূপমপি তু ঘটত্ববিশিষ্টম্। ননু যদি বিশেষণমপি স্বরূপান্তর্ভূতং তর্হি দণ্ডাদয়ঃ সংযোগাদয়শ্চ স্বরূপং স্যুঃ। তথা যাবদ্দ্রব্যভাবিনামপৃথক্‌সিদ্ধবিশেষণানামেব স্বরূপান্তর্ভাবাৎ। কিঞ্চ ঘটাদিবস্তুন উদকাহরণাদিতত্তদসাধারণকার্য্যযোগ্যত্বমেব স্বরূপং ন মৃন্মাত্রম্। পিণ্ডেষ্টকাদীনামপি ঘটস্বরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ। ঘটস্যোদকাহরণং প্রতি যোগ্যতা নাম নিশ্ছিদ্রঘটত্বমেব। যস্য বস্তুনো যৎকার্য্যং যদা-কারান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়ি স আকারস্তস্য বস্তুনস্তৎকার্য্যং প্রতি যোগ্যতা। যথা চ বহ্নেরুষ্ণত্বং স্ফোটজননেন যথা পরশোর্নৈশিত্যং ছেদনেন যথা চ মৃদো মৃত্ত্বং ঘটাদিপরিণামলক্ষ্যাদ্র্ভাবশ্চ। এবং প্রকৃতি-পুরুষকালাশ্চ জগদ্রূপেণ বহুভবনে পরমাত্মনো যোগ্যতাস্থানীয়া অযুত-সিদ্ধপ্রকারাঃ। অতএব হি কচিচ্ছক্তিশব্দেন জগদভিধীয়তে। কার্য্যো-পযোগ্যপৃথকসিদ্ধবিশেষণং হি শক্তিঃ। সা চ যোগ্যতা যোগ্যব-স্তুনঃ স্বরূপান্তর্গতা। অতো মহদাগুবস্থাশ্চিদচিদ্বিশিষ্টব্রহ্মস্বরূপগতা ইতি

নাবস্থাশ্রয়ত্বাসিদ্ধিঃ। যতো বিশিষ্টং ব্রহ্মস্বরূপমত এব হি তদ্বথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এবমেবং তা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ' [কৌঃ ১।৮] ইতি, অরনাভিদৃষ্টান্ত উপন্যস্যতে। ন হি নাভিমাত্রং রথচক্রং কিন্তু নাভি-বদরনেমী অপি স্বরূপান্তর্গতে। তথা 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎপ্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষী-কাম্' [কাঃ ২।১৭] ইতি মুঞ্জেষীকাদৃষ্টান্তশ্চ শ্রুতঃ। নহীষীকামাত্রং মুঞ্জঃ কিন্তু বাহ্যদলবিশিষ্টেষীকা হি মুঞ্জস্বরূপং বিশেষ্যাংশস্ত দৃষ্টান্ত ইষীকা।

> যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্‌পত্রান্নাথ জায়তে।
> এবং বিশ্বস্য নান্যত্বং ত্বং মায়ীশ্বর দৃশ্যসে ॥

ইতি ত্বক্‌পত্রকদলীদৃষ্টান্তশ্চ চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্মস্বরূপমবগময়তি। ন হি বাহ্যত্বক্‌পত্রেণ বিনা কাণ্ডমাত্রং কদলী, অপি তু ত্বক্‌পত্রবিশিষ্ট-কাণ্ডস্বরূপা। এবং বিশ্ববিশিষ্টং ত্বৎস্বরূপং তত্র বিশেষ্যভূতস্ত্বং বিশেষ-ণাংশশ্চ বিলক্ষণশ্চ দৃশ্যস ইতি হ্যর্থঃ। ইয়ান্‌ভেদঃ—নাভীষীকাকাণ্ডা-নামরনেমিবাহ্যদলত্বক্‌পত্রাণাং চাচেতনতয়া মিথোনিয়স্তৃনিয়ম্যভাবা-ভাবান্ন শরীরশরীরিভাবঃ। অত এব নেম্যাদিশব্দাশ্চ ন বিশেষ্যবাচকাঃ। ইহ তু নিয়স্তৃনিয়ম্যভাবাদিনা শরীরাত্মভাবসংভবাচ্ছরীরবাচিনঃ শব্দা ব্রহ্মপর্য্যন্তা ইতি। অত এব মহদাদ্যবস্থানাং বিশিষ্টব্রহ্মস্বরূপাবগতত্বাদু-পাদানত্বং মুখ্যম্। কিঞ্চ মা ভূৎপ্রকৃতিপুরুষয়োঃ স্বরূপান্তর্ভাবস্তথাঽপি মুখ্যত্বং যুক্তং, ন হি শরীরদ্বারকং ব্রহ্মণো মহদাদ্যুপাদানত্বমমুখ্যং কারণতানির্ব্বাহকাদ্যব্যবহিতত্বাজ্জ্বালাব্যবহিতস্য কাষ্ঠস্য পাকং প্রতি কারণত্ববৎ। নম্বু মৃদ্ব্যবহিতস্যাপি কুলালস্য ঘটং প্রত্যুপাদানত্বং স্যাদিতি চেন্ন। স্বস্বতন্ত্রনিষ্ঠমৃৎপিণ্ডব্যবহিতত্বাৎ। অতঃ স্বাপৃথক্‌সিদ্ধ-ব্যবধানাদুপাদানত্বমবিরুদ্ধম্। নম্বু তথাঽপ্যুপাদানস্য কার্য্যাবস্থাশ্রয়ত্বং

বাচ্যম্। কথং ব্যবহিতমবস্থাবিশেষং প্রত্যাশ্রয়ত্বম্। উচ্যতে—কুম্ভোদরসংভৃতমম্ভঃ প্রতি পুরুষস্যেব পরমাত্মনো মহদাদ্যবস্থাশ্রয়ত্বমুপপন্নম্। ন চ পুরুষস্যাম্ভোধারককুম্ভধারকত্বমেব নাম্ভোধারকত্বমিতি বাচ্যম্। তথা সত্যম্ভোধারণজনিতশ্রমো ন স্যাৎ। কিঞ্চাব্যবহিতাদপি ব্যবহিতস্যাশ্রয়ত্বং মুখ্যং দৃশ্যতে। যথাস্তরণাংশুকাদপি পর্য্যঙ্কস্য যথা দর্ভেভ্যো ভূতলস্যাব্যবহিতমপ্যংশুকং ন পুরুষস্য ধারকমসামর্থ্যাৎ। শ্বভ্রমুখপিধায়কবিস্তীর্ণমংশুকং ন হি পদন্যাসং ধারয়িতুং প্রভবতি। কূপাচ্ছাদকা হি দর্ভাস্তত্র নিহিতং পুরুষপদং ন ধারয়ন্তি। তস্মাদংশুকানাং দর্ভাণাং চ ধারণাসামর্থ্যাৎপর্য্যঙ্কভূতলয়োরেব সামর্থ্যাদাস্তরণদর্ভাণাং পুরুষসংযোগমাত্রব্যবধায়কত্বমেব। অতঃ পরমাত্মনঃ সর্ব্বাবস্থাশ্রয়ত্বং মুখ্যমিতি জগদুপাদানত্বং মুখ্যমেব। নমু জগদুপাদানাব্যক্তশরীরকত্বেন জগদুপাদানত্বমুচ্যতে চেদ্বৈশেষিকাদিপক্ষাত্তবৎপক্ষস্য কো ভেদঃ। নিয়ম্যবিশেষো হি শরীরমভিমতং চিদচিতোরীশ্বরপ্রেৰ্য্যত্বং তন্মতেঽপ্যস্তীতি চেৎ। মহত্তরোঽয়ং পর্য্যনুযোগঃ। বৈশেষিকাশ্চেদপ্রামাণিকমেব ব্রূয়ুস্তদুক্তং চেদনাদরণীয়মিতি ন নঃ প্রতিজ্ঞা। অস্মদুক্তার্থস্তদঙ্গীকৃতশ্চেৎকা নঃ ক্ষতিঃ। কিঞ্চ সাম্যমপি দুরুপপাদম্। আকাশকালদিগাত্মবর্গস্যেশ্বরধার্য্যত্বানভ্যুপগমাদিত্যাহুঃ। ততশ্চ ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে নাঽনুপপত্তিঃ। নমু তথাঽপি ব্রহ্মজ্ঞানাচ্ছরীরভূতপ্রপঞ্চজ্ঞানং নোপপদ্যতে। তস্য তদ্ভিন্নত্বাৎ। ন চ সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্বরূপে ব্রহ্মণি জ্ঞায়মানে সর্ব্বস্যাপি তদন্তর্গতত্বাৎ, বনে জ্ঞাতে তদন্তর্গতঃ পনসো জ্ঞাতো ভবতীতিবৎপ্রপঞ্চো জ্ঞাতো ভবতীতি নির্দ্দেশ উপপদ্যতামিতি বাচ্যম্। ভবন্মতে ব্রহ্মণোঽবস্থাশ্রয়ত্বাভাবেনোপাদানত্বস্যৈবাসম্ভবাৎ। তথাহি—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি লক্ষণাশ্রয়স্য চেতনাচেতনবর্গস্য ব্রহ্মস্বরূপান্তর্ভাবে প্রমাণাভাবাৎ। ন চ বিশেষ্যাংশস্য লক্ষণং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' [তৈঃ ২।১] ইতি

বিশিষ্টস্য জিজ্ঞাস্যস্য ব্রহ্মণস্তু লক্ষণং জন্মাদ্যস্যেতি সূত্রকারাভিপ্রায়ইতি জন্মাদিসূত্রে ব্যাসার্য্যৈরুক্তমিতি বাচ্যম্। কারণশোধকবাক্যয়োর্ভিন্নবিষয়ত্বস্যাসংমতত্বাৎ। 'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' [তৈঃ ২।১] ইত্যাত্মন এবোপাদানত্বাভিধানাচ্চ। কিঞ্চ—

> ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
> সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে॥
> প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
> পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥
> অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্নিষ্কলে সংপ্রলীয়তে।

তমঃপরে দেব একী ভবতীতি প্রমাণপ্রতিপন্নস্যাব্যক্ততমঃশব্দেন লয়াধিষ্ঠানভূতস্যৈবাক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি চিদচিৎকারণভূতস্যৈব প্রতিপিপাদয়িষিততয়া তত্র চিদচিদনুপ্রবেশস্য বক্তুং শক্যত্বাচ্চিদচিল্লেশলক্ষণাসদংশানুপ্রবেশে সত্তামাত্রাত্মকত্বভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। অস্তু বা বিশিষ্টং ব্রহ্ম তথাঽপি 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' [ছাঃ ৬।১।৪] ইতি শ্রুতাবেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্যোপাদানোপাদেয়াভেদেনৈবোপপাদিততয়েহেদং সর্ব্বমিতি, ইদংতাস্পদতয়া প্রতীয়মানে বিশেষণভূতে জগতি বিশিষ্টাভেদাসংভবাচ্ছরীরগতাবস্থায়াঃ শরীরিনিষ্ঠত্বমিতি যদুক্তং তত্তু সর্ব্বলৌকিকতান্ত্রিকবিরুদ্ধম্। 'ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ' [ব্রঃ সূঃ ২।১।৯] ইতি সূত্রভাষ্যবিরুদ্ধং চ। পূর্ব্বাবস্থাশ্রয়নিয়ন্তৃত্বমেবোপাদানত্বমিত্যস্য পরিভাষামাত্রত্বাৎ। কিঞ্চোৎপাদ্যং হ্যুপাদেয়ং ভবতি উৎপাদ্যং চ ভবন্মতেন দ্রব্যং তস্য নিত্যত্বাচ্ছব্দস্পর্শাদিলক্ষণায়া দ্রব্যরূপাবস্থায়া এবোৎপত্তেস্তস্যাশ্চ ব্রহ্মণাঽভেদগন্ধস্যৈবাভাবাৎ। নন্বু ঘটত্বাবস্থৈব ঘটদ্রব্যস্যোৎপত্তির্মৃৎপিণ্ডস্য বিনাশশ্চ দ্রব্যস্যোত্তরোত্তরসংস্থানযোগস্তৎপূর্ব্বসংস্থানসংস্থিতস্য বিনাশঃ স্বাব-

স্বস্য তূৎপত্তিঃ। অবস্থায়া উৎপত্তিমত্ত্বচোদনমুৎপত্তেরুৎপত্তিমত্ত্বচোদনমিব জাত্যুক্তির্ভবতি। পৃথক্‌প্রতিপত্তিকার্য্যার্হাণামেব পৃথগুৎপত্ত্যাদিকমপেক্ষ্যতে। পৃথক্‌প্রতিপত্তিকার্য্যানর্হধর্ম্মাঃ পৃথগুৎপত্তিনিরপেক্ষাঃ। অত এব হ্যুৎপত্তেরুৎপত্ত্যাদিনৈরপেক্ষ্যম্। তস্মাদপৃথক্‌সিদ্ধধর্ম্মাস্তু স্বয়ং ধর্ম্মিণ উৎপত্ত্যাদ্যবস্থাভূতা অতোঽবস্থৈব বস্তুন উৎপত্তির্নত্ববস্থাশ্রয়োৎপত্তির্নামাস্তীত্যারম্ভণাধিকরণভাষ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়োরুপপাদিতমিতি চেন্ন। ঘটত্বাবস্থায়া এব ঘটোৎপত্তিমৃৎপিণ্ডবিনাশরূপত্বে যাবদ্‌ঘটত্বাবস্থাসত্ত্বং ঘট উৎপদ্যতে মৃৎপিণ্ডো নশ্যতীতি প্রসঙ্গো ন তু ঘট উৎপন্নো মৃৎপিণ্ডো বিনষ্ট ইতি। ন চ ঘটত্বাবস্থাগতাদ্যক্ষণসম্বন্ধ এব ঘটস্যোৎপত্তিরিতি বাচ্যম্। যস্য হ্যাগন্তুকত্বমাদ্যক্ষণসম্বন্ধোঽভূত্বা ভবনং বা স তস্যোৎপত্তিঃ। যস্য তু তন্নাস্তি তস্যোৎপত্তিরিত্যস্য পরিভাষামাত্রত্বাৎ। ঘটে রূপরসাদিষু সংযোগে চ জায়মানে তদাশ্রয়োৎপত্তিব্যবহারাভাবাদন্যতরকর্ম্মজ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগ ইত্যাদিপ্রতীতিব্যবহারাদিকং সর্ব্বং নির্ম্মূলং স্যাৎ। 'ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি' [শ্বেঃ ৪।৯] ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদিত্যাদীনাং বেদোৎপত্তিপ্রতিপাদকানামপ্রামাণ্যং স্যাৎ। শব্দ উৎপন্ন ইতি প্রতীতিব্যবহারৌ ন স্যাতামাকাশ উৎপন্ন ইত্যেব প্রতীতিব্যবহারৌ স্যাতামপৃথক্‌সিদ্ধধর্ম্মাণামুৎপত্তিবিনাশাভাবে শরীরস্যোৎপাদবিনাশৌ ন স্যাতাম্। আত্মন এব তৌ স্যাতাং, কিং বহুনেশ্বরব্যতিরিক্তস্য কস্যাপ্যুৎপাদবিনাশৌ ন স্যাতামীশ্বরস্যৈব স্যাতাম্। নম্বপৃথক্‌সিদ্ধস্যাদ্রব্যস্যৈবোৎপত্তিবিনাশৌ নাভ্যুপেয়েতে দ্রব্যস্য তৌ স্ত এবেতি চেন্ন। বিনিগমকাভাবাদ্বৈপরীত্যস্যাপি সুবচত্বাচ্চ। কিঞ্চ প্রকৃতিরুপাদানং বিকার উপাদেয়মিতি নির্ব্বিবাদম্। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিত্যত্র ঘটত্বাবস্থায়া এব বিকারশব্দেনাভিহিতত্বম্য যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বমিদং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি পূর্ব্ববাক্যেঽপি বিকারার্থময়ট্‌প্রত্যয়েন তস্যা এবা-

ভিধাতুমুচিততয়া তস্যা এবোপাদেয়ত্বং সিদ্ধবৎকৃত্য বিজ্ঞাতত্বাভিধানাৎ। ভবন্মতে চাবস্থায়া জ্ঞাতত্বাসম্ভবাদনুপপত্তিস্তদবস্থৈব। ন চ সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিত্যত্র ময়ট্প্রত্যয়ার্থবিকারস্তবস্থাবান্। বাচারম্ভণং বিকার ইত্যত্রাবস্থা বিকারশব্দেনোচ্যতে মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যভেদপ্রতিপাদনাংশেঽনুষক্তেন মৃন্ময়মিতি পদেন পুনরপ্যবস্থাবান্বিকারঃ পরামৃশ্যত ইতি বাচ্যম্। অস্যা উক্তেঃ পরিহাসমাত্রফলত্বাৎ। তস্মাৎসর্ব্বং মৃন্ময়ং বাচারম্ভণং বিকারো মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতিস্থলত্রয়েঽপ্যৈকরূপ্যমেব বক্তব্যম্। তস্মাদ্বিকাররূপাবস্থায়া যুষ্মন্মতে জ্ঞাতত্বানভ্যুপগমাৎ একবিজ্ঞানেন সর্ব্বস্য তদভিন্নস্য বিকারস্য জ্ঞানমনুপপন্নমিতি চেদুচ্যতে—প্রকৃতৌ জ্ঞাতায়াং বিকৃতির্জ্ঞাতা ভবতীত্যস্যায়মর্থঃ —প্রকৃতিবিকৃত্যোঃ কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদ্ভেদসত্ত্বেঽপি পৃথক্স্থিতিপ্রতিপত্ত্যনর্হত্বেন পৃথক্সত্তা নাস্তীতি সিদ্ধম্। ততশ্চাভিন্নসত্তাককারণমুপাদানং প্রকৃতিরাত্মেতি পর্য্যায়াস্তত্র চ নৈয়ায়িকাস্তদেব স্ফুটতরবিবেকপ্রকাশরহিতময়ুতসিদ্ধং কারণং সমবায়িকারণমিতি ব্যবহরন্তি। কার্য্যাভিন্নাভিন্নং কারণমুপাদানমিতি ভেদাভেদবাদিনো ভিন্নতয়াঽভিন্নতয়া বা দুর্ব্বচং কারণমিতি কেচিৎ। ভিন্নত্বে সতি, অভিন্নসত্তাকং কারণমিত্যুচ্যতে। অস্মাকং তু ভিন্নয়োরভিন্নয়োরপ্যুপাদানত্বাভ্যুপগমাদভিন্নসত্তাককারণত্বলক্ষণমপৃথক্সিদ্ধকারণত্বমেবোপাদানত্বমিতি সম্মতম্। ঘটশরাবাদিরূপাবস্থৈব বিকারো ঘটশরাবাদিনানাসংস্থানাবস্থারূপবিকারাপন্নং নানানামধেয়মপি মৃত্তিকাসংস্থানবিশেষশূন্যদ্রব্যমেবান্যন্যবস্থিতমিতি বেদার্থসংগ্রহেঽবস্থায়া বিকারত্বকথনাত্তস্য চ মৃদশ্চ দণ্ডঘটয়োরিব পৃথক্স্থিতিপ্রতিপত্ত্যোরভাবাত্তদপৃথক্সিদ্ধত্বেন ঘটাপৃথক্সিদ্ধকারণত্বরূপোপাদানত্বস্য মৃদি সত্ত্বান্মৃদো ঘটশরাবাদিপ্রকৃতিত্বমাত্মত্বং চ। ততশ্চ তস্যাং মৃদি জ্ঞাতায়াং ঘটশরাবাদিলক্ষণতদবস্থারূপবিকৃতীনাং পৃথক্স্থিতিপ্রতিপত্ত্যনর্হাণাং মৃৎসত্তয়া সত্তাবত্ত্বন্মৃজ্জ্ঞাততয়ৈব

জ্ঞাততাশ্রয়ত্বাৎসর্ব্বমিদং জ্ঞাতমিতি শক্যতে বক্তুমেবং ব্রহ্মণোঽপি চেতনাচেতনসমস্তপ্রপঞ্চং প্রত্যপৃথক্‌সিদ্ধকারণত্বেন সর্ব্বপ্রকৃতিত্বেন সর্ব্বাত্মতয়া ততো ভিন্নত্বেন প্রদর্শনাযোগ্যতয়া জ্ঞাতত্বং সিদ্ধম্। নমু ভাষ্যে কেবলভেদবাদিনং চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসংভবাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশো ন সংভবতীতি সর্ব্ববেদান্তপরিত্যাগঃ স্যাদিতি কেবলভেদস্য প্রতিক্ষিপ্তত্বাৎ—

একত্বে সতি নানাত্বং নানাত্বে সতি চৈকতা।
অচিন্ত্যং ব্রহ্মণো রূপং কস্তদ্বেদিতুমর্হতি ॥

ইতিস্মৃতিবশাজ্জগদ্ব্রহ্মণোর্ভিন্নাভিন্নত্বমেব ভগবতো ভাষ্যকারস্যাভিমতম্। ততশ্চ কার্য্যাভিন্নং কারণমুপাদানমিত্যেবাস্ত। এবং সতি সর্ব্বস্যাপি তদভিন্নত্বাৎসর্ব্ববিজ্ঞানমপ্যুপপদ্যতে।

হরের্ন কিংচিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ।
তদুচ্যতে নাস্তি পরং ততোঽন্যদেকং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ ॥

স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তীত্যাদিনিষেধাশ্চ কেবলভেদাশ্রয়নিষেধকতয়োপপদ্যন্তে। কেবলভেদপক্ষে শরীরভূতস্য জগত আত্মভিন্নত্বাভিন্ননিষেধো নোপপদ্যতেঽতঃ কার্য্যাভিন্নং কারণমুপাদানমিত্যেবাস্ত্বিতি চেন্ন। ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাত্তৎপ্রযুক্তজীবগতা দোষা ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃষ্যুরিতি নিরস্তনিখিলদোষকল্যাণগুণাত্মকব্রহ্মভাবোপদেশাবিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুরিতি তত্রৈব ভেদাভেদপক্ষস্য ভাষ্যে দূষিতত্বাৎ। ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষাদপি পাপীয়ানয়ং ভেদাভেদপক্ষ ইতি বেদার্থসংগ্রহে নিন্দিতত্বাদ্ভেদাভেদবাদো ন ভাষ্যকারাভিমতঃ। নমু যদি ভেদাভেদো ন ভাষ্যকৃদভিমতঃ কথং তর্হি কেবলভেদবাদিনাং চাত্যন্তভিন্নয়োরিতি ভাষ্যমুপপদ্যতাং শরীরাত্মভাবো হ্যত্যন্তভেদ এব প্রকারপ্রকারিভাবো হি ভেদরূপো নিয়মেন প্রকারপ্রকারিভাব-

লক্ষণঃ। শরীরশরীরিভাবো হি নিয়মেন ভেদরূপ ইতি শরীরাত্মভাবে কেবলভেদ এব দৃঢ়ীকৃতো ভবতি। অত এব হি—উভয়োরপি হি ভেদেনৈনমধীয়ত ইতি শরীরাত্মভাব এব ভেদত্বেন বর্ণিত ইতি চেদুচ্যতে—অত্যন্তভিন্নয়োরিত্যাদিভাষ্যস্যায়ং ভাবঃ—লোকে হ্যৈক্য-ব্যবহারে স্বরূপৈক্যং তন্ত্রং তদভাবে দেশাদিলক্ষণপ্রকারৈক্যং যথা সায়ং গোষ্ঠে সর্ব্বে গাব একীভবন্তি। রাজান একীভূতা একো ব্রীহিরিত্যাদৌ দেশবুদ্ধিজাত্যাস্তভেদত ইহ তু জগদ্ব্রহ্মণোঃ স্বরূপতো ভিন্নয়োঃ কেনচিদাকারেণাভেদো বক্তব্যঃ। স ক ইতি বিচারেঽহ-পৃথক্সিদ্ধবিশেষণত্বমিতি সহস্রকৃত্বোঽভ্যস্তাপৃথক্সিদ্ধপদপ্রয়োগাৎসিদ্ধ্যৈ-ক্যমেব ভাষ্যকৃদভিমতমিতি প্রতীয়তে। সিদ্ধির্নাম স্থিতিপ্রতিপত্তিশ্চ পৃথক্স্থিতিপ্রতিপত্তিযোগ্য ইতি ভাষ্যাদিগ্রন্থেষু বহুশো ব্যবহারদর্শনাৎ-স্থিতিপ্রতিপত্ত্যোরৈক্যমবয়বাবয়বিজাতিব্যক্তিগুণগুণিস্থলেষু পৃথক্-স্থিতিপ্রতিপত্ত্যোরভাবাদবসীয়তে। নন্থ ঘটো ভূতলে বর্ত্ততে নীলা-দিগুণস্তু ঘটে তথা গন্ধরসশব্দানাং দ্রব্যপ্রতিপত্তিমন্তরেণাপি পৃথক্-প্রতিপত্তির্দৃষ্টাঽতঃ কথং স্থিতিপ্রতিপত্ত্যৈক্যমুপপদ্যতাম্ ন চ তাবেবাযুতসিদ্ধৌ দ্বৌ বিজ্ঞাতব্যৌ যয়োর্দ্বয়োরবশ্যমেকমপরাশ্রিতমেবা-বতিষ্ঠত ইতি তার্কিকোক্তমযুতসিদ্ধত্বমেবাপৃথক্সিদ্ধত্বমিতি বাচ্যম্ তথা হি সতি বিনিয়তাশ্রয়াশ্রয়িভাবলক্ষণাযুতসিদ্ধত্বস্য ভেদৈকসাধ-কত্বেন প্রকারৈক্যাসাধকত্বাদিতি চেন্ন। পৃথক্প্রতিপত্তিকার্য্যার্হাণামেব পৃথগুৎপত্ত্যাদিকমপেক্ষিতমিত্যাদিশ্রুতপ্রকাশিকাগ্রন্থপর্য্যালোচনায়াং যস্যোৎপত্তিবিনাশাপক্ষয়সত্তাদিকমাশ্রয়োৎপত্ত্যাদিনৈব ব্যবহ্রিয়তে তত্ত-দপৃথক্সিদ্ধমিতি ফলতি। ততশ্চ যদুৎপত্ত্যোৎপদ্যত ইতি ব্যবহ্রিয়তে যৎসত্তয়া সদিতি ব্যবহ্রিয়তে ন তু সত্তান্তরমপেক্ষতে তত্তদপৃথক্-সিদ্ধমিতি। ততশ্চ বিকৃতেঃ প্রকৃতিসত্তাতিরিক্তসত্তাশূন্যত্বাদভিন্ন-সত্তাকং কারণত্বমুপাদানত্বং তদেব চাত্মত্বং তজ্জত্বাত্তল্লত্বাত্তদনত্বাত্তন্নিয়-

ম্যত্বাত্তচ্ছরীরত্বাচ্চ সর্ব্বস্যায়মাত্মেতি বদতো ভগবতো ভাষ্যকারস্যাপ্যভিমতম্। নহ্যত্রাত্মত্বমন্তঃপ্রবিশ্য নিয়ন্তৃত্বরূপং তাদৃশাত্মত্বস্যোপাদানত্বাপ্রযোজ্যত্বাৎ। নহ্যুপাদানত্বনিয়ন্তৃত্বাভ্যাং ন নির্ব্বাহ্যমাত্মত্বং নিয়ন্তৃত্বরূপং ভবতি, অস্মদুক্তমাত্মত্বং তূভয়নির্ব্বাহ্যং ভবতি। কথমুচ্যতে—তজ্জত্বাদিনাঽচেতনাংশ উপাদানত্বলক্ষণমাত্মত্বং ফলতি তন্নিয়ম্যত্বাদিত্যনেন জীবরূপেণ নিয়ন্তৃত্বং বিবক্ষিতং জীবাপৃথক্‌সিদ্ধমিতি যাবৎ। ততশ্চ চেতনবর্গস্যাপৃথক্‌সিদ্ধকারণত্বলক্ষণমুপাদানত্বমুক্তং ভবতি। ততশ্চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তচেতনাচেতনবর্গং প্রতি ব্রহ্মণোঽপৃথক্‌সিদ্ধকারণত্বলক্ষণাভিন্নসত্তাককারণত্বরূপোপাদানত্বপ্রকৃতিত্বাপরপর্য্যায়ত্বস্য সত্বাদাত্মভূতে তস্মিঞ্‌জ্ঞাত ইতরৎসর্ব্বং জ্ঞাতমেব। ইতরস্য পৃথক্‌প্রতিপত্তিযোগ্যস্য জ্ঞাতব্যস্যাভাবাত্তৎসত্তয়া সদিতি ব্যবহারবত্তজ্‌জ্ঞাততয়া জ্ঞাতমিতি ব্যবহর্তুং শক্যত্বাৎ। ন চ প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মসত্তাব্যতিরিক্তসত্তাভাবে মৃষাবাদিমতবন্মিথ্যাত্বং স্যাদিতি বাচ্যম্। যথা গুণগতজাত্যনভ্যুপগন্তৃমতে রূপাদৌ সদ্‌বুদ্ধের্দ্রব্যগতসত্তাবিষয়ত্বেঽপি ন রূপাদিমিথ্যাত্বম্। যথা বা দ্রব্যগতগুণাদিষু দ্বিত্বৈকত্বাদিসংখ্যাপ্রতীতের্দ্রব্যগতসংখ্যানির্বাহ্যত্বেঽপি রূপাদিগতসংখ্যাপ্রতীতের্ন ভ্রান্তিত্বম্। যথা বা সিদ্ধান্তে ঘটত্বাদ্যবস্থায়া মৃদ্দ্রব্যাপেক্ষয়োৎপত্তিস্থিতিসত্তানাং পার্থক্যাভাবেঽপি ন তত্রোৎপত্তিস্থিতিসত্তাপ্রতীতের্ভ্রান্তিত্বম্। এবং প্রপঞ্চগতসত্তাপ্রতীতের্ব্রহ্মসত্তানির্ব্বাহ্যত্বেঽপি ন তৎসত্ত্বপ্রতীতের্ভ্রান্তিত্বং ন বা প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বম্। অতএব 'নৈকস্মিন্নসংভবাৎ' [ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৩] ইতি সূত্রে কালস্য পদার্থবিশেষণতয়ৈব প্রতীতেস্তস্য পৃথগস্তিত্বনাস্তিত্বাদয়ো ন বক্তব্যাঃ। কালোঽস্তীতি ব্যবহারো জাত্যাদ্যস্তিত্বব্যবহারতুল্য ইতি স্পষ্টং ভাষিতম্। অতো ব্রহ্মসত্তাব্যতিরিক্তসত্তাশূন্যত্বেঽপি প্রপঞ্চস্য ন মিথ্যাত্বম্। নন্বপৃথক্‌সিদ্ধকারণত্বমুপাদানত্বং তদেবাত্মত্বং চেদ্ভগবদ্বিগ্রহগোপুরপ্রাকারনিত্যসূরিপ্রভৃতিনিত্যবিভূতিং

প্রত্যাখ্যত্বং ন স্যাৎকারণত্বাভাবেনোপাদানত্বাভাবাৎ। নহু চ 'প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ' [ব্রঃ সূঃ ২।৩।৬] ইতি সূত্রে বিয়দাদের্ব্রহ্মণ উৎপত্ত্যনভ্যুপগম একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাহানিপ্রসঙ্গাদ্বিয়দাত্যুৎপত্ত্যভ্যুপগমবন্নিত্যাবিভূতেরপ্যুপাদেয়ত্বমভ্যুপগন্তব্যমিতরথা সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাহানিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ নিত্যবিভূতেনিত্যত্বগ্রাহকপ্রমাণানুসারাৎ 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' [ছাঃ ৬।১।৩] সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীত্যাদাবশ্রুতাদিশব্দানাং নিত্যবিভূতিব্যতিরিক্তপরতয়া সংকোচঃ ক্রিয়তামিতি বাচ্যম্। আকাশবৎসর্ব্বগতশ্চ নিত্যো বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্। আকাশং নিত্যনিরবয়বদ্রব্যত্বাদিত্যাদিপ্রমাণবলেনাশ্রুতাদিশব্দানামাকাশব্যতিরিক্তপরত্বমেব স্যাদিত্যাকাশপ্রতিবন্ধাদত্যুর্ম্মোচত্বমেব স্যাদিতি চেন্ন। নিত্যবিভূতের্নিত্যত্বানভ্যুপগমে বহুপ্রমাণসংক্ষোভপ্রসঙ্গাৎ। অশ্রুতাদিশব্দানাং নিত্যবিভূতিব্যতিরিক্তপরতয়া সংকোচাভ্যুপগমেঽপি বিয়ন্নিত্যত্বপ্রতিপাদকপ্রমাণস্যাপেক্ষিকনিত্যত্বপরত্বেহপ্যুপপন্নস্য প্রতিপিপাদয়িষিতসর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসংকোচকত্বাযোগাৎ। ন চ বাক্যকারৈ রূপং চাতীন্দ্রিয়মন্তঃকরণপ্রত্যক্ষনির্দ্দেশাদিতি যথা জ্ঞানাদয়ঃ পরস্য ব্রহ্মণো রূপতয়া নির্দ্দেশাৎস্বরূপভূতা গুণাস্তথেদমপি রূপং শ্রুত্বা স্বরূপতয়া নির্দ্দেশাৎস্বরূপভূতমিত্যুক্তত্বাৎ, যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ভগবতো ব্যক্তিঃ' ইতি শ্রুতের্ভগবদ্বিগ্রহাদিকং সর্ব্বমাত্মস্বরূপাদব্যতিরিক্তমিত্যেবাভ্যুপগম্যতাম্। এবং চৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাঽপি ন ক্লেশিতা ভবতি। ন চ বাপীকূপারামাদীনাং কথং ব্রহ্মরূপত্বমিতি বাচ্যম্। বাপীকূপোত্থানাদিপ্রতিপাদকবাক্যানাং তত্তৎক্রীড়াজনিতসুখানাং ব্রহ্মানুভবাম্বুনিধিলবকণিকায়মানত্বমিত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ। যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্‌সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা ইতি বাক্যস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিধভোগ্যত্বমস্তীত্যত্র তাৎপর্য্যমিতি দহরাধিকরণে ভাষ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়োঃ

স্থিতত্বাদিতি চেন্ন। অর্চিরাদিমার্গেণ বিরজানদীমতিক্রম্য গন্তব্যেঽপ্রাকৃতে লোকে তদৈবমদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণ ইত্যাদিবাক্যপ্রতিপন্নানাং সরোঽশ্বত্থাদীনাং ব্রহ্মস্বরূপমাত্রত্বস্য বক্তুমশক্যত্বাৎ।

দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষু চ স্থিতে ॥

ইতি, অমূর্ত্তশব্দিতমুক্তাত্মস্বরূপস্যাপি শরীরবাচিনা রূপশব্দেন নির্দ্দেশেন মুক্তাত্মস্বরূপস্য পরব্রহ্মস্বরূপতায়া বক্তুমশক্যত্বাৎ। 'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্কামান্সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' [তৈঃ ২।১] স তত্র পর্য্যেতীত্যাদিভির্ম্মুক্তানাং ব্রহ্মণশ্চ ভোক্তৃভোগ্যতয়াধারাধেয়ভাবেন চ ভেদপ্রতীত্যা নিত্যসূরীণাং ব্রহ্মস্বরূপমাত্রত্বাসংভবাত্তান্প্রত্যপি চ পরমাত্মন আত্মত্বস্য বক্তব্যত্বান্নিত্যসূর্য্যাদীনাং নিত্যতয়া তান্প্রত্যুপাদানানর্হত্বলক্ষণাত্মত্বাসংভবাৎকথং তস্য সর্ব্বাত্মত্বং সিদ্ধমিতি চেৎ। যদি নিত্যপদার্থান্প্রত্যপ্যাত্মত্বং পরমাত্মনো বক্তব্যমিতি নির্ব্বন্ধস্তর্হি তান্প্রত্যাত্মত্বমুপাদানত্বৈকদেশভূতমপৃথক্সিদ্ধাশ্রয়ত্বমেব তত্রাত্মশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তমস্তু। ইতরত্রোপাদানত্বমেতদ্রূপং চাত্মত্বং তজ্জত্বাদিভিরুপপাদ্যমিতি নানুপপত্তিঃ। ততশ্চোপাদানে জ্ঞাতে তদপৃথক্সিদ্ধমপি জ্ঞাতং ভবতীতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুপপন্নং ভবতি। যদ্বা যথা কো ভবানিতি সৌবীররাজপ্রশ্নস্য প্রকৃতিসংসৃষ্টাত্মবিষয়ত্বেঽপি বস্তুগত্যা ভবচ্ছব্দমুখ্যার্থত্বং পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপস্যৈবোচিতমিতি মত্বা তস্যৈব ভবচ্ছব্দমুখ্যার্থত্বং প্রদর্শয়ন্নাদিভরতো যদা সমস্তভূতেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ। যদ্যন্যোঽস্তি পরঃ কোঽপীত্যাদি প্রত্যবোচৎ। যথাবাঽথর্ব্বশিরসি রুদ্রং প্রতি দেবৈঃ প্রযুক্তস্য কো ভবানিতি প্রশ্নস্য পুরোবর্ত্তিরুদ্রমাত্রপরত্বেঽপি ভবচ্ছব্দস্য পরমাত্মপর্য্যন্তত্বশিক্ষণায়াহমেকঃ প্রথমমাসমিত্যাদি প্রতিব-

চনপ্রবৃত্তিঃ। এবং সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতমিতি প্রশ্নস্য বিশেষণমাত্রপরত্বে-ঽপি বিশেষ্যমাত্রপরত্বং তত্র শিক্ষণায় স্থূলচিদচিচ্ছরীরকং ব্রহ্ম প্রতি সূক্ষ্মচিদচিচ্ছরীরকং ব্রহ্মৈবোপাদানমিত্যেতদর্থপ্রতিপাদকস্য প্রতিব-চনসন্দর্ভস্য প্রবৃত্তৌ দোষাভাবাদিতি প্রপঞ্চিতং চেদমস্মাভির্বৃহদারণ্য-কপ্রকাশিকায়ামিত্যলমতিচর্চ্চয়া ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অঙ্গিরাঃ শৌনকায় তাং ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাহ, ইত্যত্র ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণেঽধিকারিত্বং দর্শয়তি—শৌনকো হবৈ ইত্যাদিনা। হবৈ ইতিযুগ্মমব্যয়ম্ প্রসিদ্ধ্যর্থে। শৌনকঃ শুনকস্যাপত্যংপুমান্, স কীদৃশঃ মহাশালঃ মহতী বিশালা শালা গৃহং যস্য এতেন তস্য বহুপরিবারত্বং তেন চ নিরন্তরসুখদুঃখসমুদ্ভেদেন বৈরাগ্যোদয়শ্চ সূচ্যতে। বিধিবৎ বিধিরিবেতি নিয়মানমুপালয়ন্ ইত্যর্থঃ, কোঽসৌ নিয়মঃ ? সমিৎপাণিত্বং বৈরাগ্যবত্তম্, শ্রদ্ধা-বিনীতত্বাদয়শ্চ ইতি। উপসন্নঃ—উপসমীপে সন্নঃ গতমান্ উপস্থিত ইত্যর্থঃ। হে ভগবঃ ইতি সংবোধনপদং, ভগবন্নিত্যস্য 'বিভাষাভবদ্ ভগবদিতি নকারস্য রুত্বেঽবস্যোত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। 'কস্মিন্ন্ বিজ্ঞাতে' ইতি প্রশ্নঃ সর্ব্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু কিমিতি যাবৎ। অঙ্গিরসো ভগবচ্ছব্দেন সংবোধনাৎ তস্য বিশেষজ্ঞত্বং তেন চ জিজ্ঞাসিত-বস্তুনঃ সমাধানশক্তিঃ সূচিতা তথাচ স্মৃতিঃ 'উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি' ॥৩॥

তত্ত্বকণা—শৌনক নামে এক প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন। যিনি বিশাল গৃহের গৃহস্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ অথবা বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা। পুরাণানুসারে উহার ঋষিকুলাশ্রমে অষ্টাশীতি সহস্র ঋষি বাস করিতেন। উপযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভের নিমিত্ত শাস্ত্রবিধি-অনুসারে সমিৎপাণি হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শৌনক মহর্ষি অঙ্গিরার শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে মহর্ষি অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! যাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইলে সকল বস্তুর জ্ঞান

হইয়া থাকে, সেই পরম তত্ত্বটি কি ? কৃপাপূর্ব্বক বলুন, কি প্রকারে সেই তত্ত্ব জানিতে পারা যায় ?

নারদীয়-বাক্যে পাই,—

"সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥"

(সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত-বেদান্তসার ১১শ সংখ্যা-ধৃতবচন)

"জননমরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তোদ্দীপ্তশিরাজলরাশিমিব।
উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি॥"

মুণ্ডকেও পরে পাওয়া যাইবে,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুঃ ১।২।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

(ভাঃ ১১।৩।২১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীসনাতনশিক্ষায়ও পাই,—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥
'সাধ্য', 'সাধন-তত্ত্ব' পুছিতে না জানি।
'কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০২-১০৩) ॥৩॥

**শ্রুতিঃ—তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে
ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥৪॥**

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই অঙ্গিরা মুনি) হ (প্রসিদ্ধ আছে) তস্মৈ (তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু শৌনককে) উবাচ (প্রত্যুত্তর করিলেন) দ্বে বিদ্যে (দুইটি বিদ্যা) বেদিতব্যে (জানিতে হইবে) যৎ (এই যে কথা) ইতি হ (তাহাই) ব্রহ্মবিদঃ (বেদবিদ্ বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারিগণ) বদন্তি স্ম (বলিয়াছেন।) [সেই বিদ্যা দুইটি কি ?] পরা চ এব (পরা বিদ্যা—অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান) অপরা চ (অপরা বিদ্যা—পরোক্ষ জ্ঞান) [এই দ্বিবিধ জ্ঞান আবশ্যক। অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পাইতে অভিলাষী ব্যক্তি সেই বিষয়ে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দুইটি জ্ঞান অবশ্য অর্জ্জন করিবেন।] ॥৪॥

অনুবাদ—এই প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গিরামুনি সেই শৌনককে বলিলেন—দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে। পরা ও অপরা ভেদে সেই বিদ্যা দুইপ্রকার—একথা ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়াছেন ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মৈ…হোবাচ। স্পষ্টোঽর্থঃ। দ্বে…বদন্তি। অত্র প্রাপ্তুমিত্যধ্যাহারঃ। যদ্বস্তু প্রাপ্তুং দ্বে বিদ্যে জ্ঞানে উপাদেয়-ভূতে ইতি হ বেদাভিজ্ঞাঃ পরাশরাদয়ঃ।

> তৎপ্রাপ্তিহেতুর্ব্বিজ্ঞানং কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে।
> আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে ॥

শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজমিতি যদ্বদন্তি তজ্জ্ঞানে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীত্যর্থঃ। এতৎসর্ব্বমভিপ্রেত্য ভগবতা ভাষ্য-কৃতা দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চেতি ব্রহ্মপ্রেপ্সুনা দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ব্রহ্মবিষয়ে

পরোক্ষাপরোক্ষরূপে দ্বে জ্ঞানে উপাদেয়ে ইত্যর্থ ইতি ভাষিতম্। এতেন পরবিদ্যায়া ব্রহ্মপ্রেপ্সুপাদেয়ত্বেঽপি অপরবিদ্যায়াস্তথাত্বাপ্রতীতেঃ। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যত ইতি বাক্যপর্য্যালোচনয়াঽপরবিদ্যায়া ব্রহ্মপ্রেপ্সুপাদেয়ত্বাভাবস্যৈব প্রতীতেঃ। ব্রহ্মপ্রেপ্সুনা দ্বে বিদ্যে উপাদেয়ে ইতি ভাষ্যং কথমিতি শঙ্কাঽপি নিরস্তা। প্রাপ্তুমিতিপদাধ্যাহারেণাস্যার্থস্য প্রতীতেঃ। ইতরথা যৎপদবৈয়র্থ্যাৎ। কিঞ্চ কস্মিন্নু ভগব ইতি সর্ব্বোপাদানে পৃষ্টে বিদ্যাদ্বয়মাম্রান্পৃষ্টঃ কোবিদারানাচষ্ট ইতি ন্যায়মনুসরেৎ। অতো যথোক্ত এবার্থঃ। ওদনপাকং পচতীতিবদ্দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে [ইতি] নির্দ্দেশঃ। কে তে বিদ্যে ইত্যত্রাহ—পরা............চ। ইতি। পরমপরমিতি জ্ঞানং দ্বিবিধমিত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্থ আম্রান্ পৃষ্টো যদি কোবিদারানাচষ্টে তদা তস্যোন্মত্তপ্রলাপবৎ অত্রাপি 'কস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি' সর্ব্বোপাদানকারণে পৃষ্টে বিদ্যায়া দ্বৈবিধ্যকথনংকথমায়াতি সঙ্গত্যভাবাৎ ইতি চেন্ন—অত্রোপোদ্ঘাতসঙ্গতিঃ—তথাহি ব্রহ্মপ্রাপ্তীচ্ছুনা সাধনজ্ঞানং সাধ্যসিদ্ধ্যোপয়িকম্ ইতি কৃত্বা সাধনমাহ—দ্বে বিদ্যে যৎ প্রাপ্তুমিতি শেষঃ বিদ্যে জ্ঞানে বেদিতব্যে উপাদেয়ে ইতি এতৎ, ব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তবন্তঃ মহর্ষিপরাশরাদয়ঃ বদন্তি স্ম তথাহি 'নিরতাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা। ভৈষজ্যং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা। তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম্মচোক্তং মহামুনে। আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং তথোচ্যতে। শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্'। (বিষ্ণু পুঃ ৬।৫।৫৯-৬১।) ইত্যেতাবতা ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুঃ কথিতঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—শৌনক যখন আচার্য্য অঙ্গিরাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, কোন্ বস্তু সম্যগ্ বিদিত হইলে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়? তাহার উত্তরে অঙ্গিরা ঋষি বলিলেন,—বিদ্যা দুইপ্রকার—

পরা ও অপরা। পরা বিদ্যা ভগবদ্বিষয়িণী আর অপরা বিদ্যা তদ্বি-পরীত। শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নক্রমে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—"বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধো" (ভাঃ ১১।১৯।৪০) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—আত্মনি জীবাত্মনি অবিদ্যাকৃতা ভিদা অনাত্মত্বং তস্যা বাধ এব বিদ্যা। যদুক্তং—"ত্রিগুণময়ঃ পুমান্" ইতি। ভিদা যদবোধকৃতেতি ন ত্বধীতা ব্যাকরণাদ্যা" ॥৪॥

শ্রুতিঃ—তত্রাপরা—ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ, শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং,
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[সূচীকটাহন্যায়ে বহুবক্তব্য পরা বিদ্যার বিবৃতি হইতে বিরত হইয়া প্রথমে অপরা বিদ্যার বর্ণন করিতেছেন। অপরা বিদ্যা কি ? ঋগ্‌বেদ ইত্যাদি চারিবেদ ও ছয়টি বেদাঙ্গই অপরা বিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনীভূত বিদ্যার নাম পরা বিদ্যা] তত্র (উক্ত বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে) ঋক্‌-বেদঃ (ঋগ্বেদ), যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্ববেদঃ, শিক্ষা, কল্পঃ, ব্যাকরণম্, নিরুক্তম্, ছন্দঃ, জ্যোতিষম্ —ইতি অপরা (অপরা বিদ্যা) [শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গ। ইহাদের জ্ঞান ব্যতীত যথার্থ বেদজ্ঞান সম্ভব নহে। তন্মধ্যে শিক্ষা—উদাত্তাদিস্বর শিক্ষা, বেদোক্ত মন্ত্র-পাঠে ঋষিঃ, ছন্দঃ, দৈবত ও বিনিয়োগ জ্ঞানের মত পদপাঠও জ্ঞাতব্য। সেই পদপাঠে যে পদে যে সকল স্বরবর্ণ আছে—তাহাদের উচ্চারণে যে যে স্বরের নিয়ম শাস্ত্রবিহিত তাহার জ্ঞাপক শিক্ষাগ্রন্থ ; কল্প—প্রয়োগবিধি ইহার জ্ঞাপক ঋগ্‌-বেদের আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, যজুর্ব্বেদের বৌধায়ন-সংহিতা ও পারস্কর গৃহ্য-সূত্র, সামবেদের গোভিল গৃহ্যসূত্র, অথর্ব্ববেদের আথর্ব্বণ শ্রৌত-

সূত্র। অথ বেদচতুষ্টয়স্ত পৃথক্ সংজ্ঞাহেতুরুচ্যতে—যজুর্ব্বেদোহি যাজনস্ত প্রধানকর্ম্মণোবিধায়কত্বাৎ তথা সংজ্ঞিতঃ। তথাহ্যুক্তম্ 'যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্ব্বেদে তেন যজ্ঞমযুঞ্জত। যাজনাদ্ধি যজুর্ব্বেদ ইতি শাস্ত্রস্থ নিশ্চয়ঃ" ইতি বায়বীয়ে। সঙ্ক্ষেপেণাহ বেদোদ্দিষ্টানি বিষ্ণুপুরাণে পরাশরঃ—যথা 'আধ্বর্য্যবং যজুভিস্তু ঋগ্ভির্হৌত্রং তথা মুনিঃ। ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বং চাপ্যথর্ব্বভিঃ। রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি চ প্রভুঃ। ঋচোমন্ত্রাঃ তৎপ্রকাশকোবেদ ঋগ্বেদ ইত্যুচ্যতে। বেদে সামাংশ উচ্চৈর্গীয়মানত্বাৎ তদ্গায়কানাং সামগসংজ্ঞা। অথর্ব্ববেদে রাজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি শান্তিপুষ্ট্যাদীনি বর্ণিতানি, আধ্বর্য্যবং যজ্ঞকর্ম্ম যজুর্ভিঃ সাধ্যম্'। ব্যাকরণম্—ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে পদানি যেন অর্থাৎ শব্দানুশাসন-গ্রন্থ, নিরুক্তম্—বৈদিকশব্দনির্ব্বচনশাস্ত্র, জ্যোতিষম্ —কর্ম্মোপযোগী কালনিরূপকগ্রন্থ, ছন্দঃ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী এই সাতটি ছন্দই প্রধান ; বিরাট্, অতিধৃতি, অত্যুষ্ণিক্, শক্করী প্রভৃতি উহাদের অবান্তরভেদ] অথ পরা (পরা বিদ্যা) যয়া (যে বিদ্যা দ্বারা) তৎ (সেই) অক্ষরম্ (অক্ষর ব্রহ্মবস্তু) অধিগম্যতে (প্রাপ্ত হন) ॥৫॥

অনুবাদ—সেই পরা ও অপরা দ্বিবিধ বিদ্যা-মধ্যে অপরা বিদ্যা হইতেছে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ এবং বেদাঙ্গ—শিক্ষা (স্বরশিক্ষা-বোধক গ্রন্থ) কল্প (বৈদিক কর্ম্মের প্রয়োগ-বিধায়ক গ্রন্থ) ব্যাকরণ, (শব্দানুশাসন) নিরুক্ত (বৈদিক শব্দের নির্ব্বচন গ্রন্থ) জ্যোতিষ (বিহিত কর্ম্মের নিমিত্তীভূত কাল-নির্দ্দেশক জ্যোতিঃশাস্ত্র) ছন্দঃ (গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ) মতান্তরে ইতিহাস, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এগুলিও অপরা বিদ্যা মধ্যে গণিত। অতঃপর পরা বিদ্যার নির্দ্দেশ করিতেছেন। যে বিদ্যা দ্বারা সেই অধিকারী পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তত্র সূচীকটাহন্যায়েনাপরজ্ঞানস্বরূপমাহ—

তত্রাপরা......................ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি।

ষড়ঙ্গোপেতসশিরস্কসকলোপবৃংহণবেদশ্রবণজন্যং জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানমিত্যর্থঃ। অপরবিদ্যামুক্ত্বা পরবিদ্যামাহ—

অথ পরা............মধিগম্যতে॥

অত্র তচ্ছব্দ ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদ ইতি যচ্ছব্দপ্রতিনির্দ্দেশকঃ। যেন জ্ঞানেনেতি হ স্ম ব্রহ্মবিদ ইতি বাক্যে প্রাপ্যতয়া নির্দ্দিষ্টং তদক্ষরমধিগম্যত ইতি। আধিক্যেন গম্যতেঽপরোক্ষীক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। বিবেকাদিসাধনসপ্তকজন্যং শ্রবণজন্যপরোক্ষজ্ঞানানন্তরভাবিদর্শনসমানাকারজ্ঞানং পরজ্ঞানমিত্যর্থঃ। এতেনাধিগম্যত ইত্যস্য জ্ঞায়ত ইতি বা প্রাপ্যত ইতি বাঽর্থস্যাশ্রয়ণীয়তয়া পরবিদ্যায়া এব ব্রহ্মবিষয়ত্বব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বয়োঃ সিদ্ধাপরবিদ্যায়া ব্রহ্মবিষয়ত্বতৎপ্রাপ্তিহেতুত্বয়োরভাবেনাপরবিদ্যায়া অপি ব্রহ্মবিষয়ত্বতৎপ্রাপ্তিহেতুত্বপ্রতিপাদকভাষ্যাসংগতিঃ। কিঞ্চ পরবিদ্যায়া অপরোক্ষজ্ঞানরূপত্বে প্রমাণানুপলম্ভাদপরোক্ষত্বপ্রতিপাদকভাষ্যস্যাপ্যসংগতিরিতি দূষণং পরাস্তম্। অধিগম্যত ইত্যস্যাপরোক্ষীক্রিয়ত ইত্যর্থকত্বাৎ। নম্বেতদুপবৃংহণে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

> দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।
> পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তিঋর্গ্বেদাদিময়াঽপরা॥ ইতি।

অধিগম্যত ইত্যস্য প্রাপ্ত্যর্থকতয়োপবৃংহিতত্বাৎকথমিদমুচ্যত ইতি চেন্ন। যদি উপবৃংহণানুসারেণ প্রাপ্ত্যর্থকতয়া ব্যাখ্যাতব্যমিতি নির্ব্বন্ধস্তর্হি, ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তীতি পূর্ব্ববাক্যে পরাপরবিদ্যয়োর্দ্বয়োরপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বস্য কথিতত্বেন যয়া তদক্ষরমধিগম্যত ইত্যস্যাপরবিদ্যাব্যাবর্ত্তকত্বাভাবপ্রসঙ্গেন তদ্ব্যাবর্ত্তকত্বার্থং সাক্ষাদিতি পদমধ্যাহৃত্য যয়া সাক্ষাদক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে সা পরবিদ্যেত্যস্তু।

অপরোক্ষত্বং ত্বর্থাল্লভ্যতে শ্রুত্যন্তরে 'নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎপ্রমুচ্যতে' [কাঃ ১।৩।১৫] 'তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে' [মুঃ।২।২।৮] ইত্যাদিদর্শনাদিতি দ্রষ্টব্যম্। নন্থ 'স্বাধ্যায়স্থ তথাত্বেন' [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩] ইতি সূত্রে তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেতেত্যুপসংহারগতব্রহ্মবিদ্যাশব্দস্থ ব্রহ্মবিদ্যাং বেদবিদ্যামিত্যুপনিষৎপরতয়া ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। 'যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্' [মুঃ ১।২।১৩] ইতি দ্বিতীয়খণ্ডগতব্রহ্মবিদ্যাশব্দস্যাপি তৎপরত্বস্যৌচিত্যাদুপক্রমে চ ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহেত্যুক্তিকর্ম্মতয়া শ্রূয়মাণায়া ব্রহ্মবিদ্যায়া উপনিষদ্গ্রন্থরূপত্বস্যৈবৌচিত্যাৎ। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইত্যত্র ঋগ্বেদাদিশব্দানাং তজ্জন্যজ্ঞানলক্ষণায়া অযুক্তত্বেন বিদ্যাশব্দস্য গ্রন্থপরত্বাশ্রয়ণস্য যুক্তত্বাৎ। পরবিদ্যাশব্দেনাপি সাক্ষাদ্ব্রহ্মপ্রাপকোপনিষদ্গ্রন্থা এবাভিধাতুমুচিতত্বাৎ। ততশ্চ পরোক্ষাপরোক্ষরূপজ্ঞানপরত্বেন যুক্তং পশ্যাম ইতি চেদত্রোচ্যতে—যদি পরবিদ্যাশব্দেনোপনিষদ্গ্রন্থসন্দর্ভবিশেষং প্রতিপাদ্য ঋগ্বেদাদিশব্দেন মুখ্যয়া বৃত্ত্যা, ঋগ্বেদাদয় এব প্রতিপাদ্যাস্তর্হি ব্রহ্মপ্রতিপাদকোপনিষদামৃগ্বেদাদিবহির্ভাবপ্রসঙ্গেন যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয় ইত্যুক্তরীত্যাঽসদর্থত্বমেব স্যাৎ। ঋগ্বেদাদিশব্দানাং মুখ্যার্থমাশ্রিতবদ্ভিরপি পরৈরুপনিষদাং বেদবাহ্যত্বপ্রসঙ্গাৎ পরবিদ্যাশব্দো জ্ঞানবাচীত্যুক্তম্। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—পরমতে দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইত্যত্র সকৃৎপ্রযুক্ত এব বিদ্যাশব্দঃ সত্যপি সাধারণে প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ঋগ্বেদাদিগ্রন্থসন্দর্ভলক্ষণাপরবিদ্যাং ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণাং পরবিদ্যাং চ বক্তীতি দোষোঽস্তীতি, অস্মন্মতে স নাস্তি। কিঞ্চ পরব্যাখ্যান-ঋগ্বেদাদিবেদ্যবিলক্ষণত্বাদ্ব্রহ্মণো 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ' [গীঃ ১৫।১৫] ইতি স্মৃতিঃ পীড্যেতাত ঋগ্বেদাদিজন্যং ব্রহ্মবিষয়কমেবেত্যেব যুক্তম্। অতঃ পরাপরজ্ঞানশব্দিতপরোক্ষাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বং ব্রহ্মণ এবেতি ভাষ্যকারীয়া রীতিরেব সাধীয়সী ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিদ্যাশব্দস্য জ্ঞানপরত্বং তদভিধায়কগ্রন্থপরত্বঞ্চ ঔপচারিকমিতি তদাহ—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদিনা। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইত্যুক্তেঃ প্রয়োজনমাহ—বৈষ্ণবে 'তৎ প্রাপ্তিহেতুর্ব্বিজ্ঞানং কর্ম্ম-চোক্তং মহামুনে। আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং যথোচ্যত' ইতি। তথাচ পরোক্ষজ্ঞানমপরা বিদ্যেতি, তল্লক্ষণঞ্চ ষড়ঙ্গোপেতসশিরস্কসকলোপবৃংহণবেদশ্রবণজন্যং জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানম্। অপরোক্ষজ্ঞানং পরা বিদ্যেতি তথাহি বিবেকাদিসাধনসপ্তকজন্যত্বে সতি শ্রবণাদিজন্যপরোক্ষজ্ঞানানন্তরভাবিদর্শনসমানাকারজ্ঞানত্বং অপরোক্ষজ্ঞানত্বমিতি নিষ্কৃষ্টং তল্লক্ষণম্। ততশ্চ পরাপরবিদ্যাশব্দিতপরোক্ষাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বং ব্রহ্মণ এবেতি। স্মৃতিশ্চ—'স ঋঙ্ময়ঃ সামময়ঃ স আত্মা সযজুর্ম্ময়ঃ। ঋগ্যজুঃ সামসারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্'। ইতি। অথ অপরবিদ্যানির্দ্দেশানন্তরং পরা পরা বিদ্যা নির্দ্দিশ্যতে, কিমর্থম্? যয়া পরবিদ্যয়া যেন জ্ঞানেনেত্যর্থঃ তৎ যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি জগদুপাদানকারণং ব্রহ্ম, তদ্ বিবৃণোতি অক্ষরম্—অবিকারিসদ্বস্তু, অধিগম্যতে প্রাপ্যতে অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ী ক্রিয়তে ॥৫॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার ভেদ জানাইতে গিয়া প্রথমেই অপরা বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন যে, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই কয়টি অপরা বিদ্যা। কেহ বলেন—ইতিহাস, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিও অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। আর যাহা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

এই দুই বিদ্যার মধ্যে যাহার দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে ভোগসুখের কথা তথা তাহার প্রাপ্তির সাধন-জ্ঞান পাওয়া যায়, যাহাতে ভোগের স্থিতি, ভোগের উপভোগ করিবার প্রকার, ভোগ-

সামগ্রীর রচনা এবং উহার উপলব্ধির নানাবিধ সাধন-আদির বর্ণন আছে, উহাই অপরা বিদ্যা মধ্যে গণিত।

এইজন্যই চারিবেদ ও বেদাঙ্গসমূহকে অপরা বিদ্যা বলা হয়। আর যাহার দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্ম পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ও তৎপ্রাপ্তি হয়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলা হয়।

উহার বর্ণনও বেদ মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বেদার্থ জানিবার জন্য শ্রুতি এবং শ্রুতির সারার্থ জ্ঞানের জন্য বেদান্তসূত্র আবার সর্ব্ববেদান্তসার জানিতে হইলে "সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে সর্ব্বশাস্ত্রসার স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আস্বাদ করিতে হইলে আবার শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট অভিগমন করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১৩১)

এই বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাই,—

"নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতমতনিষ্ঠ মায়াবাদীর নিকট বা ভক্তিহীন শব্দচতুর বৈয়াকরণের নিকট বা অর্থগৃধ্নু বিষয়সেবীর নিকট ভাগবত পড়িতে বা শুনিতে গেলে তৎফলে কৃষ্ণ-প্রেমা-লাভ হইবে না, পরন্তু কৃষ্ণরসের পরিবর্ত্তে জড়রসভোগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। ত্যক্ত-বিষয় পরমহংস-বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পড়িতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত চরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ভাগবতার্থই বৈষ্ণবের একমাত্র সম্পত্তি"।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" (ভাঃ ৪।২৯।৫০) এবং "বিদ্যাঞ্চৈব মদাশ্রয়াম্।" (ভাঃ ৩।৯।৩০)

অর্থাৎ শ্রীহরির উপাসনাই বিদ্যা। যাহা দ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি হয়, তাহাই বিদ্যা।

"তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র-অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)
"প্রভু কহে 'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?'
রায় কহে—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর'॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ পঃ) ॥৫॥

**শ্রুতিঃ—যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং,
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—[সেই অক্ষর ব্রহ্ম কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন] যৎতৎ (সেই যে) [পরে বক্তব্যতত্ত্ব চিত্তের মধ্যে ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষবদ্ বিভাসমান, যদি প্রত্যক্ষবদ্ বিভাসমান, তবে আমরা দেখিতে পাই না কেন ? তাহার উত্তর—তিনি] অদ্রেশ্যম্, (অদৃশ্য—চক্ষুরাদি প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর), অগ্রাহ্যম্ (গ্রহণের অযোগ্য অর্থাৎ প্রাকৃত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়) [তাহা হইলে শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন] অগোত্রম্ (প্রাকৃত নাম-বংশ প্রভৃতি পরিচয়হীন

অর্থাৎ মূলপুরুষ ধরিয়া বংশের পরিচয় হয়, কিন্তু পরব্রহ্ম অজ সুতরাং তাঁহার মূলপুরুষ নাই তিনিই মূলপুরুষ) [প্রাকৃত বর্ণনোপযোগী কোন ধর্ম্মই তাঁহাতে নাই, সেজন্য প্রাকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি জাতির পরিচয়ও তাঁহার নাই, ইহাই বলিতেছেন] অবর্ণম (তিনি প্রাকৃত স্থূলত্বাদি শরীর-ধর্ম্মহীন এবং প্রাকৃত শুক্লত্বাদি বর্ণহীন, এজন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর) অচক্ষুঃশ্রোত্রং (সংসারী জীবগণ যেমন চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তিনি কিন্তু জীবের মত নহেন ; তাঁহার প্রাকৃত চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি নাই,) তৎ (সেই ব্রহ্ম) অপাণিপাদম্ (প্রাকৃত হস্ত-পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিত) [তিনি] নিত্যম্ (অবিনাশী, সর্ব্বদা একরস) বিভুং (প্রভু এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত পদার্থ-মধ্যে অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থিত) সর্ব্বগতং (আকাশাদির ন্যায় সর্ব্বব্যাপক অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশী শক্তিতে সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও কালতঃ ও দেশতঃ সীমাহীন) [তথাপি তিনি দুর্জ্ঞেয় যেহেতু] সুসূক্ষ্মং (অতিশয় সূক্ষ্ম) [তিনি অপ্রাকৃত শরীর-বিশিষ্ট বলিয়া] তৎ (সেই ব্রহ্ম) অব্যয়ম্ (ক্ষয়হীন) [এইরূপ বস্তুর সত্তায় প্রমাণ কি ?] যদ্ (যাঁহাকে) ভূতযোনিম্ (সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম-পদার্থের মূলকারণরূপে) ধীরাঃ (ধীরব্যক্তিগণ) পরিপশ্যন্তি (ভক্তিযোগে দর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিচিত্র জগতের মূলকারণ এক আছেই, এই সমীক্ষায় তাঁহারা সেই অক্ষর বস্তুর অনুভব করিয়া থাকেন) ॥৬॥

অনুবাদ—সেই অক্ষর ব্রহ্ম কি ? তাহাই বলিতেছেন—সেই যিনি চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর এবং প্রাকৃত হস্ত-পাদাদি দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য, যাঁহার কোন প্রাকৃত বংশ-পরিচয় নাই, প্রাকৃত জাত্যাদি নাই, প্রাকৃতিক চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই এবং প্রাকৃতিক হস্ত-পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, তিনি নিত্য, কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিজ অচিন্ত্য ঐশী শক্তিতে দেব, মনুষ্য, তির্য্যগাদি সৃষ্টি করিয়া বিভিন্নদেহে অন্তর্য্যামিরূপে প্রতিভাত,

আকাশাদির মত বিশ্বব্যাপক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, এই নিত্য চিন্ময় সবিশেষ বস্তু অপচয়রহিত, অথচ তিনি সমস্ত চরাচর বিশ্বের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, ইহা ধীর ব্যক্তিগণ পরা বিদ্যার দ্বারা নিজ হৃদয়মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যত্তদ…ধীরাঃ ॥ অদ্রেশ্যমদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয়ঃ। অগ্রাহ্যং পাণ্যাদিকার্য্যহানোপাদানাদ্যবিষয়ঃ। অগোত্রং কুলরহিতম্; অবর্ণমপেতব্রহ্মক্ষত্রাদিকম্। অচক্ষুঃশ্রোত্রং জ্ঞানেন্দ্রিয়রহিতম্। তৎ-প্রসিদ্ধম্। অপাণিপাদং কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতম্। নিত্যং কালাপরিচ্ছিন্নম্। বিভুং দেশাপরিচ্ছিন্নম্। সর্ব্বগতং সর্ব্বত্রান্তঃ প্রবিশ্যাবস্থিতম্। তত্র হেতুমাহ—সুসূক্ষ্মমিতি। উক্তবিশেষবিশিষ্টং যত্তদব্যয়ম্। অথ পরা যয়া তদক্ষরমিত্যত্রাক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টমিত্যর্থঃ। যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। প্রজ্ঞাশালিনো যত্তৎসর্ব্বভূতোপাদানতয়া পশ্যন্তীত্যর্থঃ। যোনিশব্দস্যোপাদানবচনত্বং 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ' [মুঃ ১।১।৭] ইতি বাক্যশেষাদবগম্যত ইতি প্রকৃত্যধিকরণে ভাষিতম্ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্থ কীদৃশং তদক্ষরমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্তৎ—ত্বয়া জিজ্ঞাসিতং কস্মিন্নু ভগবো জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি সকলবিজ্ঞানহেতূপাদানরূপং বস্তু, যৎতৎ ইতি বক্ষ্যমাণং স্বরূপং বুদ্ধৌ আধায় সিদ্ধবৎ নির্দ্দিশ্যতে। শৃঙ্গগ্রাহিকয়া তন্নির্দ্দিশ্যতামিতিচেৎ, ন তৎ তন্ন্যায়স্য বিষয়ঃ, যস্মাৎ অদ্রেশ্যম্ অদৃশ্যম্ ছান্দস একারাগমঃ। চক্ষুরাদি প্রাকৃতজ্ঞানেন্দ্রিয়াণামগোচরম্। ভবতু, গৃহীত্বা আনীয়তামিতি-চেৎ ন, তস্য প্রাকৃতকর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রহণাযোগ্যত্বাৎ ইত্যাহ অগ্রাহ্যমিতি। তর্হি বর্ণ্যতাম্ তৎ কস্মিন্নন্বয়ে জাতমিতি চেৎ আহ অগোত্রম্ তস্য মূলপুরুষাভাবাৎ অন্বয়পরিচয়ো ন সম্ভবতি স এব মূলপুরুষঃ। তর্হি শ্রূয়তাম্ তাবৎ তদ্ বর্ণাদিকম্ ইতি চেৎ আহ তৎ অবর্ণম্—প্রাকৃতিক

শুক্লাদি বর্ণরহিতম্ প্রাকৃতশরীররহিতত্বাৎ। তদাহ তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ অপাণিপাদমিত্যেতৎ 'অপাণিপাদো জবনো-গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' ইতি শ্রুতিঃ। স্বরূপতস্তু তৎ 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি' ইতি গীতাবচনস্তু স্বরূপাবগাহি বক্তব্যম্। তর্হি কিং স্বরূপং তদাহ—নিত্যং কালতোঽপরিচ্ছিন্নম্, বিভুং স্বয়মেব কারণান্তরমনপেক্ষ্য বিবিধাকারেণ ভবনশীলং, গগনবৎ সর্ব্বগতম্ দেশতোঽপরিচ্ছিন্নং সর্ব্বব্যাপকম্, সূক্ষ্মাণাং ভূতমাত্রাণামুপাদানত্বাৎ অতিসূক্ষ্মমতোঽনির্দ্দেশ্যম্। তদ্ অব্যয়ম্—অপচয়রহিতম্, তৎসত্ত্বে কিং প্রমাণমিতিচেৎ ভূতযোনিম্—সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ যোনিমুপাদানকারণম্ তথাচ শ্রুতিঃ 'যতোবা ইমানি ভূতানি জাতানী'তি। তত্রাপি বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ধিয়মীরয়ন্তি ইতি বিবেকিন ইত্যর্থঃ ,পরিপশ্যন্তি সমীক্ষন্তে ॥৬॥

তত্ত্বকণা—একমাত্র পরা বিদ্যার দ্বারা জ্ঞেয় সেই অক্ষর ব্রহ্ম বস্তু কী? তাহাই এক্ষণে এই মন্ত্রে বলিতেছেন যে, সেই ব্রহ্মবস্তু জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, তিনি নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম ও অব্যয়।

বেদান্তসূত্রে প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে অদৃশ্যত্বাধিকরণে—

"অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ" (বেঃ সূঃ ১।২।২১) সূত্রের সূক্ষ্মা টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "যত্তদদ্রেশ্যম্" (মুঃ ১।১।৬) শ্রুতি মন্ত্রটি উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহাতে এই শ্রুতির তাৎপর্য্যে সেই অক্ষর বস্তু প্রাকৃত হস্তপদাদি ও চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়শূন্য হইলেও যে স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি তাঁহার আছে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরেও ইহা প্রতিপাদিত হইবে বলা হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

" 'প্রাকৃত' নিষেধি, করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবানের প্রাকৃত বিশেষরহিত নির্ব্বিশেষ স্বরূপের বর্ণন পাওয়া যায় ।

"বচস্যুপরতেঽপ্রাপ্য য একো মনসা সহ ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ ॥"

(ভাঃ ৬।১৬।২১)

আবার শ্রীভগবানের জগৎকারণত্ব-বিষয়েও

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে ।
মৃন্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥" (ভাঃ ৬।১৬।২২)

শ্রীভগবান্ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির অগম্য ; তাহাও শ্রীভাগবতে পাই,—

"যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মসু ।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং
স্থানেষু তদ্ দ্রষ্ট্রপদেশমেতি ।" (ভাঃ ৬।১৬।২৩-২৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা এবং শ্রীল শ্রীজীবপাদের ভগবৎ-সন্দর্ভ—১৯ দ্রষ্টব্য ॥৬॥

**শ্রুতিঃ—যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—[বিশ্বের সৃষ্টি কেবল নিরপেক্ষভাবে সেই অক্ষর পুরুষ হইতে হয়, তাহা নহে; উপরন্তু উপসংহারও তাঁহাতেই হয়; এই সঙ্কোচ-বিকাশ একই অক্ষরপুরুষ হইতে হইয়া থাকে, ইহা লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—যথোর্ণনাভিঃ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা—] যথা উর্ণনাভিঃ (যেমন লূতাকীট মাকড়সা) [নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া] সৃজতে (জাল বয়ন করে) গৃহ্ণতে চ (আবার সেই তন্তুগুলি প্রত্যাহার করে) [ইহা তাহাদের অন্য-নিরপেক্ষভাবেই স্বয়ংই হইয়া থাকে] [আর একটি দৃষ্টান্ত] যথা ওষধয়ঃ (কিংবা যেমন ধান্য, যব প্রভৃতি শস্য এবং অন্যান্য ভৌতিক পদার্থ) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) সম্ভবন্তি (উদ্ভূত হয়) [ইহা পৃথিবীরই পরিণামে দৃষ্টান্ত, অথবা যেমন] কেশলোমানি (কেশ ও লোমগুলি) সতঃ (সজীব) পুরুষাৎ (পুরুষদেহ হইতে) যথা [সম্ভবন্তি] (যেরূপ দেহে প্রকাশ পায়) [ইহা অন্য কোন কারণকে অপেক্ষা না করিয়া আত্মবিলক্ষণরূপে প্রকাশ পায়] তথা (সেইপ্রকার) ইহ (এই জগতে) বিশ্বম্ (স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রপঞ্চ) অক্ষরাৎ সম্ভবতি (সেই পরব্রহ্ম অক্ষরপুরুষ লীলাময় শ্রীহরি হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, প্রলয়কালে আবার সেই বিশ্ব তাঁহাতেই লীন হয়) ॥৭॥

অনুবাদ—যদি মনে কর, উপাদানকারণমাত্রই অন্য নিমিত্ত-কারণকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য সৃষ্টি করে কিন্তু এখানে তাহা সঙ্গত কিরূপে? যেহেতু বলা হইয়াছে—এক অক্ষর পুরুষকে জানিলেই

সকল কার্য্যবস্তুর জ্ঞান হয়, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—যেমন লূতাকীট অপরের সাহায্য না লইয়াই নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া তাহা দ্বারা পাশ বয়ন করে আবার ইচ্ছামত তাহার উপসংহার করে, সেইরূপ ভগবান্ও প্রলয়-কালে নিজমধ্যে প্রবেশিত বিশ্বকে সৃষ্টিকালে স্বেচ্ছায় নির্গত করিয়া বিশ্ব রচনা করেন, পুনশ্চ ইচ্ছামত তাহা ধ্বংস করেন, ইহা তাঁহার অচিন্তনীয় ইচ্ছাশক্তির কার্য্য। কিংবা যদি শঙ্কা কর, এক অক্ষর-স্বরূপ হইতে বিজাতীয় অনিত্য অনন্ত বিশ্বের উদ্ভব কিরূপে হয়? তাহাও (শঙ্কা) করিও না, দেখ—এক পৃথিবী হইতে নানাপ্রকার শস্য জন্মিতেছে আবার ধ্বংসও প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু পৃথিবী স্থির এক। আর যদি ভগবান্কে উপাদানকারণ বলিলে অসঙ্গতি মনে কর, বিনা উপমর্দ্দে কিরূপে বিশ্বকার্য্যের উৎপত্তি তাঁহা হইতে সঙ্গত? তাহাও ভুল, কারণ ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে সমস্তই সম্ভব; দৃষ্টান্ত দেখ—যেমন সজীব পুরুষদেহ হইতে নখ, লোম, কেশ নির্গত হয়, কিন্তু জীবাত্মার কোন বিকার হয় না, সেইপ্রকার তাঁহা হইতে জগৎ সৃষ্টিও জানিবে ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নম্ন লোক উপাদানস্য স্বভিন্ননিমিত্তকারণসা-পেক্ষত্বদর্শনাদেক-বিজ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞানমনুপপন্নম্। কিঞ্চৈকস্য ব্রহ্মণঃ পরস্পরবিলক্ষণানন্তপ্রপঞ্চোপাদানত্বমপি ন সংভবতি। কিঞ্চ ঘটাদ্যুৎ-পত্তাবুপাদানভূতমৃৎপিণ্ডাদিষু পূর্ব্বাবস্থোপমর্দ্দো দৃশ্যতে। প্রাকারো-পাদানভূতাস্বিষ্টকাসু চতুরস্রত্বাদিলক্ষণপূর্ব্বাকারতিরোধানং দৃশ্যতে। অক্ষরশব্দিতস্য নির্ব্বিকারস্য ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বাকারোপমর্দ্দতিরোধানয়োরসং-ভবেনোপাদানত্বং ন সংভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—

যথোর্ণ…চ। যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সংতত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দ্দনঃ ॥

ইত্যুক্তরীত্যা যথা লূতাখ্যকীটবিশেষস্য স্বান্তঃস্থিততন্তুনিঃসারণতৎ-প্রবেশনয়োর্নিরপেক্ষকর্ত্তৃত্বম্।

যথা…সংভবন্তি। যথৈকস্যা এব পৃথিব্যাঃ পূর্ব্বাবস্থোপমর্দ্দতিরো-ধানাভাবেঽপি বিলক্ষণানন্তৌষধ্যুপাদানত্বম্।

যথা…লোমানি। যথা জীবতঃ পুরুষস্য চেতনস্যাচেতনকেশলো-মাদ্যুপাদানত্বম্। তথা…বিশ্বম্।

এবমেব নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষাদুপাদেয়বিলক্ষণান্নির্ব্বিকারাৎপরমাত্মনঃ পরস্পরবিলক্ষণং চেতনাচেতনাত্মকং নিখিলং জগৎসংভবতীত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নমু অক্ষরপুরুষস্যোপাদানকারণত্বমনুপপন্নম্ উপাদানস্য নিমিত্তরূপকারণান্তরসাপেক্ষত্বাৎ তথা সতি একবিজ্ঞানেন কথং সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবি, কিঞ্চ একস্য পরমাত্মন উপাদানত্বে বিজাতীয়োপাদেয়স্যাপ্যসম্ভবঃ, কার্য্যোৎপত্তৌ কারণাবস্থায়া উপমর্দ্দদর্শ-নাৎ অত্র তদভাবাৎতদুক্তিরসঙ্গতেত্যাশঙ্কাং পরিহরতি—যথাক্রমং ত্রিভির্দৃষ্টান্তৈঃ—যথোর্ণনাভিঃ—লূতাকীটঃ নিরপেক্ষঃ সন্—স্বান্তঃস্থিত-তন্তুনিষ্কাশনতৎপ্রবেশনাভ্যাং সৃজতে পাশং রচয়তি, গৃহ্নতে গৃহ্নাতি পুনস্তং সংহরতীত্যর্থঃ তত্র স্বেচ্ছৈব প্রযোজিকা এবং জগদীশ্বরস্য প্রলয়কালে স্বান্তঃপ্রবেশিতস্য প্রপঞ্চস্য পুনঃ সৃষ্টিকালে নির্গমণম্, প্রলয়ে তদুপসংহারশ্চ, অত্র ভগবল্লীলৈব প্রযোজিকা, নান্যৎ কিমপি কারণমস্তি, যথাচ একস্যাঃ পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ বিজাতীয়ব্রীহি-যবাদি শস্যোদ্ভবো দৃশ্যতে তত্র উপাদানভেদাভাবেঽপি যথোপাদেয়বৈলক্ষণ্যস্য নানুপপত্তিঃ এবম্ যথা জীবতঃ চেতনস্য পুরুষস্যোপমর্দ্দাভাবেঽপি অচেতনকেশলোমাদিসম্ভবঃ, তথা অক্ষরাৎ পুরুষাৎ কারণান্তরনৈর-পেক্ষ্যেণ, একস্বরূপাৎ নির্ব্বিকারাৎ পরমাত্মনো বিলক্ষণসৃষ্টিঃ স্বানুপ-মর্দ্দেন সম্ভবতি সর্ব্বত্র অচিন্ত্যৈশী শক্তিরেব প্রযোজিকেতি ভাবঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে তিনটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই এই জড় ও চেতনাত্মক সম্পূর্ণ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ।

প্রথমে মাকড়সার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, যে-প্রকার মাকড়সা নিজের উদরমধ্যে অবস্থিত জালকে বাহির করতঃ প্রকাশ করে এবং পুনরায় উদরমধ্যে নিহিত করে, সেই প্রকার পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নিজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে লীন সমগ্র জগৎকে সৃষ্টির প্রারম্ভে নানাপ্রকারে উৎপন্ন করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালে পুনরায় নিজ মধ্যে লীন করেন।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥" (গীঃ ৯।৭-৮)

দ্বিতীয় উদাহরণ দিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে যে প্রকারের ধান্য, তৃণ, বৃক্ষ, লতা-আদি ওষধির বীজ পড়ে, সেই সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ওষধি উৎপন্ন হয়, উহাতে পৃথিবীর কোন পক্ষপাত নাই, সেইপ্রকার জীবের নানাপ্রকার কর্ম্মরূপ বীজানুসারে ভগবান্ উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম দিয়া থাকেন, ইহাতে উঁহার কোন প্রকার বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ পায় না। ব্রহ্মসূত্রেও পাই,— "বৈষম্যনৈঘৃ´ণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।" (বেঃ সূঃ ২।১।৩৪)।

তৃতীয়—মনুষ্যের শরীর-দৃষ্টান্তে পাই যে, যে প্রকার জীবিত মানুষের শরীর হইতে সর্ব্বথা বিলক্ষণ কেশ, রোম ও নখ স্বতঃই উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার ভগবান্ হইতে

বিলক্ষণভাবে যথাকালে বিশ্ব উৎপন্ন ও বিস্তৃত হয়, ইহাতে শ্রীভগবানের কোন প্রযত্ন করিতে হয় না। শ্রীগীতাতেও পাই,—"তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।" (গীঃ ৪।১৩)

শ্রীগীতাতে আরও পাই,—

"ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥" (গীঃ ৯।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স এব বিশ্বং সৃজতি, স এবাবতি, হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ ॥" (ভাঃ ৪।১১।২৫)

বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ষষ্ঠ সূত্রে পাই,— "দৃশ্যতে তু" ইহার গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই শ্রুতিমন্ত্রটি উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি বস্তুরও উপাদান ও উপাদেয়ভাব দৃষ্ট হয়। যেমন গুণ সমূহের বিজাতীয় দ্রব্য হইতে উৎপত্তি, মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্পদ্রুম হইতে হস্তী, অশ্বের উৎপত্তি, চিন্তামণি হইতে সুবর্ণের উৎপত্তি। আরও যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) সূত্র সৃজন করে, নিগরণ করে ; যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি, জীবের জীবিত শরীর হইতে কেশরোমাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যথা নভস্যভ্রতমঃ-প্রকাশা
ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ।
এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত্বমূ
রজস্তমঃ সত্ত্বমিতি প্রবাহঃ ॥" (ভাঃ ৪।৩১।১৭)

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নি-শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥" (গীঃ ৯।১০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।
অদ্বৈতরূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৬।১৬) ॥৭॥

**শ্রুতিঃ—[যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥]**

ইহা শ্রীরঙ্গরামানুজ-ভাষ্যোপেতা-গ্রন্থে অধিকরূপে ধৃত মন্ত্র—(এই মন্ত্রটি আবার শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৩।৯) দৃষ্ট হয়)।

মুণ্ডকোপনিষদের এই মন্ত্রটির শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত ভাষ্যটিও প্রদত্ত হইল।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নম্বু ভূতযোনিশব্দনির্দ্দিষ্টং সর্ব্বোপাদানত্বং ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি ঘটাদিষু মৃদ এবোপাদানত্বদর্শনাদ্ব্রহ্মণ উপাদানত্বাসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্য মৃদাদিষ্বপি ব্রহ্মণ আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বান্মৃদাদিরূপস্য ব্রহ্মণ উপাদানত্বে নানুপপত্তিরিত্যভিপ্রয়ন্নাহ—

যস্মাৎপরং…কিঞ্চিৎ। অত্র পরশব্দ উৎকৃষ্টবচনঃ। অপরশব্দোঽন্যবচনঃ। যস্মাদন্যদুৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। নাত্র পরাপরয়োর্দ্বয়োরপি নিষেধঃ। তথা সতি নঞঃ সকৃচ্ছ্রুতস্যাবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ।

যস্মা…কশ্চিৎ। অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানিতি ভাবঃ। অণীয়স্ত্বং সূক্ষ্মত্বং ব্যাপিত্বমিতি ফলতি। জ্যায়স্ত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ-সর্ব্বেশ্বরত্বাদস্যৈব, এতদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্যাপি জ্যায়স্ত্বমণীয়স্ত্বং চ নাস্তীত্যর্থ ইতি বেদার্থসংগ্রহে ব্যাখ্যাতম্। কশ্চিদিতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ।

বৃক্ষ…তিষ্ঠত্যেকঃ। নস্তব্যবস্থভাবাদ্বৃক্ষবদপ্রণতস্বভাবঃ সজ্জগৎ-প্রধানভূতঃ পরমপদ আস্ত ইত্যর্থঃ।

তেনেদং সর্ব্বম্॥ নিয়মনার্থমন্তরপ্রবিষ্টেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। অতশ্চ মৃদাদিকশরীরকস্য ব্রহ্মণো ঘটাদাবপ্যুপাদানত্বসংভবাদ্ভূতযোনিত্বং নানুপপন্নমিতি ভাবঃ। অয়ং মন্ত্রঃ কেষুচিৎকোশেষু ন দৃষ্টঃ। কৈশ্চিদব্যাকৃতো ভাষ্যেঽপি ন গণিতঃ। তথাঽপি ব্যাসার্যৈরক্ষরপুরুষস্য যস্মাৎ-পরং নাপরমস্তীতি সমাভ্যধিকনিষেধশ্চোপক্রমাবগত ইত্যভিহিতত্বান্ন প্রক্ষেপশঙ্কার্হ ইতি দ্রষ্টব্যম্॥

শ্রুতিঃ—তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[জগতের উৎপত্তি-ক্রম সংক্ষেপে বলিতেছেন,—] ব্রহ্ম (সেই অক্ষরপুরুষ পরব্রহ্ম) তপসা (অভিধ্যান দ্বারা সিসৃক্ষা

বশতঃ) চীয়তে (সৃষ্ট্যুন্মুখ হইয়া থাকেন) ততঃ (ঐরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-শক্তি-বিজ্ঞানবিশিষ্টরূপে প্রবৃদ্ধ ব্রহ্ম হইতে) অন্নম্ (অব্যাকৃত ভোগ্যভোক্তৃ চিৎ অচিৎ সমষ্টি) অভিজায়তে (অভিব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ নাম-রূপাদি অবস্থায় ব্যাকৃত করিতে অভিপ্রেতাবস্থায় উপস্থিত হয়), অন্নাৎ (সেই অবস্থায় উপনীত অব্যাকৃত প্রপঞ্চ হইতে) প্রাণঃ (চিদচিৎ সমষ্টির প্রাণভূত জ্ঞান, ক্রিয়া, বল অধিষ্ঠান করিয়া হিরণ্যগর্ভ জগদাত্মা উৎপন্ন হইলেন), [তাহার পর সেই প্রাণ হইতে] মনঃ [অভিজায়তে] (মন সৃষ্ট হইল) [সেই মন হইতে] সত্যং (বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী, জল, অগ্নি—এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইল) [সৃষ্ট সেই পঞ্চভূত হইতে] লোকাঃ (ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিক্রমে ভূঃ প্রভৃতি সপ্তভুবন সৃষ্ট হইল) [তাহার পর মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিবর্গ ও তাহাদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাক্রমে কর্ম্ম উৎপন্ন হইল] কর্ম্মসু (কর্ম্ম-জন্য) অমৃতং চ (অবশ্যম্ভাবী সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল) [উৎপন্ন হইল] ॥৮॥

অনুবাদ—উৎপত্তি-বিধির বিজ্ঞানবিশিষ্ট ভূতযোনি অক্ষরব্রহ্ম সঙ্কল্পাত্মক ঈক্ষণদ্বারা প্রবুদ্ধ হইলেন অর্থাৎ সৃষ্ট্যুন্মুখ হইয়া থাকেন, সেই সৃষ্ট্যভিলাষী ব্রহ্ম হইতে নামরূপাদিরূপে অব্যাকৃত জগৎ—ব্যাকৃতেচ্ছার বিষয় হয়। পরে তাদৃশাবস্থাপন্ন অব্যাকৃত হইতে প্রাণ অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি অধিষ্ঠান করিয়া জগদাত্মা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন। হিরণ্যগর্ভ হইতে মনের উৎপত্তি হইল, মন হইতে পঞ্চভূত, ভূঃ প্রভৃতি সপ্তভুবন, জীবের কর্ম্ম ও তজ্জনিত অবিনশ্বর কর্ম্মফল উৎপন্ন হইল ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মণো বিশ্বোৎপত্তিপ্রকার উচ্যতে—তপসা… …ব্রহ্ম। তপসা জ্ঞানেন। যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ।

চীয়ত উপচীয়তে। বহুস্যামিতি সংকল্পরূপেণ জ্ঞানেন ব্রহ্ম সৃষ্ট্যুন্মুখং ভবতীত্যর্থঃ।

ততো……জায়তে। 'অন্নত্তেঽস্তি চ ভূতানি' [তৈঃ ২।২।১] ইতি ভোগ্যভোক্তৃরূপচেতনাচেতনসংঘাতলক্ষণমব্যাকৃতং পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণো জায়ত ইত্যর্থঃ।

অন্নাৎ……চামৃতম্। তস্মাৎসমষ্টিরূপচিদচিৎসংঘাতাত্মকাদন্নশব্দিতাদব্যাকৃতান্মুখ্যঃ প্রাণোঽন্তঃকরণং সত্যশব্দিতো ভোক্তৃবর্গঃ স্বর্গাদয়োলোকাঃ কর্ম্মসু আয়ন্তমমৃতং চামৃতত্বসাধকং কর্ম্মেতি যাবৎ। অথবা কর্ম্মস্বিতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী। কর্ম্মমধ্যে মোক্ষার্থং কর্ম্মেত্যর্থঃ। এতৎসর্ব্বমভিজায়ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। এতৎসর্ব্বং ভাষ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়োঃ স্পষ্টম্ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীং সৃষ্টিপ্রকারমাহ—তপসা চীয়তইত্যাদিনা—ব্রহ্ম অক্ষরপুরুষঃ পরব্রহ্ম তপসা অভিধ্যানেন সিসৃক্ষয়া ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ 'স ঐক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়' ইতি, ঈক্ষণমূলকত্বাৎ সৃষ্টেঃ, ঈক্ষণস্য চ জ্ঞানবিশেষত্বাদিতি চীয়তে উপচীয়তে সৃষ্ট্যুন্মুখং ভবতি, নায়মুপচয়ো বিকারবিশেষঃ, তস্য নির্ব্বিকারত্বংশ্রুতেঃ। ততঃ স্বাভাবিকজ্ঞান-বল-ক্রিয়া শক্ত্যুপহিতাৎ পরমাত্মনঃ, অন্নং অব্যাকৃতং, অভিজায়তে নামরূপাদি-ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থারূপেণ অভিজায়তে উৎপদ্যতে 'নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি শ্রুতেঃ; পরমেশ্বরস্য ব্যাচিকীর্ষিতং নামরূপাদি প্রাগ্ ভবতি। ততশ্চ অন্নাৎ তাদৃশাৎ অব্যাকৃতাৎ প্রাণঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মভূতপঞ্চকানাং বীজানামঙ্কুরোজগদাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ উৎপদ্যতে, তস্মাৎ প্রাণাৎ মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মাত্মকং অন্তঃকরণং, মনসশ্চ সত্যং ভূতপঞ্চকং, ততশ্চ লোকাঃ ভূঃ প্রভৃতয়ঃ

সপ্তলোকাঃ, তেষু মনুষ্যাদিপ্রাণি-বর্ণাশ্রমবিভাগেন কর্ম্মাণি জায়ন্তে কর্ম্মজন্যম্ অমৃতম্ অবিনশ্বরং কর্ম্মফলম্ অভিজায়তে ॥৮॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে সংক্ষেপে জগতের উৎপত্তির ক্রম বর্ণন করিতেছেন।

যখন জগৎ রচনার সময় উপস্থিত হয়, তখন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নিজ সংকল্পরূপ তপস্যা হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সৃষ্ট্যুন্মুখ হন। তখন সেই অব্যাকৃত সূক্ষ্মরূপ বা অবস্থা হইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা-রূপে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা হইতে সমস্ত প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত অন্ন উৎপন্ন হয়, তৎপরে অন্ন হইতে ক্রমশঃ প্রাণ, মন ও কার্য্যরূপ পঞ্চ মহাভূত, সমস্ত প্রাণী ও উহাদের বাসস্থান বিভিন্ন লোক এবং উহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম হৈতে অবশ্যম্ভাবী অবিনশ্বর কর্ম্মফলসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত জীব মুক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে অবশ্যই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় বলিয়া কর্ম্মফলকে অবিনশ্বর বলা যাইতে পারে।

সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥
কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥" ইত্যাদি

(ভাঃ ২।৫।২১-২২) ॥৮॥

অতঃপর উক্ত সিদ্ধান্তের উপসংহার করিবার ইচ্ছায় পরবর্ত্তিনী শ্রুতি বলিতেছেন,—

শ্রুতিঃ—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥৯॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (ভূতযোনি যে অক্ষরপুরুষ) সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্ব-বিষয়ে জ্ঞাতা) সর্ব্ববিৎ (এবং বিশেষরূপে সমস্ত তত্ত্ব যাঁহার বিদিত) যস্য (স্বরূপতঃ ও প্রকারতঃ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ যে অক্ষরপুরুষের) তপঃ (তপস্যা অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির উপযুক্ত সামর্থ্য) জ্ঞানময়ং (জ্ঞানের অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রের পরিণাম) তস্মাৎ (সেই সর্ব্বজ্ঞানময়-সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ হইতে) এতৎ ব্রহ্ম (এই অব্যাকৃত নামক ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ) নাম (বস্তুর নাম—ঘটপটাদি) রূপম্ (শুক্লপীতাদি বর্ণ অথবা বিভিন্ন আকৃতি) অন্নঞ্চ (এবং ব্রীহি যবাদি শস্য) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ।৯।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—যিনি স্বরূপতঃ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ এবং যিনি প্রকারতঃও সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার সঙ্কল্পরূপজ্ঞান ব্যতীত সৃষ্ট্যুপযোগী আয়াসাত্মক কর্ম্ম নাই, কিন্তু ইচ্ছারই অভিব্যক্তি এই বিশ্ব, সেই অক্ষরপুরুষ হইতে অব্যাকৃত নামক ব্রহ্ম উৎপন্ন হন, তাঁহারই মাধ্যমে বিশ্ব-প্রপঞ্চের নাম, রূপ ও ব্রীহি যব প্রভৃতি শস্য জন্মিয়া থাকে ।৯।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমমুণ্ডকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পূর্ব্বমন্ত্রোক্ততপঃশব্দং বিবৃণ্বন্ ভূতযোনিশব্দিতস্য ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যুপকরণং সার্ব্বজ্ঞ্যং দর্শয়তি—

যঃ..... তপঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবান্। সর্ব্ববিত্তত্তদ্বস্তুগত-সর্ব্বপ্রকারকজ্ঞানবান্। স্বরূপতঃ প্রকারতশ্চ সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবত্ত্বমস্মিন্মন্ত্রে ভূতযোনের্ব্বিধেয়মপ্রাপ্তত্বাৎ। যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইত্যনেনাংশেন পূর্ব্বমন্ত্রোক্ততপঃশব্দবিবরণং যস্য ব্রহ্মণঃ সংকল্পরূপজ্ঞানব্যতিরেকেণ জগৎসৃষ্ট্যুপযুক্তং কর্ম্মান্তরং নাস্তীত্যর্থঃ।

ততোঽন্নমভিজায়ত ইত্যাদিকমনুবদতি—

তস্মাদেত......জায়তে॥

তস্মাৎসংকল্পেন স্রষ্ট্যুন্মুখাদ্ব্রহ্মণঃ। ততোঽন্নমভিজায়ত ইত্যত্রান্ন-শব্দনির্দ্দিষ্টমেতৎ অব্যাকৃতাখ্যং ব্রহ্ম সাক্ষাজ্জায়তে। তদ্দ্বারা নাম-রূপবৎ অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানীতি অন্নশব্দনির্দ্দিষ্টভোগ্যভোক্তৃরূপং চ জায়ত ইত্যর্থঃ। যদ্যস্মিন্নপি মন্ত্রে সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যনুবাদেন ব্রহ্মশব্দিতাব্য-ক্তাদিহেতুত্বং বিধীয়ত ইতি প্রতিভাতি তথাঽপি তস্য পূর্ব্বমন্ত্র-প্রাপ্তত্বেন বিধেয়ত্বাসংভবাদপ্রাপ্তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বস্যৈব বিধেয়ত্বমিতি দ্রষ্টব্যম্। নন্বু সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্ববিচ্ছব্দয়োরপৌনরুক্ত্যায় সর্ব্বজ্ঞশব্দস্য রূঢ়িরভ্যুপগন্তব্যা। কৃশানুরেতাঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি নিঘণ্টুপাঠেন সর্ব্বজ্ঞশব্দস্যোমাপতৌ রূঢ়ত্বা ? তস্মাৎসর্ব্ববিদো দেবতান্তরান্নিমিত্তভূতাত্তপসা চীয়তে ব্রহ্মেতি পূর্ব্বমন্ত্র-নির্দ্দিষ্টমুপাদানং ব্রহ্মান্যদেব ভবিতুমর্হতি। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়ত ইত্যুপাদানভূতাদ্ব্রহ্মণো নিমিত্তভূতেশ্বরস্য ভেদ এব প্রতীয়ত ইতি চেন্ন। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইতি তপসোপ-চীয়মানতয়া পূর্ব্বমন্ত্রনির্দ্দিষ্টস্যাক্ষরব্রহ্মণ এব সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্ববিত্ত্বয়োঃ প্রতীত্যা তয়োর্ভেদাসংভবাৎ। নিমিত্তোপাদানভেদবিবক্ষায়ামেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ব-

বিজ্ঞানাসম্ভবেন কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি-প্রশ্নপ্রতিবচনত্বাসম্ভবেন প্রতিপিপাদয়িষিতপ্রধানার্থবিরোধপ্রসঙ্গাদিত্যল-মতিপ্রসঙ্গেন ॥৯॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্য শ্রীরঙ্গ-রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরব্রহ্মণঃ জ্ঞানব্যতিরেকেণ সৃষ্ট্যসম্ভবাৎ তস্য সৃষ্ট্যুপযোগিত্বং দর্শয়তি যঃ সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, স্বরূপতঃ সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানসম্পন্নঃ, সর্ব্ববিদ্ প্রকারতশ্চ সর্ব্ববিষয়কাভিজ্ঞতাবান্, যস্য তপঃ সামর্থ্যং জ্ঞানময়ং জ্ঞানপরিণামভূতং তস্মাৎ তাদৃশাৎ পরমেশ্বরাৎ এতৎ ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভঃ, নাম পদার্থসংজ্ঞা, রূপং শুক্লাদিকম্ আকৃতির্ব্বা অন্নঞ্চ ভোগ্যং বস্তু চ জায়তে উৎপদ্যতে ॥৯॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—সমগ্র জগতের কারণীভূত পরমপুরুষ পরমেশ্বর সাধারণ-রূপে তথা বিশেষরূপে সকল পদার্থের স্বরূপ জ্ঞাত আছেন, তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ। এই পরব্রহ্মের জ্ঞান বা ইচ্ছাই তপস্যা। জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় উঁহাকে কষ্টসহিষ্ণু তপস্যা করিতে হয় না।

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রেই বিরাট্ জগৎ, যাহার অপর নাম হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্ম স্বতঃই প্রকট হইয়া থাকে এবং সমস্ত প্রাণী তথা বিভিন্ন লোক, নাম, রূপ ও আহার্য্য-পদার্থাদি উৎপন্ন হয়।

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কাঁহাকে জানিলে সব জ্ঞাত হওয়া যায়? তাহারই উত্তরে বলা হইয়াছে,—সমগ্র জগতের পরমকারণ যে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বরের জ্ঞান লাভ হইলেই সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে।

জগৎসৃষ্টি-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ॥" (ভাঃ ১।১০।২২)

শ্রীনাগপত্নীগণ স্তবেও বলিয়াছেন,—

"অব্যাকৃতবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশালিনে॥
পরাবরগতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্টেঽস্য চ হেতবে॥"

(ভাঃ ১০।১৬।৪৭-৪৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন,—

"বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া
বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্।
ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং
নতোঽস্মি ধুর্য্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্॥” (ভাঃ ১০।৩৭।২২-২৩)

অর্থাৎ হে ভগবন্! কেবল জ্ঞানমূর্ত্তিস্বরূপ আপনি স্বীয় স্বরূপ-পরমানন্দরূপে অবস্থান করিয়াই সমস্ত অভীষ্ট-বিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন অতএব আপনার বাঞ্ছিত অব্যর্থ; আপনার চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়িক গুণ-প্রবাহ সর্ব্বদা প্রতিহত রহিয়াছে। আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। আপনি সকলেরই প্রভু সুতরাং স্বতন্ত্র অর্থাৎ জীব, কাল, কর্ম্ম প্রভৃতি কিছুরই বশীভূত নহেন, এই প্রপঞ্চগত অসংখ্য বৈচিত্র্য আপনার নিজ শক্তি-প্রভাবেই রচিত। সম্প্রতি লীলার জন্য কংসাদি মনুষ্যের সহিত তজ্জাতীয় যুদ্ধ-ক্রীড়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনি যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বত-কুলের (নিত্য) পতি; আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি।৯।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের
‘তত্ত্বকণা’ নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

প্রথমমুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—তদেতৎ সত্যম্। মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব খণ্ডে অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা—দ্বিবিধ বিদ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহাদের বিষয়ভেদও বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর যে অক্ষরব্রহ্ম জ্ঞাত হইলে সমস্ত কার্য্য-বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে, তাঁহার জ্ঞানোপায় কি? তাহা বক্তব্য এবং তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব-বিষয়ে যুক্তিও প্রদর্শনীয়, সেজন্য এই খণ্ড আরব্ধ হইতেছে। 'তদেতৎ সত্যম্' ইত্যাদি—] তৎ এতৎ (সেই এই অক্ষরপুরুষ যিনি সমস্ত প্রপঞ্চের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, ও যাঁহার সঙ্কল্পরূপ তপস্যা দ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি, তিনি) সত্যম্ (সত্যস্বরূপ ও নিত্য—অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশাদি ষড়্‌বিধবিকার-শূন্য) [এতদ্‌ভিন্ন সমস্তই সবিকার, তাঁহাকে জানিবার ক্রমপন্থায় উপায় অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহার উদাহরণ—] কবয়ঃ (জ্ঞানী ঋষিগণ) মন্ত্রেষু (ঋগ্‌বেদাদি মধ্যে) যানি কর্ম্মাণি (যে সমস্ত অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মসমূহ) অপশ্যন্ (দেখিয়াছেন) [অতএব

ঋষিগণের পরিদৃষ্ট অগ্নিহোত্রাদি বৈদিককর্ম্মই সত্যযুগে পরব্রহ্ম-বিষয়ক ছিল বলিয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়। তাহা জানিবার পথ কি?] [তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি] তানি (সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম) ত্রেতায়াং (বেদত্রয়ে অথবা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই ত্রিবিধ যজ্ঞিয়াগ্নিতে বা ত্রেতাযুগে) বহুধা (বহুপ্রকারে) সন্ততানি (প্রবৃত্ত, ব্যাপ্ত, কৃত হইয়াছে) [অতএব—তোমরা] সত্যকামাঃ (সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইবারকামনা করিয়া—এবং যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি কামনারহিত হইয়া) নিয়তং (বিধি অনুসারে ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক) তানি (সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম) আচরথ (অনুষ্ঠান কর) [সেই কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধিকরতঃ জ্ঞান জন্মাইয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন হইবে, ইহাই বলিতেছেন] এষঃ (ইহাই—এই কর্ম্মই) বঃ (তোমাদিগের অর্থাৎ সত্যকামদিগের) সুকৃতস্য (বিধি অনুসারে অনুষ্ঠানের) লোকে (মনুষ্য-শরীরে ফল-বিষয়ে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির) পন্থাঃ (পথ) ॥১॥

অনুবাদ—সেই অক্ষর পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য, চিরন্তন, উৎপত্তি-বিনাশাদি ষড়্‌বিধবিকাররহীন, তদ্‌ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। ইহাকে পাইতে হইলে বৈদিককর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা অতীন্দ্রিয়পদার্থ-দর্শনে সমর্থ সেই মহর্ষিগণ বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে পরব্রহ্মবিষয়ক যে সকল কর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছেন, সেগুলি ত্রেতাযুগে ত্রিবিধ যজ্ঞিয় অগ্নিতে বহুভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে সত্যকামিগণ! তোমরা কেবল সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কামনা লইয়া সেই বৈদিককর্ম্মসমুদয় একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদিগের সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত-কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে পথ ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তদেতৎ সত্যম্ নিত্যমুৎপত্তিবিনাশাদিষড়্‌ভাববিকারশূন্যমিত্যর্থঃ।

মন্ত্রেষু······পশ্যন্। অতীন্দ্রিয়ার্থসাক্ষাৎকারসমর্থা বেদেষু যান্যগ্নিহোত্রকর্ম্মাণি দৃষ্টবন্তঃ।

তানি······সন্ততানি। গার্হপত্যাদিষু বৈতানিকাগ্নিষু যাবজ্জীবং কর্ত্তব্যতয়াঽধিকারিমন্ত্রফলভেদেন বহুধা বিহিতানি।

তান্যা······সত্যকামাঃ। স্বতঃ সত্যং পরং ব্রহ্মৈব কাময়মানাঃ ফলাভিসন্ধিরহিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। তানি কর্ম্মাণ্যাচরতানুতিষ্ঠত। কর্ম্মণাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বং জ্ঞানদ্বারেতি দ্রষ্টব্যম্। অমুমুক্ষূন্প্রত্যাহ,—

এষ·········লোকে॥ পুণ্যফলভূতে লোকে তু বক্ষ্যমাণো মার্গইত্যর্থঃ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অক্ষরং পরং ব্রহ্মৈব সত্যম্। তৎ-প্রাপ্তয়ে অধিকারিভেদেন অপরা বিদ্যাঽপি আবশ্যকী, তদ্‌বিষয়াশ্চ সাঙ্গবেদাঃ তেষাঞ্চ প্রতিপাদ্যানি অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি নিয়মেনানুষ্ঠেয়ানীত্যাহানয়া শ্রুত্যা। তদেতৎ প্রপঞ্চোপাদানভূতম্ ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং, কিমর্থম্ —যতঃ সত্যম্—নিত্যং ষড়্‌ভাববিকারশূন্যম্ সৎ অন্যত্তু অসৎ। অথাপরবিদ্যায়াঃ কিং ফলম্? বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞানম্ কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিক্রমেণ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ ফলবৎ। তদাহ —মন্ত্রেষু বেদেষু, কবয়ঃ অতীন্দ্রিয়ার্থ-সাক্ষাৎকার-সমর্থাঃ মহর্ষয়ঃ, যানি কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি অপশ্যন্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন জ্ঞাতবন্তঃ। তেষামনুষ্ঠানং কথমিত্যত আহ তানি কর্ম্মাণি ত্রেতায়াং বৈতানিকেষু অগ্নিষু বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ সন্ততানি প্রবৃত্তানি কর্ম্মিভিঃ ক্রিয়মাণানি, তত্তঃ সর্ব্বং জ্ঞেয়মিতিভাবঃ। নম্ন বৈদিককর্ম্মণাং স্বর্গাদিকমেব ফলং নত্বক্ষরপ্রাপ্তিরিতিচেৎ সত্যং সকামকর্ম্মণাং তথা নিষ্কামাণাস্তু কর্ম্মণাং ভগবদর্পণেন চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বকং জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বমিত্যুপদিশতি সত্যকামাঃ! ফলাভিসন্ধিরহিতাঃ সন্তঃ তানি

অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি ভগবতি ফলং সমর্প্য নিয়তং যথাবিধি, আচরথ আচরত 'তিঙাং তিঙি'তি ছান্দসোব্যত্যয়ঃ। এতেন কিং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—এষঃ বঃ পন্থাঃ—অয়মেব মার্গঃ উপায়ঃ। কস্য ? সুকৃতস্য সুষ্ঠুভাবেন নিষ্পাদিতস্য কর্ম্মণঃ, লোকে ফলে, নিমিত্তে সপ্তমী ফলপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব খণ্ডে চতুর্থ মন্ত্রে পরা ও অপরা-ভেদে দ্বিবিধ-বিদ্যার বিষয় জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া বর্ত্তমান খণ্ডে অপরা বিদ্যার স্বরূপ ও ফল বর্ণন পূর্ব্বক পরা বিদ্যার জিজ্ঞাসা তুলিতেছেন। যে কর্ম্মের দ্বারা অনাদি ও দুঃখময় সংসার লাভ হয়, তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে।

ঋষিগণ সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বথা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিবার উপায়-রূপে ঋগ্বেদাদিতে বর্ণিত যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মকে দেখিয়াছেন। সত্যযুগে সেইকর্ম্ম কেবল পরব্রহ্ম-বিষয়কই ছিল। কিন্তু ত্রেতাযুগে কর্ম্মসমূহ নানা দেবতাবিষয়ক হইয়াছে। সেই বৈদিককর্ম্ম নিষ্কামভাবে আচরিত হইয়া শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে চিত্তশুদ্ধিক্রমে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথ লাভ হয়।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥"(গীঃ ৪।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ।
অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রা সাংখ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ॥
এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ।
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥

বিবিধানীহ কর্ম্মাণি জনয়ন্ যদবেক্ষয়া।
ঈহতে যদয়ং সর্ব্বঃ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদিলক্ষণম্ ।"
(ভাঃ ১০।৭৪।২০-২২) ॥১॥

**শ্রুতিঃ—যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥২॥**

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব শ্রুতিতে যথারীতি-অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধিজননপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের ক্রম-পথ বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানের প্রকার বলিতেছেন, 'যদেত্যাদি' দ্বারা] যদা হি (যখন) সমিদ্ধে (সমিদাধানদ্বারা প্রজ্বলিত) হব্যবাহনে (অগ্নিতে) অর্চ্চিঃ (তাহার শিখা) লেলায়তে (চলিতে থাকে অর্থাৎ লেলিহান হয়) তদা (তখন সেই লেলিহান অগ্নিশিখায়) আজ্যভাগৌ অন্তরেণ (দুইটি আজ্যভাগের মধ্যে অর্থাৎ আদ্যন্তে আঘার ও আজ্যভাগ হোমানুষ্ঠানের মধ্যভাগে) আহুতীঃ (ইষ্টদেবতার উদ্দেশে আহুতি—প্রকৃত হোম) প্রতিপাদয়েৎ (সম্পাদন করিবে)। [ইহাই অগ্নিহোত্রের বিধি। কথাটি এই—যথাবিধি অগ্নি প্রণয়ন করিয়া সেই প্রণীত অগ্নি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত সমিধ্দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে তাহার শিখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, সেইসময় সেই অগ্নিশিখায় প্রথমে আঘার নামক হোম অর্থাৎ অগ্নির বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ঘৃতধারা 'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা' মন্ত্রে এবং নৈঋ‌ র্তকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা 'ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা' মন্ত্রে নিক্ষেপ করার নাম আঘারহোম পরে আজ্যভাগ যথা—অগ্নির দক্ষিণাংশে নৈঋ‌র্ত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে ঘৃতধারা নিক্ষেপ এবং উত্তরাংশে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত 'ওঁ সোমায় স্বাহা' মন্ত্রে আহুতি—ইহার নাম আজ্যভাগ হোম,—এই দুইটি হোমের

মধ্যবর্ত্তীকালে প্রকৃত দেবতা অর্থাৎ অভীষ্টদেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে] ॥২॥

অনুবাদ—যে সময় অগ্নি বেশ প্রজ্বলিত হইবে এবং তাহার শিখা ইতস্ততঃ চলিবে তখন দুইটি আঘার ও আজ্যভাগ হোমের মধ্যে প্রকৃত হোম করিবে অর্থাৎ অভীষ্টদেবতার উদ্দেশে সেই লোল শিখায় আহুতিগুলি প্রদান করিবে ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গতয়া ফলাভিসন্ধিরহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং বিধায় ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকস্য তু কর্ম্মণোঽযথাবদনুষ্ঠিতস্য ন প্রতিপদোক্তফলজনকত্বং প্রত্যুত প্রত্যবায়জনকত্বমেব। যথাবদনুষ্ঠিতস্যাপি তস্য সত্যলোকপর্য্যন্তফলকত্বমেবেত্যাহ,—

যদা······বাহনে। যদেন্ধনাদিভির্জ্বলিতেঽগ্নৌ যস্মিন্‌কালে জ্বালা চলতি।

তদা······প্রতিপাদয়েৎ। তস্মিন্‌কাল আজ্যভাগয়োর্ম্মধ্য আহুতীঃ প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ফলাভিসন্ধানরহিতং কর্ম্মানুষ্ঠানং ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গভূতং, তস্যাযথানুষ্ঠানে তু ন অনন্তরোক্তফলং ভবতি প্রত্যুত মহদনিষ্টমেব ইতি তদনুষ্ঠানপ্রকারমাহ—যদা লেলায়ত ইত্যাদিনা যদা যস্মিন্‌কালে সমিদ্ধে আহিতাভিঃ সমিদ্ভিঃ প্রদীপ্তে হব্যবাহনে অগ্নৌ অর্চ্চিঃ তস্য শিখা লেলায়তে ইতস্ততশ্চলতি, তদা তস্মিন্‌কালে—আজ্যভাগৌ অন্তরেণ আঘারাজ্যভাগৌ হোমৌ বিনা প্রকৃতহোমস্যানিষ্পত্তেঃ, অত্র অন্তরেণ পদস্য মধ্যে ইত্যর্থঃ। আহুতীঃ অভীষ্টদেবতাম্ উদ্দিশ্য আজ্যাহুতীঃ তস্মিন্ নির্দ্দিষ্টে অগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ ॥২॥

তত্ত্বকণা—কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে অগ্নিহোত্র আচরণীয়। যখন দেবতাদিগের নিকট হবনীয় দ্রব্য পৌছাইবার জন্য অগ্নিহোত্র-

বেদীতে অগ্নিস্বরূপ প্রজ্জলিত হয় এবং উহার শিখা লেলিহান হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় তখন দুইটি আজ্যভাগ অর্থাৎ আঘার ও আজ্য-ভাগের মধ্যে আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ নিত্য অগ্নিহোত্রে আজ্যভাগের দুইটি আহুতি দেওয়ার নিয়ম নাই। ইহাদ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, আদ্যন্তে আঘারাজ্যভাগের মধ্যে যতক্ষণ অগ্নি প্রদীপ্ত না হয়, ততক্ষণ উহাতে আহুতি দিতে নাই।

অতএব অগ্নিকে ঠিকভাবে প্রজ্জলিত করিয়া অগ্নিহোত্র হোম করিবে। ফলাভিসন্ধানপূর্ব্বক অযথানুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল কিন্তু প্রত্যবায়-জনক এবং যথাবদনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল সত্যলোক পর্য্যন্ত আর নিষ্কাম ও ভগবদর্পণ সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ ॥২॥

শ্রুতিঃ—যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্
অচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতম্
আসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[কর্ম্মাধিকারী অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানরত হইলেও অন্যান্য বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনমুষ্ঠানে ইষ্টসিদ্ধির পরিবর্ত্তে কুফল হইয়া থাকে, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন] যস্য (যে ব্যক্তির) অগ্নিহোত্রম্ (অগ্নিহোত্র হোম) অদর্শম্ (প্রতিমাসীয় অমাবস্যায় কর্ত্তব্য দর্শযাগহীন হয়) [এইরূপ] অপৌর্ণমাসম্ (প্রতি পূর্ণিমায় কর্ত্তব্য পৌর্ণমাস যাগহীন হয়) [তদ্রূপ] অচাতুর্ম্মাস্যম্ (চাতুর্ম্মাস্যব্রতরহিত) অনাগ্রয়ণম্ (নবশস্য পাকনিমিত্তক শরৎকালে করণীয় আগ্রয়ণেষ্টি-রহিত) অতিথিবর্জ্জিতম্ (অতিথিসৎকারবর্জ্জিত) এবং অহুতম্ (অগ্নি-হোত্রে প্রকৃতহোম না হইলে) অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব কর্ম্মের পরিত্যাগে) [এইরূপ] [অশ্রদ্ধয়া] অবিধিনা হুতম্ (শ্রদ্ধাবৈধুর্য্যে এবং

যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান না হইলে) [ঐ অগ্নিহোত্র হোম] তস্য (তাহার) আসপ্তমান্ (ভূঃ হইতে আরম্ভ করিয়া উৰ্দ্ধোৰ্দ্ধ সত্যলোক পর্য্যন্ত) লোকান্ (লোকসকল) হিনস্তি (নাশ করিয়া দেয়) ॥৩॥

[সংক্ষিপ্ত কথা এই—'অমাবস্যায়ামমাবস্যয়া যজেত পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত' এই বিধি অনুসারে অমাবস্যা ও শুক্লপ্রতিপদে দর্শযাগ এবং পূর্ণিমা ও কৃষ্ণা প্রতিপদে পৌর্ণমাসী-যাগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অবশ্য কৰ্ত্তব্য। নিরগ্নিক গৃহস্থ ব্রাহ্মণমাত্রের পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্যই করণীয়। যথা 'পঞ্চকৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্'। ব্রহ্মযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ। তন্মধ্যে অধ্যাপনা—বেদাধ্যয়ন—ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথিসৎকার—মনুষ্যযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি—পিতৃযজ্ঞ, হোম—দেবযজ্ঞ ও বলি-বৈশ্বদেব-কৰ্ম্ম—ভূতযজ্ঞ। আগ্রয়ণেষ্টি অগ্রহায়ণ মাসে কৰ্ত্তব্য নবশস্য দ্বারা শ্রাদ্ধ, যেহেতু কথিত আছে—'অকৃতাগ্রয়ণশ্চৈব ধান্যজাতং দ্বিজোত্তম! রাজমাষান-নৃংশ্চৈব মসূরাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ'। অতএব আগ্রয়ণেষ্টি অগ্নিহোত্রীর অবশ্য কৰ্ত্তব্য। ইহার ব্যতিক্রম হইলে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিবর্জ্জিত হোমাদি-কৰ্ম্মও অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মও কৰ্ত্তার আয়াসমাত্র সার।]

অনুবাদ—এই অগ্নিহোত্রকৰ্ম্ম অতীব দুষ্কর, যেহেতু তাহাতে বাধা অনেক। যথা সেই অগ্নিহোত্রীর অগ্নিহোত্রকৰ্ম্ম যদি দর্শ-পৌর্ণমাসীয় যাগহীন হয়, চাতুর্ম্মাস্য-বিধি লঙ্ঘিত হয়, আগ্রয়ণেষ্টি-রহিত, অতিথি-সৎকার-বর্জ্জিত, এবং যথাকালে যথাবিধি আহুতি-হীন, বৈশ্বদেব কৰ্ম্মাসহকৃত হয়, অথবা অশ্রদ্ধাদি বশতঃ অবিধি-পূৰ্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা কেবল আয়াসমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, তাহার সপ্তলোক-প্রাপ্তির হানি ঘটিবে ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্যাগ্নি······লোকাংস্হিনস্তি। দর্শ-পৌর্ণমাসাখ্যে-ষ্ট্যনমুষ্ঠানে নবান্নস্বীকারার্থশরৎকালকৰ্ত্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিবিশেষানমুষ্ঠানে,

অতিথিসৎকারোপাসনহোমবৈশ্বদেবানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবৈধুর্যে যথাশাস্ত্রমনমু-ষ্ঠানেঽনুষ্ঠিতমপ্যগ্নিহোত্রকর্ম্ম তস্য সুকৃতফলং সর্ব্বং সপ্তপুরুষপর্য্যন্তং নাশয়তীত্যর্থঃ। যদ্যপ্যগ্নিহোত্রস্য ন দর্শপৌর্ণমাসাদিকমঙ্গং তেষাং পৃথক্‌ফলবত্ত্বাত্তথাঽপি নিত্যনৈমিত্তিকং সকলং কর্ম্মানুষ্ঠেয়মিত্যত্র তাৎ-পর্য্যম্। অত এব ভগবতা ভাষ্যকৃতা শ্রুতিস্মৃতিচোদিতেষু কর্ম্মসু এক-তরকর্ম্মবৈধুর্য্যেঽপীতরেষামনুষ্ঠিতানামপি নিষ্ফলত্বম্ অযথানুষ্ঠিতস্যানমু-ষ্ঠিতসমত্বং চাভিধায়েতি মন্ত্রার্থো বিবৃতঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বমুক্তমগ্নিহোত্রং কর্ম্ম জ্ঞানজননদ্বারা ক্রমপথেন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপযোগিকম্, তচ্চাপি নিত্য-নৈমিত্তিককর্ম্মাসহকৃতঞ্চেৎ আয়াসমাত্রফলকং ন হীষ্টফলায়। কৈঃ কর্ম্মভিরসহকৃতং ন ফলদং পরন্তু বিপরীতফলকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সহকারীণি কর্ম্মাণ্যভাবমুখে-নোচ্যন্তে, যথা অদর্শম্ এতেন দর্শযাগোঽস্য সহকারীতি প্রতিপা-দিতম্। এবং অপৌর্ণমাসম্, প্রতিমাসম্ পৌর্ণমাস্যাং কর্ত্তব্যোঽগ্নীষো-মীয়োযাগঃ, অচাতুর্ম্মাস্যম্ বার্ষিকমাসচতুষ্টয়সাধ্যং হরিশয়নাবধি-তদুত্থানপর্য্যন্তকালং ব্যাপ্য বিহিতং হরিতোষণকং ব্রহ্মচর্য্যহবিষ্যান্নভোজ-নাদি, অনাগ্রয়ণম্ শরদাদিকর্ত্তব্যা নবশস্যেষ্টিঃ, অতিথিবর্জ্জিত-মিতি পঞ্চমহাযজ্ঞান্তর্গতমনুষ্যযজ্ঞঃ, অহুতমিতি দেবযজ্ঞঃ অবৈশ্বদেব-মিতি ভূতযজ্ঞঃ এবং ব্রহ্মযজ্ঞাদীনামুপলক্ষণম্, তদ্রহিতম্ অবিধিনা হুতম্ বৈদিকবিহিতমন্ত্রপাঠাদিপূর্ব্বকোহোমঃ, এতানি অতিক্রম্য যদ্যগ্নিহোত্রমনু-তিষ্ঠেৎ তর্হি বিফলং ভবতি, সপ্তলোকাশ্চ হীয়ন্তে, অথ দর্শাদিসহ-কৃতং যদ্যনুষ্ঠীয়েত তর্হি ভূরাদয়ঃ সপ্তলোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে ইত্যভি-প্রায়ঃ হিংস্যন্তে ইত্যৌপচারিকঃ প্রয়োগঃ। তথাহি দর্শযাগাদ্যসহ-কৃতেনাগ্নিহোত্রেণ স্বপ্রাপ্যাঃ ভূরাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সপ্তলোকাস্তস্য নশ্য-ন্তীত্যর্থঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—নিত্য অগ্নিহোত্র-হোমকারী মনুষ্যের ঐ সঙ্গে আর কি কি করা কর্ত্তব্য, তাহারই জিজ্ঞাসায় শ্রুতি বলিতেছেন,—

নিত্য অগ্নিহোত্র-অনুষ্ঠানকারী যদি দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ না করে, চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ না করে, অথবা শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে নবীন অন্নের ইষ্টিরূপ আগ্রয়ণ যজ্ঞ না হয়, যদি ঐ যজ্ঞশালায় অতিথিগণের বিধিপূর্ব্বক সৎকার অনুষ্ঠিত না হয়, অগ্নিহোত্রে ঠিক সময়মত ও শাস্ত্রবিধি-অনুসারে হবন এবং বলিবৈশ্বদেবকর্ম্ম লুপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ অগ্নিহোত্র-অনুষ্ঠানকারীর সপ্তলোক অঙ্গহীন অগ্নিহোত্র নষ্ট করিয়া দেয় অর্থাৎ ঐ যজ্ঞ দ্বারা লভ্য পৃথ্বীলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোকে প্রাপ্য ভোগসমূহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

সংক্ষিপ্ত কথা এই—'অমাবস্যায়ামমাবস্যয়া যজেত পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত' এই বিধি-অনুসারে অমাবস্যা ও শুক্লপ্রতিপদে দর্শ-যাগ এবং পূর্ণিমা ও কৃষ্ণপ্রতিপদে পৌর্ণমাসী যাগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। নিরগ্নিক গৃহস্থ ব্রাহ্মণমাত্রের পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্যই করণীয়। "যথা পঞ্চক৯প্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্'। ব্রহ্মযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ। তন্মধ্যে অধ্যাপনা—ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার—মনুষ্যযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি—পিতৃযজ্ঞ, হোম—দেবযজ্ঞ ও বলিবৈশ্বদেবকর্ম্ম—ভূতযজ্ঞ। আগ্রয়ণেষ্টি—অগ্রহায়ণ মাস-কর্ত্তব্য নব শস্য দ্বারা শ্রাদ্ধ, যেহেতু কথিত আছে,—

"অকৃতাগ্রয়ণশ্চৈব ধান্যজাতং দ্বিজোত্তম। রাজমাষাননূংশ্চৈব মসূরাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।" অতএব আগ্রয়ণেষ্টি অগ্নিহোত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহার ব্যতিক্রম হইলে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিবর্জ্জিত হোমাদি কর্ম্ম ও অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মও কর্ত্তার আয়াসমাত্র সার ॥৩॥

শ্রুতিঃ—কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[কিভাবে হোম করিবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে,—যখন অগ্নির শিখা লেলায়মান হইবে (দুলিতে থাকিবে) তখন তাহাতে আহুতি দিবে, এক্ষণে সেই অগ্নিশিখার বিবরণ করিতেছেন] যা (যাহা) কালী (কালির মত রং যুক্তা) করালী (লোলজিহ্বা, অতি ভীষণা ব্যাপিণী) চ (তথা) মনোজবা (মনের মত বেগবতী অর্থাৎ অতিবেগে উত্থিতা) চ (এবং) সুলোহিতা (অত্যধিক লোহিতাকৃতি) চ (তথা) সুধূম্রবর্ণা (ধূমের দ্বারা কপিশবর্ণা) স্ফুলিঙ্গিনী (অগ্নিকণা বিকিরণকারিণী) চ (এবং) দেবী (দ্যুতিময়ী) বিশ্বরুচী (সর্ব্বতঃ প্রকাশবিশিষ্টা) ইতি সপ্ত (এই সাতটি) লেলায়মানাঃ (চঞ্চল) জিহ্বাঃ (অগ্নির শিখা) [ইহাদের যে কোন শিখা দেখিলে তাহাতে আহুতি দিবে] ॥৪॥

অনুবাদ—অগ্নি-শিখায় আহুতি প্রদানের বিধি উক্ত হইয়াছে—সেই শিখা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহাই বলিতেছেন,—চঞ্চল অগ্নিশিখা আকৃতিভেদে সাত প্রকার যথা,—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দীপ্তিমতী বিশ্বরুচী ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কালী……জিহ্বাঃ। দেবী ইত্যদ্বিশ্বরুচ্যা বিশেষণমিতি লেলায়মানাঃ সপ্ত জিহ্বা ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—আহুত্যধিকরণানামগ্নিশিখানাং ভেদানাহ—কালী করালী কালী কালিকামূর্ত্তিবল্লোলজিহ্বা, করালী ভীষণা ব্যাপ্তা-

ননা, মনোজবা মনোবৎ বেগবতী, সুলোহিতা অতিশয়েন লোহিতবর্ণা, সুধূম্রবর্ণা কাপিশিখা অতিশয়েন কপিশবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, অগ্নি-কণাবতী, দেবী দ্যোতনশীলা বিশ্বরুচী চ সর্ব্বতঃ প্রকাশনী ইতীমাঃ সপ্ত-জিহ্বাঃ জিহ্বাবৎ লেলায়মানত্বাৎ, শিখাঃ অগ্নেঃ শিখাসংজ্ঞাঃ। উক্তঞ্চ 'সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ, সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তধামপ্রিয়াণি। সপ্তহোত্রাঃ সপ্তধাত্বা যজন্তি সপ্তযোনীরাপৃণস্ব ঘৃতেন ইতি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে কি প্রকারে হোম করা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছেন যে, অগ্নির সাতটি লেলায়মান জিহ্বা আছে, যথা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং দ্যোতমানা বিশ্বরুচী। এই লেলায়মান সপ্তজিহ্বাই আহুতি গ্রহণে সমর্থ অর্থাৎ ইহাদের যে কোন একটিতে আহুতি দিতে হইবে। অপ্রজ্বলিত অবস্থায় আহুতি দিতে নাই ॥৪॥

**শ্রুতিঃ—এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥৫॥**

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর অগ্নিহোত্রীর উক্তরূপে সম্পাদিত আহু-তির ফল বলিতেছেন—'এতেষু' ইত্যাদি দ্বারা] যঃ চ (যে কেহ অগ্নিহোত্রী) ভ্রাজমানেষু (দেদীপ্যমান) এতেষু (এই সাতপ্রকার শিখাবিশিষ্ট অগ্নিতে) চরতে (অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন) যথাকালং হি (নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ বিহিতকালেই) [যজমানম্] আদদায়ন্ (যজমানকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে অর্থাৎ যজমান কর্ত্তৃক সম্পাদিত) আহুতয়ঃ চ (সেই আহুতিগুলি) তং

(সেই অগ্নিহোত্রীকে) নয়ন্তি (লইয়া যায়), [কোথায় ? কি ভাবে ?] এতাঃ (এই আহুতিগুলি) সূর্য্যস্য রশ্ময়ো [ভূত্বা] (সূর্য্যের রশ্মিরূপে পরিণত হইয়া অর্থাৎ রশ্মিদ্বারা মৃত্যুর পর যজমানকে লইয়া যায়) [কোথায় ?] যত্র (যে ধামে) দেবানাং পতিঃ (সকল দেবতার পূজ্য অধিপতি প্রজাপতি ব্রহ্মা) একঃ (একমাত্র) অধিবাসঃ (বাস করেন) ॥৫॥

অনুবাদ—যে অগ্নিহোত্রী উক্ত সপ্ত শিখার মধ্যে যে কোনও দীপ্যমান শিখায় অগ্নিহোত্রহোমের অনুষ্ঠান করেন, যথাকালে সম্পাদিত সেই আহুতিগুলি যজমানকে লইয়া সূর্য্যরশ্মি-সাহায্যে সত্যলোকে লইয়া যায়, যেখানে একমাত্র সর্ব্বদেবপূজ্য হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতেষু······দায়ন্। এতেষু দীপ্যমানেষ্বগ্নিজিহ্বাভেদেষু বিহিতকালানতিলঙ্ঘনেন হোমদ্রব্যং গৃহীত্বা যোঽগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাচরতি।

তং ······বাসঃ। অধিবসতীত্যধিবাসঃ। যস্মিন্সত্যলোকে দেবানাং পতির্বসমানো হিরণ্যগর্ভআস্তে তত্র তা আহুতয়ঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো ভূত্বা তং যজমানং প্রাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথৈতেষু অগ্নেঃ শিখাভেদেষু আহুতিদানস্য ফলমাহ—এতেষ্বিত্যাদিনা। যঃ অগ্নিহোত্রী, ভ্রাজমানেষু, দীপ্যমানেষু, এতেষু শিখাভেদেষু, চরতে অগ্নিহোত্রমাচরতি, যথাকালং বিহিতকালমনতিক্রম্য অনুষ্ঠিতাঃ আদদায়ন্ আদদানাগৃহ্নত্যাঃ, যজমানমিতি শেষঃ, এতাআহুতয়ঃ তং যজমানং নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি তত্ত্বজ্ঞানজননদ্বারেতিশেষঃ কেন প্রকারেণ কংবালোকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ সূর্য্যস্যরশ্ময়োভূত্বা সূর্য্যরশ্মিদ্বারেত্যর্থঃ, 'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপ-

তিষ্ঠতেঃ ইতি স্মৃতেঃ, যত্র যস্মিন্ লোকে সত্যলোকে, দেবানামিন্দ্রাদীনাং পতিঃ অধিপতিঃ হিরণ্যগর্ভ ইতি যাবৎ, একঃ এককএব. অধিবাসঃ— অধিবসতীতি কর্ত্তরি অণ্ ।৫।

তত্ত্বকণা—এক্ষণে উপরিউক্তপ্রকারে প্রদীপ্ত অগ্নিতে যথানিয়মে যথাকালে হোম অনুষ্ঠান করিলে, তাহার কি ফল হয়, তাহাই বলিতেছেন,—

যিনি এই অগ্নিশিখা দীপ্যমান হইলে সত্যবস্তু লাভের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই অগ্নিহোত্রীকে এই আহুতি-সকল সূর্য্যরশ্মিদ্বারে সেই স্থানে অর্থাৎ সত্যলোকে লইয়া যান, যেখানে দেবতাদিগের অধিপতি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা একমাত্র বাস করিয়া থাকেন ।৫।

শ্রুতিঃ—এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য-
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[কিভাবে আহুতিগুলি সূর্য্যরশ্মি দ্বারা অগ্নি-হোত্রীকে সত্যলোকে লইয়া যায়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন] সুবর্চ্চসঃ (দীপ্তিমতী) আহুতয়ঃ (যজমান-প্রদত্ত আহুতিগুলি) তম্ যজমানং (সেই হোমকারীকে) এহি এহি ইতি ('এস, এস' এই-রূপে ডাকিয়া এবং) প্রিয়াং (মধুর) বাচং (বাক্য) অভিবদন্ত্যঃ (বলিয়া) অর্চ্চয়ন্ত্যঃ (আদর করতঃ) সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ (সূর্য্যের রশ্মি-সাহায্যে) [সত্যলোকে] বহন্তি (লইয়া যায়) [কি মধুর বাক্য বলে ?] এষঃ (ইহা) বঃ (তোমাদিগের) সুকৃতঃ (সুকৃতিসাধ্য) পুণ্যঃ (পবিত্র) ব্রহ্মলোকঃ (কর্ম্মের ফলস্বরূপ চতুর্ম্মুখলোক) [এইরূপ বলিয়া লইয়া যায়] ।৬।

অনুবাদ—এস, এস, ওগো অগ্নিহোত্রিন্! তোমার হোম-অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ পুণ্যময় সত্যলোকে লইয়া যাইবার এই আমরা বাহন, এইরূপ সুমধুর বাক্য বলিয়া আদরপূর্ব্বক দীপ্তিমতী আহুতিগুলি সেই অগ্নি-হোত্রীকে সূর্য্যের রশ্মি-সাহায্যে ব্রহ্মার আবাসে লইয়া যায় ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এহেহীতি……ব্রহ্মলোকঃ।

সূর্য্যস্য রশ্মিসংপৃক্তা অত এব সুবর্চ্চস আহুতয়স্তং যজমানমর্চ্চয়ন্ত্যঃ সুকৃতসাধ্যঃ পাবন এষ চতুর্ম্মুখলোকো ভবদীয়ো ভবৎস্বামিক-ইতীদৃশীং প্রিয়াং বাচং বদন্ত্য এহেহীত্যাহ্বয়ন্ত্যস্তং যজমানং ব্রহ্মলোকং প্রাপয়ন্তি ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অগ্নিহোত্রস্য সম্যগনুষ্ঠানপ্ররোচনার্থমুচ্যতে—এহেহীতি ইতি আদরার্থা দ্বিরুক্তিঃ সুবর্চ্চসঃ শোভনদীপ্তিমত্যঃ আহুতয়ঃ পূর্ব্বোক্তশিখাসু প্রক্ষিপ্তানি হবীংষি তম্ যজমানং অগ্নিহোত্রিণং, এহি এহি আগচ্ছ আগচ্ছ ত্বাম্ বয়ং নয়াম ইতি আহ্বয়ন্ত্যঃ, এষঃ অয়ং পুরো-বর্ত্তী, সুকৃতঃ সুষ্ঠুকর্ম্মার্জ্জিতঃ, পুণ্যঃ পুণ্যময়ঃ ব্রহ্মলোকঃ ফলরূপঃ সত্য-লোকোদৃশ্যতে ইতি শেষঃ ইমাং এতাদৃশীং প্রিয়াং মনোজ্ঞাং বাচং বাক্যম্ অভিবদন্ত্যঃ তমভিলক্ষ্য উচ্চারয়ন্ত্যঃ, তথা অর্চ্চয়ন্ত্যঃ আদ্রিয়-মানাঃ সত্যঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ দ্বারভূতৈঃ সূর্য্যকিরণৈঃ বহন্তি সত্যলোকং প্রাপয়ন্তি ॥৬॥

তত্ত্বকণা—কি প্রকারে আহুতিসমূহ সূর্য্য-কিরণ দ্বারা যজমানকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় প্রদত্ত আহুতিসকল সূর্য্যের কিরণরূপে পরিণত হইয়া মরণকালে ঐ অগ্নিহোত্রীকে বলিয়া থাকে—এস, এস, তোমার শুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ভোগরূপ সুখভোগের স্থান স্বর্গ-

লোক আছে। এইপ্রকার প্রিয়বাণী বার বার বলিতে বলিতে আদর পূর্ব্বক উহাকে সূর্য্যের কিরণপথে নিয়া গিয়া স্বর্গলোকে পৌঁছাইয়া দেয়। যে স্বর্গকে ব্রহ্মলোক বলে অর্থাৎ স্বর্গকেই এখানে ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সত্যযুগে কর্ম্ম কেবল পরব্রহ্ম-বিষয়কই ছিল। ত্রেতাযুগে কর্ম্মসমূহ নানা দেবতাবিষয়ক হইয়াছে। কর্ম্ম-সকল সাধারণতঃ হৃদয়শুদ্ধির জন্যই উপদিষ্ট হইয়া থাকে, যদি সেগুলি নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানে ফল সমর্পিত হইতে পারে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥" (গীঃ ৩।৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"নন্থ তর্হি কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইতি স্মৃতেঃ, কর্ম্মণি কৃতে বন্ধঃ স্যাদিতি চেন্ন, পরমেশ্বরার্পিতং কর্ম্ম ন বন্ধকমিত্যাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। বিষ্ণ্বর্পিতো নিষ্কামো-ধর্ম্ম এব যজ্ঞ উচ্যতে। তদর্থং যৎ কর্ম্ম ততোঽন্যত্রৈব অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যমানো ভবতি। তস্মাৎ ত্বং তদর্থং তাদৃশধর্ম্ম-সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম সমাচর। নন্থ বিষ্ণ্বর্পিতোঽপি ধর্ম্মঃ কামনামুদ্দিশ্য কৃতশ্চেৎ বন্ধকো ভবত্যেব ইত্যাহ—মুক্তসঙ্গঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতঃ। এবমেবোদ্ধবং প্রত্যপি শ্রীভগবতোক্তং—"স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গ-নরকৌ যদ্যন্যৎ ন সমাচরেৎ॥ অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি" ইতি। (ভাঃ ১১।২০।১০-১১) ॥৬॥

**শ্রুতিঃ—প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা-
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া-
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—[এইরূপে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত প্রাপক সাধকের কর্ম্ম ভক্তিরহিত হওয়ায় উহা অসার, দুঃখের মূল,—এইজন্য তাহার নিন্দা করিতেছেন] এতে হি (এই সকল নিশ্চয়) যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞরূপ) প্লবাঃ (সংসার-সাগর পার হইবার ভেলা) অদৃঢ়াঃ (অদৃঢ় অর্থাৎ সংসারের পরপারে লইয়া যাইবার পক্ষে সমর্থ নহে), অষ্টাদশোক্তম্ (চতুর্ব্বেদানুসারে কর্ত্তব্য চতুর্ব্বিধ যজ্ঞে প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট যথা হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা, এইরূপে ষোলটি ঋত্বিক্ ও যজমান, যজমানপত্নী সাকল্যে আঠারটিকে আশ্রয় করিয়া শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট) যেষু (যে অষ্টাদশে) অবরং কর্ম্ম উক্তম্ (নিকৃষ্ট, যেহেতু ভক্তিবর্জ্জিত কর্ম্ম বর্ণিত আছে) যে মূঢ়াঃ (যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্গাদি ফলের মোহে মুগ্ধ হইয়া) এতৎ [এই অষ্টাদশোক্ত কর্ম্মকে) শ্রেয়ঃ [ইতি] (শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করিয়া) অভিনন্দন্তি (আনন্দ সহকারে প্রশংসা করে বা সমাদর করে) তে (তাহারা—সেই ভক্তিরহিত কর্ম্মযোগিগণ) জরামৃত্যুং (জরা ও মৃত্যু) পুনঃ এব অপি (মুহুর্ম্মুহুঃ) যন্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥৭॥

অনুবাদ—যজ্ঞনির্ব্বাহক এই আঠারটি পুরুষকে (ষোলটি ঋত্বিক্, যজমান ও যজমানপত্নী) আশ্রয় করিয়া যে যজ্ঞ-কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সংসারতরণের পক্ষে অদৃঢ় প্লব অর্থাৎ অপটু নৌকা। এইভাবে শাস্ত্র যে যজ্ঞকর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, তাহা অবর—নিকৃষ্ট, যেহেতু ভক্তিবর্জ্জিত। যাহারা এই কর্ম্মকে শ্রেয়ঃ বলিয়া সমাদর করে,

তাহারা অবিবেকী ; সেইজন্য তাহারা বারবার এই জরামৃত্যুসঙ্কুল সংসারাবর্ত্তে পতিত হয় ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তসাধকান্যপি কর্ম্মাণি ক্ষয়িফলতয়া নিন্দ্যন্তে—প্লবা······কর্ম্ম ॥

ষোড়শর্ত্বিক্পত্নীযজমানরূপাষ্টাদশকর্ত্রাশ্রিতত্বেনোক্তমবরং ফলাভিসন্ধিমত্ত্বয়াঽশ্রেষ্ঠং কর্ম্ম যেষু যজমানেষু বর্ত্ততে তে যজ্ঞপ্রধানাঃ পুরুষা জীর্ণনৌকা ইব সংসারার্ণব-সন্তরণাসমর্থা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, অষ্টাদশস্মৃত্যুক্ত স্মার্ত্তং কর্ম্ম যেষু শ্রৌতকর্ম্মসু তদধিকারসম্পাদকত্বেনাবরমঙ্গভূতং ভবতি তান্যপি শ্রৌতানি যজ্ঞাত্মকানি কর্ম্মাণি শোকাদ্যুত্তরণে সাধনানি ন ভবন্তীত্যর্থঃ।

এত······যন্তি ॥ এতৎকর্ম্ম শ্রেয়ঃসাধনং মত্বা যে হৃষ্যন্তি তে জরামৃত্যুং চ ভূয়ো ভূয়ো গচ্ছন্তি ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভঙ্গুরত্বাত্তানি ভক্তিরহিতানি কর্ম্মাণি চ ন সংসারতরণক্ষমাণীতি নিন্দ্যন্তে—এতে বর্ণিতাঃ, যজ্ঞরূপা যজ্ঞাত্মকাঃ প্লবাঃ সংসারতরণসাধনানি, অদৃঢ়াঃ ন দৃঢ়াঃ অতঃ পরমার্থপ্রাপ্তয়ে ন ক্ষমাঃ ন সমর্থাঃ ; কথং ? অষ্টাদশোক্তং ষোড়শর্ত্বিজঃ, যজমানঃ যজমানপত্নী চ এতদাশ্রয়ং কর্ম্মশাস্ত্রেণ বিহিতম্ কর্ম্ম যেষু অষ্টাদশসু যজমানেষু অবরং ভক্তিবিরহিতং কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিমত্ত্বয়া নিকৃষ্টং বর্ত্ততে। যে এতৎ যজ্ঞরূপং কর্ম্ম, শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনমিতি অভিনন্দন্তি প্রশংসন্তি উক্তঞ্চ ভগবতা 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ' ইতি। তে মূঢ়াঃ অবিবেকিনো যদ্বা বেদোক্তাপাতরম্যফলবিমুগ্ধচিত্তাঃ জরামৃত্যুং জরাসহিতং মৃত্যুং, সংসারমিত্যর্থঃ পুনরেবাপি ভূয়োঽপি যন্তি গচ্ছন্তি 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তী'তি স্মৃতিশ্চ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—সাংসারিকভোগে বৈরাগ্য এবং পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত স্বর্গলোকের সাধনরূপ যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্ম ও উহার ফলরূপ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের তুচ্ছতা বর্ণন পূর্ব্বক শ্রুতি এক্ষণে বলিতেছেন যে, যজ্ঞ আঠারটি পুরুষকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আবার নিত্য, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য-আদি-ভেদে যজ্ঞের আঠারটি প্রধান ভেদ আছে। ইহা বলা যায় যে, ভগবদুপাসনারহিত সকাম কর্ম্মের যে বর্ণন পাওয়া যায়, ইহাতে যে যজ্ঞরূপ অষ্টাদশ নৌকার উল্লেখ আছে, তাহা দৃঢ় নহে অর্থাৎ ইহার দ্বারা সংসারসমুদ্র পার হওয়া তো যায়ই না, এমন কি, স্বর্গ-গমনের পক্ষেও অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে, যদি বা স্বর্গ-লাভ হয়ও, তথাপি শ্রীগীতোক্ত বচনানুসারে—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ কিছুদিন স্বর্গভোগের পর পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়। এই রহস্য অবগত না হইয়া যে সকল অবিবেকী মূঢ়লোক এই বহির্ম্মুখ কর্ম্মমার্গকে শ্রেয়ঃসাধনের পথ মনে করিয়া ইহার প্রশংসা করে বা সমাদর করে, তাহারা নিঃসন্দেহে পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত ও জরা-মরণমালা পরিধানপূর্ব্বক অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥" (গীঃ ২।৪২)

এই শ্লোকের টীকায় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন,—"অবিপশ্চিতোঽল্পজ্ঞাঃ যামিমাং" "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিকাং বাচং প্রবদন্তি,—ইয়মেব প্রকৃষ্টা বেদবাগিতি কল্পয়ন্তি, তয়া বাচাপহৃতচেতসাং তেষাং সমাধৌ মনসি ব্যব-

সাম্রাত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে নাভূদেতি ইত্যনুষঙ্গঃ। কীদৃশীং বাচমিত্যাহ,—পুষ্পিতামিতি। কুসুমিতবিষলতাবদাপাতমনোজ্ঞাং নিষ্ফলামিত্যর্থঃ। এবং কুতস্তে বদন্তি তত্রাহ,—বেদেতি। বেদেষু যে বাদাঃ "অপাম সোমমমৃতা অভূম" "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।" ইত্যাদয়োঽর্থবাদাস্তেষ্বেব রতাঃ। বেদস্য সত্যভাষিত্বাদেবমেবৈতদিতি প্রতীতিমন্তঃ। অতএব নান্যদিতি কর্ম্মফলাৎ স্বর্গাদন্যৎ জীবাংশিপরমার্থজ্ঞানং লভ্যং মোক্ষলক্ষণং নিরতিশয়ং নিত্যসুখং নাস্তি, তৎপ্রতিপাদিকানাং বেদান্তবাচাং কর্ম্মাঙ্গকর্ত্তৃদেবতাবেদকত্বয়া তচ্ছেষত্বাদিতি বদনশীলা ইত্যর্থঃ।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেম-ভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯।২৬৩)

এই পদ্যের ব্যাখ্যায় পরমারাধ্যতম পরাৎপর গুরুদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"কর্ম্মপ্রতিপাদকশাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থাই সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ 'সাধনভক্তি' হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যতই নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্য-

রূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই ; কেননা (শুদ্ধকৃষ্ণ-ভক্তি) সৎসঙ্গজনিত 'শ্রবণোৎপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।"

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"অসৎকর্ম্ম অপেক্ষা সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু তাদৃশ কর্ম্ম হইতে কথনই কৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হয় না। কর্ম্ম—জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ। জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির ফলে ভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের সুখ-প্রাপ্তির জন্য সেবাই ভক্তি। নিজ-ভোগতাৎ-পর্য্যের নিন্দা এবং তাহা ত্যাগ করিবার বিধান সকল-শাস্ত্রে, এমন কি, জ্ঞানশাস্ত্রেও কথিত আছে। অমল প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শুদ্ধজ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্ম্যের কথাই বিচারিত ও সংস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ ঐ পুরাণের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, সর্ব্বত্রই নিতান্ত তুচ্ছ ফলভোগাভিসন্ধিলক্ষণময় কর্ম্ম ও জ্ঞানকে গর্হণ করা হইয়াছে, সুতরাং বাহুল্য-বোধে এস্থলে কোন-শ্লোক-প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না" ॥৭॥

শ্রুতিঃ—অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া-
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[কর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ মনে করিবার কারণ—তাঁহারা আত্মবিদের উপদেশ গ্রহণ করেন না, কর্ম্মবাদী জড়ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বর্গাদিফলক যজ্ঞেই রত থাকেন] অবিদ্যায়াং (কাম-

কর্ম্মাদি-অবিবেকের) অন্তরে (মধ্যে) বর্ত্তমানাঃ (রত থাকিয়া) স্বয়ং (নিজে নিজেই) ধীরাঃ (নিজেকে ধীমান্—বিবেকী অভিমানে) পণ্ডিতম্ মন্যমানাঃ (নিজেকে পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন) মূঢ়াঃ [তে] (বস্তুতঃ উহারা মূর্খ) জঙ্ঘন্যমানাঃ (জরারোগাদি সাংসারিক দুঃখরাশি দ্বারা পীড়িত হইয়া) অন্ধেন এব (দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক) নীয়মানাঃ (চালিত হইয়া) অন্ধাঃ যথা (যেমন অন্ধ ব্যক্তিগণ গর্ত্তাদিতে পড়িয়া কষ্ট পাইয়া থাকে, সেই প্রকার ইহারাও) পরিযন্তি (বারবার সংসারে পরিভ্রমণ করে) ॥৮॥

অনুবাদ—ইহারা যে বারবার সংসারাবর্ত্তে পতিত হয়, তাহার কারণ তত্ত্বজ্ঞানাভাব, তাহার কারণ সৎসঙ্গরাহিত্য, সুতরাং অবিদ্যা-স্বরূপ এই কামকর্ম্মাদিতে রত থাকিয়া এবং নিজেরাই সুষ্ঠু ধী না থাকিলেও ধীমান্ অভিমানে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে, ফলে এই সকল মূর্খ ব্যক্তি অন্ধকর্ত্তৃক চালিত অন্ধের গর্ত্তকণ্টকাদিতে পতনের মত জরা-রোগ-মরণাদি অনর্থসমূহে পতিত হইয়া কেবল সংসারে গমনাগমন করিতে থাকে ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অবিদ্যা…মন্যমানাঃ। অবিবেকপ্রধানাঃ স্বয়মেব ধীমন্ত উহাপোহক্ষমধীশালিন ইতি মন্যমানাঃ। জঙ্ঘ…মূঢ়াঃ। জরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাতৈর্ভৃশং হন্যমানা মূঢ়াঃ পরিভ্রমন্তি। অন্ধে…যথান্ধাঃ। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তেষাং ভূয়োভূয়ো জরামরণাদি প্রাপ্তৌ কিং বীজম্? ইতি প্রশ্নে অবিদ্যৈব ইত্যাহ—অবিদ্যায়াং কামকর্ম্মাদৌ বর্ত্তমানাঃ সকাম-কর্ম্মনিরতাঃ মূঢ়া অবিবেকিনঃ স্বয়মাত্মনৈব ধীরাঃ ধীমন্তঃ অতএব পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ আত্মানং পণ্ডিতং মন্যন্তে ন তু সৎপ্রসঙ্গেন তত্ত্ববিদো জাতাঃ, তাদৃশাঃ অন্ধেন দৃষ্টিহীনেন নীয়মানা চাল্যমানা অন্ধা যথা স্বয়-

মজ্ঞাঃ স্তদুপদেষ্টারোঽপি অজ্ঞাঃ অতস্তাদৃশেন কর্ম্মকাণ্ডিনা উপদিশ্যমানাঃ অজ্ঞাঃ অন্ধ্যন্তমানাঃ হন্যতে ইতি ষণ্ডিরূপম্। অত্যর্থম্ অনর্থৈঃ পীড্যমানাঃ সন্তঃ পরিষন্তি সংসারং পরিভ্রমন্তি, তেষাং তত্ত্বোপদেশকাভাবাদিয়ং দুর্গতিরিতিভাবঃ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—কর্ম্মমার্গে ভ্রাম্যমাণ জীব কিপ্রকার দুঃখাদি ভোগ করে, তাহাই বর্ত্তমান মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন।

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মাদিরূপ অজ্ঞানের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহারা নিজেরাই নিজদিগকে ধীমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং শুদ্ধভক্ত তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করে না, তাহারা বাস্তবিকই মূর্খ। ইহারা নিজদিগকেই জ্ঞানী ও শাস্ত্রবিৎ মনে করিয়া অত্যন্ত কুটিল পথ অর্থাৎ বিপরীত পথ ধরে, তাহার ফলে অর্থাৎ সেই কাম্য-কর্ম্মের ফলে মোহিত হইয়া অন্ধকর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধগণের মত গন্তব্য পথ অর্থাৎ শ্রেয়ঃ পথ না পাইয়া কেবল জরা-মরণ-রোগাদি দুঃখই ভোগ করে। ইহারা পুনঃ পুনঃ স্বর্গ-নরকাদি এমন কি, পক্ষী পশু, জন্মাদিতে নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে।

এক অন্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত বহু অন্ধের বিপথে গমন ও অনর্থ-প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রুতি ইহাই বুঝাইতেছেন যে, কাম্য-কর্ম্মের প্রাধান্যবাদী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আপাততঃ সুখ-কামী অবিবেকিগণ কাম্য-কর্ম্মমার্গে পরিচালিত হয়। ইহাতে তাহাদের যেমন অন্ধতা ও মূর্খতা প্রকাশ পায়, সেইরূপ কাম্য-কর্ম্মের উপদেষ্টা গুরুরও অন্ধতা ও মূর্খতা তত্ত্বজ্ঞপুরুষগণের নিকট স্পষ্টভাবেই প্রতীত হইয়া থাকে।

ইহার প্রায় অনুরূপ কঠোপনিষদের ১।২।৫ মন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥" (ভাঃ ৭।৫।৩১)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্‌মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ (ভাঃ ৩।৩২।২)

"কর্ম্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্ বিমুক্তঃ
পুনরপ্যেবং
সংসারাধ্বনি বর্ত্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি
এবমুপরিগতোঽপি॥" (ভাঃ ৫।১৪।৪১) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[উক্ত অর্থই বিশদ করিতেছেন] অবিদ্যায়াং (অপরা বিদ্যায়) বহুধা (বহু প্রকারে) বর্ত্তমানাঃ (ব্রতী থাকিয়া অর্থাৎ পরা বিদ্যা ভিন্ন বেদাদি বিদ্যায় আকৃষ্ট হইয়া কেহ যজ্ঞে, কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যায়, কেহ উপবাসাদি ব্রতে, কেহ বা দানধর্ম্মে রত থাকে) [ইহারা মনে করে] বয়ং কৃতার্থাঃ (আমরা জীবনের কর্ত্তব্য, পারলৌকিক সদ্‌গতির উপায় করিয়াছি সুতরাং অন্য কিছুই আর করণীয় নাই) ইতি (ইহা) বালাঃ (বালক সদৃশ অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই)

অভিমন্যন্তি (অভিমান করে) [ইহা তাহাদের ভুল] যৎ (যেহেতু) কর্ম্মিণঃ (সকাম-কর্ম্মরত ব্যক্তিগণ) রাগাৎ (কর্ম্মফল স্বর্গাদির লালসায়) ন প্রবেদয়ন্তি (যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারে না) তেন (সেইজন্য) আতুরাঃ (ইহলোকে যাগাদির শ্রমের কষ্টে এবং পরলোকেও কর্ম্মফল ভোগান্তে পতনজন্য দুঃখে কাতর হইয়া) ক্ষীণলোকাঃ (কর্ম্মফল-ভোগ শেষ হইলেই) চ্যবন্তে (স্বর্গলোক হইতে পতিত হয়) ॥৯॥

অনুবাদ—মূঢ় ব্যক্তিগণ অবিদ্যাস্বরূপ কাম্যকর্ম্মাদিতে নিরত থাকিয়া মনে করে, আমরা কৃতার্থ, আমরা কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্তই সম্পন্ন করিয়াছি, যেহেতু কর্ম্মীরা কাম্যকর্ম্মের ফলে লালসান্বিত হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সেইজন্য পরলোকে কর্ম্মফল ক্ষীণ হইলে দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতদেব বিশদয়তি—অবিদ্যায়াং…বর্ত্তমানাঃ। প্রকৃতিমণ্ডলে দেবমনুষ্যাদিবহুবিধাভিমানিতয়া বর্ত্তমানা অজ্ঞানিনঃ।

বয়মেব…বালাঃ। বয়মেব কৃতার্থা ইত্যভিমানং কুর্ব্বন্তি।

যৎ…রাগাৎ। কর্ম্মফলস্বর্গাদিরাগাৎকর্ম্মঠাস্তত্ত্বং যতো ন জানন্তি। তেনা……বন্তে। তত্ত্বজ্ঞানাভাবাদেব হেতোঃ 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তী'ত্যর্থঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বৈদিককর্ম্মণাম্ উভয়ত্র দুঃখহেতুত্বমিতি আহ—বেদবাদরতা নান্যদস্তীতি বাদিনো যদ্ যদা চরন্তি সর্ব্বাণ্যেব অবিদ্যান্তর্গতানি, তস্যাং বহুভিঃ প্রকারৈর্ব্বর্ত্তমানাঃ কেচিদিজ্যয়া, কেচন প্রজ্ঞয়া, প্রব্রজ্যয়া, দানেনোপবাসাদিনা চ কর্ম্মণা ব্যাপৃতাঃ সন্তঃ, বয়ং কৃতার্থাঃ বিহিতানামেষাং কৃতত্বাৎ লব্ধব্যলাভপ্রত্যয়াৎ চরিতার্থাঃ ইতি আত্মানম্ অভিমন্যন্তি অভিমন্যন্তে অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানং কুর্ব্বন্তি যতস্তে বালাঃ মূর্খাঃ উক্তঞ্চ শ্রুত্যা 'ন প্রজ্ঞয়া ন প্রজয়া ধনেন

ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ'। কথস্তেষামিদং মিথ্যাজ্ঞানং তদাহ—যৎ যস্মাৎ কারণাৎ কর্ম্মিণো বেদোক্তকাম্যকর্ম্মানুষ্ঠায়িনঃ, রাগাৎ কর্ম্ম-ফলেষু লালসয়া ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জানন্তি, প্রবিদ্ স্বার্থেণিচ্। তেন হেতুনা রাগেণ বা আতুরাঃ ক্লিশ্যমানাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ কর্ম্মফলভোগাৎ পরং চ্যবন্তে স্বর্গলোকাৎ ভ্রশ্যন্তি। কর্ম্মিণাং কর্ম্মফলং ন শাশ্বতমিতি-ভাবঃ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত ব্যক্তিগণ বারবার দুঃখ ভোগ করিয়াও শ্রেয়ঃ পথে অর্থাৎ নিত্যমঙ্গলের পথে বিচরণ করে না; কেন? তাহারই উত্তরে শ্রুতি বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন যে, তাহারা অবিদ্যার কবলে বহুপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজেরা অভিমান করে যে, 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি'। 'আমরা মঙ্গলের পথ ঠিক আশ্রয় করিয়াছি', ইত্যাকার অভিমানের কারণ তাহারা অতিশয় অজ্ঞ। কর্ম্মফলে অত্যন্ত আসক্তি থাকায় তাহারা আত্মমঙ্গল বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ তাহারা ভগবত্তত্ত্ববিদ্ গুরুর নিকট গমন করিয়া শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পথের ভেদ জানিবার সৌভাগ্য পায় নাই। সেইজন্যই তাহারা স্বর্গাদিতে কর্ম্মফল-ভোগান্তে দুঃখার্ত্ত হইয়া নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
> ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্ ॥"
> "তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎপুণ্যং সমাপ্যতে।
> ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥"
>
> (ভাঃ ১১।১০।২৩,২৬)

শ্রীগীতাতে পাওয়া যায়,—

"তে তং ভুক্ত্বা…গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥" (গীঃ ৯।২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৮)॥৯॥

**শ্রুতিঃ—ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥১০॥**

অন্বয়ানুবাদ—ইষ্টাপূর্ত্তং (ইষ্ট—যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম ও আরাম-কূপ-বাপী-তড়াগাদি প্রতিষ্ঠারূপ ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত স্মার্ত্তকর্ম্ম) বরিষ্ঠং (সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান) মন্যমানাঃ (মনে করে) [অতএব আরও অবিবেকী ইহারা] অন্যৎ (ইহা ছাড়া অপর অর্থাৎ নিত্যমঙ্গলরূপ) শ্রেয়ঃ (পরমার্থ-লাভের সাধন) ন বেদয়ন্তে (জানে না বা মনে করে না), তে (সেই মায়ামোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ) নাকস্য (স্বর্গের) পৃষ্ঠে (উপরিতলে) সুকৃতে (সুকার্য্য যাগযজ্ঞাদির ফল ভোগের স্থানে) অনুভূত্বা (সুখ ভোগ করিয়া) [পুনঃ—আবার] ইমম্ লোকম্ বা হীনতরম্ (মনুষ্য জগতে অথবা তাহা হইতেও হেয় তির্য্যক্ জাতিতে বা নরকে) বিশন্তি (ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মবশে পতিত হয়) ॥১০॥

অনুবাদ—যাহারা বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত কূপ-তড়াগাদি প্রতিষ্ঠারূপ দানকে সর্ব্বাধিক উত্তম কার্য্য মনে করে, তাহারা আরও মূঢ়, যেহেতু ইহারা জানে না যে, ইহা ব্যতীত পরম-পুরুষার্থসাধনরূপ শ্রেয়ঃ-পথ আছে। সেই ইষ্টাপূর্ত্তকারী মূঢ়গণ স্বর্গের উপরিতলে থাকিয়া সুষ্ঠু আচরিত কর্ম্মফল ভোগ করে, পরে পুণ্য-

ক্ষয়ান্তে অবশিষ্ট কর্ম্মভোগের জন্য এই মর্ত্ত্যলোকে অথবা ততোধিক হেয় তির্য্যক্ জাতিতে বা নরকে পতিত হয় ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ইষ্টাপূর্ত্তং···বরিষ্ঠম্। ইষ্টং যাগাদি। পূর্ত্তং খাতাদি। এতদেবাখিলপুরুষার্থসারং মন্যমানাঃ।
নান্যচ্ছ্রেয়ো···প্রমূঢ়াঃ। শ্রেয়োঽন্তরং ন জানন্তীত্যর্থঃ। নাকস্য···বিশন্তি।
তে সুকৃতসাধ্যে স্বর্গলোকোর্ধ্বলোকে কর্ম্মফলমনুভূয়েমং লোকং মনুষ্যলোকং ততো হীনতরং বা নরকাদিলক্ষণং বিশন্তি ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পুণ্যকর্ম্মপরিচয়ং তৎফলঞ্চানূদ্য তস্য হেয়ত্বমুপপাদয়তি—ইষ্টাপূর্ত্তমিত্যাদিনা। ইষ্টাপূর্ত্তং ইষ্টং শ্রৌতং যাগাদিকর্ম্ম, পূর্ত্তং খননাদিকর্ম্ম কূপবাপীতড়াগাদি-আরামাদিকঞ্চ স্মার্ত্তং কর্ম্ম বরিষ্ঠং অতিশয়েন প্রধানং মন্যমানাঃ জানন্তঃ, অতএব প্রমূঢ়াঃ প্রকর্ষেণ মোহগ্রস্তাঃ, অন্যৎ—ইষ্টাপূর্ত্তাৎ অপরং শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্ পরমাত্মভক্তিসাধনম্ অস্তি ইতি ন বেদয়ন্তে জানন্তি উক্তঞ্চ ভগবতা 'বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা ইতি'। তে কর্ম্মরতাঃ প্রমূঢ়াঃ নাকস্য স্বর্গস্য কং সুখং তদ্বিপরীতমকং দুঃখং নাস্তি যত্র তাদৃশস্যেত্যর্থঃ, পৃষ্ঠে উপরিভাগে সুকৃতে সুষ্ঠুকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং অনুভূত্বা অনুভূয় উপভুজ্য কর্ম্মফলং ততঃ সুখজনককর্ম্মাবসানে সতি পুনঃ যথা পূর্ব্বমিত্যর্থঃ ইমং লোকং মনুষ্যলোকং ততোঽপি হীনতরং পশ্বাদি-জন্ম নরকং বা বিশন্তি প্রাপ্নুবন্তি দুষ্কৃতকর্ম্মণো-ভোগার্থমিতি ভাবঃ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া শ্রুতিমন্ত্র বলিতেছেন যে, ভোগপ্রিয় মনুষ্যগণ অতিশয় মূর্খ। ইহারা ইষ্ট আর পূর্ত্তকে অর্থাৎ বেদ আর স্মৃতি-আদি শাস্ত্রে প্রাপঞ্চিক সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত যে সকল সাধন বর্ণন করিয়াছেন, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ-সাধন

মনে করে। এই কারণে উহা ব্যতীত অর্থাৎ পরমেশ্বরের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজন, ধ্যান এবং পরমপুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তীব্র লালসাপূর্ব্বক অনুসন্ধান প্রভৃতি যে সকল পরমকল্যাণের সাধন আছে, উহা আদৌ জানে না। ঐরূপ পরম শ্রেয়ঃসাধনের দিকে আদৌ লক্ষ্য করে না। কেবল নিজ-আচরিত পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গলোকে থাকিয়া সুখ-ভোগের পর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় কর্ম্মাবশেষ লইয়া এই মনুষ্যলোকে অথবা ইহা হইতেও নীচ শূকর, কুকুর, কীট-পতঙ্গ-আদি যোনিতে এবং নরকাদিতে গমন করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ॥
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে॥"

(ভাঃ ১১।২১।৩৩-৩৪)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥" (গীঃ ২।৪৪)॥১০॥

শ্রুতিঃ—তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[তদ্বিপরীত ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকলাপ অন্যপ্রকার, এবং তাহার ফলও অন্যপ্রকার, তাহাই বলিতেছেন] যে হি (যাঁহারা

কিন্তু সংসারে বৈরাগ্যযুক্তপুরুষ বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইয়া) অরণ্যে (বনে থাকিয়া) তপঃ-শ্রদ্ধে (ব্রহ্মের ধ্যান ও শ্রদ্ধা লইয়া) উপবসন্তি (উপাসনা করিয়া থাকেন) [কিংবা যে বানপ্রস্থাশ্রমিগণ] শান্তাঃ (সমস্ত ইন্দ্রিয় দমন করিয়া তপস্যা ও শ্রদ্ধার উপাসনা করেন) [অথবা যে সকল গৃহস্থ] বিদ্বাংসঃ (তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উপাসক হন) [এবং ব্রহ্মচারিগণ] ভৈক্ষ্য-চর্য্যাং চরন্তঃ (ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক) [অরণ্যে থাকিয়া পরব্রহ্ম ও পরা বিদ্যার উপাসনা করেন তাঁহারা সকলেই) বিরজাঃ (রজোগুণাতীত অর্থাৎ পুণ্য-পাপের ক্ষয়হেতু শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া) সূর্য্যদ্বারেণ (মৃত্যুর পর সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া) প্রয়ান্তি (উত্তম পথে গমন করে) [কোথায় ?] যত্র হি (যেখানে—যে ধামে) অমৃতঃ (আনন্দময়) অব্যয়াত্মা (নিত্য বিগ্রহবান্) স পুরুষঃ (পরমেশ্বর) [আস্তে—থাকেন] ॥১১॥

অনুবাদ—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ—এই চারি আশ্রমী যদি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকে হেয় জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান-সহ ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত হয়, তবে তাঁহাদের অক্ষয় লোকে গমন হয়। তন্মধ্যে যে সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী তপস্যা ও শ্রদ্ধা অর্থাৎ পরব্রহ্মকে তদ্বিষয়ক প্রেমাতিশয়ের সহিত ভজন করেন, যে সকল বানপ্রস্থী অরণ্যে থাকিয়া ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক উক্ত তপ ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির ভজন করেন, কিংবা যে সকল গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি সহকারে নিষ্পরিগ্রহভাবে ভিক্ষালব্ধান্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক শ্রীহরির ভজন করেন, তাঁহারা পাপ ও পুণ্য মুক্ত হইয়া মৃত্যুর পর সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করতঃ সেই শাশ্বত ধামে গমন করেন, যথায় সেই আনন্দঘন, অব্যয়াত্মা, নিত্যবিগ্রহবান্ পরমপুরুষ অবস্থান করেন ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তপঃশ্রদ্ধে······হব্যয়াত্মা।

যে সন্ন্যাসিনঃ কৃতশ্রবণমননা বনে স্থিত্বোপরতকরণগ্রামাস্তপঃ-শব্দিতং ব্রহ্ম চ তদাদরাতিশয়রূপশ্রদ্ধাং চ সেবন্তে তে বিধূত-পাপাঃ সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্ত্বা 'সহস্রস্থূণে বিমিতে দৃঢ় উগ্রে যত্র দেবানাম-ধিদেব আস্তে' ইতি পর্য্যঙ্কবিদ্যাদ্যুক্তো হেয়প্রত্যনীকঃ সদৈকরূপরূপা-য়েতিপ্রমাণপ্রতিপন্ননিত্যবিগ্রহযুক্তঃ যত্রাস্তে তত্র যান্তীত্যর্থঃ। 'যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে' [ছাঃ ৫।১০।১] ইত্যত্র তপঃ-শব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। বৃহদারণ্যকে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসত ইতি তপঃশব্দ-স্থানে সত্যশব্দপ্রয়োগাৎ সত্যশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বাদিতি ব্যাসার্য্যৈরুক্তত্বাত্তপঃ-শ্রদ্ধে ইত্যত্র তপঃশব্দো ব্রহ্মপরঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ত্রয়াণামাশ্রমিণাং বিষ্ণুলোকগমনোপায়মাহ—যে তু সন্ন্যাসিনঃ ব্রহ্মচারিণামুপলক্ষণম্ তপঃ-শ্রদ্ধে তপস্যাং তপোরূপ ব্রহ্ম, শ্রদ্ধাঞ্চ শাস্ত্রে ভগবতি চ আদরাতিশয়ম্ উপবসন্তি সেবন্তে, যে চ বানপ্রস্থাশ্রমিণঃ অরণ্যে স্থিত্বা শান্তাঃ উপরতেন্দ্রিয়াঃ সন্তঃ তপঃশ্রদ্ধে সেবন্তে ইত্যন্বয়ঃ, যেঽপি বা গৃহস্থাঃ বিদ্বাংসঃ হেয়োপাদেয়-জ্ঞানসম্পন্নাঃ, ভৈক্ষ্যচর্চ্চাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাৎ স্বোদরমাত্রং ভৈক্ষ্যান্নেন পূরয়ন্ত তপঃ-শ্রদ্ধে উপবসন্তি তে সর্ব্বে বিরজাঃ রজোগুণকার্য্যাৎ কর্ম্মণো-বিরতাঃ বিধূত-পাপপুণ্যাশ্চ সন্তঃ মৃত্যোঃ পরং সূর্য্যদ্বারেণ সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্ত্বেত্যর্থঃ, তত্র ধাম্নি প্রযান্তি, যত্র সঃ অমৃতঃ আনন্দঘনঃ, অব্যয়াত্মা নিত্যবিগ্রহঃ পুরুষো বিদ্যতে ॥১১॥

তত্ত্বকণা—সাংসারিক-ভোগে বিরক্ত মনুষ্যগণের আচার-ব্যবহার এবং তাহার ফল বর্ত্তমান মন্ত্রে বর্ণিত হইতেছে।

মনুষ্য-শরীরের মহত্ত্ব ও দুর্ল্লভতা উপলব্ধি করিবার পর যাঁহার অন্তঃকরণে পরমাত্মার তত্ত্ব জানিবার এবং পরমাত্মার প্রাপ্তির বাসনা জাগিয়াছে, তিনি বনবাসী হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক

শ্রীহরিভজন করেন, কেহ বা শান্তস্বভাব, বিদ্বান্ ও সদাচারী গৃহস্থ হইয়া শ্রীহরিভজন করেন, কেহ বা ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহকারী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হইয়া নিরন্তর তপস্যা ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ তপস্যারূপ শম-দমাদি সাধন-সম্পন্ন হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত শুদ্ধ-ভক্তিরূপ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করেন, তাঁহারা রজোগুণরহিত হইয়া সূর্য্যলোক অতিক্রম পূর্ব্বক সেই শাশ্বত ধামে গমন করেন, যেখানে পরম প্রাপ্য অমৃত-স্বরূপ নিত্য অবিনাশী পরমপুরুষ পুরুষোত্তম অবস্থান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভদেবের বাক্যে পাওয়া যায়,—

"অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্র্যক্।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শশ্বদসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্॥
সর্ব্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো লিঙ্গং ব্যপোহেৎ কুশলোঽহমাখ্যম্॥"

(ভাঃ ৫।৫।১২-১৩)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

(গীঃ ১৮।৫১-৫৩) ॥১১॥

শ্রুতিঃ—পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো-
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—[সংসারে বিরক্ত পুরুষের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রথম উপায়—তত্ত্বজ্ঞান, তাহা লাভ করিতে হইলে তত্ত্ববিৎ গুরুর আশ্রয় ও সেবা কর্ত্তব্য] [যঃ] ব্রাহ্মণঃ (যে সাঙ্গবেদাধ্যয়নকারী ব্যক্তি) কর্ম্মচিতান্ (কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা অর্জ্জিত) লোকান্ (স্বর্গাদি সত্যলোকান্তলোক) পরীক্ষ্য (প্রত্যক্ষানুমান-আগম প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ এইসকল লোক অনিত্য, অবিশুদ্ধ ও অতিশয় দুঃখযুক্ত বুঝিয়া) নির্ব্বেদম্ (সেই অপরবিদ্যার বিষয় কর্ম্মকাণ্ডে বৈরাগ্য) আয়াৎ (প্রাপ্ত হইবেন) [সেই বৈরাগ্য কিরূপ ?] অকৃতঃ (সেই নিত্যপুরুষ, অথবা মোক্ষ) কৃতেন (কর্ম্ম দ্বারা) নাস্তি (লব্ধ হয় না); [সমস্তই কৃত পদার্থ, তাহা দ্বারা কি হইবে ? আমি যে অমৃতময় পরমপুরুষের প্রার্থী, যিনি নিত্য, অভয়, কূটস্থ ও আনন্দময় পুরুষ, এইরূপ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া] সঃ (তিনি) তদ্বিজ্ঞানার্থং (সেই অমৃতস্বরূপ পর-ব্রহ্মের সন্ধানের জন্য) গুরুমেব (গুরুর নিকটেই) অভিগচ্ছেৎ (শাস্ত্রবিধি-অনুসারে যাইবেন) [যদিও তিনি বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তথাপি স্বাধীনভাবে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিবেন না, যেহেতু তাহাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা ও তত্ত্বজ্ঞানের অভাব এবং তাঁহার অধিগত সমস্তই অবিদ্যার বিষয়, কিন্তু পরব্রহ্ম পরা বিদ্যার বিষয়বস্তু, সেই পরা বিদ্যা লাভের জন্য, যিনি বাস্তব তত্ত্বদর্শী, তাঁহার নিকটই যাইবেন] [কি ভাবে যাইবেন ?] সমিৎপাণিঃ (গুরু-সন্তোষণের জন্য সমিদ্ভার হস্তে লইয়া অথবা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারূপ উপায়ন লইয়া) [কিরূপ

গুরুর নিকট যাইবেন ?] শ্রোত্রিয়ং (যিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রে পারঙ্গত) [তথাপি অব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ অভক্তিমানের কাছে যাইবেন না] ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (যিনি নিষ্ঠা সহকারে পরমপুরুষে রত, তাঁহারাই নিকট যাইবেন) ॥১২॥

অনুবাদ—অপরা বিদ্যার ফল নশ্বর ও আয়াসমাত্র, অতএব অপরা বিদ্যা লাভ করিলেও তাহাতে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরা বিদ্যা লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। অধীতশাস্ত্র-ব্যক্তি অবিদ্যাকাম-কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গাদিলোকের হেয়ত্ব বিচার করিয়া কর্ম্মে বিরক্ত হইবেন। যেহেতু অনিত্য কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের অপ্রাপ্য নিত্যতত্ত্ব লাভ করা যায় না। অতএব সেই নিত্য পরমপুরুষের অনুভূতির জন্য সমিধ্ হস্তে লইয়া তাদৃশ গুরুসমীপে গমন করিবেনই, যিনি বেদান্তশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-তত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং সেই পরমপুরুষের ভজনে নিমগ্ন ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিরক্তস্যাপি পরব্রহ্মজ্ঞানার্থং গুরূপাসনমাবশ্যকম্। নহু সৎসু শ্রৌতস্মার্ত্তেষু কর্ম্মসু কথং তেষু বৈরাগ্যম্ ইতি চেদুচ্যতে—ব্রাহ্মণঃ অধীতাপরবিদ্যোঽপি সর্ব্বত্যাগেন ব্রাহ্মণো পরবিদ্যায়াং রমেতেতি শ্রবণাৎ, কথং সর্ব্বত্যাগেপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ তত্রাহ—কর্ম্মচিতান্ অপরবিদ্যা-কামদোষপ্রবর্ত্তিতান্ লোকান্ স্বর্গাদীন্ পরীক্ষ্য প্রমাণৈর্ব্বিচার্য্য তত্র নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গচ্ছেৎ। কুতঃ ? যতো নাস্তি অকৃতঃ কৃতেনেতি কৃতেন কর্ম্মণা অকৃতঃ নিত্যঃ পুরুষো মোক্ষো বা নাস্তি ন সিধ্যতি ন লভ্যো-ভবতি। সর্ব্বমেব কর্ম্ম আয়াসবহুলং বিনশ্বরম্ অনর্থসাধনং নহি তেন অনায়াসসাধ্যম্ শাশ্বতং সুখময়ং তত্ত্বং লব্ধুং শক্যমিতি বোধে কর্ম্মণি বৈরাগ্যমুদিয়াদেব। কথং তাদৃশস্য তত্ত্বস্য বিজ্ঞানং স্যাৎ অত আহ—তদ্বিজ্ঞানার্থং তস্য পরমপুরুষস্য দর্শনার্থং স নির্ব্বিণ্ণো ব্রাহ্মণো গুরুমেব আচার্য্যমেব অভিগচ্ছেৎ, এবকারেণ নিয়মবিধিত্বমবগম্যতে অন্যথাশ্রয়-মনুসন্ধানং ব্যর্থং শ্রমমাত্রং স্যাৎ। কীদৃশঃ সন্ অভিগচ্ছেৎ ? সমিৎ-

পাণিঃ সমিদ্ভারং হস্তেন গৃহীত্বা গচ্ছেৎ, ন রিক্তপাণিঃ 'রিক্তপাণিস্তু নোপেয়াদ্রাজানং দৈবতং গুরুমি'তি নিষেধস্মৃতেঃ। নাপি লৌকিকং গুরুম্ তদাহ—শ্রোত্রিয়ং বেদান্তশাস্ত্রপারঙ্গমম্, অন্যথা অপরবিদ্যায়াং কৃতশ্রমোঽপি ন তদ্ বোধয়িতুং সমর্থঃ স্যাৎ, তত্রাপি ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ব্রহ্মণি পরমপুরুষে নিষ্ঠা একান্তভক্তির্যস্য তাদৃশম্ ন তু কর্ম্মনিষ্ঠং জ্ঞানকর্ম্মণো-বিরোধাৎ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রাপ্তির নিমিত্ত মনুষ্যের কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই এক্ষণে শ্রুতিমন্ত্রে বলিতেছেন।

নিত্যকল্যাণপ্রার্থী মনুষ্যের প্রথমেই অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মের ফল, ঐহিক অথবা পারত্রিক যাহাই হউক না কেন, উহা যে অনিত্য ও দুঃখপ্রদ তাহা সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদসহকারে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বাস্তবসত্য বিদিত হইবার নিমিত্ত অভিগমন করিবেন। তাদৃশ গুরুই শরণাগত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে সমর্থ।

কর্ম্মোপার্জ্জিত লোকসকল অনিত্য এবং অনিত্য কর্ম্মদ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না, ইহা অবগত হইয়া অপরা বিদ্যার বিষয়-বস্তু প্রমাণাদি সহকারে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্যপদার্থ বিদিত হইবার নিমিত্তই সদ্‌গুরুর সকাশে গমন করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
অজিজ্ঞাসিত-মদ্ধর্ম্মো গুরুং মুনিমুপাব্রজেৎ॥
তাবৎ পরিচরেদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৮।৩৮-৩৯)

আরও পাই,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"

(ভাঃ ১১।৩।২১)

"লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥" (ভাঃ ১১।৩।৪৮)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা···ত্যক্তাস্ত্রম্ ॥" (ভাঃ ১১।১২।২৪) শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"তাতে কৃষ্ণভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

আরও পাই,—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)
"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫১)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের প্রদানাধিকরণে "প্রদানবদেব তদুক্তম্" (বেঃ সূঃ ৩।৩।৪৪) সূত্রটি আলোচ্য ॥১২॥

শ্রুতিঃ—তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥১৩॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্ সেই গুরু) সম্যক্ (শাস্ত্রোক্ত নিয়মে) উপসন্নায় (উপস্থিত) প্রশান্তচিত্তায় (সর্ব্ববিষয়ে বিরক্তচিত্ত প্রশান্তান্তঃকরণ) শমান্বিতায় (বাহ্যেন্দ্রিয়েরও উপরমযুক্ত) তস্মৈ (সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে) যেন (যে বিজ্ঞান দ্বারা) অক্ষরং (অবিনাশী ও বিকারশূন্য) সত্যং (শাশ্বত) পুরুষং (পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে) বেদ (জানিতে পারে) তাং (তাদৃশ) ব্রহ্মবিদ্যাং (ব্রহ্মবিদ্যাকে) তত্ত্বতঃ (যথাযথরূপে) প্রোবাচ [প্রব্রূয়াৎ] (উপদেশ করিবেন) [তাৎপর্য্য এই—সংসার-বিরক্ত শমদমান্বিত, বিনীত শিষ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ উপস্থিত হইলে গুরুদেব তাহাকে অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় শাস্ত্রমতে উপদেশ করিবেন] ।১৩।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিদ্ গুরু তত্ত্বজ্ঞানার্থ যথোক্ত নিয়মে উপস্থিত দর্পাদি-চিত্তদোষরহিত ও সংযতেন্দ্রিয় অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যকে সেই ব্রহ্মবিদ্যার যথাযথভাবে উপদেশ করিবেন, যাহাতে জড় ও জীববিলক্ষণ অপ্রচ্যুতস্বরূপ শাশ্বত পরমপুরুষকে জানিতে পারা যাইবে ।১৩।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদে প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিরক্তস্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনজ্ঞানেচ্ছোর্গুরূপাসনং বিধীয়তে—পরীক্ষ্য···ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

তস্মৈ স···ব্রহ্মবিদ্যাম্।

অস্মিন্বাক্যে ন্যায়সিদ্ধান্তবাদেন গুরূপসত্তির্বিধীয়তে। কর্ম্মচিতা-কর্ম্মসঞ্চিতান্‌কর্ম্মসম্পাদ্যাল্লোঁকান্‌পরীক্ষ্য মীমাংসান্যায়ৈর্নিরূপ্য ব্রাহ্মণোঽধীতসাঙ্গসশিরস্ক-বেদো য ইত্যধ্যাহার্য্যম্। স ইত্যুত্তরত্র শ্রবণাৎ। অকৃতো নিত্যোঽত্র পুরুষো বিশেষ্যো লিঙ্গবশাৎ। অক্ষরপুরুষমিত্যনন্তরোক্তেশ্চ। কৃতেন কর্ম্মণা নাস্তি ন সিধ্যতি তল্লভ্যতে যেনেতি করণং দ্রষ্টব্যমিতি যো নির্ব্বেদমায়াৎ স তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। এবকারেণ নিয়মবিধিত্বমবগম্যতে। সমিৎপাণিঃ। ন রিক্তপাণিঃ। 'রিক্তপাণিস্তু নোপেয়াদ্রাজানং দৈবতং গুরুমি'তি হি যৎস্মর্য্যতে। শ্রোত্রিয়ং শ্রুতবেদান্তং ব্রহ্মনিষ্ঠং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবন্তম্। শ্রুতবেদান্তোঽপি রুচিভেদাদব্রহ্মনিষ্ঠো নোপগন্তব্য ইতি ভাবঃ। অভিগচ্ছেদিত্যন্বয়ঃ। শমোবাহ্যেন্দ্রিয়নিয়মনরূপঃ। প্রশান্তচিত্তায়েত্যন্তঃকরণনিয়মনস্যোক্ততয়া পারিশেষ্যাৎ।

এতেন শ্রবণোপযুক্তমবধানং বিবক্ষিতম্, নতূপাসনোপযুক্তাত্যন্তেন্দ্রিয়জয়াদিঃ। তস্মৈ স বিদ্বান্‌প্রোবাচেত্যন্বয়ঃ। যেনেতি নির্দ্দেশো-বিজ্ঞানাভিপ্রায়ঃ। তদ্বিজ্ঞানার্থমিতি প্রকৃতং সামান্যতঃ কারণাভিপ্রায়ো বা লিঙ্গব্যত্যয়ো বা। অক্ষরং স্বরূপেণাবিকারম্। সত্যং গুণতোঽপ্যবিকারম্। আভ্যামচিজ্জীবব্যাবৃত্তিঃ। তাং ব্রহ্মবিদ্যাং প্রোবাচ প্রব্রুয়াদিত্যর্থঃ। ইতি বেদান্তসারে ব্যাখ্যাতম্। এতচ্ছ্রুত্যর্থং হৃদি নিধায় ভগবতা বাদরায়ণেন শাস্ত্রারম্ভে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' [ব্রঃ সূঃ ১।১।১] ইতি সূত্রিতম্। তস্য চায়মর্থঃ—অথ

ষোড়শলক্ষণকর্ম্মবিচারানন্তরম্। অতঃ কর্ম্মবিচারাৎকর্ম্মণামস্থিরত্বা-ধিগমসহিতানন্তস্থিরফলাপাতপ্রতীতের্হেতোঃ সত্ত্বাৎ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি। কর্ম্মবিচারে হি সতি—'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতী'ত্যাদিভিরক্ষয্যফলকত্বেন শ্রুতানামপি চাতুর্ম্মাস্যাদীনাং প্রত্যব্দং চাতুর্ম্মাস্যৈর্যজেতেত্যাদিভিরাবৃত্তিবিধানাৎ। ততোঽপি বহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যাশ্বমেধবিশ্বজিদাদীনামনুষ্ঠানলক্ষণা-প্রামাণ্যপ্রসঙ্গাচ্চ। চাতুর্ম্মাস্যাদীনামক্ষয্যমাপেক্ষিকমিতি নিশ্চিত্যানন্ত-স্থিরফলরূপং ব্রহ্ম চ বেদান্তবাক্যৈরাপাততোঽবগত্য তন্নির্ণয়ায় ব্রহ্ম-বিচারে পুরুষঃ প্রবর্ত্তত ইতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। ননু কর্ম্মবিচারে সত্যাবৃত্তিবিধানাদিভিঃ কর্ম্মণামল্পাস্থিরত্বং প্রতীয়তাং নাম বেদান্ত-বাক্যৈরনন্তস্থিরফলং ব্রহ্ম কথং প্রতীয়তাম্। সিদ্ধে ব্রহ্মণি ব্যুৎপত্তি-বিরহাৎ। ব্যবহারাধীনত্বাদাদ্যব্যুৎপত্তিগ্রহস্য চ ব্যবহারস্য চ কার্য্যান্বিত এব সম্ভবাৎ। তথা হি—গামানয়েতি বাক্যশ্রবণানন্তরং গবানয়নে প্রবৃত্তং প্রযোজ্যমুপলভ্য বালো ব্যুৎপিৎসুরিয়ং গবানয়নপ্রবৃত্তির্গবানয়-নকার্য্যতাজ্ঞানসাধ্যা গবানয়নপ্রবৃত্তিত্বাৎ। মদীয়গবানয়নপ্রবৃত্তিবদিতি তদীয়কার্য্যতাজ্ঞানমনুমায় তস্য চ জ্ঞানস্য শব্দান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িতয়া শব্দজন্যতাং নিশ্চিনোতি। যতশ্চ প্রাথমিকব্যুৎপত্তিগ্রহে শব্দস্য কার্য্যতাজ্ঞানজনকত্বনিশ্চয়াদুপজীবিদ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিগ্রহোঽপি কার্য্য-বিষয়ক এবেতি কার্য্যানন্বিতে সিদ্ধার্থে ব্যুৎপত্তিগ্রহাসম্ভবাদব্যুৎপন্নস্য শব্দস্যার্থপ্রত্যায়কত্বাভাবাৎ। অনন্তস্থিরফলাপাতপ্রতীত্যসম্ভবাদ্ব্রহ্ম-বিচারো নারভ্য ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। অম্বাতাতাদিভিশ্চন্দ্রাদীনঙ্গুল্যা নির্দ্দিশ্যায়ং চন্দ্রোঽয়ং গৌরিত্যাদিশব্দেষু বহুশঃ প্রযুক্তেষু ভূয়ঃ সহচারদর্শী বালঃ শব্দপ্রয়োগে তদর্থবুদ্ধ্যুৎপত্তিং স্বাত্মনো দৃষ্ট্বা তয়োঃ কশ্চিদৌৎপত্তিকং সম্বন্ধং নিশ্চিনোতি। স এব শক্তিরিতি গীয়তে। ততশ্চ সিদ্ধার্থেঽপি ব্যুৎপত্তিগ্রহসম্ভবাত্তান্ত্রিকান্তরোপদর্শিতমার্গৈশ্চ

সিদ্ধার্থে ব্যুৎপত্তিগ্রহসম্ভবাৎ। অনন্তস্থিরফলাপাতপ্রতীতিসম্ভবাদ্‌ব্রহ্ম-বিচার আরম্ভণীয় ইতি সিদ্ধান্তঃ কৃতঃ ॥১২-১৩॥

ইতি—অথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ে খণ্ডে শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

সমাপ্তং চেদং প্রথমমুণ্ডকম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ গুরুকর্ত্তব্যমাহ—বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্ গুরুঃ, উপসন্নায়—তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থমুপস্থিতায় প্রশান্তচিত্তায়—দর্পাদি-দোষরহিত-মনসে, তথা শমান্বিতায় বিষয়োপরতবাহ্যেন্দ্রিয়ায় এতেন যস্মৈ কস্মৈ-চিদুপগতায় ব্রহ্মবিদ্যাং নোপদিশেৎ পরং যো বিনীতঃ সর্ব্বতো বিরক্তশ্চ তাদৃশায়ৈব শিষ্যায় ব্রহ্মবিদ্যাং শাস্ত্রানুমতাং ন তু স্বকপোলকল্পিতাং প্রোবাচ উপদিশেদিতি বিধিঃ। নত্বন্যাদৃশায়েতি তথা হি নিষিদ্ধং ভগবতা গীতায়াং "ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি"। ইতি শিষ্যদোষা বর্ণিতাঃ, অধিকারি-বিশেষণঞ্চ ভাষ্যকৃতা যদুক্তম্—যথা নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থ-ভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পদ্, মুমুক্ষুত্বঞ্চ, শ্রুতিশ্চ 'তস্মাচ্ছান্তো-দান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ' ইতি। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়েতি। অক্ষরমিত্যনেন জড়ব্যা-বৃত্তিঃ, সত্যমিত্যনেন চ জীবব্যাবৃত্তিঃ ॥১৩॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ে খণ্ডে 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—সর্ব্ব সল্লক্ষণযুক্ত শিষ্য যথাশাস্ত্র শরণাপন্ন হইলে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সেই গুরু তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন, তাহাই এক্ষণে শ্রুতি বলিতেছেন।

যে শিষ্যের চিত্ত প্রশান্ত অর্থাৎ জড় বিষয়-ভোগে বিরক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত নিশ্চল এবং যাহার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্ব যথাযথরূপে উপদেশ করিবেন। যে বিদ্যা বা ভক্তির সাহায্যে পরমসত্য অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়।

শ্রীগীতায় পাই,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥"
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

অর্থাৎ হে অচ্যুত! সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভগবৎ-কৃপায় জীবের ভবমোচন-ফল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের সৎসঙ্গ হইয়া পড়ে, তখনই সদ্গতি পরাবরেশ্বর-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥" (মধ্য ২২।৪৫)

আরও পাই,—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥" (মধ্য ২২।৪৭)

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।" (মধ্য ২২।৫১)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাই,—

"কর্ম্মকাণ্ডীয় কোন প্রাকৃত সুকৃতি দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি হয় না। একমাত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণভক্তি দূরে যাউক, প্রাকৃত বুদ্ধিরূপ সংসার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কোন জীবেই মহত্ত্বের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র অপ্রাকৃত। প্রাকৃত-দর্শনে তাঁহাকে কেহ কেহ 'প্রাকৃত' বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তকেই অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ও জীবের একমাত্র প্রার্থনীয় হিতৈষী জানিয়া তাঁহার কৃপা-ভিক্ষু হইলেই প্রাকৃত ভোগ আর থাকে না এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবাধিকার লাভ হয়" ॥১৩॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমমুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—প্রথম মুণ্ডক সমাপ্ত ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

দ্বিতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—তদেতৎ সত্যং—যথা সুদীপ্তাৎপাবকাদ্‌বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্‌বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—তৎ (সেই, যাঁহার বিজ্ঞান হইলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, গুরু শিষ্যকে যাহা উপদেশ করিবেন—সেই) সত্যং (পরম সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম) এতৎ (ইহাই, এই বক্ষ্যমাণ-স্বরূপ-সম্পন্ন) [সেই অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে সমস্ত পদার্থ অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ তিনি সমস্ত প্রপঞ্চের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, এ-বিষয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত এই—] যথা সুদীপ্তাৎ (যেমন অত্যন্ত প্রজ্বলিত) পাবকাৎ (অগ্নি হইতে) সরূপাঃ (অগ্নির সদৃশ লক্ষণযুক্ত) সহস্রশঃ (হাজার হাজার) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (অগ্নিকণা) প্রভবন্তে (নির্গত হয়) তথা (সেইরূপ) হে সৌম্য! (ওহে বৎস!) বিবিধাঃ (বিবিধ প্রকার) ভাবাঃ (জীব) অক্ষরাৎ (অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে) প্রজায়ন্তে (উদ্ভূত হইয়া থাকে) চ তত্র এব (এবং সেই অক্ষর পরব্রহ্মে) অপিযন্তি (বিলীন হয়)।১।

অনুবাদ—এই অক্ষর পরমেশ্বরই সেই সত্যস্বরূপ অর্থাৎ অবিকারী, যেহেতু ইহাঁ হইতেই প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে তাহার সমানধর্ম্মা অগ্নি-কণার নির্গমের মত নানাবিধ সহস্র সহস্র অক্ষরতুল্য জীব নির্গত হয় এবং প্রলয়কালে তাঁহাতেই প্রলীন হইয়া থাকে ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ। তদেতৎসত্যম্। পূর্ব্ববৎ। যথা…সরূপাঃ।

অয়োগোলকাদিগতাদ্দহ্যমানাদ্বা বেশ্মাদিষু সুদীপ্তাৎপাবকাদনেকশঃ সরূপা বিস্ফুলিঙ্গা যথোৎপদ্যন্তে—

তথা…অপিযন্তি। এবমেব সূক্ষ্মচিদচিচ্ছরীরাদক্ষরাদ্‌ব্রহ্মণস্তৎসরূপা নানাবিধস্থূলরূপচিদচিদ্রূপা ভবন্তীতি ভাবাঃ কার্য্যবর্গা উৎপদ্যন্তে তত্রৈব লীয়ন্তে চ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উপোদ্‌ঘাতসঙ্গত্যাহ—তদেতৎ সত্যমিতি। নন্বত্যন্তপরোক্ষং তদ্‌ব্রহ্ম কথমভ্যুপগন্তব্যমিতিচেৎ কার্য্যদৃষ্ট্যা কারণসত্তাভ্যুপগমাৎ তদবশ্যং স্বীকার্য্যম্ নহি কারণং বিনা কিমপি কার্য্যং সম্ভবতি, তত্রদৃষ্টান্তমাহ—যথা সুদীপ্তাৎ ইন্ধনযোগেন প্রদীপ্তাৎ পাবকাৎ অগ্নেঃ সরূপাঃ অগ্নেঃ সমানধর্ম্মাণঃ সহস্রশঃ বহবঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ অগ্নিকণা জায়ন্তে যথা তেষাং প্রভবত্বেন অগ্নিরেব স্বীকার্য্যঃ, ন স্বয়ম্ভুবস্তে ইতি ভাবঃ, তথা সৌম্য! ইতি সস্নেহসংবোধনম্। বিবিধাঃ বিবিধকর্ম্মফলবন্তঃ; ভাবাঃ জীবাঃ তেঽপি অক্ষর-সলক্ষণাঃ সহস্রশঃ বহবঃ অসংখ্যাকা-ইত্যর্থঃ, এতেন জীববহুত্বমুক্তম্। অক্ষরাৎ অপ্রচ্যুতস্বরূপাৎ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি, অক্ষরপরব্রহ্ম তু তেষাং অন্তর্য্যামিত্বেন প্রেরকত্বেন সাক্ষিত্বেন চ বোধ্যম্। নন্‌ যদি স্ফুলিঙ্গবৎ তেষামাকরান্নির্গমঃ, তর্হি তদ্বৎ—তেষাং নিরাধারো অত্যন্তপ্রলয়োঽপ্যস্তু জীবস্য

নতু তথা, তথাসতি জগদ্‌বৈচিত্র্যমনুপপন্নং স্যাৎ তত্রাহ—তত্র চৈবাপি যন্তি তত্রৈব অক্ষরপুরুষে পরব্রহ্মণি অপিযন্তি প্রলীয়ন্তে প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। নহি প্রলয়বিনাশয়োরৈকরূপ্যম্ দেহাদিগ্রহণ-তত্ত্যাগয়োঃ উৎপত্তি-লয়বাচ্যত্বাৎ ইতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ। অনয়া শ্রুত্যা প্রপঞ্চোপাদনত্বেন তদুৎপত্তি-প্রলয়নিমিত্তত্বেন চ জীব-জড়ব্যতিরিক্তঃ পরমেশ্বরোঽভ্যুপ-গম্যতে ॥১॥

তত্ত্বকণা—প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে অপরা বিদ্যার স্বরূপ ও ফল বর্ণন পূর্ব্বক উহার তুচ্ছতা প্রদর্শনকরতঃ উক্ত ফলে বিরাগ লাভ করার পর পরা বিদ্যা লাভের নিমিত্ত সদ্‌গুরুর সন্নিকটে শরণাগত হইবার উপদেশ শ্রুতি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে সেই পরা বিদ্যার বর্ণনাভিপ্রায়ে প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

মহর্ষি অঙ্গিরা বলিতেছেন—হে, প্রিয় শৌনক! আমি তোমাকে প্রথমে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া যে রহস্য বলিয়াছি, উহাই সর্ব্বথা সত্যস্বরূপ। এক্ষণে পুনরায় সেই বিষয় তোমাকে বুঝাইতেছি। তুমি মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর। দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষি বুঝাইতেছেন যে, যে প্রকার প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে উহার সমানরূপবিশিষ্ট অসংখ্য বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইপ্রকার পরমপুরুষ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকালে নানাপ্রকার ভাববিশিষ্ট জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং প্রলয়কালে পুনরায় উহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।……
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥"
(ভাঃ ১।২।২৯-৩১)

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চ" (ভাঃ ১।১।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৬।১৪৩)

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—
"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" (তৈঃ ৩।১।১)

বেদান্তসূত্রে পাই,—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (বেঃ সূঃ ১।১।২)

শ্রীগীতায় আছে,—
"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীঃ ১০।৮) ॥১॥

**শ্রুতিঃ—দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২॥**

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রুতি বলিতেছেন—যে পরমপুরুষ হইতে প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও লয় হয়, তিনি অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ] দিব্যঃ (তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়, অলৌকিক, বা দিব্য পুরুষ) হি (যেহেতু) অমূর্ত্তঃ (প্রাকৃত আকাররহিত) পুরুষঃ (পূর্ণ পুরুষ) সবাহ্যাভ্যন্তরঃ হি (সমগ্র জগতের বাহিরে ও অন্তরে বর্ত্তমান) অজঃ (প্রাকৃত জন্মাদি বিকাররহিত) হি (অতএব) অমনাঃ অপ্রাণঃ (তিনি প্রাকৃত মন ও প্রাণহীন) শুভ্রঃ (প্রাকৃত দেহাদিশূন্য, সর্ব্বথা বিশুদ্ধতত্ত্ব) হি অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ (অতএব তিনি অক্ষর জীবাত্মা হইতেও পরতরতত্ত্ব) [অতএব জীব হইতে সর্ব্বতোভাবে বিলক্ষণ] ॥২॥

অনুবাদ—অক্ষর-নামক জীব-পুরুষ হইতে সেই সত্যস্বরূপ, অমৃতময় পুরুষ, সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; যেহেতু তিনি সর্ব্বদা প্রকাশময়, প্রাকৃত আকাররহিত অর্থাৎ অপ্রাকৃত মূর্ত্তিমান্, সেই পূর্ণপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ও অভ্যন্তরে সমানভাবে বর্ত্তমান, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি বিকাররহিত, প্রাকৃত প্রাণ ও মনঃ প্রভৃতি বর্জ্জিত এবং সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, অতএব তিনি অক্ষরপুরুষ জীব হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—দিব্যো…হ্যজঃ। অপ্রাণো…পরঃ।

'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' [শ্বেঃ ৩।৯] ইতি দ্যুসম্বন্ধিত্বলক্ষণদিব্যত্বেন 'তদপাণিপাদম্' [মুঃ ১।১।৬] ইতি বা নিত্যমিতি বাহমূর্ত্তত্বেন 'তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্' [শ্বেঃ ৩।৯] ইতি বাহ্যাভ্যন্তরসর্ব্বস্বাত্মতয়া, অচক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যনিন্দ্রিয়ত্বেন প্রাণমনঃশূন্যতয়া, 'যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্' [মুঃ ১।২।১৩] ইতি বিকাররূপদোষশূন্যতয়া দিব্যাদিশুভ্রপর্য্যন্তশব্দিতশ্চ যঃ সোঽব্যাকৃতাদক্ষরাদ্যঃ পরঃ সমষ্টিপুরুষস্তস্মাদপি কারণত্বেন পর ইত্যর্থঃ। প্রধানপুরুষয়োস্তজ্জন্যত্বাদিতি ভাবঃ। অক্ষরাৎপরত ইত্যত্রাক্ষরশব্দোঽশ্নুত ইতি বা ন ক্ষরতীতি বা ব্যুৎপত্ত্যা স্ববিকারব্যাপকনামান্তরাভিলাপযোগ্যক্ষরণাভাববতি অব্যাকৃতে বর্ত্ততে, ন তু ভূতযোন্যক্ষরে। ভূতযোন্যক্ষরস্য সবাহ্যাভ্যন্তর ইত্যত্র তচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টস্য তস্মাদেব পরত্বাসম্ভবাৎ। ন হি তস্যৈব ততঃ পরতঃ পরত্বং সম্ভবতি, বিরোধাৎ। ন চাক্ষরাৎপরত-ইতি পঞ্চম্যোঃ সামানাধিকরণ্যমেবাস্তু, ইতি বাচ্যম্। অপ্রতীতেঃ। ততশ্চ স্ববিকারাপেক্ষয়া পরভূতাদব্যাকৃতাদক্ষরাৎপর ইত্যেবাস্তু, ন ত্বব্যাকৃতাক্ষরাৎপরভূতাৎসমষ্টিপুরুষাৎপর ইতীতি বাচ্যম্। পরশব্দস্য প্রতিযোগিসাপেক্ষত্বেনাক্ষরশব্দস্য পরত্বাবধিসমর্পকত্বস্যৈব যুক্তত্বাৎ। ন হি দৈবতাদুৎপন্নাস্তয়মিত্যত্র পঞ্চম্যোঃ সামানাধিকরণ্যপ্রতীতিরস্তি। অতো যথোক্ত এবার্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নমু নামরূপবীজভূতাদব্যাকৃতাদক্ষরপুরুষাদ্ভবোৎপত্তিলয়ৌ স্তাম্ কিমতিরিক্ত-পরমপুরুষস্বীকারেণেতিচেৎ অক্ষর-পুরুষাৎ পরতঃ পরস্য মূলপুরুষস্য মহদ্বৈলক্ষণ্যং তদাহ—অক্ষরপুরুষাৎ অয়ং মূলপুরুষঃ পরঃ পরতরঃ অত্যধিক ইত্যর্থঃ, কথং? যতঃ অয়ং দিব্যঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ, অলৌকিকো বা, তত্রাপি হেতুঃ হি যস্মাৎ অমূর্ত্তঃ প্রাকৃত-মূর্ত্তিহীনঃ, পুরুষঃ, পূর্ণঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরঃ বাহ্যেন অভ্যন্তরেণ চ সহ ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমানঃ সর্ব্বব্যাপীত্যর্থঃ, তত্রাপি হেতুঃ হি যতঃ সঃ অজঃ প্রাকৃত-জন্মাদিবিকাররহিতঃ, অপ্রাণঃ প্রাকৃতপ্রাণরহিতঃ, অমনাশ্চ এতেন প্রাকৃতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তস্য প্রতি-ষিদ্ধাঃ, অতএব শুভ্রঃ শুক্লঃ নিরুপাধিক ইতি যাবৎ। এবং জীবস্য সোপাধিকত্বাৎ ব্রহ্মেতরধর্ম্মবত্বাচ্চ ন প্রপঞ্চকর্ত্তৃত্বম্ ইতি ভাবঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—যে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই বিলীন হয়, তিনি স্বয়ং কিরূপ? তাহাই বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে বলিতেছেন।

সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা দিব্য জ্যোতির্ম্ময় এবং নিঃসন্দেহে প্রাকৃত আকাররহিত কিন্তু অপ্রাকৃত মূর্ত্তিমান্। তিনি কিন্তু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে এবং ভিতরে পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার প্রাকৃত জন্মাদি-বিকার নাই। তাঁহার প্রাকৃত মনঃ প্রাণও নাই কিন্তু তাই বলিয়া অপ্রাকৃত মনঃ প্রাণ আছেই। এইজন্যই এই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর অক্ষর জীবাত্মা হইতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বথা উত্তম।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

(গীঃ ১৫।১৮)

ব্রহ্মার বাক্যেও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়।" (ভাঃ ৩।৯।১৯)

দেবগণের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য" (ভাঃ ১১।৬।১৪)

শ্রীগীতায় আরও পাই,—

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥" (গীঃ ১৩।১৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"কিঞ্চ, সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণান্ ইন্দ্রিয়বিষয়াংশ্চ আভাসয়তীতি "তচ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ (কেন ১।২); যদ্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্গুণৈঃ শব্দাদিভিশ্চাভাসতে বিরাজতীতি তৎ; তদপি "সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং" প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিরহিতম্; তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনো-গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি (শ্বেঃ ৩।১৯), "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" ইতি (শ্বেঃ ৬।৮) শ্রুতিপ্রসিদ্ধস্বরূপশক্ত্যাস্পদত্বাদিতি ভাবঃ। 'অসক্তম্' আসক্তিশূন্যং, 'সর্ব্বভৃৎ' শ্রীবিষ্ণুস্বরূপেণ সর্ব্বপালকং, 'নির্গুণং' সত্ত্বাদিগুণরহিতাকারম্; কিঞ্চ গুণভোক্তৃ ত্রিগুণাতীত 'ভগ' শব্দবাচ্য—ষড়্গুণাস্বাদকম্।"

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

" 'অপাণি-পাদ' শ্রুতি—বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫০)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—"আদৌ ব্রহ্মের 'প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই' বলিয়া পরে 'শীঘ্র চলে

এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে' এই বাক্যের দ্বারা 'অপ্রাকৃত হস্ত-পদ আছে' বলিয়া ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' করিতেছেন। সেই তত্ত্ব সর্ব্বত্র অসঙ্গ হইলেও বিষ্ণুরূপে সকলের পালক। প্রাকৃত গুণরহিত হইলেও অপ্রাকৃত ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যময় ও তদ্‌ভোক্তা।"

শ্রীমহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥"

আরও

"সেকালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র-মন॥" (চৈঃ চঃ মধ্যলীলা)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্॥" (শ্বেঃ ৩।১৭) মন্ত্রটিও আলোচ্য।

বেদান্তসূত্রের "সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ" (বেঃ সূঃ ১।২।১) সূত্রের সূক্ষ্মা টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—

"অপ্রাণো হ্যমনা ইতি যঃ প্রাণাদি প্রতিষেধঃ স তু প্রাণানধীন-স্থিতিত্বাৎ মনোঽনধীনজ্ঞানত্বাচ্চেতিক্রমাদ্বোধ্যঃ, প্রাকৃতবিষয়ো বেতি। "অপ্রাণো হ্যমনা' ইতি শ্রুতিঃ প্রাকৃতে প্রাণমনসী তত্র নিষেধতি ন তু স্বরূপানুবন্ধিনী তে। ইতরথা মনোবানিত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাদিত্যর্থঃ। মনোবানিতি সমনা ইত্যর্থঃ।" ॥২॥

শ্রুতিঃ—এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি-প্রকার বলিতেছেন] এতস্মাৎ (এই পরমপুরুষ হইতে) প্রাণঃ (অবিদ্যাবিষয়ীভূত

প্রাকৃতিক প্রাণ) জায়তে (জন্মিয়া থাকে) [এইরূপ] মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূদয়) [জায়ন্তে —উৎপন্ন হইতে লাগিল] [অতএব সেই পরমপুরুষের প্রাকৃত প্রাণ, মনঃ ও ইন্দ্রিয় নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ; কিন্তু অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধী প্রাণ, মনঃ, ইন্দ্রিয় তাঁহার নিত্য স্বভাবসিদ্ধ। ক্রমে ভূত-সৃষ্টি হইল, যথা] খং (আকাশ) বায়ুঃ (প্রবহাদি সপ্তবায়ু) জ্যোতিঃ (অগ্নি বা তেজ) আপঃ (জল) বিশ্বস্য (সকলের) ধারিণী (আধার-ভূতা) পৃথিবী (ক্ষিতি) [ইহারা ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ-সহিত পর পর ভূত উৎপন্ন হইতে লাগিল]। ॥৩॥

অনুবাদ—এই নিত্যবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ হইতে মুখ্য-প্রাণ, মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-ভেদে সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সমস্ত বস্তুর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিশ্বসৃষ্টিমেব প্রপঞ্চয়তি—এতস্মাৎ…চ।

স্পষ্টোঽর্থঃ। খং…ধারিণী ॥

খমাকাশঃ। জ্যোতিস্তেজঃ। বিশ্বস্য কৃৎস্নস্য ধারিণী, এতৎ-পৃথিবীবিশেষণম্। ইদং হি বাক্যং প্রাণপাদে বিয়ৎপাদে বিচিন্তিতম্। প্রাণপাদে—'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' [তৈঃ ২।৭।১]। 'তদাহুঃ—ঋষয়ো বাব তেঽগ্র আসন্। কে ত ঋষয়স্তদাহুঃ। প্রাণা বা ঋষয়ঃ' [বৃঃ ২।২।৩] ইতি। জগদুৎপত্তেঃ প্রাক্প্রাণশব্দিতানামিন্দ্রিয়াণাং সদ্ভাবশ্রবণাৎ। প্রাণোৎপত্তিবাদিশ্রুতয়ো জীবোৎপত্তিবাদিশ্রুতিবদ-ন্যথা নেয়া ইতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে, তথা প্রাণা বিয়দাদিবৎপ্রাণশব্দ-বাচ্যাদিন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্ত এব। 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' [ছাঃ ৬।২।১] 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ' [ঐঃ ১।১] ইত্যাদিষু প্রাক্-সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি

চেতীন্দ্রিয়াণামাহত্যোৎপত্তিশ্রবণাচ্চোৎপদ্যন্ত এব। ন চেন্দ্রিয়োৎপত্তি-বাদো জীবোৎপত্তিবাদবদন্যথা নেয়ঃ। বাধকাভাবাৎ। 'প্রাণা বা ঋষয়ঃ' ইত্যত্র প্রাণশব্দস্য সার্ব্বজ্ঞ্যবাচিঋষিশব্দসমানাধিকরণপরতয়া পরমাত্মবাচিত্বেনেন্দ্রিয়বাচিত্বাভাবাৎ। কথং তর্হ্যেকস্মিন্‌পরমাত্মনি প্রাণা বা ঋষয় ইতি বহুবচনোপপত্তিরিতি চেত্তত্রাহ—গৌণ্যসম্ভবাৎ। তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ বহুবচনশ্রুতির্গৌণী। তত্র বহুত্বাসম্ভবাৎ পরমাত্মন-এব সৃষ্টেঃ প্রাগবস্থানশ্রবণাৎ। তস্যৈব প্রাণশব্দেন প্রতিপাদনীয়ত্বাৎ। 'তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ' [ব্রঃ সূঃ ২।৪।৪]। বাগিন্দ্রিয়স্য বাগিন্দ্রিয়কার্য্যা-ভিলপনকর্ম্মভূতনামবাচ্যবিয়দাদিসৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎপ্রলয়ে বাগিন্দ্রিয়াদি-কার্য্যশব্দাভিলাপাদিপ্রয়োজনাভাবান্ন প্রলয়ে তেষামবস্থিতিরিতি স্থিতম্। তথা তত্রৈব পাদে—আনীদবাতং স্বধয়া তদেকমিতি মহা-প্রলয়সময়ে প্রাণকার্য্যাননশ্রবণাৎ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতি মুখ্য-প্রাণোৎপত্তিবাদো জীবোৎপত্তিবাদবন্নেতব্য ইতি শঙ্কায়াং শ্রেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠপ্রাণ ইন্দ্রিয়বদুৎপদ্যতে। আনীদবাতমিতি পরব্রহ্মণোহননং বিদ্যমানত্বমুচ্যতে ন মুখ্যপ্রাণস্য। অবাতমিতি বায়ুমাত্রসত্তায়াস্তত্রৈব প্রতিষিদ্ধত্বাদিতি স্থিতম্। তথা বিয়ৎপাদে 'বায়োরগ্নিঃ' 'অগ্নেরাপঃ' 'অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' [তৈঃ ২।১] ইত্যাদৌ বায়ুরূপাদ্‌ব্রহ্মণোঽগ্নিসৃষ্টিরুত কেবলবায়োরেবেতি বিষয়ে, 'তেজোঽতস্তথা হ্যাহ' [ব্রঃ সূঃ ২।৩।১০]। অতঃ কেবলবায়োরেব তেজ উৎপদ্যতে। বায়োরগ্নিরিতি হি শ্রুতি-রাহ। আপঃ। আপস্তেজস এবোৎপদ্যন্তে। অগ্নেরাপ ইতি হি শ্রুতি-রাহ। পৃথিবী। পৃথিব্যদ্ভ্য এবোৎপদ্যতে। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। তা অন্নমসৃজন্তেতি হি শ্রুতিরাহ। নন্ত কথমন্নশব্দেন পৃথিব্যভিধীয়তে তত্রাহ—অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যো মহাভূতসৃষ্ট্যধিকারাৎপৃথিব্যেবান্ন-কারণভূতাঽন্নশব্দেনোপচারাদুচ্যতে। তথা 'যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য' [ছাঃ ৬।৪।১] ইতি

কুক্ষরূপস্যান্নসম্বন্ধিতয়া কীর্ত্তনান্ন মুখ্যমন্নমন্নশব্দেনোচ্যতে, অপি তু পৃথিব্যেব। তৈত্তিরীয়কে—'অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী' ইতি পৃথিবীবাচকবিস্পষ্টশব্দান্তর-শ্রবণাচ্চান্নশব্দেন পৃথিব্যেবোচ্যতে। ততশ্চ কেবলবায়্বাদেরেবাগ্ন্যাদ্যুৎপত্তির্ন তু তচ্ছরীরকব্রহ্মণ ইতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে—'তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎসঃ' [ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৩]। তু শব্দঃ পক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। বায়্বগ্ন্যাদিশব্দেন স পরমাত্মৈবাভিধীয়তে। 'তত্তেজ ঐক্ষত। তা আপ ঐক্ষন্ত' ইতি তত্তৎকার্য্যসৃষ্টিসঙ্কল্পলক্ষণাভিধ্যানরূপাৎপরমাত্ম-লিঙ্গাদচেতনে তেজআদৌ ঈক্ষণাসম্ভবাৎ। 'বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ' [ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৪]। তুশব্দোঽবধারণে। 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী' ইত্যেবং সর্ব্বেষাং ভূতানাং পরব্রহ্মানন্তর্য্যরূপো বায়োরগ্নিরগ্নেরাপ ইত্যুক্তক্রমবিপর্য্যয়েণ শ্রূয়মাণো যঃ ক্রমঃ স বায়্বাদিশরীরক-পরমাত্মোপাদানকত্ব এবোপপদ্যতে, ন কেবলবায়্বাদ্যুপাদানকত্ব ইত্যর্থঃ। 'অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ' [ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৫]। বিজ্ঞানসাধনত্বাদিন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমিত্যুচ্যতে। নন্বেতস্মাজ্জায়ত ইতি বাক্যং প্রাণাদীনাং সর্ব্বেষামব্যবহিতব্রহ্মোপাদানকত্বং প্রতিপাদয়িতুং ন প্রবৃত্তং কিন্তু প্রাণোৎপত্ত্যনন্তরং মনসশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং চোৎপত্তিঃ। তত আকাশাদিভূতানামুৎপত্তিরিতীন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ প্রাণভূতান্তরালসৃষ্টত্বপ্রতিপাদনার্থং প্রবৃত্তম্। শ্রুত্যন্তরসিদ্ধমহাভূতসৃষ্টিক্রমপ্রত্যভিজ্ঞানরূপাল্লিঙ্গাদিতি চেন্ন। অবিশেষাৎ। অবিশেষেণ প্রাণাদীনাং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মানন্তর্য্যরূপক্রমপ্রতীতেস্তৎপরিত্যাগে কারণাভাবাৎ। নন্বায়্বাদিশরীরকব্রহ্মণোঽগ্ন্যাদ্যুৎপত্তৌ বায়্বাদিশব্দানাং তচ্ছরীরকব্রহ্মণি লক্ষণা স্যাত্তত্রাহ—চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ। তুশব্দঃ শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়ো দেবমনুষ্যবৃক্ষাদিশব্দব্যপদেশো ভাক্তঃ। বাচ্যৈকদেশে

ভজ্যত ইত্যর্থঃ। ভক্ত্যা প্রযুক্তো ভাক্তঃ। ভক্তির্ভঙ্গঃ। বিশিষ্ট-বাচী শব্দো বিশেষণমাত্রে ভঙ্ক্ত্বা প্রযুজ্যতে। বাচৈাকদেশে প্রয়োগা-দ্ভজ্যতে ইত্যর্থঃ। বচসাং বাচ্যমুত্তমমিত্যাদিপ্রমাণানুসারাৎসর্ব্বেষাং চরাচরশব্দানাং বিশিষ্টং ব্রহ্মৈবার্থঃ। বিশেষণমাত্রপ্রয়োগত্বমুখ্যঃ। ততশ্চ বায়্বাদিশব্দৈর্ব্রহ্মাভিধানং মুখ্যমেব। যদ্বা—অভাক্ত ইতি চ্ছেদঃ। চরাচরবাচিশব্দৈর্ব্রহ্মব্যপদেশেঽভাক্তো মুখ্য ইতি যাবৎ। শরীরবাচি-শব্দানাং শরীরিপর্য্যন্তত্বাদিতি স্থিতম্ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রাণাদীনাং সৃষ্টেঃ কথনাৎ পূর্ব্বমসত্তা প্রতীয়তে অতএব পূর্ব্বমুক্তং ততোঽক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র-চৈবাপিযন্তি"ইতি, ইদন্ত প্রাকৃতিকসৃষ্টিপরম্। তস্য অপ্রাকৃত স্বরূপান্ত-বর্ত্তিনস্ত প্রাণাদয়ো নিত্যা ইতি। প্রাণ ইতি মুখ্য প্রাণপরম্। ইতরেতু সপ্ত প্রাণাঃ সঙ্কীর্ত্ত্যন্তে যথা অত্রৈবোপনিষদি 'সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাদিতি' নন্বয়ং বিরোধঃ কথমবসেয়ঃ ইতি চেৎ মুখ্যপ্রাণস্যান্যেষামুপ-জীব্যত্বাদেকত্বম্, শীর্ষণ্য প্রাণানাং সপ্তত্বম্ শ্রোত্রাদীনামেবপ্রাণরূপত্বাৎ তদুপজীবিত্বমিত্যবিরোধ ইতি তদুক্তং ভাষ্যকৃতা দ্বে শ্রোত্রে, দ্বে চক্ষুষী, দ্বে নাসিকে একা বাগিতি। অথ ভূতসৃষ্টিমাহ—খং বায়ুরিত্যাদিনা শ্রুতি-রপি 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুরিতি। অত্রবায়ুর্ব্বাহ্য ইতি জাতাবেকবচনং তস্যাপি বৃত্তিভেদেন নানাত্বমিতি। অন্তর্ব্বর্ত্তিনোবায়োরপি বৃত্তিভেদাৎপঞ্চবিধত্বম্। ভাগবতেঽপি 'কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। তং দেবশক্ত্যাং গুণকর্ম্মযোনৌ রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ"ইতি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে কি প্রকারে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি হয়, তাহাই শ্রুতি এক্ষণে বলিতেছেন।

যদিও পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম প্রাকৃত আকার-রহিত অর্থাৎ প্রাকৃত মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাবৎ করণসমূদয়ের সর্ব্বথা অতীত তথাপি স্বীয়

সর্ব্বশক্তিমত্তা দ্বারা সর্ব্ব কার্য্য-সাধনে সমর্থ। এই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতেই জগৎ-সৃষ্টিকালে প্রাকৃত প্রাণ, মন (অন্তঃকরণ) ও সমুদয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, এমন কি, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত সমস্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥"

(ভাঃ ৩।২৬।৩)

অর্থাৎ অনাদি পরমাত্মাই পুরুষ ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃতগুণরহিত ; তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য কারণার্ণবধামপতি—স্বপ্রকাশ বস্তু ; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকাশিত।

আরও পাই,—

"ব্যক্তাদয়ো বিকুর্ব্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।
লব্ধবীর্য্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্ব্বলাৎ॥"

(ভাঃ ১১।২২।১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজা-গলস্তন॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৯-৬১)

শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" (গীঃ ৯।১০)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলেন,—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ... ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ" (শ্বেঃ ৪।৯-১০) ঐতরেয়োপনিষদেও পাই,—"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (ঐঃ ১।১।১)।

বেদান্তসূত্রের "বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ" (বেঃ সূঃ ২।৩।১৩) সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—"তু-"শব্দোঽবধারণে। "এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" ইতি মুণ্ডকাদি শ্রুতৌ সুবালশ্রুত্যাদি দৃষ্টাৎ প্রধানমহদাদিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ যঃ ক্রমঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরানন্তর্য্যরূপঃ সর্ব্বেষাং প্রাণাদি-পৃথিব্যন্তানাং প্রতীয়তে স খলতঃ সর্ব্বেশ্বরাদেব তত্তদ্বস্তুশক্তিকাৎ তত্তৎকার্য্যোৎ-পত্তেরুপপদ্যতে। অন্যথা শব্দস্বারস্যভঙ্গঃ। সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বাপাদানত্বং সর্ব্বস্রষ্টৃত্বং তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ব্যাকুপ্যেৎ, জড়ৈঃ প্রধানাদিভি-স্তত্তৎপরিণামাসম্ভবশ্চেতি চ শব্দাৎ। তস্মাৎ স এব সর্ব্বত্র সাক্ষাদ্ধে-তুরিতি" ॥৩॥

**শ্রুতিঃ—অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥৪॥**

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি বর্ণিত হইতেছে] অগ্নিঃ (দ্যুলোক) অস্য (এই বিরাট্ পুরুষের) মূর্দ্ধা

(মস্তক), চন্দ্রসূর্য্যৌ চক্ষুষী (চন্দ্র ও সূর্য্য দুইটি চক্ষুঃস্বরূপ) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) শ্রোত্রে (দুইটি কর্ণ) চ (এবং) বিবৃতাঃ বেদাঃ (বিস্তৃত বেদসমূহ) [যস্য—যাঁহার] বাক্ (বাক্য) বায়ুঃ (বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তিসহিত বায়ু) [যাঁহার] প্রাণঃ (প্রাণ), বিশ্বম্ (সমস্ত জগৎ) হৃদয়ম্ (মনঃস্বরূপ, কারণ তাঁহার মনের সঙ্কল্পমাত্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে) পৃথিবী (সকলের আশ্রয় পৃথিবী) [যস্য] পদ্ভ্যাং [জাতা] (যাঁহার দুইটি চরণ হইতে উদ্ভূত) এষঃ হি (এই বিরাট্ পুরুষ) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সকল প্রাণীর ও ভূতবর্গের অন্তরাত্মা অর্থাৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পরমাত্মস্বরূপে বর্ত্তমান) ॥৪॥

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষের বিরাট্‌রূপের বর্ণন করিতেছেন—লোকের যেমন মস্তক দেহের উপরিভাগে থাকে সেইরূপ দ্যুলোক তাঁহার মস্তক। প্রকাশক হিসাবে চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, দিগ্-ব্যাপী বায়ু তাঁহার শব্দ-গ্রহণকারী কর্ণ, সমস্ত বেদশাস্ত্র তাঁহার বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য, মহাবায়ু তাঁহার দেহধারক প্রাণ, জগৎ তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনের কার্য্য, সর্ব্বাধার পৃথিবী তাঁহার দুইচরণ, অর্থাৎ চরণের কার্য্য করিতেছে। তিনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা ; মহাবিষ্ণু এই বিরাট্ দেহধারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে পরমাত্মরূপে অবস্থিত ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমনুসরামঃ—অগ্নির্মূর্ধা⋯সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥

অমুং মন্ত্রং প্রস্তুত্য স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিত্যত্রাগ্নিরিহ দ্যুলোকঃ। 'অসৌ বৈ লোকোঽগ্নিঃ' [বৃঃ ৬।২।৯] ইতি শ্রুতেঃ। স্মরন্তি চ মুনয়ঃ—

"দ্যাং মূর্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিশ্চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিং চ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা ॥"

ইতি ভাবিতম্। বাগ্বিবৃতা বাগিন্দ্রিয়ব্যাপারা এব বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণঃ। মহাবায়ুরেব দেহাধারকঃ প্রাণঃ। জগৎসর্ব্বমস্য দেহান্তর্বর্ত্তিহৃদয়াখ্যমাংসবিশেষঃ। পদ্ভ্যাং পৃথিবী। পাদাবেব পৃথিবীত্যর্থঃ। প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি তৃতীয়া। সর্ব্বভূতানাং তচ্ছরীরকত্বাৎ-সর্ব্বেষামন্তরাত্মেত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ বিরাট্-সৃষ্টিমাহ—অগ্নিরিত্যাদিনা, 'তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ। স জাতোঽত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথোপুরঃ' ইতি শ্রুত্যা তস্মাদেব পরমপুরুষাদ্ বিরাট্ সৃষ্টিঃ প্রথমাসীদিতি কথিতম্। সাচ মস্তকাদ্যবয়বরূপণেন বর্ণ্যতে, অগ্নিঃ অত্র দ্যুলোকাগ্নির্গ্রাহ্যঃ তস্যৈব পুরুষমস্তকায়িতত্বাৎ, যস্য মূর্ধা শিরঃ, চন্দ্রসূর্য্যৌ প্রকাশধর্ম্মাণৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চক্ষুষী দ্বে নয়নে, 'চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত' ইতি চ শ্রুতিঃ, দিশঃ—সর্ব্বা দিশঃ যস্য শ্রোত্রে কর্ণৌ অভূতান্, শ্রোত্রস্য শব্দগ্রাহকত্বাৎ শব্দস্য চ বায়ুনীতত্বেন, বায়োশ্চ সর্ব্বব্যাপিত্বেনৈবং রূপণম্। বেদাশ্চ যস্য বাগ্ বিবৃতাঃ—বাচা বাক্শক্ত্যা মুখান্তর্ব্বর্ত্তিবায়ুনা বিবৃতাঃ প্রকাশিতাঃ তথাচ শ্রুতিঃ এতস্যৈব মহাভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি। বায়ুঃ বাহ্যোমহাবায়ুঃ গ্রাহ্যঃ তস্যৈব দেহাধারকত্বাৎ, সোঽস্য প্রাণঃ প্রাণ-ইব। বিশ্বং সর্ব্বং জগৎ অস্য বিরাট্পুরুষস্য হৃদয়ম্—অন্তঃকরণং জগতোঽস্যান্তঃকরণ-বিকারত্বাৎ। যস্য পদ্ভ্যাং পাদৌ, প্রকৃত্যাদিত্বাৎ অভেদে তৃতীয়া অথবা অপাদানে পঞ্চমী। তথাচ পুরুষসূক্তং—'পদ্ভ্যাং ভূমিঃ' ইতি। অতঃ এষঃ বিষ্ণুঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মা অন্তর্য্যামী পরিচালক ইত্যর্থঃ' 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' ইতি শ্রুতিঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—সংক্ষেপে পরমেশ্বর হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বের উৎপত্তির প্রকার বর্ণন পূর্ব্বক এক্ষণে এই জগতে ভগবানের বিরাট্ রূপের বর্ণন করিতেছেন।

স্বর্গ যাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সকল কর্ণদ্বয় এবং প্রকটিত বেদসমূহ যাঁহার বাক্, বায়ু যাঁহার প্রাণ, বিশ্ব যাঁহার হৃদয়, যাঁহার পদযুগল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।

বিরাট্‌রূপের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে,—

"বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্।
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ॥
অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥"
(ভাঃ ২।১।২৪-২৫)

শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

"তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥" (গীঃ ১১।১৩) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ
সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই মন্ত্রে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিতেছেন] তস্মাৎ (সেই পরমপুরুষ হইতে) অগ্নিঃ (দ্যুলোকাগ্নি) [সেই দ্যুলোকাগ্নি কিরূপ ?] সূর্য্যঃ যস্য সমিধঃ (সূর্য্য যাহার ইন্ধনস্থানীয় অর্থাৎ ঐ দ্যুলোককে সূর্য্যই প্রদীপ্ত করেন। তাহা হইতে সোম উৎপন্ন, দ্যুলোকাগ্নিতে দেবতারা যে শ্রদ্ধা আহুতি দেন, তাহা

হইতে সোমরূপ অগ্নির উৎপত্তি হইল) সোমাৎ (সোম হইতে) পর্জ্জন্যঃ (মেঘরূপ দ্বিতীয় অগ্নি উৎপন্ন হইল) [তস্মাৎ—সেই পর্জ্জন্য হইতে] পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীরূপ অগ্নিতে) ওষধয়ঃ (ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হইল) [ওষধি সকল পুরুষাগ্নিতে হুত হইলে তাহা হইতে] পুমান্ (পুরুষাগ্নি জন্মিয়া) যোষিতায়াং (যোষিৎ অগ্নিতে) রেতঃ (শুক্র) সিঞ্চতি (নিক্ষেপ করে) [এইরূপ ক্রমে] বহ্বীঃ—বহ্ব্যঃ (বহু সংখ্যক) প্রজাঃ (প্রাণী) পুরুষাৎ (সেই পরমপুরুষ হইতেই) সম্প্রসূতাঃ (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥৫॥

অনুবাদ—অতঃপর পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিতেছেন—সেই পরমপুরুষ হইতে দ্যুলোকাগ্নি উৎপন্ন হইল, যে দ্যুলোকাগ্নিকে সূর্য্যই সমিধ্‌রূপে প্রকাশ করিতেছেন। সেই দ্যুলোকাগ্নি হইতে সোম নিষ্পন্ন হইল, তাহা হইতে পর্জ্জন্যাগ্নি সম্ভূত হইল, পর্জ্জন্য হইতে পৃথিবী-অগ্নিতে ওষধি অর্থাৎ শস্য বৃক্ষের উৎপত্তি হইল, পরে সেই ওষধি পুরুষনামক অগ্নিতে আহুত হইল। পুরুষ যোষিৎ (স্ত্রী জাতি) অগ্নিতে ওষধি-পরিণাম শুক্র নিষেক করিল, তাহাতেই সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি হইল, এইরূপে পরমপুরুষ হইতেই সমস্ত প্রজার উৎপত্তি জ্ঞাতব্য ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মাদগ্নি······সূর্য্যঃ।

তস্মাদক্ষরাৎ। অগ্নির্দ্যৈত্যগ্নিশব্দনির্দ্দিষ্টো দ্যুলোকো যস্যাগ্নেঃ সূর্য্যঃ সমিধ ইন্ধনানি। 'অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্যাদিত্য-এব সমিৎ' [বৃঃ ৬।২।৯] ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং শ্রবণাৎ।

সোমাৎ······পৃথিব্যাম্। অতো হি দ্যুলোকাগ্নের্নিষ্পন্নাৎসোমাৎ-পর্জ্জন্যোঽগ্নির্দ্বিতীয়ঃ সম্ভবতি।

তস্মাৎপর্জ্জন্যাদোষধয়ঃ পৃথিব্যামগ্নৌ সম্ভবন্তি। পুমান্···যোষিতায়াম্।

ওষধিভ্যঃ পুরুষাগ্নৌ হুতাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ পুরুষরূপোঽগ্নি-র্যোষিদ্রূপাগ্নৌ রেতঃ সেকং করোতি।

বহ্ব্যঃ······প্রসূতাঃ॥ এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যোক্তক্রমেণ বহ্ব্যঃ প্রজাঃ পরস্মাৎ পুরুষাৎসংপ্রসূতাঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসনার্থং তা উল্লিখ্যন্তে—তত্র আহুত্যাধারঃ, আহুতিকর্ত্তা, আহুতিদ্রব্যঞ্চ বক্তব্যম্—প্রথমাহুতৌ আধার আহবনীয়োঽগ্নিঃ, পয়োদ্রব্যমাজ্যং, আহুতিকর্ত্তৄণি ইন্দ্রাদয়ঃ বিপরিণময্যমানাঃ, অতশ্চ দ্যুলোকঃ অগ্নিঃ, তস্মাৎ সোমোঽজায়ত। সোমাৎ পর্জ্জন্যঃ ইতি দ্বিতীয়ঃ। উক্তঞ্চ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ সোমোরাজা সম্ভবতীতি। তথাচ বৃহদারণ্যকে 'পর্জ্জন্যো বা অগ্নির্গৌতম ···এতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি' ইতি, 'পৃথিব্যেব সমিদগ্নিঃ···অগ্নৌ দেবাস্তস্মিন্নেবাগ্নৌ বৃষ্টিং জুহ্বতি। ইতি তৃতীয়োঽগ্নিঃ পৃথিবী। ততশ্চতুর্থোঽগ্নিঃ পুরুষঃ···এতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতীতি, পঞ্চমোঽগ্নিঃ যোষিৎ,···এতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতোজুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতীতি। এবং ক্রমেণ বহ্ব্যঃ প্রজাঃ পরমপুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ॥ স্মৃতিশ্চ 'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ' ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পরমপুরুষ হইতে চরাচর জগতের উৎপত্তি কিরূপ ক্রমানুসারে হয়, সেই জিজ্ঞাসায় প্রকারান্তরে জগতের উৎপত্তির ক্রম বলিতেছেন।

শ্রীভগবান্ যখন যেরূপ সংকল্প করেন, তখন সেইপ্রকারে ক্রমানুসারে জগতের উৎপত্তি হয়।

এই মন্ত্রের সারাংশ এই যে, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সর্ব্বপ্রথম উঁহার অচিন্ত্য শক্তি হইতে এক অদ্ভুত অগ্নিতত্ত্ব উৎপন্ন করেন, যাহার সমিধ্ অর্থাৎ ইন্ধন সূর্য্য, যে সূর্য্য বিশ্বরূপে প্রজ্বলিত থাকে। অগ্নি হইতে চন্দ্রমা উৎপন্ন; চন্দ্রমা হইতে মেঘ উৎপন্ন; মেঘ হইতে বর্ষা দ্বারা পৃথিবীতে নানাপ্রকার ওষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ ওষধি ভক্ষণ হইতে উৎপন্ন বীর্য্য পুরুষ স্ত্রীতে নিষেক করিয়া থাকে, যাহা হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে পরমেশ্বর হইতে নানাপ্রকারের জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতেই সর্ব্ববস্তুর উৎপত্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ।
তত্ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্॥
যো মায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্-
বিভর্ত্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ।
যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া
তমাত্মতন্ত্রং ভগবন্ প্রতীমহি" (ভাঃ ৪।২৪।৬০-৬১)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীঃ ১০।৮) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[কেবল লোকসৃষ্টি নহে, বৈদিক কর্ম্মের সাধন ও সাধ্যফলও সেই পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে] তস্মাৎ (সেই

পরমপুরুষ হইতে) ঋচঃ (প্রতিপাদে সমান অক্ষরগণনায় গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোনিবদ্ধ ঋক্‌মন্ত্রসমূহ) সাম (স্তোমাদি গীতবিশিষ্ট সাম-মন্ত্রসমূহ) যজূংষি (অক্ষরগণনারহিত যজুঃ-মন্ত্রবাক্য) দীক্ষাঃ (যজ্ঞে ব্রতী যজমানের নিয়মাবলী) সর্ব্বে যজ্ঞাঃ চ (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সর্ব্ববিধ যজ্ঞ) ক্রতবঃ (পশুযাগ প্রভৃতি যূপবিশিষ্ট যজ্ঞ) দক্ষিণাঃ চ (এবং কর্ম্মভেদে নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা) সংবৎসরঃ (সাবন-গণনায় গণিত মাসাদি ধরিয়া নির্ণীত বৎসর প্রভৃতি যজ্ঞের বিহিত কাল) যজমানশ্চ (যাগকর্ত্তা) লোকাঃ (যজ্ঞের ফলভূত স্বর্গাদিলোক) [কিরূপ সেই কর্ম্মফলভূত লোক ?] যত্র (যে লোকে) সোমঃ (চন্দ্র) পবতে (পিতৃযান পথে গত লোকগুলিকে পবিত্র করিতেছেন) যত্র সূর্য্যঃ (যে লোকে সূর্য্য) [পবতে—দেবযানে গত বিদ্বৎ পুরুষ-দিগকে কিরণ দিয়া থাকেন অর্থাৎ জ্যোতিঃ বিতরণ করেন] ॥৬॥

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষ হইতে ঋক্‌, সাম, যজুর্ব্বেদ, যজ্ঞে ব্রতীদিগের মৌঞ্জীবন্ধনাদি নিয়ম, অগ্নিহোত্রাদি সকল যজ্ঞ, যূপ-সমন্বিত যাগ, বিহিত নানাবিধ দক্ষিণা, সংবৎসরাদি বিহিত যজ্ঞকাল, যজমান ও কর্ম্মফল স্বর্গাদি উদ্ভূত হইল। এই পারলৌকিক গতি দুই প্রকার দক্ষিণায়নে মৃত পিতৃযান-গত লোকদিগকে চন্দ্র পবিত্র করিয়া থাকেন এবং উত্তরায়ণে মৃত দেবযান দ্বারা গত ব্যক্তিদিগকে সূর্য্য জ্যোতিঃ দান করিয়া থাকেন ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মাৎ……লোকাঃ। তস্মাদক্ষরপুরুষাদৃগ্‌যজুঃ-সামবেদা অগ্নিহোত্রাদ্যা যজ্ঞাঃ সোমবিকারাঃ ক্রতবশ্চ দক্ষিণাশ্চ সংবৎসরাদ্যাঃ কালা যজমানঃ কর্ম্মফলভূতাঃ স্বর্গাদ্যা লোকাশ্চোৎপন্না ইত্যর্থঃ।

সোমো……সূর্য্যঃ। যে লোকাশ্চন্দ্রসূর্য্যকিরণপূতা ভবন্তি ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ন কেবলং লোকা এব তস্মাৎ প্রসূতাঃ, পরং যজ্ঞাঃ যজ্ঞসাধনানি তৎ ফলাণি চ তস্মাদুদ্ভূতানীত্যাহ—তস্মাদিতি তস্মাৎ পরমপুরুষাৎ ঋচঃ প্রতিপাদং নিয়তাক্ষরা গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোনিবদ্ধামন্ত্রাঃ সম্প্রসূতা ইত্যনুষজ্জতে। এবং সাম গেয়মন্ত্রাঃ, যজূংষি অনিয়তাক্ষরা অচ্ছন্দসোমন্ত্রাঃ, দীক্ষা যজমানস্য মৌঞ্জীধারণাদিনিয়মাঃ; সর্ব্বে যজ্ঞাঃ অগ্নিহোত্রাদয়ঃ, ক্রতবঃ সযূপাঃ পশুযাগাদয়ঃ, দক্ষিণাশ্চ একগবাদ্যা সর্ব্বস্বান্তা, সংবৎসরঃ কর্ম্মস্য বিহিতঃ কালঃ, যজমানশ্চ যাগকর্ত্তা, লোকাঃ কর্ম্মফলানি স্বর্গাদীনি, কীদৃশা লোকাঃ উচ্যন্তে যত্র যেষু লোকেষু সোমঃ চন্দ্রঃ পবতে পিতৃযানেন চন্দ্রলোকগতান্ পুনাতি, এবং যত্র সূর্য্যঃ পবতে আদিত্যমার্গেণ দেবযানেন স্বর্গলোকগতান্ তপতি। উক্তঞ্চ পুরুষসূক্তে 'তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্ব হুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়তে'তি। স্মৃত্যাপি—'ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্ম্মুখৈঃ। শস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিং স্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ'। ইতি ॥৬॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তির ক্রম বর্ণন করিয়া এক্ষণে সকলের রক্ষার নিমিত্ত যজ্ঞাদি, যজ্ঞের সাধন এবং উহার ফলও যে পরমেশ্বর হইতেই প্রকট হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন।

সেই পরমেশ্বর হইতে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবিধ বেদমন্ত্র, দীক্ষা অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি-অনুসারে কোন্ যজ্ঞ আরম্ভকালে যজমান যে সংকল্পের সহিত উহার অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয় নিয়ম-পরিচালনের ব্রত লইয়া থাকে, তাহাকে দীক্ষা বলে। সর্ব্ববিধ যজ্ঞ এবং পশুবন্ধন কাষ্ঠবিশিষ্ট যজ্ঞ অর্থাৎ যে যজ্ঞে যূপ-নির্ম্মাণের বিধি আছে,

তাহাকে ক্রতু বলা হয়। দক্ষিণা, সংবৎসরকাল, যজ্ঞের অধিকারী যজমান, যজ্ঞের ফলস্বরূপে যে সব লোক লাভ হয়। দক্ষিণায়নে মৃত-ব্যক্তিকে যেখানে চন্দ্র নিজ শীতলকর প্রকাশ দ্বারা পবিত্র করেন ও উত্তরায়ণ-মার্গে গত ব্যক্তিগণকে যেখানে সূর্য্য নিজ প্রখরকর কিরণ দ্বারা তাপ দান করেন ; এই সকলই পরমেশ্বর হইতে প্রকটিত।

পঞ্চাগ্নিবিষয় ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের চতুর্থখণ্ড হইতে অষ্টম খণ্ড পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য এবং বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের নবম মন্ত্র হইতে ত্রয়োদশ মন্ত্র পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যদধাদ্ যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধম্॥
ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে॥"

(ভাঃ ১।৪।১৯-২০)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্॥" (গীঃ ১০।৩৫) ॥৬॥

**শ্রুতিঃ—তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—তস্মাৎ চ (আর সেই পরমপুরুষ হইতে) বহুধা (বসু প্রভৃতি গণভেদে বহু প্রকার) দেবাঃ (যজ্ঞের উদ্দেশী-ভূত দেবতা) সম্প্রসূতাঃ (উৎপন্ন হইল); সাধ্যাঃ (সাধ্যনামক

দেবযোনিবিশেষ) মনুষ্যাঃ (যাগাদিতে অধিকারী মনুষ্য) পশবঃ (যাগাঙ্গ পশু ও গ্রাম্য-আরণ্য পশুসমূহ) বয়াংসি (পক্ষিসমূহ) প্রাণাপানৌ (জীবের জীবনধারণের হেতুভূত প্রাণ ও অপানবায়ু) ব্রীহিযবৌ (যজ্ঞসাধন পুরোডাশাদির উপাদান ধান্য ও যব) তপশ্চ (চিত্তসংস্কারক কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত) শ্রদ্ধা (শাস্ত্রে ও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস) সত্যং (মিথ্যাবর্জ্জন, যথাভূত পদার্থ কথন, লোকের অপীড়াকর কার্য্য) ব্রহ্মচর্য্যং (স্ত্রীসংসর্গত্যাগ, অষ্টবিধ মৈথুনপরিহার, যথা—অভীষ্ট নারীর স্মরণ, কীর্ত্তন, ক্রীড়া, সানুরাগদর্শন, গোপনে আলাপ, প্রাপ্তির সঙ্কল্প, অধ্যবসায় অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গের চেষ্টা, ক্রিয়া নির্বৃতি—এই আট প্রকার মৈথুন সর্ব্বথা বর্জ্জন ;—ইহাই যাগাঙ্গ ও চিত্ত শোধক) বিধিশ্চ (এবং শাস্ত্রোক্ত বিধান, ক্রমপরিপাটী—এই সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল)।৭।

অনুবাদ—যজ্ঞসাধনগুলিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন ; ইহাই বলিতেছেন —সেই পরমপুরুষ হইতে যজ্ঞের উদ্দেশ্যীভূত দেবতা বসু প্রভৃতি গণভেদে নানাপ্রকার দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। সাধ্যনামক দেবযোনিগণ, যজ্ঞে অধিকৃত পুরুষ, যজ্ঞে আলভনের পশু ও পক্ষী, জীবন স্বরূপ প্রাণ ও অপানবায়ু; যজ্ঞীয় হবিঃস্বরূপ ধান্য ও যব, চিত্তশুদ্ধ্যঙ্গ-তপস্যা, সিদ্ধির মূলীভূত শ্রদ্ধা, সর্ব্ববিষয়ক মিথ্যা-বর্জ্জন, অকর্কশ ভাষণ, অষ্টবিধ স্ত্রী-সম্পর্ক ত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্য ও কল্পশাস্ত্রোক্ত প্রয়োগবিধি— এগুলি সমস্তই সেই পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।৭।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মাচ্চ……বয়াংসি।

বহুধা কর্ম্মজ্ঞানজাদিভেদাচ্চ বহুধেত্যর্থঃ। বয়াংসি পক্ষিণঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্। প্রাণা……বিধিশ্চ।

যবো দীর্ঘশূকধান্যবিশেষঃ। ব্রীহিযবশব্দৌ ধান্যমাত্রোপলক্ষকৌ। তপঃ কৃচ্ছ্রাদিলক্ষণম্। শ্রদ্ধাস্তিক্যবুদ্ধিঃ। সত্যং সত্যবচনম্। ব্রহ্ম-

চর্য্যং স্ত্রীসঙ্গাদিরাহিত্যম্। বিধীয়ত ইতি বিধিঃ নিত্যনৈমিত্তিকাদিঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ যজ্ঞসাধনানি নির্দ্দিশ্যন্তে যথা তস্মাৎ পরমপুরুষাৎ দেবাঃ—আহুতিসম্প্রদানভূতা ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ, তানের বিশিনষ্টি বহুধা বহুপ্রকারা যথা বিশ্বেদেবা মরুতশ্চোমপাশ্চ, তথা সাধ্যাঃ সাধ্যসংজ্ঞকা দেবযোনিবিশেষাঃ, মনুষ্যাঃ যাগে অধিকৃতাঃ পুরুষাঃ, পশবঃ গ্রাম্যা আরণ্যকাশ্চ যথোক্তং 'তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।' বয়াংসি পক্ষিণঃ যাগবিশেষাঙ্গভূতাঃ, প্রাণাপানৌ জীবনভূতৌ প্রাণাপানৌ ইতরেষামুপলক্ষকৌ প্রাধান্যেন যয়োর্নির্দ্দেশঃ কৃতঃ। এবং ব্রীহিযবৌ যজ্ঞে হবিঃসাধনে, পুরোডাশাদি সাধনত্বাৎ, তপশ্চ সত্ত্ব-শোধকং কর্ম্মাঙ্গং, এতত্তু নিয়মাঙ্গং শ্রদ্ধা সিদ্ধের্মূলীভূতঃ শাস্ত্রার্থে দৃঢ়-প্রত্যয়ঃ, সত্যং যথার্থভাষণং, যথা ব্যবহারঃ, অপরুষ ভাষণঞ্চ এতৎ তু অন্যেষাং যমানামুপলক্ষণং তেষু চ ব্রহ্মচর্য্যং ইন্দ্রিয়সংযমঃ অষ্টাঙ্গ-মৈথুনবর্জ্জনং প্রধানমিতি পৃথগুক্তম্। বিধিশ্চ কল্পশাস্ত্রোক্তঃ প্রয়োগ-বিধিশ্চ এতানি তস্মাদেব পুরুষাৎ সম্প্রসূতানি ॥৭॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে দেবাদি সমুদয় প্রাণিগণের ভেদ এবং সর্ব্বপ্রকার সদাচার সেই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই বলিতেছেন। তাঁহা হইতেই বসু-রুদ্রাদি বিবিধ দেবতা, সাধ্য প্রভৃতি দেবযোনিবিশেষ, নানাপ্রকার—মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সকলের জীবনরূপ প্রাণ ও অপান, সকল প্রাণীর আহারস্বরূপ ধান্য, যবাদি তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। তাঁহা হইতেই তপস্যা ও শ্রদ্ধা, সত্য এবং ব্রহ্মচর্য্য এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি উৎপন্ন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সব কিছু পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এবং তিনিই সকলের পরম কারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥" (ভাঃ ৪।৩১।১৩)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।" (গীঃ ১১।৬) ॥৭॥

**শ্রুতিঃ—সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৮॥**

অন্বয়ানুবাদ—[অনন্তর হোমস্বরূপ রূপকের দ্বারা বোধনের জন্য বলিতেছেন, সপ্তপ্রাণা ইত্যাদি মন্ত্রে] তস্মাৎ (সেই পরমপুরুষ পরব্রহ্ম হইতে) সপ্ত প্রাণাঃ (মস্তকবর্ত্তী সাতটি প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যথা—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখচ্ছিদ্রবর্ত্তী) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হইয়া থাকে) সপ্ত অর্চ্চিষঃ (সেই সকল প্রাণের সাতটি বিষয়-বোধন শক্তি) সপ্ত সমিধঃ (সাতটি বিষয়) সপ্ত হোমাঃ (সাতটি বিষয়ের বিজ্ঞান) ইমে সপ্তলোকাঃ (এই সাতটি ইন্দ্রিয়ের সাতটি আধার) যেষু (যে ইন্দ্রিয়স্থানে) প্রাণাঃ (শীর্ষণ্য প্রাণবায়ুগুলি) চরন্তি (বিচরণ করিতেছে, ইহারা প্রাণাদি পঞ্চবায়ু হইতে ভিন্ন) গুহাশয়াঃ (সুষুপ্তিকালে জীবহৃদয়ে ঘুমাইয়া থাকে) সপ্ত সপ্ত (ঐ প্রতিপ্রাণীতে সাতটি সাতটি প্রাণ) নিহিতাঃ (বিধাতা কর্ত্তৃক সুষুপ্তিসময়ে লীন হইয়া থাকে) ॥৮॥

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষ হইতে মস্তকস্থিত সপ্ত প্রাণবায়ু অর্থাৎ দুই চক্ষুঃ, দুই কর্ণ, দুইটি নাসিকা ও বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রকার তাহাদের সাতটি বিষয়-প্রকাশন-শক্তি, সাতটি

বিষয়, ইহারা সমিধের মত ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে, তাহাদের সাতটি আহুতি অর্থাৎ বিষয়বিজ্ঞান, ঐ শীর্ষণ্য সাতটি প্রাণ যে সকল স্থানে সঞ্চরণ করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্থান, তাহারাও এই সপ্তলোক। এই-প্রকার সুষুপ্তিকালে হৃদয়মধ্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে স্থিত প্রতি প্রাণীতে সেই সাতটি সাতটি প্রাণবায়ু, ইহারাও সেই পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সপ্ত…তস্মাৎ॥ তস্মাদক্ষরাচ্ছীর্ষণ্যানি চক্ষুঃ-শ্রোত্রনাসিকারন্ধ্রযুগ্মাস্যসঞ্চারীণি সপ্তেন্দ্রিয়াণি উৎপদ্যন্তে।

সপ্তা…জিহ্বাঃ॥ গার্হপত্যাদ্যা অগ্নয়ঃ। ইন্ধনানি। [কালী] প্রভৃতয়ঃ সপ্ত জিহ্বাশ্চ প্রভবন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। সপ্ত…সপ্ত॥

ইমে সপ্তাপি লোকা উৎপন্নাঃ। যেষু লোকেষু হৃদয়গুহায়াং সুষুপ্তিবেলায়াং শয়ানাঃ সপ্ত প্রাণাশ্চক্ষুরাদিগোলকপ্রদেশেষু ধাত্রা বিহিতাঃ সঞ্চরন্তীত্যর্থঃ। সপ্ত সপ্তেতি বীপ্সা পুরুষভেদাভিপ্রায়া ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—হোমাঙ্গং পূর্ণাহুতিমেবং চিন্তয়েৎ যথা সপ্তপ্রাণাঃ শীর্ষণ্যাঃ সপ্তবায়বঃ, তস্মাৎ পরমপুরুষাৎ প্রভবন্তি জায়ন্তে, এতে অগ্নি-স্বরূপাঃ, যতঃ—এষাং সপ্তসংখ্যাকা অর্চ্চিষঃ শিখাঃ অর্চ্চির্যথা প্রকাশয়তি তথা এতেঽপি বায়বঃ শব্দাদিবিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি ইত্যর্চ্চি-ষ্ট্বেন বর্ণিতাঃ। তথা এষাং বিষয়াঃ সপ্ত সমিধঃ সমিন্ধনানি সপ্ত—বিষয়া হি ইন্দ্রিয়াণি দীপয়ন্তি। এষাং হোমাঃ সপ্ত বিষয়বিজ্ঞানানি সপ্তপ্রকারাণি, ইমে সপ্ত জীবশরীরে দৃশ্যমানাঃ, সপ্তলোকাঃ সপ্তে-ন্দ্রিয়াণাং স্থানানি, কীদৃশানি? যেষু ইন্দ্রিয়স্থানেষু প্রাণাঃ বায়বঃ সঞ্চরন্তি সঞ্চরন্ত ইন্দ্রিয়প্রেরকা ভবন্তি, তে হি সপ্ত সপ্ত প্রাণাঃ প্রাণি-ভেদেন সপ্তসংখ্যাকাঃ প্রাণাঃ। সুষুপ্তৌ গুহাশয়াঃ গুহায়াং হৃদয়ে শেরতে বিষয়গ্রহণবিমুখাঃ সপ্তস্তিষ্ঠন্তি, কথন্তদানীং বিষয়গ্রহণাসামর্থ্যং তদাহ—নিহিতাঃ ধাত্রা নির্ব্ব্যাপারাঃ কৃতাঃ, পুরীততি মনো নিলয়াৎ

মনঃসংযোগাভাবেন তে প্রাণাঃ সন্তোঽপি শূন্যা ইব তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ। অস্যাস্বরূপোমন্ত্রশ্চৈবম্ 'সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ, সপ্তঋষয়ঃ সপ্তধাম প্রিয়াণি। সপ্তহোত্রাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি সপ্ত যোনীরাপৃণস্ব ঘৃতেনে'তি ।৮।

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বর হইতে সপ্ত প্রাণ অর্থাৎ যাহাতে বিষয় প্রকাশনের বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে, এইরূপ শিরঃস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়—যথা, দুই দুই চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা ও একটি বাগিন্দ্রিয় এবং তাহাদের কার্য্য দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও বাক্যোচ্চারণ এই সাত বিষয় অর্থাৎ বিষয়-গ্রহণ-কারী শক্তি, ঐ ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়রূপ সপ্ত সমিধ্; সপ্ত প্রকার হবন অর্থাৎ বাহ্যবিষয়রূপ সমিধ্‌কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে নিক্ষেপরূপ ক্রিয়া ও এই ইন্দ্রিয়ের বাসস্থানরূপ সপ্ত লোক, যাহাতে অবস্থান করতঃ ইন্দ্রিয়রূপ সপ্ত প্রাণ আপন আপন কার্য্য করে, নিদ্রাকালে মনের সহিত এক হইয়া হৃদয়রূপ গুহাতে শয়নকারী প্রাণিভেদে সপ্ত সপ্তের সমুদায় পরমেশ্বরের দ্বারাই সমস্ত প্রাণীতে ক্রমে স্থাপিত হইয়া থাকে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥" (গীঃ ৪।২৬-২৭)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের "সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ" (বেঃ সূঃ ২।৪।৫) সূত্রটি আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।

সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে।
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ॥"
(ভাঃ ১১।২২।২) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽ-
স্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—অতঃ (এই পরমপুরুষ হইতে) সর্ব্বে সমুদ্রাঃ (সমস্ত লবণাদি সমুদ্র ও উপসাগরগুলি) গিরয়ঃ চ (এবং হিমালয়াদি পর্ব্বত সমূহ) [সম্প্রসূতাঃ—উৎপন্ন হইয়াছে], সর্ব্বরূপাঃ (নানাবিধরূপধারী) সিন্ধবঃ (নদীগুলি) অস্মাৎ (এই পুরুষ হইতে) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হইতেছে), চ (তথা) অতঃ (এই পুরুষ হইতে) সর্ব্বা ওষধয়ঃ (ব্রীহি যবাদি সর্ব্ববিধ শস্য) রসশ্চ (মধুরাদি ছয় প্রকার রস) [উৎপন্ন হইতেছে] [কিরূপ রস ?] যেন (যে রসহেতু পরিপুষ্ট শরীরে) ভূতৈঃ (ভূতগণের সহিত) এষঃ হি অন্তরাত্মা (এই সর্ব্ব প্রাণীর অন্তর্য্যামী পুরুষ) তিষ্ঠতে (রহিয়াছে) [অতএব যদিও রস পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন মনে হয় তথাপি পাঞ্চভৌতিক শরীরমধ্যে অদৃশ্যভাবে স্থিত সেই অক্ষর পুরুষ হইতেই এই সকল রসের উৎপত্তি জানিবে] ॥৯॥

অনুবাদ—এই পরমপুরুষ হইতে সাগর, উপসাগর, হিমালয়াদি পর্ব্বতরাজি সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে, নানানামে নানারূপে অবস্থিত গঙ্গাদি নদী সকলও ইহা হইতেই প্রবৃত্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ধান্যযবাদি শস্য ভূমি প্রভৃতি হইতে জন্মাইলেও তাহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী সেই পুরুষ হইতেই জন্মিয়া থাকে। দ্রব্যজাত মধুরাদি রসসমূহও ঐ ভাবে

পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন। কারণ এই পরমপুরুষ সর্ব্বভূতের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের অন্তরে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত আছেন ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অতঃ……সর্ব্বে। স্পষ্টোঽর্থঃ।

অস্মাৎ……রূপাঃ। বহুরূপা গঙ্গাদ্যাঃ সরিত ইত্যর্থঃ।

অতশ্চ……রসাশ্চ। স্পষ্টোঽর্থঃ। নন্থ পৃথিব্যা এবৌষধয়ো জায়মানা দৃশ্যন্ত ইক্ষ্বাদিভ্যো রসা জায়মানা দৃশ্যন্তে কথমক্ষরাৎ সর্ব্বং জায়ত ইত্যুচ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

যেনৈষ……রাত্মা। যস্মাৎকারণাদেষোঽক্ষরপুরুষঃ সর্ব্বৈর্ভূতৈঃ পরিবৃতঃ সনন্তরাত্মতয়া বর্ত্ততে তস্মাৎপৃথিব্যাদিভ্যো জায়মানা অপি অক্ষরাদ্ব্রহ্মণো জাতা ইতি শক্যতে বক্তুমিতি ভাবঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতে পরিদৃশ্যমানাঃ সর্ব্বে পদার্থাস্তস্মাদেবাক্ষরাৎ পুরুষাৎ সম্প্রসৃতা ইত্যাহ—অতঃ অস্মাৎ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ 'লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধিদুগ্ধজলাত্মকা' ইতি, সর্ব্বে গিরয়ঃ চ—হিমালয়াদ্যাঃ সম্প্রসৃতাঃ, তথা সর্ব্বরূপাঃ বহুনামাকৃতয়ঃ গঙ্গাদ্যাঃ সিন্ধবঃ নদ্যঃ চ, অস্মাৎ স্যন্দন্তে ক্ষরিতাঃ—প্রবহন্তি, সর্ব্বা ওষধয়ঃ—ব্রীহি-যবাদ্যাঃ—'ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ' ইত্যমরঃ, উৎপদ্যন্তে, রসাশ্চ কটুম্লমধুরলবণতিক্তকষায়াত্মানো দ্রব্যধর্ম্মা জায়ন্তে, নন্থ ওষধীনাং রসানাঞ্চ ভূতেভ্যো জায়মানত্বদর্শনেঽপি কথমুচ্যতে এতস্মাৎ সম্প্রসৃতা ইত্যাশঙ্কায়ামাহ—যেনেতি যেন হেতুনা এষঃ অক্ষরাত্মা ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ পৃথিব্যাদিভূতৈঃ পরিবৃতঃ পাঞ্চভৌতিক স্থূল-দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বাৎ, অন্তরাত্মা সর্ব্বেষামন্তঃ পরমাত্মরূপেণ তিষ্ঠতি তস্মাৎ পৃথিব্যাদিভ্যোঽন্তস্তস্যৈব পুরুষস্য শক্ত্যা ব্রীহ্যাদয়ো জায়ন্তে এবং রসাশ্চ দ্রব্যান্তর্গতা অপি তচ্ছক্ত্যৈব জলপরিণামভূতা ভবন্তীতি তথোক্তিরিতি ॥৯॥

তত্ত্বকণা—এই প্রকারে আধ্যাত্মিক বস্তুসমূহের উৎপত্তি এবং স্থিতি পরমেশ্বর হইতে হইয়া থাকে, ইহা বর্ণন পূর্ব্বক এক্ষণে বাহ্য জগতের উৎপত্তিও সেই পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে, ইহা বলিতে বলিতে প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন।

এই পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে সমস্ত সমুদ্র এবং পর্ব্বতাদি উৎপন্ন হয়। উঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া নানাবিধ নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইঁহা হইতে ওষধি অর্থাৎ যবাদি শস্য এবং মধুরাদি রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা পরিপুষ্ট-শরীরের মধ্যে সকলের অন্তরাত্মা পরমেশ্বর সকল প্রাণীর আত্মার সহিত সকলের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥" (গীঃ ১৪।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ" (ভাঃ ৬।১৪।৬)

আরও পাই,—

"পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ॥"
(ভাঃ ৬।১২।১১) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতএব সিদ্ধান্ত এই যে—] ইদং বিশ্বং (এই সমস্ত জগৎ) পুরুষ এব (যেহেতু তাহার উপাদান ও নিমিত্তকারণ পরমপুরুষ অতএব উহা তিনিই) কর্ম্ম (জগৎ সৃষ্ট্যাদি তাঁহার যে ব্যাপার তাহা অথবা অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম) তপঃ (ঈক্ষণাত্মক তপস্যা অথবা জ্ঞান) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম-শব্দে যাঁহাকে উদ্দেশ করা হয়, তিনি অথবা জ্ঞানফল) পরামৃতম্ (পর অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত এবং অমৃত অর্থাৎ মুক্তাত্মাদিগের অমৃতের মত আস্বাদনীয় বস্তু পরমানন্দ) [এ সমস্তই সেই পরমপুরুষ, ইঁহাকেই জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়। ইহাই বলিতেছেন—] যঃ (যে ব্যক্তি) গুহায়াং (হৃদয়ের অন্তরে) নিহিতং (নিগূঢ়ভাবে স্থিত) এতৎ (এই অক্ষর পরব্রহ্মকে) বেদ (জানেন) সঃ (সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) হে সৌম্য ! (হে প্রিয় দর্শন !) ইহ (এই জগতেই অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই) অবিদ্যাগ্রন্থিং (গ্রন্থির মত দুশ্ছেদ্য অবিদ্যাকে) বিকিরতি (ছিন্ন করে, নিরাস করে) ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্ব বিজ্ঞানের উপায়, ইহার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—হে সৌম্য ! এই যে বিশ্ব,

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও তাহাদের লক্ষ্য যাহা প্রকৃতি হইতে অতীত ও পরমানন্দময়তত্ত্ব তাহাও সেই পরমপুরুষ। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানিতে পারে, সে ইহলোকেই অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করে অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুরুষ·· ···বিশ্বম্। যস্মাদসৌ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তস্মাৎসর্ব্বমিদং পুরুষোপাদানকত্বাৎপুরুষ এব তস্মাত্তদ্বিজ্ঞানে সর্ব্বস্যাপি বিজ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। কর্ম্ম······পরামৃতম্।

তস্য জগৎসৃষ্টানুকূলঃ কর্ম্মশব্দিতো ব্যাপারঃ। স্রষ্টব্যালোচনাত্মকং তপঃ। একো ব্যাপী সদা শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পর ইতি ব্রহ্মশব্দিতপ্রকৃতিপরভূতমুক্তাত্মনামমৃতবৎপরমানন্দতয়া ভোগ্যভূতং ব্রহ্মাপ্যক্ষরপুরুষ এবেত্যর্থঃ। এতদ্······সোম্য ॥

হে সোম্যাহং হৃদয়গুহাবর্ত্তোতদক্ষর ব্রহ্মেহ লোকে যো বেদ স গ্রন্থিবদ্দুর্ম্মোচামবিদ্যাং বিকিরতি নিরস্যতি। কৄ বিক্ষেপ ইতি ধাতুঃ ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্য শ্রীরঙ্গ-রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীং—'কস্মিন্নু ভিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতী'তি প্রশ্নস্য উত্তরং যুক্ত্যা প্রদর্শ্য উপসংহরতি—যতোঽস্মাৎ পুরুষাৎ সর্ব্বং সম্প্রসূতং অত উপাদানজ্ঞানেন সর্ব্বং কার্য্যং বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতিপাদিতম্। তদেবাহ—ইদং বিশ্বং সর্ব্বং জগৎ পুরুষ এব, নান্যৎ কিমপি তস্যোপাদানকারণং, কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ পুরুষ-কার্য্যস্য বিশ্বস্য পুরুষরূপত্বমবগন্তব্যম্। ন কেবলং ভৌতিকং

জগৎ, কিন্তু অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্মাপি, কর্ম্মণা তস্যৈবেষ্টত্বাৎ, তপঃ জ্ঞানম্ তস্যৈব পরমধ্যেয়ত্বাৎ, ব্রহ্ম তৎফলং পরামৃতং পরঞ্চ তৎ অমৃতঞ্চেতি প্রকৃতেঃ পরভূতম্ অমৃতং রসাত্মকং তত্ত্বং স পুরুষএব, এতদ্ যো বিজানাতি তস্য অবিদ্যাগ্রন্থিশ্ছিদ্যতে ইহৈব স মুক্তিং লভতে ইত্যর্থঃ ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বর হইতে যেহেতু সকলের উৎপত্তি অর্থাৎ পরমেশ্বর সকলের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ হওয়ায় কার্য্য ও কারণের অভেদত্ব-হেতু এই সবও তিনি অর্থাৎ তদাত্মক। যাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইলেই তদন্তর্গত সব জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা বলিয়াই এই খণ্ডের সমাপ্তি করিতেছেন।

তপঃ অর্থাৎ সংযমরূপ সাধন, কর্ম্ম অর্থাৎ বাহ্য সাধনের দ্বারা যাহা জ্ঞাতকৃত্য তথা পরম অমৃত ব্রহ্ম—যাহা কিছু সব পরমপুরুষ পুরুষোত্তমস্বরূপ। হে প্রিয় শৌনক! হৃদয়রূপ গুহাতে নিহিত এই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরকে যিনি জানেন, তিনি এই মনুষ্যশরীরেই অবিদ্যাজনিত অন্তঃকরণের গ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সংশয় ও ভ্রমরহিত হইয়া পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্ব্বাশ্রয়ঃ স্বদৃক্।
আত্মমায়াগুণৈর্ব্বিশ্বমাত্মানং সৃজতে প্রভুঃ॥" (ভাঃ ৬।১৬।৯)

আরও পাই,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥" (ভাঃ ২।৫।১৪)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুর-নরা নাগাঃ খগা মৃগ-সরীসৃপাঃ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ॥
অন্যে চ বিবিধা জীব জল-স্থল-নভোকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতস্তনয়িত্নবঃ॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি॥" (ভাঃ ২।৬।১৩-১৬)

এই শ্লোকসমূহের টীকায় শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"এবং মায়াশক্তিমতঃ পরমেশ্বরাজ্জাতং জগন্ন ততো ভিন্নমিতি পুরুষসূক্তার্থকথনেন দ্রঢ়য়তি। তত্র সহস্রশীর্ষেত্যর্দ্ধর্চ্চস্য "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদেশ্চ ঋকত্রয়স্যার্থ পূর্ব্বাধ্যায় এব দর্শিতঃ। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যস্যার্থং দর্শয়তি—অহং ভবানিতি সার্দ্ধত্রিভিঃ। এবং প্রপঞ্চকারণত্বং পরমেশ্বরস্য দর্শয়িত্বা তস্য প্রপঞ্চাতীতত্বং বদন্ প্রপঞ্চস্য তৎপরিচ্ছেদ্যত্বমাহ। তেন পরমেশ্বরেণ ইদং বিশ্বমাবৃতম্; যতোঽধি বিশ্বস্মাদধিকম্, বিতস্তিং বিতস্তিপ্রমাণং দেশং ব্যাপ্য তিষ্ঠতীত্যাধিক্যমাত্রং বিবক্ষিতং ন প্রমাণম্; তস্য পরিচ্ছিন্নত্বেনা-প্রমাণত্বাৎ। এবং "স ভূমিং সর্ব্বতঃ পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" ইত্যস্যার্থো বিবৃতঃ। তত্র ভূমিমিত্যস্যার্থঃ বিশ্বমিতি, দশাঙ্গুলমিত্যস্যার্থো বিতস্তিমিতি। অত্যতিষ্ঠদিত্যস্যার্থোঽধিতিষ্ঠতীতি॥"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের টীকায়ও পাই,—

"সর্ব্বং পুরুষ এবেতি ভণ্যতে ভেদবর্জ্জগৎ।
তদধীনস্তু সত্তাদি যতো হ্যস্য সদা ভবেৎ॥ ইতি ব্রহ্মতর্কে।
বিতস্তিমাত্রং হৃদয়মাস্থায় ব্যাপ্নুতে জগৎ।" ইতি গারুড়ে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥" (গীঃ ৯।১৬-১৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে 'নিমিত্ত', 'উপাদান' লঞা॥
আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ॥
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।" (আদি ৬।১৫-১৭)॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের 'তত্ত্বকণা' নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

দ্বিতীয়মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যৎ।
এতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্ বরিষ্ঠম্ প্রজানাম্ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিজ্ঞেয় পরমপুরুষের স্বরূপ বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই পুরুষের জ্ঞানোপায় কি, তাহা বলিতেছেন] আবিঃ (তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশস্বরূপ) [কিন্তু দূরবর্ত্তী নহেন] সন্নিহিতম্ (অত্যন্ত নিকটেই আছেন অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় যেন উপলব্ধি করিতেছেন) [তবে তাঁহার স্থান কোথায় ?] গুহাচরং (তিনি জীবের হৃদয়মধ্যে বিচরণকারী) নাম (এই বলিয়া প্রসিদ্ধ) মহৎ (সর্ব্বাধিক মহৎ) পদম্ (আশ্রয়ভূত) [কি হেতু তিনি মহৎপদ ? তাহাই বলিতেছেন] অত্র (এই পরমপুরুষে) এজৎ (চলনশীল পক্ষী প্রভৃতি) প্রাণৎ (প্রাণভৃৎ অর্থাৎ প্রাণাপানাদি ক্রিয়াবান্ প্রাণী) নিমিষৎ (সুপ্ত, নিমেষবিশিষ্ট) চ (এবং নিমেষরহিত সমস্ত প্রাণী—মৎস্যাদি) এতৎ (ইহা) সমর্পিতম্ (আশ্রিত হইয়া আছে) [ইতি] যৎ এতৎ (এই যে অধিষ্ঠানস্বরূপ—ইঁহাকে) জানথ (অবগত হও) [হে শিষ্যবর্গ ! তিনিই তোমাদের হৃদয়স্থিত পরমাত্মা] সদসৎ (তিনি

মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, কারণ ও কার্য্যস্বরূপ এবং স্থূল ও সূক্ষ্মতত্ত্ব), প্রজানাম্ (সকল লোকের) বরেণ্যম্ (পূজনীয়, প্রার্থনীয়) [তিনি] বিজ্ঞানাৎ (জীবাত্মা হইতে) পরং (বিলক্ষণ) যৎ (যেহেতু) বরিষ্ঠম্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ॥১॥

অনুবাদ—তিনি আমাদের কাছে স্বপ্রকাশরূপে প্রকট, আমাদের হৃদয়মধ্যে সন্নিহিত, এইজন্য তিনি গুহাচরনামে প্রসিদ্ধ। তিনি সর্ব্বাধিক উত্তম-আশ্রয়। যেহেতু, এই যে পরিদৃশ্যমান চল-স্বভাব মনুষ্য-পক্ষী প্রভৃতি, প্রাণধারী বৃক্ষলতাদি, অনিমেষবিশিষ্ট মৎস্যাদি অথবা চলস্বভাব—জাগ্রৎ, প্রাণাদিমৎ—সুষুপ্ত, নিমেষবান্—স্বপ্ত প্রাণি-সমূহ—এই সমুদয় এই ব্রহ্মেরই আশ্রিত হইয়া আছে অর্থাৎ তিন অবস্থায় প্রাণিসমূহ পরমেশ্বরাধীন। হে বৎসগণ! ইহাকে কার্য্য-কারণময়, স্থূল-সূক্ষ্মভূত, মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্ত তত্ত্বের আশ্রয়স্বরূপ জানিবে। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া চঞ্চল প্রকৃতি প্রাণাপানাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট, সনিমেষ ও নির্নিমেষ সকল প্রাণীই অধিষ্ঠিত অথবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই জীব তাঁহার অধীন, সুতরাং তাঁহাকেই প্রার্থনা করিবে, তিনি প্রাণিগণের বিজ্ঞানের অগোচর এবং সমস্ত লোকের পূজ্যতম পুরুষোত্তম পরমপুরুষ ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। আবিঃ······পদম্।

আবিরিত্যব্যয়ং যোগিনামপরোক্ষম্। সন্নিহিতং গুহাচরং দুর্ব্বি-জ্ঞেয়স্বরূপতয়া প্রসিদ্ধং সর্ব্বতো মহৎপদং প্রাপ্যভূতমিত্যর্থঃ।

অত্রৈতৎ······যৎ। এজৎকম্পমানং জাগ্রদিতি যাবৎ। প্রাণভৃৎ। নিমিষৎসুপ্তং জাগ্রৎসুপ্তাদিভেদভিন্নপ্রাণিজাতমত্রাক্ষরপুরুষেঽর্পিত-মিত্যর্থঃ। এতৎ······বরেণ্যম্।

স্থূলসূক্ষ্মবস্তুভিরাধারত্বেন প্রার্থনীয়মাধারভূতমিতি যাবৎ। তাদৃশ-মেব ব্রহ্মাবগচ্ছতেত্যর্থঃ। পরং······প্রজানাম্।

'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্' [বৃঃ ৩।৭।২২] ইতি শ্রুতের্ব্বিজ্ঞানশব্দো জীবপরঃ। বিজ্ঞানাৎপরং জীবাদধিকং প্রজানামুপায়োপেয়ত্বং নাত্য-স্তবরণীয়মত্যন্তপ্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সত্যম্, পরমপুরুষে বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি, পরং কস্তস্য বিজ্ঞানোপায়ঃ তৎস্বরূপানুসন্ধানং হি জ্ঞানোপায় ইতি তথা হি পুনস্তৎস্বরূপমহিমান্তরম্—তৎ ব্রহ্ম আবিঃ প্রকাশস্বরূপং সর্ব্বত্র প্রকটম্, ন চ দুর্ল্লভম্ যৎ সন্নিহিতম্ হৃদিস্থত্বাৎ সমীপবর্ত্তি, অতএব গুহাচরং নাম গুহায়াং জীবহৃদয়ে চরতীতি নিক্রিয়স্যাপি তস্য ইন্দ্রিয়াদি-চালকত্বাৎ তথোক্তিঃ। নাম ইতি প্রসিদ্ধং মহৎ সর্ব্বাধিকং পদং সর্ব্ব-পদার্থাস্পদীভূতম্, অত্র ব্রহ্মণি যদেতৎ পরিদৃশ্যমানং জগৎ যথা এজৎ কম্পমানং চলস্বভাবম্ মনুষ্যাদি প্রাণৎ চলনহীনমপি প্রাণৎ প্রাণবৎ যথা বৃক্ষাদি নিমিষৎ চক্ষুর্মীলনাদি ক্রিয়াবৎ—পশুপক্ষ্যাদি, চকারাৎ অনিমিষৎ মৎস্যাদি প্রাণিজাতং সর্ব্বম্ অত্র ব্রহ্মণি সমর্পিতম্—আশ্রিতং সর্ব্বেষামধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ। এতৎ ব্রহ্ম জানথ জানীতেত্যর্থঃ ব্যত্যয়েন লট্, শিষ্যাভিপ্রায়েণ বহুত্বম্। এতৎ সৎ সূক্ষ্মভূতং কারণং, অসচ্চ স্থূলরূপং কার্য্যম্ তৎবরেণ্যং বরণীয়ং প্রার্থনীয়ং পরমার্থরূপং, প্রজানাম্ লোকানাং বিজ্ঞানাৎ লৌকিকজ্ঞানাৎ পরং বহির্ভূতং, বরিষ্ঠম্ সর্ব্বদোষ-রাহিত্যাৎ শ্রেষ্ঠম্ জানীত ॥১॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় অঙ্গিরা ঋষি শ্রীভগবানের মহিমান্তর শৌনকের প্রতি বলিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর প্রকাশস্বরূপ। সমস্ত প্রাণিগণের অত্যন্ত নিকট, উহাদের হৃদয়রূপ গুহাতে নিহিত আছেন, সেইজন্য সেই পরব্রহ্ম পরমপুরুষ গুহাচর-নামে প্রসিদ্ধ। যত চলনশীল, শ্বাসকারী, চক্ষুর নিমেষবিশিষ্ট ও নিমেষরহিত প্রাণী আছে, উহারা সমুদায় পরমেশ্বরে সমর্পিত অর্থাৎ

আশ্রিত। সকলের আশ্রয় সেই পরমাত্মা। হে শিষ্য! তুমি ইঁহাকে জান অর্থাৎ অবগত হও। যিনি সৎ অর্থাৎ কারণস্বরূপ এবং অসৎ অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপ, যিনি সমকালে প্রকট এবং অপ্রকট, যিনি সকলের বরণীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। তিনি সমস্ত প্রাণিগণের বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥
যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্ম্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥" (ভাঃ ১।৩।৩৩-৩৪)

শ্রীভগবানের স্বরূপ-দর্শনের উপায়-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো গুণেষু দারুষ্বিব জাতবেদসম্।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে।"
(ভাঃ ৫।১৮।৩৬)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥" (গীঃ ৯।৪-৫) ॥১॥

শ্রুতিঃ—যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—যৎ (যে পরব্রহ্ম) **অর্চ্চিমৎ** (দীপ্তিমান্) **যৎ**

(যে পরব্রহ্ম) অণুভ্যঃ (দ্ব্যণুক পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্তু হইতেও) অণু চ (সূক্ষ্মতম) [এইরূপ পৃথিব্যাদি স্থূল হইতেও স্থূলতম] যস্মিন্ (যে পরব্রহ্মে) লোকাঃ (ভূঃ প্রভৃতি লোক) নিহিতাঃ (অবস্থিত), লোকিনঃ চ (এবং লোকবাসীরাও আশ্রিত), তদ্ এতৎ (ইনিই সেই) অক্ষরং (সর্ব্বকারণ-কারণ অপ্রচ্যুতস্বভাব) ব্রহ্ম (পরমাত্মা পরমেশ্বর) সঃ প্রাণঃ (তিনিই প্রাণ) তদু (এবং সেই ব্রহ্মই) বাক্মনঃ (বাগিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়, এবং অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়স্বরূপ) তদেতৎ (এই যে পরমচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া প্রাণাদির স্থিতি, ইহা) সত্যম্ (সত্যস্বরূপ) তৎ (তিনি) অমৃতম্ (এবং অমৃতস্বরূপ ও আনন্দময়তত্ত্ব) হে সৌম্য ! (হে প্রিয়দর্শন শৌনক !) তদ্ (সেই ব্রহ্ম) বেদ্ধব্যং (বেধার্হ অর্থাৎ শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিবে) বিদ্ধি (জানিও) [অর্থাৎ তাঁহাকে পাইতে হইলে তাঁহাতে একান্তভাবে ভক্তিযুক্ত মনঃসংযোগ করিবে] ॥২॥

অনুবাদ—পুনরায় সেই পরমপুরুষের স্বরূপ বলিতেছি—যিনি প্রকাশকেরও প্রকাশক, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, এইরূপ মহৎ হইতেও মহত্তর, যাঁহাতে এই ভূরাদিলোক নিবদ্ধ আছে এবং সেই লোকবাসী দেবমনুষ্যাদিও যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তিনিই সেই অক্ষর পরমব্রহ্ম, তিনিই জীবের প্রাণ, এবং বাগিন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়—তিনিই। এই পরমপুরুষ সত্যস্বরূপ, অবিনাশী এবং ইনিই পরমানন্দময় ও জীবের পরমপুরুষার্থ, বিশুদ্ধ মন দ্বারা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে ; তাঁহাকে পাইতে হইলে মনকে ভক্তিযোগের দ্বারা সমাহিত করিতে হইবে, ইহা জানিও অর্থাৎ সেই বেধ্য অক্ষর ব্রহ্মে ভক্তিপ্লুত চিত্ত সংযোগ কর ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদ……চ॥ যদর্চ্চিমৎ। অর্চ্চিঃশব্দিতদীপ্তিমত্ত্বং চ বিগ্রহদ্বারা দ্রষ্টব্যম্। অণুভ্যোঽপি শ্যামাকাদিভ্যোঽণিষ্ঠম্। সূক্ষ্মতয়া সর্ব্বান্তঃপ্রবেশযোগ্যমিত্যর্থঃ।

যস্মিন্······লোকিনশ্চ। লোকিনো লোকবাসিনঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্।

তদেতদক্ষরং······বাঙ্মনঃ। উশব্দোঽবধারণে। প্রাণাদিকমপি তদাত্মকমিত্যর্থঃ। তদেতৎ সত্যম্ তদমৃতং······বিদ্ধি॥

তদেতদক্ষরমবিনাশি অমৃতমসংসারিভোগ্যমিতি বাঽর্থঃ। তদেব মনসা বেদ্ধব্যং বিদ্ধি। সমাহিতমনোবিষয়ং বিদ্ধি। তত্র মনঃসমাধানং কুর্ব্বিতি যাবৎ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অত স্তদ্ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং মনঃ সমাধানং কর্ত্তব্যম্, এতদেব তৎপ্রাপ্তিসাধনং মন্তব্যম্, লক্ষ্যস্বরূপজ্ঞানং বিনা তদ্বেধাসম্ভবাৎ তদেব প্রথমং নির্দ্দিশতি তৎ ব্রহ্ম, অর্চ্চিমৎ অর্চ্চিস্মৎ সূর্য্যাদি প্রকাশক-প্রকাশকং 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' ইতি শ্রুতেঃ। অণুভ্যঃ—দ্ব্যণুকপরমাণ্বাদিভ্যঃ সূক্ষ্মেভ্যো বস্তুভ্যঃ অণু সূক্ষ্মতরং, চ শব্দাৎ স মহতোঽপি মহত্তরম্, উক্তঞ্চ 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানিতি'। যস্মিন্ ব্রহ্মণি লোকাঃ ভূরাদয়ঃ নিহিতাঃ স্থিতাঃ, তদাশ্রিতা ইত্যর্থঃ, ন কেবলং লোকাঃ লোকিনশ্চ তল্লোকবাসিনো মনুষ্যাদয়ঃ যস্মিন্ নিহিতাঃ, তদেতৎ সর্ব্বাশ্রয়ীভূতং অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম মনঃশরেণ বেদ্ধব্যং, সঃ পরমাত্মা প্রাণঃ মুখ্য-প্রাণস্বরূপঃ হৃদি যস্মিন্ সতি জীবনং প্রবর্ত্ততে এতদপি অপানাদীনাং বায়ূনামুপলক্ষকম্। তদ্উ কিঞ্চ তদক্ষরং ব্রহ্ম বাক্ বাগিন্দ্রিয়ং মনঃ অন্তরিন্দ্রিয়ঞ্চ এতচ্চ অন্যেষাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাঞ্চোপলক্ষকম্। তদেতৎ ময়া যদুক্তং অক্ষরস্বরূপং তৎসত্যমবিতথম্ অথবা শাশ্বতমিত্যর্থঃ,তদ্ ব্রহ্ম অমৃতং আনন্দময়ঃ পরমপুরুষার্থ ইতি, ততঃ কিম্? হে সৌম্য—শৌনক! তদেতৎ বেদ্ধব্যম্ শুদ্ধ মনসা শরেণ লক্ষণীয়ং বিদ্ধি জানীহি তত্র চেতঃ ভক্তিযোগেন সমাধেহি যথা নিশিতেন শরেণ নিক্ষিপ্তেন লক্ষ্যস্য বশীকরণং ভবতি তথা ভক্তিযুক্তেন একাগ্রেণ মনসা তদ্ প্রাপ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে বিশেষভাবে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত পুনরায় উঁহার স্বরূপ শব্দান্তরে বর্ণন করিতেছেন।

এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অতিশয় দীপ্তিমান্ অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ। তিনি সকল প্রকাশকেরও প্রকাশক। যিনি অতিশয় সূক্ষ্মবস্তু হইতেও সূক্ষ্মতর, অতিশয় স্থূলবস্তু হইতেও স্থূলতর। যাঁহাতে সমস্ত লোক ও লোকবাসী অবস্থান করে অর্থাৎ সকল যাঁহার আশ্রিত, তিনিই অক্ষর পরমব্রহ্মতত্ত্ব। ইনিই সকলের জীবনদাতা প্রাণস্বরূপ। ইনিই সকলের বাক্ ও মনঃ অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক। এতৎপ্রসঙ্গে কেনোপনিষদের "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্" (কেঃ ১।২) মন্ত্রটি আলোচ্য। ইনিই পরম সত্যস্বরূপ অবিনাশী তত্ত্ব এবং আনন্দময়—অমৃতস্বরূপ, সকলের পরমপুরুষার্থ। হে সৌম্য শৌনক! ইঁহাকে বেধ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা মনকে ইঁহাতে সমাহিত করা কর্ত্তব্য। তাই মহাজন বলেন—

"যেন কেন উপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদের বাক্যেও পাই,—

"ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ॥" (ভাঃ ১।৬।১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বন্ধে আরও পাই,—

"শশ্বৎপ্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা॥
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো-
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।
সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ॥" (ভাঃ ২।৭।৪৭।-৪৮) ॥২॥

শ্রুতিঃ—ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্দধীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর বেধের প্রকার বলিতেছেন—] ঔপনিষদং (উপনিষদে বর্ণিত প্রণবরূপ) ধনুঃ (শরাসন) গৃহীত্বা (লইয়া অর্থাৎ প্রণবকে বেধের সাধন করিয়া) উপাসানিশিতং (ভগবদুপাসনারূপ শাণ যন্ত্রদ্বারা শাণিত) মহাস্ত্রং (জীবাত্মরূপ অব্যর্থ) শরং (বাণ) হি সন্দধীত [—সন্দধীথ] (সন্ধান করিবে অর্থাৎ পরমেশ্বররূপ লক্ষ্য পদার্থে চিত্তকে সংযোগ করিবে) [তাহার পর] তদ্ভাবগতেন (ভগবৎ-প্রবণ) চেতসা (চিত্তদ্বারা অর্থাৎ তাঁহার প্রাপ্তীচ্ছাযুক্ত ভক্তিপ্লুত চিত্ত দ্বারা) আয়ম্য [—আকৃষ্য] (সেই আত্মরূপ শর আকর্ষণ করিয়া, এই আকর্ষণ—চিত্তের দ্বারা অন্য বিষয়সমূহ হইতে বিমুখতা সম্পাদনপূর্ব্বক লক্ষ্য ভগবানে সংযোজন) হে সৌম্য! (প্রিয়দর্শন শৌনক!) তদেব (সেই পূর্ব্ববর্ণিত) অক্ষরং (অক্ষর পরমব্রহ্মকেই) লক্ষ্যং (জীবাত্মরূপ শরের বেধ্য) বিদ্ধি (জানিও) ।৩।

অনুবাদ—লক্ষ্য পরব্রহ্মের বেধ-প্রকার বলিতেছেন—লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় যে, বেধকারী ধনুক লইয়া তাহাতে শাণিত অব্যর্থ শর যোজনা করে, পরে একমনে সেই ধনুক নত করিয়া লক্ষ্যে নিক্ষেপ করে, সেইপ্রকার উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ওঙ্কাররূপ ধনুঃ লইয়া তাহাতে ভগবদুপাসনারূপ শাণাস্ত্রে শাণিত অর্থাৎ সংস্কৃত জীবাত্মরূপ শর যোজনা করিবে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভগবদ্‌ভক্তিপূর্ণ চিত্তের দ্বারা একাগ্র-মনে সেই ধনুককে আকর্ষণ করিবে, হে সৌম্য! সেই পরমপুরুষ তোমার

বেধ্য জানিও। ইহা হইলেই অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে ভক্তিযোগ আশ্রয় করিলেই তুমি সেই পরমপুরুষকে লাভ করিতে পারিবে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ধনুঃ……ধীত। উপনিষৎপ্রসিদ্ধং প্রণবাখ্যং ধনুর্গৃহীত্বা ভগবদুপাসনয়া স্থূলসূক্ষ্মশরীরাদ্বিবেচিতমষ্টাক্ষরাদিলক্ষণমহাস্ত্র-সংযোজিতমাত্মলক্ষণং শরং সন্দধ্যাৎ। কিং কৃত্বেত্যত্রাহ—

আয়ম্য……চেতসা। ভগবৎপ্রবণেন চেতসা তদ্ধনুরায়ম্য প্রণবাখ্যস্য ধনুষ আয়মনং নাম প্রত্যক্‌পরমাত্মনোঃ শেষশেষিভাবলক্ষণার্থপ্রকাশকত্বেনানুসংহিতত্বম্। তদ্ভাবগতেন চেতসেতি পাঠে ভাবঃ প্রাপ্তিস্তদ্ভাবগতেন চেতসা তৎপ্রাপ্তীচ্ছয়া শরমায়ম্যেত্যর্থঃ। তস্য চায়মনং নাম মনসেন্দ্রিয়াস্তঃকরণস্য তস্য বিষয়ান্তরবিমুখীকরণপূর্ব্বকমক্ষরাখ্য-লক্ষ্যাভিমুখতয়াঽবস্থাপনম্। লক্ষ্যং……বিদ্ধি।

হে সোম্য তদেবাক্ষরং লক্ষ্যং লভ্যং জানীহীত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ লৌকিকবেধবৎ অক্ষরপুরুষবেধেঽপি উপকরণান্যাহ—ধনুরিত্যাদিনা—ঔপনিষদং উপনিষৎপ্রোক্তং প্রণবং ধনুঃ গৃহীত্বা শরাসনরূপেণ কল্পয়িত্বা, উপাসানিশিতং উপাসা—উপাসনা ভক্তিযুক্তেন নিরবচ্ছিন্নধারয়া ভগবদ্ধ্যানং তয়া নিশিতং শাণিতং সংস্কৃত-মিত্যর্থঃ, মহাস্ত্রং মহদব্যর্থং তৎ অস্ত্রং অষ্টাদশাক্ষরাদিলক্ষণাস্ত্রসংযোজিতম্ জীবাত্মলক্ষণং শরং সন্দধীথ প্রণবে ধনুষি যোজয়েৎ। ততশ্চ তদ্ভাব-গতেন ভগবদ্ভাবপ্রবণেন চেতসা অন্তঃকরণেন তৎ শরসংযুক্তং ধনুঃ আয়ম্য আকৃষ্য বিষয়ান্তরবিমুখীকরণপূর্ব্বকলক্ষ্যাভিমুখতয়া অবস্থাপ্যেত্যর্থঃ, হে সোম্য! তদেব পূর্ব্ববর্ণিতম্ অক্ষরং পুরুষোত্তমং পরমেশ্বরং লক্ষ্যং বেধ্যং প্রাপ্যমিতিযাবৎ বিদ্ধি জানীহি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—লক্ষ্য ভেদ করিতে যে-প্রকার ধনুঃ ও বাণের প্রয়োজন, সেইপ্রকার শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে হইলে কিরূপ

অস্ত্রের প্রয়োজন অর্থাৎ কিরূপ সাধনের প্রয়োজন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

যেরূপ কোন বাণকে লক্ষ্যপর ছুড়িতে হইলে উহাকে সর্ব্বপ্রথমে শাণিতাস্ত্রে তীক্ষ্ণধার করা হয়, সেইপ্রকার জীবাত্মরূপী বাণকে উপাসনাদ্বারা নির্ম্মল এবং শুদ্ধ করিবার পর উহাকে প্রণবরূপ ধনুকে সন্ধান করিতে হইবে অর্থাৎ জীবাত্মার প্রণবের উচ্চারণ এবং উহার অর্থরূপ পরমাত্মাকে ধ্যানের মধ্যে সম্যক্ প্রকারে যোজনা করিতে হইবে। যেরূপ ধনুককে পূর্ণ শক্তি লইয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক বাণকে লক্ষ্যপর নিক্ষেপ করিতে হয়, যাহাতে শীঘ্র লক্ষ্যভেদ হয়, সেইরূপ ভগবদ্ভাবপূর্ণ চিত্তের দ্বারা ওঁকারের উচ্চারণ এবং উঁহার স্বরূপার্থের সুদীর্ঘকাল ধ্যান করিতে হয়। যাহাতে জীবাত্মা নিশ্চিতরূপে পরমাত্মার শ্রীপাদপদ্মে প্রবেশ করে অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করে। এই-জন্যই ওঁকারের প্রেমপূর্ব্বক উচ্চারণ এবং উঁহার অর্থস্বরূপ পরমাত্মার প্রগাঢ় চিন্তন অর্থাৎ ধ্যান বা স্মরণই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়-রূপে নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

(গীঃ ৮।১২-১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্" (ভাঃ ২।১।১৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

" 'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪)

আরও পাই,—

" 'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৮)

(ভক্তিসন্দর্ভ) শ্রুতৌ—"ওঁমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।"

(ভগবৎ-সন্দর্ভ)—"অবতারাস্তবরবং পরমেশ্বরস্তৈব বর্ণরূপেণাবতা-রোঽয়মিতি তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব।"

(মাণ্ডুক্য)—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বং ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।"

"সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥"
"ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ ॥"

শ্রীগীতায় পাই,—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।" (গীঃ ৮।১৩)

ওঁকারের অর্থেও পাই,—

"অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ ॥" ॥৩॥

**শ্রুতিঃ—প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৪॥**

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব শ্রুতির অর্থ বিবৃত করিতেছেন—ধনুঃ-স্থানীয় ঔপনিষদ-তত্ত্বের অর্থ] প্রণবঃ (ওঁকার) [ইহাই] ধনুঃ (শরাসন), আত্মা হি (জীবাত্মাই) শরঃ (বাণ) লক্ষ্যম্ (বেধ্য) তৎব্রহ্ম (সেই

অক্ষর পরমপুরুষ) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে); অপ্রমত্তেন (সাবধান হইয়া অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত,—ভগবদিতর সর্ব্ব-বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া) বেদ্ধব্যং (পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিবে) শরবৎ (বাণের মত অর্থাৎ যেমন বাণের বেধ্যবস্তুই একমাত্র লক্ষ্য হয়, সেই-প্রকার) তন্ময়ঃ (পরব্রহ্ম মাত্রের ধ্যান-পরায়ণ) ভবেৎ (হইবে) ॥৪॥

অনুবাদ—পূর্ব্বশ্রুতিতে যে ধনুঃ প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, সেই রূপকের বিষয় বিবৃত করিতেছেন। প্রণবকে ধনুঃ বলিয়া জানিবে। এইরূপ জীবাত্মাকে শর, অক্ষর পরমপুরুষকে তাহার লক্ষ্য স্থির করিবে। একাগ্রমনে সেই পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে জীবাত্মা তাঁহার ঐকান্তিক আশ্রিতত্ব অর্থাৎ তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইবে ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উক্তমর্থং বিবৃণোতি—প্রণবো···মুচ্যতে ॥

ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীতেত্যাত্মরূপশরসমর্পণে হেতুত্বাৎপ্রণবস্য ধনুষ্ট্বেন রূপণম্। অপ্রমত্তেন······ভবেৎ ॥

বিষয়ান্তরবিমুখেনৈকাগ্রচিত্তেন বেদ্ধব্যম্। বেধো হি তদেকশেষত্বেন তদ্ধ্যানম্। যথা লক্ষ্যে নিমগ্নস্য শরস্য লক্ষ্যাপেক্ষয়া ভেদ-কাকারাস্ফুরণমেবং পরমাত্মনি প্রণবেন সমর্পিতস্য প্রত্যগাত্মনস্তৎ-সাম্যলক্ষণাং মুক্তিমাপন্নস্য জ্ঞানৈকাকারস্য দেবমনুষ্যত্বাদিলক্ষণভেদ-কাকারাস্ফুর্ত্তিরেব তন্ময়ত্বমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পূর্ব্বোক্তরূপকশ্রুতিং ব্যাচষ্টে—ঔপনিষদ-ধনুঃশব্দেন প্রণবো লক্ষ্যতে, 'ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত' ইতি শ্রুতেঃ' উক্তঞ্চ পাতঞ্জলে 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' 'তজ্জপস্তদর্থভাবনমি'তি চ, যথা ধনুঃ লক্ষ্যে শরস্য পাতনে হেতুস্তথা প্রণবোঽপি ব্রহ্মণি আত্মপ্রবেশে হেতুঃ ইতি প্রণবস্য ধনুষ্ট্বেন রূপণম্। আত্মা জীবাত্মা স চ শরঃ শরইব যথাবৈ শরঃ লক্ষ্যে পাতিতঃ লক্ষ্যমায়ত্তীকরোতি তথা। পরব্রহ্ম অক্ষরঃ পুরুষঃ তল্ল-ক্ষ্যম্—তস্য শরস্য লক্ষ্যং বেধ্যম্ উচ্যতে তত্ত্ববিদ্ভিঃ, যথা শরো লক্ষ্যে

পতিত্বা তদ্বিধ্যতি তথা জীবাত্মাঽপি ব্রহ্মণি নিহিতস্তদুপলভতে। এবং সতি অপ্রমত্তেন অবহিতেন সর্ব্বতোবিরক্তেন চিত্তেনেত্যর্থঃ, তদ্ ব্রহ্ম বেদ্ধব্যম্—লক্ষ্যং তদেকমাত্রেণধ্যেয়মিত্যর্থঃ, অথ শরবৎ শরইব তন্ময়ঃ কেবলতদ্ধ্যানমগ্নঃ ভবেৎ যথা শরস্য লক্ষ্যৈকাত্মত্বং ফলং ভবতি তথা ব্রহ্মৈকাত্মত্বং পরমেশ্বরস্যাশ্রিতত্বমিতি যাবৎ জীবাত্মনো ভবতি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ব শ্রুতিমন্ত্রে বর্ণিত-বিষয় বিশদভাবে বলিতেছেন। পূর্ব্বে রূপকভাবে বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের বাচক প্রণব অর্থাৎ ওঁকার—ধনুঃ এবং জীবাত্মা বাণস্বরূপ আর পরমেশ্বর উহার লক্ষ্য। প্রমাদ-রহিত জিতেন্দ্রিয় উপাসনাকারী সাধক দ্বারা সেই লক্ষ্য বিদ্ধ হয়। এইজন্য বলিতেছেন—হে সৌম্য! সেই লক্ষ্যস্থানে শরের ন্যায় উপস্থিত হইতে হইলে তোমাকে তাঁহাতে একাগ্রচিত্তে তন্ময় হইতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥" (ভাঃ ৩।৯।৩৩)

অক্ষরব্রহ্ম-সম্বন্ধেও শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্।
বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্য মহাত্মনঃ ॥" (ভাঃ ৩।১১।৪২)

"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" (গীঃ ৮।৩) দ্রষ্টব্য ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই অক্ষর পরব্রহ্ম অতি দুর্লক্ষ্য, এজন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—] যস্মিন্ (যে পরমপুরুষে)

দ্যৌঃ (দ্যুলোক—স্বর্গ) পৃথিবী (ভূর্লোক) অন্তরিক্ষম্ চ (এবং আকাশ, পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্ত্তী স্থান) সর্ব্বৈঃ প্রাণৈঃ সহ (সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুর সহিত) মনঃ চ (এবং অন্তরিন্দ্রিয়) ওতং (গ্রথিত) [আছে] তম্ এব একম্ (সেই এক) আত্মানম্ এব (পরমাত্মাকেই) জানথ (জানিও) অন্যা বাচো (অপর সমস্ত বাক্য—অপরা বিদ্যা এবং তাহাদের প্রকাশ্য সমস্ত সসাধন যাগাদিকর্ম্ম) বিমুঞ্চথ—বিমুঞ্চত (পরিত্যাগ কর) [যেহেতু] এষঃ (এই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানই) অমৃতস্য (মুক্তির) সেতুঃ (সেতুর মত সংসার-মহাসাগরের পার হইবার পথ) ॥৫॥

অনুবাদ—পরব্রহ্মজ্ঞান অতীব দুষ্কর, সেই পরমপুরুষ অতীব দুর্লক্ষ্য এজন্য পুনরায় তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। দ্যুলোক, ভূ-লোক ও অন্তরিক্ষ যে পরব্রহ্মে প্রোত আছে, মনঃ সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত তাহাতে নিবদ্ধ, হে বৎসগণ! তোমরা সর্ব্বাশ্রয় সেই অদ্বিতীয় প্রত্যগাত্মাকেই জান, তিনিই তোমাদের এবং সকল প্রাণীর নিয়ন্তা অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তাঁহাকে জানিয়া অন্য অপরা-বিদ্যা-বাক্য ত্যাগ কর, যেহেতু এই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানই সংসার-সাগরের পরপারে যাইবার পথ ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্মিন্······সেতুঃ ॥

যস্মিন্নক্ষরে দ্যুপৃথিব্যন্তরিক্ষমনঃপ্রাণাদিকং সমবেতং তমেকমেব স্বেতরসমস্তবস্তুনিয়ন্তৃত্বেন ব্যাপকতয়া জানীতানাত্মবিষয়া বাচস্ত্যজত। কস্য হেতোঃ? অমৃতস্যৈষ সেতুর্নদ্যাদিষু সেতুর্হি কূলস্য প্রতিলম্ভকঃ সংসারার্ণবপারভূতস্যামৃতস্যৈষ প্রতিলম্ভক ইত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুনরপি সুখবোধায় ব্রহ্মণঃ স্বরূপমাহ—যস্মিন্ অক্ষরে পরমপুরুষে, দ্যৌঃ স্বর্লোকঃ দ্যুলোকঃ পৃথিবী ভূর্লোকঃ, অন্তরিক্ষং ভুবর্লোকশ্চ ওতং গ্রথিতম্ আশ্রিতং ন কেবলং তদেব কিন্তু সর্ব্বৈঃ

প্রাণৈঃ প্রাণবায়ুভিঃ ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সহ মনঃ ওতম্, একং সর্ব্বাশ্রয়ং তমেব অক্ষরপুরুষং নান্যং জানথ জানীত, তম্ আত্মানং সর্ব্বভূতান্তঃস্থিতং প্রত্যক্ স্বরূপং অন্তর্যামিনং জানীত, অন্যাঃ এতদ্বিলক্ষণাঃ অপরবিদ্যারূপা-বাচো বিমুঞ্চথ পরিত্যজত, যতঃ এষঃ অমৃতস্য মোক্ষস্য সেতুঃ লাভোপায়ঃ, সেতুরিব পরপারগমনোপায়ঃ, পরমাত্মজ্ঞানমেব মুক্তিহেতুঃ। অপরবিদ্যাঃ তৎকার্য্যাণি তৎসাধনানিচ বন্ধন-হেতবঃ ইতি ভাবঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় পরমেশ্বর-স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। প্রমাদ-রহিত ও বৈরাগ্যবান্ হইয়া পরব্রহ্মকে জানিবার জন্য শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন।

যে পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং সমগ্র প্রাণ অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মন-বুদ্ধিরূপ অন্তকরণ সকলই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। সেই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরকে তুমি পূর্ব্বোক্ত উপাসনারূপ উপায়াবলম্বনে জানিবে।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি" (গীঃ ১৮।৫৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২১)

ভক্তীতর অন্য সব বার্ত্তা সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর। উহা ভগবদ্-প্রাপ্তির পথে বিঘ্নস্বরূপ। অতএব উহাতে সর্ব্বতোভাবে বিরাগলাভ-করতঃ ভক্তির আশ্রয়ে সাধনে তৎপর হও। যাহা অমৃতের সেতু অর্থাৎ সংসারসমুদ্র পার হইয়া অমৃতস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও অন্যত্র বলিয়াছেন—পরা বিদ্যার দ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা যায়। "যয়াহক্ষরমধিগম্যতে সা পরা" অপরা বিদ্যা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

মাঠর-শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ
পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।

(৩।৩।৫৩ বেদান্তসূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর শ্রুতি-বচন)

নারদসূত্রে পাই,—

"ওঁ অমৃতরূপা চ।
ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতীভবতি তৃপ্তো ভবতি।"

(নারদ-সূত্র)

বেদান্তসূত্রেও পাই,—"বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ" (বেঃ সূঃ ৩।৩ ৪৮)

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় শ্রীগোবিন্দভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে। "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদৌ তাদৃশ্যাস্তস্যাস্তত্ত্বাভিধানাৎ। স্মৃতিশ্চোভয়ত্র বিদ্যাশব্দং প্রযুঙ্‌ক্তে। "বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ" ইতি "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্" ইতি চ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" (ভাঃ ৪।২৯।৪৯) ॥৫॥

**শ্রুতিঃ—অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—[আরও শুন—] অরাঃ (চক্রের দণ্ডগুলি) রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিদেশে) ইব (যেমন সংযোজিত আছে—এইপ্রকার)

যত্র (যে জীব-হৃদয়ে) নাড্যঃ (সর্ব্বদেহব্যাপী শিরাগুলি) সংহতাঃ (সম্বদ্ধ আছে) [তত্র—সেই হৃদয়ে] সঃ এষঃ (পূর্ব্বোক্ত ইনি) বহুধা (নানারূপে) জায়মানঃ (এই পরমাত্মা অজ হইলেও আবির্ভূত হন) [তিনি] অন্তঃ (সেই হৃদয়মধ্যে) চরতে (বর্ত্তমান আছেন) [তম্] আত্মানম্ (সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে) ওম্ ইত্যেবং (ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণবস্বরূপে) ধ্যায়থ—ধ্যায়ত (ধ্যান করিবে) [তত্ত্ববিৎ আচার্য্য শিষ্যদিগকে যাহা উপদেশ দিবার দিলেন এবং শিষ্যবর্গও পরা বিদ্যার্থী বলিয়া অপরবিদ্যার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে বুঝিয়া তাহাদের কল্যাণার্থ বলিতেছেন—] পারায় (পরপারে যাইবার জন্য,) [কাহার পরপারে ?] তমসঃ পরস্তাৎ (অবিদ্যারূপ অন্ধকার সমুদ্রের পরপারে যাইতে) বঃ (তোমাদের) স্বস্তি [অস্তু] (কল্যাণ হউক অর্থাৎ বিঘ্ন না হউক ।৬।

অনুবাদ—সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যান করিবার স্থান এই শরীরমধ্যেই, যে হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বশরীরব্যাপিনী শিরাসন্ততি রথ চক্রের নাভিদেশে কাষ্ঠদণ্ডগুলির মত আসিয়া মিলিয়াছে, সেই হৃদয়-অভ্যন্তরে তিনি অবস্থিত, তাঁহাকে ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণবরূপে ধ্যান করিবে, তিনি নানারূপে প্রকট হইয়া থাকেন, সেই অন্তর্য্যামীকে নামসঙ্কীর্ত্তনমুখে চিন্তা করিতে থাক, হে শিষ্যবর্গ! তোমরা অপরা বিদ্যার আশ্রয় ছাড়িয়া যখন মুক্তিপথের পথিক হইয়াছ, তখন আশীর্ব্বাদ করি, অবিদ্যা-অন্ধকারের পরপারে যাইতে তোমাদের বিঘ্নের অভাব হউক ।৬।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অরা······পরস্তাৎ ।

সতভং শিরাভিস্তু লম্বত্যাকোশসন্নিভমিত্যুক্তরীত্যা যত্র হৃদয়ে রথনাভৌ সমর্পিতা অরা ইব নাড্যঃ সংহতাঃ সংগতাস্তত্র মধ্যে স

এষ প্রকৃত আত্মা, অজায়মানো বহুধা বিজায়তে তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিমিতি দেবাদীনাং সমাশ্রয়ণীয়ত্বায় তত্তজ্জাতীয়স্বরূপসংস্থানগুণকর্ম্মসমন্বিতঃ স্বীয়স্বভাবমজহদেব স্বেচ্ছয়া বহুধা জায়মানঃ সঙ্কয়তে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তমসঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানায় বঃ পারায় পারতীরায়। পারাবারে পরার্ব্বাচী তীর ইতি নৈঘণ্টুকাঃ। প্রাপ্যভূতায়েতি যাবৎ। তৎপদপ্রাপ্তয় ওঁ ইত্যাত্মানং ধ্যায়থেত্যন্বয়ঃ। এবং ধ্যানায় প্রবৃত্তেভ্যো যুষ্মভ্যং স্বস্তি ভবতু ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কুত্র স জ্ঞাতব্যঃ, বিভুত্বাৎ কুত্র সঃ অন্বেষ্টব্যঃ, দৃষ্টান্তেন তস্য স্থানং বিব্রিয়তে যথা রথনাভৌ রথচক্রস্য মধ্যে অরাঃ কাষ্ঠানি সংহতাঃ—সঙ্গতাঃ তথা যত্র যস্মিন্ হৃদয়ে নাড্যঃ শিরাসমূহাঃ সংহতা মিলিতাঃ সন্তি তত্র তস্মিন্স্থানে বহুধা নানারূপৈঃ জায়মানঃ প্রকটমানঃ প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ। স এষঃ পূর্ব্বোক্তঃ পরমাত্মা অন্তঃ হৃদয়মধ্যে চরতে বর্ত্ততে, তম্ গুহান্তর্বর্ত্তিনং পরমাত্মানং ওমিত্যেবং ওঁকারম্ উচ্চার্য্য প্রণবস্বরূপং প্রণববাচ্যং তং ধ্যায়থ ধ্যাযত চিন্তয়ত, ইদানীং বক্তব্যসমাপ্তেঃ অবিদ্যাত্যাগেন পরবিদ্যোপাসনায়ামভিমুখীভূতান্ শিষ্যান্ আশাস্তে হে শিষ্যাঃ! বঃ যুষ্মভ্যং পারায় পরপারায় কীদৃশায়? তমসঃ অবিদ্যান্ধকারস্য লেশরহিতায় পরমাত্মস্বরূপলাভায় স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্তু ॥৬॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়াও তাঁহার প্রাপ্তির সাধন বলিতেছেন।

রথের চক্রশলাকা যেরূপ রথচক্রের নাভিদেশে সম্বদ্ধ, সেইরূপ সমস্ত শরীরব্যাপী নাড়ীসমূহ যে জীব-হৃদয়ে সম্প্রবিষ্ট, সেই হৃদয়ের মধ্যে নানারূপে আবির্ভূত সেই পরমেশ্বর অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত থাকেন। উক্ত পরমাত্মা পরমেশ্বরকে ওঁকারস্বরূপে ওঁকার উচ্চারণ

পূর্ব্বক ধ্যান কর। তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। তিনি অজ্ঞানরূপ অবিদ্যান্ধকারের সর্ব্বথা অতীত। তাঁহার কৃপাতেই তোমরা সংসারসমুদ্র পার হইতে পারিবে। তোমাদের কল্যাণ হউক। এইপ্রকারে তত্ত্ববিৎ আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বিধিতে পরা বিদ্যার অনুশীলনমুখে শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শিষ্যের উদ্ধারার্থ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

ওঁকার শ্রীভগবানের নাম, তাঁহার উচ্চারণে শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব নাম-সংকীর্ত্তনই যে জীবের উদ্ধারের উপায়, তাহাই শ্রুতি এস্থলে নির্দ্ধারণ করিলেন।

ঋগ্বেদেও শ্রীনামের মহিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

"ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।"　　　(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত, ৩য়া ঋক্)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তদীয় ভগবৎসন্দর্ভে এই মন্ত্রের এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

"হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশ-স্বরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাস-মাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরেব সাঙ্কেত্যাদাবস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে॥ (ভগবৎসন্দর্ভ ৪৯ সংখ্যা)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (গীঃ ১৭।২৩)

আরও পাই,—

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নামেতি শ্রুতেঃ।

(১) ওমিত্যেকং নাম।

(২) তত্ত্বমসীতি শ্রুতেঃ 'তদিতি' দ্বিতীয়ং নাম। (ছাঃ ৬।৮।৭)

(৩) সদেব সোম্যেতি 'সদিতি' তৃতীয়ং নাম। (ছাঃ ৬।২।১)

গোপালতাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎ সদিতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবন্নাম-গ্রহণই জীবের নিত্য ও পরম ধর্ম্ম।

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥" (ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাই,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লহরী)

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার অপেক্ষাও নামোচ্চারণের মহিমা অধিক ; এ-বিষয়ে পাওয়া যায়,—

"যদ্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতি-নিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম-স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"

(শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে ৪ শ্লোক)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ৭।৭৩)

পদ্যাবলী ৩৯ সংখ্যাধৃত—ব্যাসদেব-বাক্যেও পাই,—

"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥" ॥৬॥

শ্রুতিঃ—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোমন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্‌বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা-
আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরবিদ্যা-বিষয় গন্তব্য পরব্রহ্ম কোথায় আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন] যঃ (যিনি) সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্বদর্শী) সর্ব্ববিদ্ (সকলের সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানসম্পন্ন) যস্য (যাঁহার) এষঃ (এই প্রসিদ্ধ) মহিমা (বিভূতি) ভুবি (পৃথিবীতে) [বিস্তৃত রহিয়াছে] এষঃ আত্মা হি (এইরূপ মহিমান্বিত সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা) দিব্যে (অপ্রাকৃত) ব্রহ্মপুরে (বৈকুণ্ঠধামে) [অথবা] ব্যোমনি (হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তী আকাশে) প্রতিষ্ঠিতঃ (স্থিত অর্থাৎ অবিচলিতভাবে অবস্থিত) [সর্ব্বব্যাপী সেই পুরুষের গমনাগমন ও একত্র প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব? তদুত্তরে—তাঁহার স্থিতিতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে অথবা তাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া] [স হি—তিনি সর্ব্বাত্মা] মনোময়ঃ (শুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারাই গম্য) প্রাণ-শরীর-নেতা (প্রাণ ও শরীরের পরিচালক) হৃদয়ং (হৃদয়কে) সন্নিধায় (আশ্রয়পূর্ব্বক) অন্নে (জীবভুক্ত-অন্নে—তৎ-পুষ্ট-শরীরে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত আছেন অর্থাৎ অন্নের দ্বারা উপচীয়মান ও অপচীয়মান এই দেহপিণ্ডের মধ্যস্থ হৃদয়কমল আশ্রয় করিয়া তথায় তিনি অবস্থিত), ধীরাঃ (বিবেকিগণ) বিজ্ঞানেন (শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজনিত বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা) তৎ (সেই পরমাত্মতত্ত্ব) পরিপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ করেন) [পরমাত্মতত্ত্ব কিরূপ?] আনন্দরূপম্

(যাহা সান্দ্র-আনন্দমূর্ত্তি অর্থাৎ ঘনীভূত আনন্দ-স্বরূপ, যাঁহাতে কোন অনর্থ, আয়াস, দুঃখের সংস্পর্শ নাই) অমৃতং (অমৃতস্বরূপ, চিরসত্য) যৎ (যে পরমাত্মতত্ত্ব) বিভাতি (হৃদয়মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছেন) ॥৭॥

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বদা ও সর্ব্বতোভাবে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান-সম্পন্ন, এই বিশ্বে যাঁহার মহিমা অর্থাৎ বিভূতি বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই পরমেশ্বর অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাখ্য পরমব্যোমে প্রতিষ্ঠিত আবার জীব-হৃদয়পুণ্ডরীকেও অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। তিনি আবার জীবশক্তিরূপে বিভিন্নাংশে অবস্থিত। শুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারা তিনি জ্ঞেয়, জীবের ইন্দ্রিয় ও শরীরের পরিচালক। অন্নবিকারীভূত দেহের মধ্যে হৃদয়কমলকে আশ্রয় করিয়া যিনি তথায় অবস্থিত, বিবেকী ব্যক্তিগণ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ-লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ করেন, তিনি সমস্ত অবিদ্যাদি-দোষরহিত আনন্দঘন ও শাশ্বত সত্যরূপে হৃদয়মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যঃ······সর্ব্ববিৎ। উক্তোঽর্থঃ।

যস্যৈষ······ভুবি। ভূর্লোকে সংসারতন্ত্রপ্রবর্ত্তনরূপ এষ মহিমা যদীয়ঃ। দিব্যে······প্রতিষ্ঠিতঃ।

যস্যৈষ মহিমা ভুবীতি লীলাবিভূত্যন্বয় উক্তঃ। দিব্যে ব্যোম্নীতি ত্রিপাদ্বিভূতিরুক্তেতি ব্যাসার্যৈরুক্তত্বাৎ। বৈকুণ্ঠাখ্যে ব্রহ্মপুরে পরমে ব্যোম্নি অয়মাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ।

মনোময়······সন্নিধায়। বিশুদ্ধমনোগ্রাহ্যঃ। প্রাণশরীরনেতা। প্রাণশ্চ শরীরং চ তস্য নেতা। জীবস্য প্রাণশরীরলম্ভক ইত্যর্থঃ। যদ্বা 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ' [ছাঃ ৩।১৪।২] ইতিশ্রুতেঃ প্রাণঃ শরীরমস্য প্রাণশরীরকঃ। স চাসৌ নেতা চ। প্রভুরিত্যর্থঃ।

অধিভূর্নায়কো নেতা প্রভুরিতি হি নৈঘণ্টুকাঃ। অন্নেঽন্নপরিণামে শরীরে প্রতিষ্ঠিতো যস্তস্মিংশ্চিত্তং হৃদয়ং সন্নিধায়। তদ্বি……ভাতি।

অমৃতং যৎ। অস্পৃষ্টসংসারগন্ধমানন্দরূপং যদ্বিভাতি তদ্ব্রহ্ম বিজ্ঞানশব্দিতেন দর্শনসমানাকারেণোপাসনেন ধীরাঃ প্রজ্ঞাশালিনঃ পরিপশ্যন্তি সাক্ষাৎকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্থ সংসারসাগরং তীর্ত্বা লব্ধব্যস্য পরমপুরুষস্য কুত্র স্থিতিস্তত্রাহ—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ শরীরাভ্যন্তরস্থিতো যো বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বমনুভবতি, তথা সর্ব্ববিৎ সর্ব্বতোভাবেন দর্শনস্পর্শনাদিবিশেষান্ অপি উপলভতে, নন্থ অনুভবিত্রী বুদ্ধিরেব কথং আত্মা তদ্রূপেণাবগন্তব্যঃ কিঞ্চ অন্তঃস্থোঽয়ং কথমবসেয়ঃ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ—ভুবি জগতি যস্য পরমেশ্বরস্য এষঃ প্রত্যক্ষঃ মহিমা উৎকর্ষঃ তথাহি—"এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ' এবং 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যস্য প্রশাসনে তিষ্ঠতঃ' ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভির্নিয়ামকস্য কস্যচিদবগমাৎ তস্য মহিমা প্রথিতো ভবতি। এষঃ অক্ষরপুরুষঃ দিব্যে দ্যোতনময়ে ব্রহ্মপুরে ব্রহ্মণঃ শ্রীহরেঃ পুরম্ তস্মিন্ বৈকুণ্ঠাখ্যে, পরমে ব্যোম্নি চিদ্বাম্নি এষঃ পরমপুরুষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ। এষ জীবস্য হৃদি স্থিতোবা, সঃ মনোময়ঃ শুদ্ধমনসি ধ্যেয় ইত্যর্থঃ জীবস্য প্রাণশরীরনেতা প্রাণানামিন্দ্রিয়াণাং শরীরস্য চ নেতা প্রবর্ত্তকঃ, অন্নে অন্নপরিণামে দেহে দেহান্তর্ব্বর্ত্তিহৃৎপুণ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ তস্মিন্ হৃদয়ং মনঃ সন্নিধায় সন্নিযুজ্য, ধ্যায়তেতিশেষঃ, আনন্দরূপং দোষাস্পৃষ্টম্ অখণ্ডানন্দময়ম্ অমৃতং শাশ্বতং যদ্ ব্রহ্ম বিভাতি প্রকাশতে ধীরাঃ বিবেকিনঃ, বিজ্ঞানেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন তত্ত্বজ্ঞানেন তদ্ ব্রহ্ম পরিপশ্যন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি ॥৭॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বদর্শী এবং সকলের সকল

বিষয় সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন বলিয়া তিনি সর্ব্ববিৎ। যাঁহার জ্ঞান দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। যাঁহার আশ্চর্য্যময় মহিমা অর্থাৎ বিভূতি সর্ব্ব জগতে প্রসিদ্ধরূপে পরিব্যাপ্ত। সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর দিব্যধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থিত আবার জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপেও অবস্থিত। তিনি অপ্রাকৃত মনোবিশিষ্ট বলিয়া মনোময় আবার জীবের শুদ্ধমনের দ্বারা গ্রাহ্য বলিয়াও মনোময়। কিন্তু জীবের প্রাকৃত বাক্য ও মনের অতীত বলিয়া তাঁহাকে বাঙ্-মনের অতীতও বলা হয়। আবার তাঁহার প্রাকৃত মনঃ, প্রাণ নাই বলিয়াও শ্রুতি তাঁহাকে অমনাঃ ও অপ্রাণ বলিয়াছেন। তিনি সকলের প্রাণ ও শরীরের নেতা অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা বা পরিচালক। অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট জীবদেহের মধ্যে হৃদয়পদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তিনি অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে জড়জ্ঞানে কেহ দেখিতে পায় না কিন্তু সদ্গুরুর কৃপায় তদানুগত্যে শাস্ত্র-জ্ঞানালোচনা করতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বোক্তরীতিতে ভজন করিতে করিতে ধীর ব্যক্তিগণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। তিনি আনন্দস্বরূপ, পরম অমৃতময় বস্তু, তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্র প্রকাশিত কিন্তু একমাত্র ভক্তগণই ভক্তিবলে তাহা জানিতে পারেন।

শ্রীভগবানের অন্তর্য্যামিত্ব-সম্বন্ধে পাই,—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো" (গীঃ ১৫।১৫)

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (গীঃ ১৮।৬১)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ"

শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ" (ভাঃ ২।৮।৫) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"তত্রান্তর্য্যামী সদা স্থিতোঽপ্যুদাসীন এব"

"দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতিও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥" (ভাঃ ১২।১২।৬৯)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"শ্রেয়স্সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥" (ভাঃ ১০।১৪।৪)

তত্ত্বজ্ঞ গুরুদেব শিষ্যকে ভক্তি-ব্যতীত অন্য উপদেশ কখনও প্রদান করেন না। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥"
(ভাঃ ৬।৯।৪৯) ॥৭॥

**শ্রুতিঃ—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে॥৮॥**

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর পরমাত্ম-দর্শনের ফল বলিতেছেন—] তস্মিন্ (সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ পরমেশ্বর) পরাবরে (যিনি কার্য্য-কারণ-স্বরূপ) [তিনি] দৃষ্টে (দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ জীব তাঁহার নিয়ম্য, তাঁহার নিত্য সেবক, ইহা জ্ঞাত হইলে) অস্য (এই দ্রষ্টা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ জীবের) হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ বুদ্ধি-সংশ্রিত অবিদ্যাখ্য সংসার-বন্ধন) ভিদ্যতে (বিনাশ প্রাপ্ত হয়) সর্ব্বসংশয়াঃ (জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক

সকল সন্দেহ) ছিদ্যন্তে (ছিন্ন হয়) কর্ম্মাণি চ (সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম) ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) ॥৮॥

অনুবাদ—সেই কার্য্য-কারণাত্মক পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে সংসারবন্ধন-হেতুভূত অবিদ্যাদি কর্ম্মপাশ ও কর্ম্মবাসনাগুলি ছিন্ন হয়, এবং জ্ঞেয় ব্রহ্ম-বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার সংশয় বিনষ্ট হয়, অবিদ্যা দূর হইলে ও তজ্জন্য সন্দেহগুলি নষ্ট হইলে ঐ ব্রহ্মদর্শী পুরুষের জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সকল কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্য ফলমাহ—ভিদ্যতে······কর্ম্মাণি ।

হৃদয়স্যান্তঃকরণস্য গ্রন্থয়ো গ্রন্থিবদ্দুর্ম্মোচা রাগদ্বেষাদয়ঃ। হৃৎস্থান-ময়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা হৃদয়শব্দেন জীবো বা। ব্রহ্মজ্ঞানেন সার্ব্বজ্ঞ্যে সিদ্ধে সর্ব্ববিষয়কাঃ সংশয়া নশ্যন্তি। অস্য চ প্রারব্ধব্যতিরিক্তানি পূর্ব্বাণ্যনেকজন্মার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি চ নশ্যন্তি। নাশো নাম কর্ম্মণাং ফলজননশক্তিবিনাশঃ। 'তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ' [ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩] ইতি সূত্রেঽঘস্য বিনাশকথনমুৎপন্নায়াস্তচ্ছক্তের্ব্বিনাশকরণং শক্তির্হি পরমপুরুষাপ্রীতিরেবেতি ভাষিতম্। এতৎসর্ব্বং কদেত্যত্রাহ—

তস্মিন্······পরাবরে। পরেঽবরে যস্মাৎ স পরাবরঃ। সর্ব্বোৎকৃষ্টা অপি ব্রহ্মাদয়ো যস্মান্নিকৃষ্টা ইত্যর্থঃ। অথবা পরাবরে পরাবরশরীরকে সর্ব্বাত্মভূত ইত্যর্থঃ। তাদৃশে তস্মিন্দর্শনসমানাকারজ্ঞানবিষয়ীকৃত ইত্যর্থঃ। ন চ 'অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি' [ছাঃ ৮।১৩।১] ইতি শরীরবিয়োগকাল এব পুণ্যপাপাখ্যকর্ম্মবিনাশস্য শ্রুতত্বাৎ। 'সাংপরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ' [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২৮] ইতি সূত্রতদ্ভাষ্যয়ো-রপি তথৈব প্রতিপাদনাৎ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে ইতি দর্শনসমানাকারজ্ঞানারম্ভসময় এব শ্রূয়মাণঃ কর্ম্মক্ষয়ঃ কথমুপপদ্যতামিতি

বাচ্যম্। অস্মিন্বাক্যে শ্রূয়মাণঃ কর্ম্মক্ষয়ো দর্শনসমানাকারোপাসনারম্ভ-প্রীতস্য পরমাত্মনস্তৎসংপ্রাপ্তাবুপাসকস্যাঘং ক্ষয়িষ্য ইতি সংকল্পরূপঃ। দেহবিয়োগসময়ভাবী কর্ম্মক্ষয়স্তু ক্ষান্তমিতি সংকল্পরূপ ইত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরব্রহ্ম-দর্শনস্য ফলমাহ—ভিদ্যত ইত্যাদিনা। পরাবরে কার্য্য-কারণস্বরূপে তস্মিন্ অক্ষরপুরুষে পরব্রহ্মণি দৃষ্টে জ্ঞাতে সতি হৃদয়গ্রন্থিঃ হৃদয়স্য গ্রন্থিঃ গ্রন্থিরিব পাশঃ অবিদ্যাত্মকঃ ভিদ্যতে বিনশ্যতি, অতএব সর্ব্বসংশয়াঃ জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি সংশয়াঃ অসম্ভাবনাদয়ঃ ছিদ্যন্তে নিবর্ত্তন্তে অবিদ্যাত্মককারণনাশাদিতি ভাবঃ ন হি জ্ঞেয়ে প্রত্যক্ষে তত্র সংশয়াঃ স্যুঃ। নমু পুনরুৎপত্তিঃ স্যাদবিদ্যায়া ইত্যত্রাহ—অস্য ব্রহ্মবিদঃ পুরুষস্য কর্ম্মাণি পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মসঞ্চিতানি শুভাশুভকর্ম্মাণি বন্ধনকারণানি ক্ষীয়ন্তে বিলুপ্যন্তে। তস্মাৎ পরমপুরুষদর্শনমেব মুক্তিহেতুরিত্যর্থঃ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্ম-দর্শনের ফল বর্ত্তমান শ্রুতিতে বলিতেছেন।

কার্য্য-কারণস্বরূপ সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমতত্ত্বের দর্শন হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভজনের ফলে যথার্থরূপে তাঁহার দর্শন ঘটিলে সেই জীবের অবিদ্যাজনিত হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যে-কারণে এই জড় শরীরে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত এবং ব্রহ্মবিষয়ক নানাবিধ সংশয় থাকে, তাহা সমস্তই ছিন্ন হয় এবং তাঁহার সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥" (ভাঃ ১।২।২০-২২)

আরও পাই,—

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥"
(ভাঃ ১১।২০।২৯-৩০)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥" (গীঃ ৫।১৬-১৭) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—আত্মবিদঃ (ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী আত্মজ্ঞগণ) যৎ (যে পরমাত্মতত্ত্ব) বিদুঃ (জানেন) তৎ (তাহা—সেই পরমাত্মতত্ত্ব) হিরণ্ময়ে (সুবর্ণনির্ম্মিতের মত জ্যোতির্ম্ময়, স্ব প্রকাশ) পরে (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি কোশের মধ্যে অন্তরতম) কোশে (অসির কোশসদৃশ নিগূঢ় পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি-স্থান অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকে) [অবস্থিত] বিরজং (অবিদ্যাদি-জন্য রজোগুণাদি-অসংস্পৃষ্ট নির্ম্মল) নিষ্কলং (প্রাকৃত আকাররহিত, অখণ্ড, জীবের মত চিদংশ নহে, পূর্ণ) [অতএব] তৎ ব্রহ্ম (সেই প্রসিদ্ধ

ব্রহ্ম) শুভ্রম্ (সর্ব্বথা বিশুদ্ধ, নির্দ্দোষ) জ্যোতিষাং (প্রকাশক তেজোময় অগ্নি, সূর্য্যাদির) জ্যোতিঃ (প্রকাশক, তাহা পরজ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশ, আত্মজ্যোতিঃ) ॥৯॥

অনুবাদ—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিবেকিগণ যে পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন সেই অক্ষরপুরুষ বা পরব্রহ্ম স্বর্ণনির্ম্মিতের মত জ্যোতিঃসম্পন্ন, সর্ব্বান্তর আনন্দময় কোশে অবস্থিত, তিনি রজোগুণ-কার্য্য দ্বেষাদিরূপ মলসম্পর্কহীন, প্রাকৃত অবয়বরহিত, অখণ্ড, পূর্ণ-ব্রহ্ম, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক, নির্দ্দোষ এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রকাশন-শক্তির নিদান, স্বয়ং স্বপ্রকাশবস্তু ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—হিরণ্ময়ে······নিষ্কলম্ ॥

তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশ ইতিশ্রুত্যুক্তরীত্যা স্বপ্রকাশতয়া কমনীয়তয়া বা হিরণ্ময়শব্দাভিলপ্যেঽত্যুৎকৃষ্টপদার্থোপলব্ধিস্থানতয়া কোশতুল্যে পর-উৎকৃষ্টে পরমপদে। পর ইতি পাঠেঽপি স্পষ্টোঽর্থঃ। বিরজং ছান্দ-সমদস্তত্বম্। সত্ত্বরজস্তমোতীতং নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ।

তচ্ছুভ্রং······জ্যোতিঃ ॥ শুভ্রমনবদ্যং প্রকাশকানামপীন্দ্রিয়াণাং প্রকাশকম্। জ্যোতিঃশব্দিতদীপ্তিযোগো বিগ্রহদ্বারকো দ্রষ্টব্যঃ।

তদ্য······বিদুঃ ॥ আত্মবিদো যদ্বিদুর্যদাত্মতত্ত্বমিতি যাবৎ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কিন্তাবৎ পরাবরং ব্রহ্ম যস্মিন্ দৃষ্টে অবিদ্যাদীনাং নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ইত্যতস্তৎস্বরূপমুপলব্ধিস্থানঞ্চ নির্দ্দিশতি, আত্মবিদঃ আত্মতত্ত্বজ্ঞাঃ যৎ অক্ষরং ব্রহ্ম বিদুঃ সাক্ষাৎকুর্ব্বন্তি এতেন পরব্রহ্ম-জ্ঞানং প্রতি জীবাত্মজ্ঞানং কারণমায়াতম্। তৎ ব্রহ্ম হিরণ্ময়ে স্বর্ণ-নির্ম্মিতইব জ্যোতির্ম্ময়ে বুদ্ধি-বিজ্ঞান-প্রকাশকে পরে সর্ব্বান্তরে তথাচ শ্রুতিঃ 'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়' ইতি। সূত্রঞ্চ 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' ইতি; এতেন পরস্যৈবাত্মন আনন্দময়ত্বং

প্রতিপাদিতম্। বিরজং সলোপশ্ছান্দসঃ, রজোগুণকার্য্যরাগদ্বেষাদি-মলাস্পৃষ্টং, নিষ্কলম্ অখণ্ডমিত্যর্থঃ, ন জীববৎ অণুচৈতন্যম্, শুভ্রম্ অতএব শুক্লং নির্দ্দোষং এতেন জীববুদ্ধ্যাদিব্যাবৃত্তিঃ, জ্যোতিষাং প্রকাশকানা-মাদিত্যাদীনাং জ্যোতিঃ প্রকাশকম্ পরংজ্যোতিরিত্যর্থঃ, অন্যানপেক্ষা-বভাসকত্বাৎ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ ও উপলব্ধি-স্থান বর্ণন পূর্ব্বক উহার সাক্ষাৎকারীর মহত্ত্ব বলিতেছেন। সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নির্ম্মল অর্থাৎ নির্ব্বিকার এবং প্রাকৃত আকার-রহিত, অখণ্ড ও পূর্ণপুরুষ। তিনি পরম প্রকাশময়, সকল জ্যোতিষ্কগণেরও প্রকাশক কিন্তু স্বয়ং স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি সর্ব্বদা পরমধাম বৈকুণ্ঠে বিরাজমান থাকিয়াও জীবের হৃদয়পদ্মে অবস্থান করেন। যাঁহারা আত্মবিৎ মহাপুরুষ, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভজনপূর্ব্বক সেই পরতত্ত্বকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। পরমানন্দময় শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া জীবও নিত্যানন্দ লাভ করিয়া থাকে।

গোপালতাপনী শ্রুতিতে পাই,—

"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চাপ্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।" (ভাঃ ১।৭।২৩)

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

(তৈঃ আঃ ৭।১)

'এষ হেবানন্দয়তি' (তৈঃ আঃ ৭।১)

আরও পাই,—

"সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" (তৈঃ আঃ ২।৮।১)

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"

(তৈঃ আঃ ৯ অনু)

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (তৈত্তিরীয় ৩।৬)

শ্রীগীতাতে পাই,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" (গীঃ ১৪।২৭)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ" (১১।৯।১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥" (আদি ৭।৯৭) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[তিনি যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রকাশক, এবিষয়ে কারণ বলিতেছেন] তত্র (সেই পরব্রহ্ম তত্ত্বে) সূর্য্যঃ (সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যও) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না) চন্দ্রতারকম্ ন (চন্দ্র ও তারকাগুলিও তথায় আলোক বিতরণ করে না) ইমাঃ বিদ্যুতঃ (এই দৃশ্যমান জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যুৎপুঞ্জও)

ন ভান্তি (প্রকাশক হয় না) অয়ং (আমাদের দৃষ্টিগোচর) অগ্নিঃ কুতঃ? (অগ্নি কোথা হইতে তাঁহার প্রকাশক হইবে?) [যৎ ইদং—এই যে] সর্ব্বং (সমস্ত চরাচর বিশ্ব) [ভাতি—আলোকিত হইতেছে] [তৎ—সেই প্রকাশ] ভান্তং (স্বতঃপ্রকাশমান) তমেব (সেই পরমেশ্বরের) অনুভাতি (প্রকাশ-সাহায্যে প্রকাশিত হইতেছে) [অধিক কি?] সর্ব্বমিদং (এই সূর্য্যাদি সমস্ত) তস্য (সেই প্রকাশকের) ভাসা (প্রকাশনশক্তিতে) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছে)॥১০॥

অনুবাদ—তিনি যে জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ তাহার কারণ বলিতেছেন,—সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে সূর্য্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র ও তারকা-সমূহও তথায় আলোক দেয় না, এই যে পরিদৃশ্যমান জ্যোতির্ম্ময়ী সৌদামনী—তাহারও তথায় আলোক পঁহুছায় না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? এই যে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও সেই স্বতঃ-প্রকাশমান ব্রহ্মের প্রকাশে, তাঁহার প্রকাশনশক্তিতে এই সমস্ত বিশ্ব প্রকাশবিশিষ্ট হইতেছে॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—জ্যোতিষাং জ্যোতিষ্ট্বং প্রপঞ্চয়তি—ন…মগ্নিঃ॥

তস্মিন্দীপ্যমানে নৈতেষাং দীপ্তিরস্তীত্যর্থঃ। নম্বতিভাস্বররূপবতি সূর্য্যাদৌ প্রত্যক্ষেণানুভূয়মানে তদ্ভাসা চ জগতি ভাসমানে ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং কথমভিধীয়ত ইত্যত্রাহ—

তমেব……বিভাতি॥ ইদং চ জগদ্ভাসকমাদিত্যাদীনাং পরিদৃশ্য-মানং রূপং ন নৈজং কিন্তু পরমাত্মদত্তং তদীয়মেব তেজঃ। গীতং চ ভগবতা—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥"

(গীঃ ১৫।১২) ইতি।

বিবৃতং চৈতন্তগবতা ভাষ্যকৃতা—অখিলজগতো ভাসকমেতেষামা-দিত্যাদীনাং যত্তেজস্তন্মদীয়ং তেজস্তৈরারাধিতেন ময়া দত্তমিতি বিদ্ধীতি। অতো যাচিতকমণ্ডিতপুরুষতুল্যানামেতেষাং ভাস্বররূপশালি-নামপ্যনন্যাধীনতেজস্ত্বাভাবান্ন ভাতীতি ব্যপদেশো যুজ্যত ইতি ভাবঃ। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। সর্ব্বপ্রপঞ্চভাসকস্যাপি সৌর্য্যাদি-তেজসস্তদ্দত্তত্বেন তদীয়ত্বভাবাদিতি ভাবঃ। অত্র বক্তব্যং সর্ব্বং কঠবল্লীবিবরণ উক্তং তত্রৈব দ্রষ্টব্যম্ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কথমক্ষরপুরুষস্য পরব্রহ্মণঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিষ্ট্বং তদাহ—ন তত্রেতি তত্র প্রকৃতে পরব্রহ্মণি সূর্য্যঃ সর্ব্বপ্রকাশকোঽপি ন ভাতি ন তৎ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ, ন কেবলং সূর্য্যঃ চন্দ্রতারকম্ চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চ তেষাং সমাহারঃ ন তত্র ভাতীত্যনুষজ্জতে, ইমাঃ দৃশ্যমানাঃ জ্যোতির্ম্ময্যো বিদ্যুতোঽপি ন তত্র ভান্তি, অয়ং পৃথিবীস্থোঽগ্নিঃ কুতঃ কস্মাৎ তত্র ভায়াৎ, নেতীত্যর্থঃ। কিং বহুনা জগতি বর্ত্তমানং সর্ব্ব-মেব বস্তু ভান্তং প্রকাশমানং তমেব পরমাত্মানম্ অনু হেতুরূপেণ আশ্রিত্য 'হেত্বর্থে অনুঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ঃ। ভাতি। কুতঃ? যতস্তস্যৈব ভাসা প্রকাশনশক্ত্যা ইদং সর্ব্বং চরাচরাত্মকং জগৎ বিভাতি প্রকাশতে। এতদেবাহ ভগবান্ 'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ' ইত্যাদি ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম যে জ্যোতিঃরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক, তাহাই বলিতেছেন।

সেই স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সমীপে সূর্য্য প্রকাশ পায় না অর্থাৎ সূর্য্য পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেইরূপ চন্দ্রমা, তারাগণ ও বিদ্যুৎ সেখানে প্রকাশ পায় না অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, পার্থিব অগ্নির কথা আর

কি বলিব? প্রাকৃত জগতে যে কিছু প্রকাশশীল বস্তু আছে, তাহা সমস্তই সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রকাশশক্তির আংশিক সাহায্য পাইয়াই প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান্ সকলের প্রকাশক সুতরাং তাঁহার নিকট ইহারা কিপ্রকারে প্রকাশ দেখাইতে পারে?

কঠোপনিষদেও অনুরূপ শ্রুতিমন্ত্র পাওয়া যায়। কঠ ২।২।১৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। এবং শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" মন্ত্রটিও দ্রষ্টব্য। (শ্বে: ৬।১৫)

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" (গী: ১৫।১২)

আরও পাই,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ" (গী: ১৫।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
যৎ স্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্॥"

(ভা: ১০।৮৫।৭)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের "জ্যোতির্দর্শনাৎ" (বে: সূ: ১।৩।৪০) সূত্রের গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥১০॥

**শ্রুতিঃ—ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম
পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥১১॥**

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরব্রহ্ম সসীম নহেন, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, তিনিই একমাত্র সৎ ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব। ইহা

পূর্ব্বে পূর্ব্ব-কথায় যুক্তি-সহকারে দেখান হইয়াছে ; এক্ষণে উপসংহারে বলিতেছেন] ইদং (এই) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অমৃতং (অমৃতস্বরূপ) পুরস্তাৎ (এই যে সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক) পশ্চাৎ (তোমাদের পিছনে যাহা কিছু দেখিতেছ উহাও) ব্রহ্ম, [এইরূপ] দক্ষিণতঃ (দক্ষিণাংশে) উত্তরেণ চ (ও উত্তরাংশে বামভাগে) অধশ্চ (নিম্নদেশে) ঊর্দ্ধঞ্চ (উপরিভাগে) প্রসৃতং (বিস্তৃত রহিয়াছে) ইদং বিশ্বম্ (এই বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্মাত্মক) [অতএব] ইদং (মদুক্ত) ব্রহ্মৈব বরিষ্ঠম্ (ব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—এই যে সম্মুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে ও অধোভাগে বিশ্ব বিস্তৃত রহিয়াছে, এ সমস্তই সেই অমৃতস্বরূপ শাশ্বত ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক। অতএব ব্রহ্মই বরিষ্ঠ এজন্য উপাদেয় ও জ্ঞেয় ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদে দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উপসংহরতি—ব্রহ্মৈব……উত্তরেণ ॥

সর্ব্বাসু দিক্ষু যদিদং দৃশ্যতে তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ।

অধ……বরিষ্ঠম্ ॥ ইত্যথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

বরণীয়তমং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥১১॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি—অথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ে খণ্ডে শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

সমাপ্তং চেদং দ্বিতীয়মুণ্ডকম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীং পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাচ্চ শ্রেষ্ঠত্বমুপসংহরতি—ইদং ব্রহ্মৈব অমৃতং (সত্যং) যতঃ পুরস্তাৎ অগ্রতঃ, পশ্চাৎ পশ্চাদ্ভাগে, দক্ষিণতঃ (দক্ষিণাংশে) উত্তরেণ বামাংশে, অধশ্চ অধোভাগে, ঊর্দ্ধঞ্চ উপরিভাগে চ প্রসৃতং বিততং সর্ব্বং বিশ্বং ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাত্মকমিত্যর্থঃ। তথাচ ব্রহ্মাতিরিক্তস্য সর্ব্বস্য কার্য্যত্বাৎ বিকারত্বং 'বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' ইতি শ্রুতেঃ, বিকারস্যানিত্যত্বম্, ব্রহ্মণঃ সত্যত্বমতএব বরিষ্ঠত্বমিতি ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপকতা ও সর্ব্বরূপত্বের বিষয় প্রতিপাদন করিতেছেন।

সার কথা এই যে, এই অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই দক্ষিণে এবং ব্রহ্মই উত্তরে, তিনিই উর্দ্ধে ও অধোদিকে বিস্তৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেইজন্যই এই বিশ্ব ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক। পরব্রহ্ম শ্রীহরিই বরিষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। তাঁহার ভজনই জীবের একমাত্র করণীয়।

অনেকে মনে করেন, ব্রহ্মই যখন সত্য এবং সর্ব্বব্যাপক এবং তিনিই যখন সব তখন ব্রহ্মেতর জীব বা জগৎ সকলই মিথ্যা। কিন্তু এই ধারণা সঙ্গত নহে, কারণ ব্রহ্ম সশক্তিক; তিনি যেরূপ সত্য ও নিত্য, সেইরূপ তাঁহার অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিত্রয়ও নিত্য ও সত্য। সুতরাং অন্তরঙ্গা শক্তিরূপা গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধাম ও নিত্য-লীলা সত্য ও নিত্য, জীব তাঁহার তটস্থা শক্তি বলিয়া উহাও নিত্য ও সত্য, মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া উহাও নিত্য ও সত্য। কেবলমাত্র মায়াগুণের বিকার জড়কার্য্যাদি অনিত্য কিন্তু

তাহাকেও মিথ্যা বলা চলে না। যাঁহারা ব্রহ্ম সত্য আর জগন্মিথ্যা বলেন, তাহারা ভ্রান্ত। আর যাঁহারা জীবকেই ব্রহ্ম বলেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম নহে, তবে ব্রহ্মের শক্তিকার্য্য।

কারণ কঠ শ্রুতিতেই পাওয়া যায়,—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" শ্বেতাশ্বতর বলেন,—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" শ্রীগীতাতেও পাই,—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" (গীঃ ২।২০) শ্রীগীতায় আরও পাই,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীঃ ১৫।৭)। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।" (ভাঃ ১১।১১।৪);

আরও পাই,—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥"

এতৎপ্রসঙ্গে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া······বীতশোকঃ" (মুণ্ডক ৩।১।১-২) এবং (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬-৭) দ্রষ্টব্য।

বেদান্তসূত্রের অংশাধিকরণে বর্ণিত সূত্রসমূহও আলোচ্য।

বিশ্ব যে শ্রীভগবানের সৃষ্টি তাহাও শ্রীভাগবতে পাই,—

"অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি॥" (ভাঃ ৩।৭।৪)

আরও পাই,—

"স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥" (ভাঃ ৩।৬।৪)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০)

এতৎপ্রসঙ্গে "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ…ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।" (শ্বেঃ ৪।৯-১০) "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (ঐতরেয় ১।১।১)।

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের "রচনানুপপত্তেঃ" অধিকরণের সূত্রসমূহও আলোচ্য।

অতএব জগৎ যে মিথ্যা নহে, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-সিদ্ধান্তে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের 'তত্ত্বকণা' নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—দ্বিতীয় মুণ্ডক সমাপ্ত ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

তৃতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি-
অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে পরমপুরুষের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার দর্শনোপায় যে তদ্ভক্তিযোগ তাহাও ধনুরাদি রূপকদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে সেই অভিধেয় ভক্তি-যোগের প্রধান অবলম্বন সম্বন্ধজ্ঞান যাহা সেব্য-সেবকভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই দেখান হইবে। জীব ও পরব্রহ্মের স্বরূপতঃ নিত্য ভেদ দেখাইয়া জীবের প্রয়োজনস্বরূপে শ্রীভগবদ্প্রাপ্তি যে ভক্তির ফল, তাহা বলা হইতেছে—] দ্বা—দ্বৌ (দুইটি) সুপর্ণা—সুপর্ণৌ (পক্ষী—জীব ও পরব্রহ্ম নামক) [ইহারা] সযুজা—সযুজৌ (একসঙ্গে সর্ব্বদা স্থিত), সখায়া—সখায়ৌ (পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন) সমানং (একই) বৃক্ষং (ছেদনীয়ত্বহেতু বৃক্ষভূত জীবশরীর) পরিষস্বজাতে (গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ তথায় নীড় বাঁধিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া একই বৃক্ষে বাস করিতেছে), তয়োঃ (সেই পক্ষী দুইটির মধ্যে) অন্যঃ (অন্যতর একটি অর্থাৎ জীবাত্মা) স্বাদু (অনেক বিচিত্র স্বাদযুক্ত)

পিপ্পলং (প্রাক্তন কর্ম্মজনিত সুখ-দুঃখরূপ ফল) অত্তি (ভোগ করিয়া থাকে), অন্যঃ (দ্বিতীয় পক্ষীটি পরমেশ্বর) অনশ্নন্ (সাংসারিক কোন ফল না খাইয়া, কেবল কর্ম্মফলের প্রযোজক থাকিয়া) অভিচাকশীতি (সাক্ষিস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন) ॥১॥

অনুবাদ—জীব ও পরমেশ্বর নামে দুইটি পক্ষী একসঙ্গেই সর্ব্বদা যুক্ত থাকে ও তাহারা পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন, একই শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী (জীবাত্মা) বিচিত্র অনেক প্রকার স্বাদযুক্ত কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ করে, আর অন্যটি (পরমেশ্বর) কর্ম্মফল ভোগ করে না, কর্ম্মফলের প্রযোজক থাকিয়া কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করেন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

নন্বেকস্যৈব ব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেহানুপ্রবেশে তস্য সুখদুঃখভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গ- ইত্যত্রাহ—

দ্বা সুপর্ণা .....পরিষস্বজাতে। যুজ্যাত ইতি যুক্‌শব্দো গুণপরঃ। সমানগুণকঃ সযুগিতি ব্যাসার্য্যৈর্বিবৃতত্বাৎ। সযুজৌ সমানগুণকৌ সখায়া অপহতপাপ্মত্বাদিগুণৈঃ পরস্পরসমানৌ দ্বৌ সুপর্ণৌ দ্বৌ পক্ষিসদৃশৌ সমানমেকং বৃক্ষং বৃক্ষবচ্ছেদনার্হং শরীরং সমাশ্রিতাবিত্যর্থঃ।

তয়োরন্যঃ......শীতি। তয়োর্মধ্যেঽন্যতরো জীবঃ স্বাদু পরিপক্বং পিপ্পলং কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে। অন্যস্তু পরমাত্মাঽভুঞ্জান এব প্রকাশতে। অত্র শরীরে তদাশ্রয়জীবপরাদিবিষয়বাচকশব্দানগর্ণন বিষয়িবাচকবৃক্ষ- সুপর্ণাদিশব্দৈর্বৃক্ষত্বাধ্যবসানলক্ষণরূপকাতিশয়োক্তির্বিচ্ছিত্তিবিশেষায়েতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কেবলাভেদভ্রমং নিরস্যন শ্রুতির্জীবেশ্বরয়োঃ কার্য্যভেদাৎ স্বরূপভেদাচ্চ ভেদমাহ—দ্বা সুপর্ণা দ্বৌ পক্ষিণৌ, ছান্দসঃ

ঔ বিভক্তি স্থানে ডা 'সুপাংসুলুগ্‌ডা' ইত্যাদি সূত্রেণ, এবমুত্তরত্র। এতৌ সযুজা সহ যোগেন স্থিতৌ, সখায়া সখ্যভাবেন কার্য্যকারিত্বাৎ অবিচ্ছেদেন বর্ত্তমানত্বাচ্চ মিত্রভূতৌ পরস্পরমিত্রভাবাপন্নৌ, সমানং একং বৃক্ষং বৃক্ষবচ্ছেদনার্হং জীবশরীরং পরিষস্বজাতে আশ্রিতবন্তৌ। নমু যদি একাশ্রয়ত্বং চিদেকস্বরূপত্বঞ্চ তর্হি তয়োঃ কো ভেদ ইত্যাশঙ্ক্যাহ— তয়োরেক ইত্যাদি, তয়োঃ পক্ষিণোর্জীবেশ্বরয়োঃ মধ্যে অন্যঃ অন্যতরঃ জীবঃ স্বাদু বিচিত্রানেকবেদনাস্বাদযুক্তং পিপ্পলং বৃক্ষস্য ফলং কর্ম্মজনিতং সুখদুঃখাত্মকং অত্তি ভগবদ্বৈমুখ্যতঃ অত্তি ভুঙ্‌ক্তে, অন্যঃ অপরঃ পরমেশ্বরোঽনশ্নন্ কর্ম্মফলমভুঞ্জান এব প্রযোজকরূপেণ অভিচাকশীতি সাক্ষিরূপেণ স্থিত্বা পশ্যতি কেবলমিতি। অনুরূপশ্চ শ্লোকো ভাগবতে দ্রষ্টব্যঃ 'সুপর্ণাবেতৌ' ইত্যাদি ॥১॥

তত্ত্বকণা—গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ যেরূপ জগৎকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত রূপকভাবে বর্ণন করিয়াছেন, সেইরূপ এস্থলে শ্রুতি বদ্ধজীবের শরীরকে পিপ্পল বৃক্ষ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপে রূপক-ভাবে বর্ণন করিতেছেন। এইরূপ বর্ণন কঠোপনিষদে 'গুহাপ্রবিষ্ট' 'ছায়া ও আতপ'রূপেও পাওয়া যায়।

ছেদনার্হ-বিচারে মনুষ্য-শরীরকে বৃক্ষের সহিত উপমা। আর সেই শরীরে হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংযুক্তরূপে মিত্রভাবাপন্ন হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষী বাস করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে একটি পক্ষী অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল প্রারব্ধানুসারে ভোগ করিয়া থাকে; অন্যটি অর্থাৎ পরমেশ্বর কোন ফল ভোগ না করিয়া জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া স্বয়ং সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও অনুরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়, (শ্বেঃ ৪।৬)।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য ভেদ সম্বন্ধে শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥" (গীঃ ২।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥" (ভাঃ ১১।১১।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে একই দেহে বিরাজিত পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ প্রতিপাদনার্থ মহিমা ও অমহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। পরমেশ্বর—মায়াধীশ, মায়িক বিশ্বে বিরাজিত থাকিয়াও মায়াতীত আর জীব মায়া হইতে পরতত্ত্ব হইয়াও স্বরূপে অণুচৈতন্য হেতু মায়া-বশযোগ্য।

পুরুষসূক্ত-কথিত—'উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। এতাবানস্য (পাঠান্তরে 'তাবানস্য') মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ॥' শ্লোকের অর্থও এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। তিনি অন্ন অর্থাৎ বৈষয়িক সুখকে অতিক্রম করিয়াছেন। সেইহেতু পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বরের মহিমা অপার। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।১৮ শ্লোকেও দেখা যায়,—'সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ। মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ।' ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! সেই পরমেশ্বর অমৃতের প্রভু, ভোক্তা, ভোজয়িতা এবং দাতা। তিনি মরণধর্ম্মক বৈষয়িক সুখকে অতিক্রম করিয়াছেন। সেই হেতু সেই পরমেশ্বরের এই মহিমা অসীম।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, আলোচ্য শ্লোকের 'একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নম্' এই পাদে জীবই কর্ম্মফল-ভোক্তা, পরমেশ্বর নহেন; কিন্তু উপরি উক্ত শ্লোকে অন্তর্য্যামী পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব দেখা যায়। ইহার মীমাংসা কি? তদুত্তরে আমরা উপরি উক্ত 'সোঽমৃতস্যাভয়-স্যেশো' শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে জানিতে পারি যে,—"ভগবান্ যে অমৃতের ভোক্তা, ভোজয়িতা ও দাতা, সে অমৃত স্বর্গ-সুধার ন্যায় বিকৃত বা নষ্ট হয় না। স্বর্গ-সুধার ক্ষয় ও বিকার আছে, এমন কি, অমৃতপায়ী দেবগণও সর্ব্বদা ভীত হইয়া নিজ জীবন-রক্ষার্থে অসুরের মৃত্যু কামনা করেন—'নিত্যং যদন্তর্নিজজীবি-তেপ্সুভিঃ পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে'। (ভাঃ ১০।১২।১৩); তাই অমৃতের বিশেষত্ব দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন—উহা অভয় অর্থাৎ সংসার-ভয়রহিত। পুণ্যবলে জীবের সভয় স্বর্গসুধা লাভ হয় বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে সুধারও ক্ষয় হয় এবং স্বর্গেরও নিবৃত্তি হয়। 'মর্ত্ত্য' অর্থাৎ মরণধর্ম্মক 'অন্ন' অর্থাৎ বৈষয়িকসুখ। শ্রীভগবান্ সেই বৈষয়িক সুখকে অতিক্রম করিয়া আছেন। অতএব তাঁহার স্বসুখামৃত অতুলনীয় এবং বিষয়-সুখাতীত নিত্যানন্দপ্রদ। অমৃত-ভোজীর পক্ষে চণকচর্ব্বণ যেমন কখনও প্রিয় হয় না এবং যদিও কৌতুকবশে তিনি চণকচর্ব্বণ করেন তথাপি তাহাতে যেমন তাঁহার আসক্তি হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ বিষয়-ভোগে অনাসক্তই আছেন। এইরূপ শ্রীগীতায় কথিত আছে—'আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু।' (গীঃ ৯।২৪) স্বয়ং ভগবানের অন্তর্য্যামিস্বরূপের ভোক্তৃত্বের ব্যপদেশেও তাহা অতিক্রম না করিয়া দেখিতে হইবে। অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান্ প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বভোক্তা হইয়াও তাঁহার অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির চিন্ময় বিলাসে যেরূপ আসক্ত এবং সেই লীলাবিলাসে তিনি স্বাত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও "স্তন্যামৃতং

পীতমতীব তে মুদা…যৎতৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ।" (ভাঃ ১০।১৪।৩১)। আজ পর্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞ যাঁহার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয় নাই, সেই আপনি (গোবৎস ও গোপবালকরূপে) আনন্দে যাঁহাদের স্তন্যামৃত প্রচুরভাবে পান করিয়াছেন, সেই ব্রজগো এবং ব্রজগোপীগণ অতীব ধন্য। সেই ভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাসে এবং মায়াময়ী তাহাতে কিন্তু অনাসক্ত থাকিয়া কেবল তাহার উপকার করেন মাত্র। এইজন্য আলোচ্য শ্লোকের 'নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্' এই পাদাংশের 'নিরন্নত্ব' শব্দে আসক্তিরাহিত্য অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।"

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে।" (বেঃ সূঃ ২।৩।৪১) আলোচ্য এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকা দ্রষ্টব্য ॥১॥

শ্রুতিঃ—সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—সমানে বৃক্ষে (সেই পূর্ব্বোক্ত একই শরীররূপ বৃক্ষে) পুরুষঃ (জীবরূপী পক্ষী) নিমগ্নঃ [সন্] (আসক্তিবশতঃ অর্থাৎ দেহাত্মভাবে মগ্ন হইয়া) অনীশয়া (মায়ায় নানাদুঃখে দীনতাবশতঃ ও প্রতীকারে অসমর্থ) মুহ্যমানঃ (বিমূঢ় হইয়া) শোচতি (শোক করে অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানে দেহের সহিত ঐক্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেহ-সম্বন্ধ-জনিত রোগশোকাদি স্বগতবোধে নানাদুঃখ ভোগ করিতে থাকে) [পরে] যদা (যখন শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণায়) অন্যম্ ঈশম্ (সেই বৃক্ষে

অবস্থিত নিজ হইতে ভিন্ন পরমেশ্বরকে) জুষ্টম্ (ভক্তগণ কর্তৃক নানাভাবে সেবিত) পশ্যতি (দেখে) [এবং] অস্য (এই ঈশ্বরের) ইতি (এইপ্রকার) মহিমানং (মাহাত্ম্য) [পশ্যতি—অবগত হয়, তখন] বীতশোকঃ (সেই শোক হইতে মুক্ত হয়) ॥২॥

অনুবাদ—একই বৃক্ষে সহভাবে থাকিয়াও জীবাত্মা মায়ার দ্বারা শরীরে আত্মাভিমানবশতঃ নানাদুঃখে নিমগ্ন হয় এবং তাহার প্রতীকারে অসামর্থ্যবশতঃ বিমূঢ় হইয়া শোক করিতে থাকে, কিন্তু শ্রীভগবানের একান্ত অহৈতুক অনুগ্রহে সাধুগুরুর কৃপায় যখন দেখে যে, পরমেশ্বরই একমাত্র দুঃখ-নিবারণে সমর্থ, এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য অর্থাৎ তাঁহাকেই ভক্তগণ উপাসনা করেন, তিনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা। যখন লোক তাঁহার এই মহিমা জানে, তখন তাঁহার উপাসনা দ্বারা শোকসাগর উত্তীর্ণ হয় ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সমানে……মুহ্যমানঃ ॥

অনীশয়া ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা মুহ্যমানঃ। পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্যয়ৌ দেহযোগাদ্বা সোঽপীত্যুক্তন্যায়েন তিরোহিতপরমাত্মশেষত্বজ্ঞানানন্দলক্ষণস্বস্বরূপঃ সম্বৃক্ষবচ্ছেদনার্হ একস্মিঞ্ছরীরে জীবঃ স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যাদিতাদাত্ম্যবুদ্ধ্যা পাংশূদকবত্তদেকতামাপন্নঃ সংস্তৎসংসর্গকৃতানি দুঃখান্যনুভবতীত্যর্থঃ।

জুষ্টং……শোকঃ ॥

ইতিশব্দো বুদ্ধিস্থপ্রকারবচনঃ। চ শব্দশ্চাধ্যাহর্তব্যঃ। যদাঽসৌ জীবো নিমগ্নাৎ স্বস্মাদ্ধারকত্বনিয়ন্তৃত্বশেষিত্বাদিনা বিলক্ষণং স্বকর্মভিঃ প্রীতং পরমাত্মানমখিলজগদীশনলক্ষণমস্য মহিমানং চ যদা পশ্যতি তদা বীতশোকো ভবতীত্যর্থঃ। কেচিত্ত্বনীশয়াঽনীশত্বেনাসমর্থত্বেনেত্যর্থঃ। লোকে হি পঙ্কাদৌ নিমগ্নঃ পঙ্কাদিসম্বন্ধেন মুহ্যমানঃ স্বয়ং নির্গমনাস-

মর্থত্বেন শোচন্সোদ্ধরণসমর্থং স্বয়ং পঙ্কাদাবনিমগ্নং চ স্বস্মিন্প্রীতিমত্বেন সুহৃদ্ভূতং তস্যোদ্ধরণসামর্থ্যং চ দৃষ্ট্বা বীতশোকো ভবতি তৎসমাধিরত্রাস্যসম্বন্ধঃ। ন চাস্মিন্পক্ষেঽনীশয়া ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যেতি ভাষ্যবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ। ভোগ্যভূতয়েত্যস্যানীশয়েত্যেতদ্বিবরণরূপত্বাভাবাৎ। তস্য সামর্থ্যালব্ধার্থানুবাদরূপত্বাদিতি বদন্তি। নন্‌ কথং দ্বা সুপর্ণেতি মন্ত্রস্য জীবপরমাত্মভেদপরত্বম্। অন্তঃকরণজীবপরো হ্যয়ং মন্ত্রঃ। পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণেঽস্য মন্ত্রস্য তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। তথা হি —তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি সত্ত্বমনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি 'জ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ' ইত্যত্র স্বাদ্বত্তীত্যেতদন্তস্য বাক্যস্য সত্ত্বপরত্বমনশ্নন্নিত্যাদেঃ ক্ষেত্রজ্ঞপরত্বং চ প্রতীয়তে। ন চ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দৌ জীবপরমাত্মপরাবিতি বাচ্যম্। তয়োঃ শব্দয়োরন্তঃকরণজীবপরতয়া প্রসিদ্ধত্বাৎ। তদেতৎসত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যতি। 'অথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ' ইতি সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দয়োরন্তঃকরণজীবশব্দাভ্যাং শ্রুত্যৈব ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ। যেন পশ্যতীতি করণত্বপ্রতীতেঃ সত্ত্বং হ্যন্তঃকরণং স্বপ্নদ্রষ্টৃত্বাচ্চ ক্ষেত্রজ্ঞো হি জীবঃ। অতোঽয়ং মন্ত্রোঽন্তঃকরণজীবপর ইতি চেৎ। ন তাবজ্জীবপরমাত্মপরত্বমস্য মন্ত্রস্যাপি বদিতুং শক্যতে। অনেন মন্ত্রেণ তুল্যার্থতয়া প্রত্যভিজ্ঞায়মানে 'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ' ইত্যনন্তরে মন্ত্রে জীবপরয়োঃ প্রতিপন্নত্বাৎ। অস্য মন্ত্রস্য 'তদৈকার্থ্যাচ্চ' সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্ন ইতি তয়োরৈকার্থ্যং হি প্রতীয়তে। সমানে বৃক্ষ ইতি মন্ত্রে চ পুরুষো জীবঃ। অন্তঃকরণস্য পুরুষশব্দবাচিত্বাভাবাৎ। শোচতি মুহ্যমানঃ পশ্যতি বীতশোক ইতি পদানামস্বারস্যপ্রসঙ্গাচ্চ। অন্যশ্চ পরমাত্মেশশব্দোক্তত্বাৎস্ববিষয়কজ্ঞানেন বীতশোকহেতুত্বাচ্চ ন কেবলমনন্তরমন্ত্রৈকার্থ্যাদ্'দ্বা সুপর্ণেতি' মন্ত্রস্য পরমাত্মপরত্বং, কিন্তু স্ববাক্যে স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্য ইতি ভোক্তৃত্বাভোক্তৃত্ব-

শ্রবণাচ্চ তদবসীয়তে। চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনাং দ্রষ্টৃত্বশ্রোতৃত্বাদিবদন্তঃকরণস্যাপি করণত্বাদেব হি ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি. জীবস্য বৃক্ষশব্দোক্তদেহপরিষঙ্গদশায়ামেবানশ্নত্বমপি নোপপদ্যতে। তর্হি পৈঙ্গিশ্রুতেঃ কোঽর্থঃ। উচ্যতে—সত্ত্বং বদ্ধজীবঃ। 'দ্রব্যাসুব্যবসায়েষু সত্ত্বমস্ত্রী তু জন্তুষু' ইতি নামানুশাসনাজ্জন্তুপরত্বাবগতেঃ। জন্তুশ্চ চেতনঃ। 'প্রাণী তু চেতনো-জন্মী জন্তুজন্যুশরীরিণ' ইতি নামপাঠাৎ। বন্যান্বিনেষ্যন্নিব দুষ্টসত্ত্বানিতি প্রয়োগাৎ।

> ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
> সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ ইতি দর্শনাচ্চ

ক্ষেত্রজ্ঞশব্দশ্চাত্র পরমাত্মপরঃ। অর্থান্তরপ্রসিদ্ধাকাশপ্রাণাদিশব্দবদর্থানুপপত্ত্যা পরমাত্মপরত্বোপপত্তেঃ। ক্ষেত্রজ্ঞোঽক্ষর এব চেতি পরমাত্মনি প্রয়োগাৎ। ক্ষেত্রং জানাতীত্যবয়বার্থস্য তস্মিন্নেব পুষ্কলত্বাচ্চ। মোক্ষধর্ম্মে—

> ততস্ত্রৈগুণ্যহীনাস্তে পরমাত্মানমঞ্জসা।
> প্রবিশন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রজ্ঞং নির্গুণাত্মকম্॥
> সর্ব্বাবাসং বাসুদেবং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি তত্ত্বতঃ। ইতি।

তত্রৈব—বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।

> একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্॥
> ক্ষেত্রাণি চ শরীরাণি জ্ঞানানি চ শুভাশুভে।
> তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে॥

ইতি প্রয়োগাৎ। তত্রৈব কপিলাসুরিসংবাদে—জ্ঞাতানামাসুরে! শ্রেষ্ঠো জ্ঞো দ্রষ্টা শুচিরুপেক্ষকঃ। জ্ঞাতৃকো বুধ্যমানাপ্রতিবুদ্ধ্যোঃ। পরমমৃতং বিদিত্বা নিরবয়বমনাময়মস্মাদ্দুঃখাদ্বিমুচ্যত এবেতি বুধ্যমানা-

প্রতিবুদ্ধশব্দাভিহিতয়োশ্চিদচিতোঃ পরস্য ক্ষেত্রজ্ঞশব্দেনাভিধানাত্তত্রৈব পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি বর্গশব্দেনোক্ত্বা, এতস্মাদ্বর্গাদপবৃক্তোঽপবর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ শুচিরূপেক্ষকো বুধ্যমানাপ্রতিবুদ্ধ্যোঃ পরস্মাদিতি, তত্রৈব—অন্যদ্দ্বন্দ্বকমন্যৎপুষ্করবর্ণম্। তথাঽন্যৎক্ষেত্রমন্যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকোঽন্যশ্চাস্মাৎক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। পুনশ্চ তত্রৈব—এবমাহুরেঽন্যদ্দ্রব্যমন্যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বমন্যোঽস্মাৎক্ষেত্রজ্ঞ ইতি পঞ্চবিংশাৎপরস্মিন্ক্ষেত্রজ্ঞশব্দপ্রয়োগাৎ। সনৎকুমার-নারদসংবাদে চ—

> পশ্যঃ পশ্যতি পশ্যস্তমপশ্যন্তং চ পশ্যতি।
> পশ্যন্তং পশ্য পশ্যত্বাৎপশ্যাৎপশ্যেন পশ্যতে॥

ইতি শ্লোকমুক্ত্বা প্রকৃতিং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চাপরঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ষড়্‌বিংশকোঽনুপশ্যতি, ন তু পঞ্চবিংশকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রকৃতির্ব্বাঽপরং ক্ষেত্রজ্ঞং পশ্যতীতি প্রয়োগাচ্চ। অত্র হ্যাত্মশব্দবৎক্ষেত্রজ্ঞশব্দস্য জীবপরসাধারণস্য পঞ্চবিংশপরশব্দবিশেষিতস্য জীবপরমাত্মবিষয়ত্বদর্শনাচ্চ।

> যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে।
> যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মেতি চোচ্যতে॥

ইতি মানবপ্রয়োগাচ্চ। যেন স্বপ্নং পশ্যতীত্যত্রেত্থং ভাবে তৃতীয়া। যেন বিশিষ্টঃ পরমাত্মা স্বপ্নং পশ্যতীত্যুচ্যতে। ততশ্চ কাঠিন্যবান্‌যো বিভর্ত্তীতি পৃথিবীদ্বারা কাঠিন্যবৎস্বপ্নদ্রষ্টৃত্বম্। জীবদ্বারা পরমাত্মবিশেষণং ভবতীতি ন বিরোধঃ। শারীরকশব্দশ্চ তস্যৈব এব শারীর আত্মেতিবংস্বব্যতিরিক্তসমস্তচিদচিচ্ছরীরকে পরমাত্মন্যুপপদ্যতে। উপদ্রষ্টেতি নিরুপাধিকং দ্রষ্টৃত্বং তস্যৈবোপপদ্যতে। এবং শারীর উপদ্রষ্টেতি পদদ্বয়েন পরস্য ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যত্বমুপপাদিতং ভবতি। অতো দ্বা সুপর্ণেতি মন্ত্রো জীবপরমাত্মপরঃ। কিঞ্চ 'ইয়দামননাৎ' ইত্যধি-

করণে 'দ্বা সুপর্ণা' ইতি মন্ত্রে ভোক্তৃভোক্ত্রোঃ প্রতিপাদ্যতা। 'ঋতং পিবন্তৌ' ইত্যত্র তু ভোক্ত্রোরেব প্রতিপাদ্যতা। পিবন্তাবিতি শ্রবণাৎ। ন চ পিবন্তাবিত্যেতচ্ছত্রিন্যায়েন পিবদপিবৎসমুদায়লক্ষকমিতি বাচ্যম্। মুখ্যার্থপরিত্যাগে কারণাভাবাদিতি পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা 'ঋতং পিবন্তৌ' 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যত্র চ দ্বিত্বসংখ্যাপ্রতীতেরৈক্যং প্রতীয়তে। তত্র চ দ্বা সুপর্ণেতি মন্ত্রে 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যঃ' ইত্যাশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মা প্রতীয়তে। অত এব 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্' ইতি বাক্যশেষে পরমাত্মন এব প্রতিপাদনং দৃশ্যতে। ঋতং পিবন্তাবিতি মন্ত্রে চ, অন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যুপক্রমেণ পরমাত্মনঃ প্রকৃতত্বাৎ। যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরমিতি পরমাত্মবিষয়বাক্যশেষাচ্চ পরমাত্মৈব প্রতিপাদ্যঃ। অতঋতং পিবন্তাবিত্যেতচ্ছত্রিন্যায়েন যোজ্যম্। অতো বেদ্যাভেদাদ্বিদ্যাভেদ ইতি তদীয়ভাষ্য এব প্রতিপাদিততয়া তয়োর্মন্ত্রয়োর্ভিন্নার্থত্বসমর্থনস্য তদ্বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাদ্দ্বা সুপর্ণেতি মন্ত্রো জীবপরমাত্মপর এব। সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দাবপি তৎপরাবিত্যেব যুক্তম্ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—জীবস্য বন্ধমোক্ষহেতু ক্রমেণাহ—সমানে একস্মিন্নেব বৃক্ষে শরীররূপে নিমগ্নঃ দেহাত্মাভিমানে অত্যন্তমাসক্তঃ, পুরুষঃ জীবাত্মা দুঃখমনুভবন্ অনীশয়া তৎ পরিহর্ত্তুমসামর্থ্যেন হেতুনা মুহ্যমানঃ দীনভাবমাপন্নঃ সন্ শোচতি সন্তপ্যতে। যদা পরমকারুণিকেন কেনচিৎ সাধুনা গুরুণা বা দর্শিতভক্তিমার্গঃ জুষ্টং ভক্তৈঃ সেবিতং অন্যং তদ্বৃক্ষস্থিতমপরং পক্ষিরূপম্, ঈশং পরমেশ্বরং সর্ব্বদুঃখনিবারণে সমর্থং পশ্যতি জানাতি মহিমানঞ্চ অস্য ভগবতঃ জগৎসৃষ্ট্যাদিমাহাত্ম্যং বিচারয়তি তদা তং সেবমানো বীতশোকো ভবতি সংসারদুঃখমুক্তরতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত বর্ণনানুসারে একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থিত পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে ভগবদ্বিমুখ জীবরূপ পক্ষীটি দেহাত্মাভিমানবশতঃ

শরীরের প্রতি অতিশয় মমতাযুক্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখাদি ভোগে নিরন্তর নিমগ্ন এবং দুঃখ হইতে নিজেকে পরিত্রাণ করিতে অসমর্থতা-হেতু অতিশয় দীনভাবে কালযাপন করে। এমতাবস্থায় যদি—শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণায় সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় জানিতে পারে যে, ভগবদ্বিমুখতাবশতঃই তাহার এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং আরও জানিতে পারে যে, ভক্তগণ-পরিসেবিত পরমদয়ালু শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রেই অবস্থিত, একমাত্র তাঁহার সেবাফলেই জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভে নিত্যানন্দ পাইবে। ভাগ্যবান্ জীব ভগবানের এইরূপ মহিমাযুক্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ নিজ হৃদয়স্থিত পরমসুহৃদ্ পরমপ্রিয় শ্রীভগবান্‌কে সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে যাবতীয় দুঃখাদি, এমন কি, দুঃখমূল অবিদ্যাদিমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিত্যসেবা লাভপূর্ব্বক নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও এতদনুরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়,—(শ্বেঃ ৪।৭) তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো-
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥" (ভাঃ ১১।১১।৭)

'বিদ্যাময়' শব্দে কোন্ বিদ্যা তাহার মীমাংসায় স্ব টীকায় উক্ত শ্রীগোপালতাপনীর শ্লোকের অর্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"(ঈশ্বর বা পরমাত্মা দেহবৃক্ষে অভোক্তা হইলেও কৃষ্ণের তাহাতে আসে

কি ? উত্তর—কৃষ্ণই তত্ত্বাংশে তদ্রূপে অর্থাৎ পরমাত্মরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগীতায় নিজে বলিয়াছেন,—আমিই একাংশে অর্থাৎ প্রকৃত্যন্তর্য্যামী পুরুষরূপেই অর্থাৎ পরমাত্মরূপে অবস্থিত) শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু সেই পরমাত্মা হইতে অতিশয় বলিতেছেন—বিদ্যাবিদ্যে অর্থাৎ মায়ার বৃত্তিরূপে। "বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধবশরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥" (ভাঃ ১১।১১।৩) সেই দুইটি যাহার নিকটে স্বীকার করি না। তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ অন্তর্য্যামীরই তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব হেতু। 'যস্যাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতেতি'—বিষ্ণুপুরাণাৎ। বিদ্যাবিদ্যা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে স্থিত।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥"
(ভাঃ ১।৭।২৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

" 'মায়াধীশ' 'মায়াবশ' ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ পরিচ্ছেদ)

"কৃষ্ণভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০পঃ)

শ্রীগীতায় পাই,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" (গীঃ ৭।১৪)

বেদান্তসূত্রের "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (বেঃ সূঃ ২।১।২২) সূত্র দ্রষ্টব্য ॥২॥

শ্রুতিঃ—যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর পূর্ব্বমন্ত্রের বিশদ অর্থ বলিতেছেন—] যদা (যে সময়) পশ্যঃ (ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারকামী ব্যক্তি) রুক্মবর্ণং (স্বর্ণের মত জ্যোতির্ম্ময়, দিব্য-হেমবর্ণ-বিগ্রহ) কর্ত্তারং (সমস্ত প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা) ঈশং (সর্ব্বনিয়ন্তা) ব্রহ্মযোনিং (হিরণ্যগর্ভেরও আদিকারণ) পুরুষং (পরমপুরুষ বাসুদেবকে) পশ্যতে (সাক্ষাৎ করেন) তদা (তখন) বিদ্বান্ (ঐ পরমেশ্বরস্বরূপদর্শী) পুণ্যপাপে (সঞ্চিত পুণ্য ও পাপ) বিধূয় (নিরাস করিয়া) নিরঞ্জনঃ (প্রকৃতির সংস্পর্শশূন্য হইয়া) পরমং সাম্যম্ (অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি গুণাষ্টকরূপ ব্রহ্মস্বরূপের সারূপ্য) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) ॥৩॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরারাধনাপরায়ণ ব্যক্তি যখন পরমজ্যোতির্ম্ময় দিব্য-হেমবর্ণাত্মক, জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা, এমন কি, অব্যাকৃত পুরুষ ব্রহ্মারও কারণ সেই বাসুদেবকে প্রত্যক্ষ করিবেন, তখন সেই ব্রহ্মদর্শী সঞ্চিত পুণ্যপাপ ক্ষয় করিয়া প্রাকৃতিক লেপশূন্য হইবেন এবং তাহার ফলে ব্রহ্মের অপহতপাপ্মত্বাদি গুণাষ্টকের আবির্ভাববশতঃ সারূপ্য লাভ করিবেন ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমনুসরামঃ—যদা······যোনিম্।

তদা······মুপৈতি। পশ্যতীতি পশ্যঃ। 'পাঘ্রাধ্মাধেট্দৃশঃ শঃ' [পাঃ সূঃ ৩।১।১৩৭] ইতি শ প্রত্যয়ঃ। শিত্বাৎপশ্যাদেশঃ। যস্মিন্-কালে পশ্যো ব্রহ্মদর্শী, 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। হিরণ্যশ্মশ্রু-

হিরণ্যকেশঃ’ [ছাঃ ১।৬।৬] ইত্যুক্তরীত্যা দেদীপ্যমানমঙ্গলবিগ্রহ-যুক্তং জগদীশিতারং তৎকর্তারং ব্রহ্মযোনিং তস্মাদেতদ্ব্রহ্মেতি নির্দিষ্টা-ব্যাকৃতব্রহ্মোপাদানভূতম্।

"ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
নিরুপাধী চ বর্তেতে বাসুদেবে সনাতনে॥"

ইত্যুক্তরীত্যা পুরুষশব্দনির্দিষ্টং বাসুদেবং যদা পশ্যতি তদা পুণ্য-পাপে নিরস্য নিরস্তপ্রকৃতিলেপঃ সন্নপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকলক্ষণেন ব্রাহ্মেণ রূপেণ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মযোনিমিত্যত্র ব্যাসার্য্যৈঃ ষষ্ঠীতৎ-পুরুষে লক্ষণাপ্রসঙ্গাদ্ব্রহ্মযোনিশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যমিত্যুক্তং তদতি-সুন্দরম্॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বমন্ত্রার্থমেব বিশদয়তি—যদা যস্মিন্‌কালে, পশ্যঃ পশ্যতীতি দৃশেঃ শঃ শিত্ত্বাৎপশ্যাদেশঃ দর্শনকামী দ্রষ্টা ইত্যর্থঃ পুরুষম্ অন্তর্য্যামিণং বাসুদেবং পশ্যতি এবং রূপেণ প্রত্যক্ষীকরোতি কীদৃশং? রুক্মবর্ণং দিব্য-হেমবর্ণাত্মকং, কর্তারম্ প্রপঞ্চস্যোপাদানভূতং নিমিত্তঞ্চ, ঈশং সর্ব্বনিয়ন্তারং তথা ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্যাপি যোনিং কারণং পশ্যতি, তদা বিদ্বান্ অসৌ ভগবদ্দর্শী পুণ্যপাপে সুখ-দুঃখয়োর্হেতুভূতে সুকৃতদুষ্কৃতে, বিধূয় বিনাশ্য, ‘তরতি শোকমাত্মবি-দিতি শ্রুতেঃ, নিরঞ্জনঃ সন্ নির্লেপো ভূত্বা পরমং সাম্যম্ অপহতপাপ্মত্বা-দিগুণাষ্টকেন কাৎর্স্নেন ব্রহ্মসারূপ্যম্ উপৈতি প্রাপ্নোতি॥৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্যময়মহিমা-দর্শনকারী সাধক যখন অপ্রাকৃত সুবর্ণময়কান্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা, ব্রহ্মারও উৎপত্তিস্থান পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎ করেন, তখন সেই বিদ্বান্ সঞ্চিত পুণ্য-পাপ বিনাশ

পূর্ব্বক প্রকৃতির সংস্পর্শ শূন্য হইয়া শুদ্ধাবস্থা লাভকরতঃ ব্রহ্মের সহিত সারূপ্য লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাতে অপহতপাপ্মাদি ব্রহ্মগুণাষ্টকের আবির্ভাব হয়।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥" (গীঃ ১৪।২)

গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'প্রমেয়রত্নাবলী'র চতুর্থপ্রমেয়ে কান্তিমালা টীকায় পাওয়া যায়,—"মুণ্ডক" (৩।১।৩) শ্লোকে—'সাম্য' ও গীঃ (১৪।২) শ্লোকে 'সাধর্ম্ম্য' শব্দ আছে, সেই শব্দ দ্বারা মোক্ষাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে জানিতে হইবে এবং 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এই বাক্যে 'ব্রহ্মৈব' শব্দে ব্রহ্মতুল্য জানিতে হইবে। 'এব' শব্দ তুল্যার্থে; সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান ধর্ম্ম প্রাপ্তি (শ্রীশুকদেব)—জরামরণাদি-রাহিত্যলক্ষণ, পরন্তু স্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তস্মিন্ হ বা উপশমশীলাঃ পরমর্ষয়ঃ সকলজীবনিকায়াবাসস্য ভগবতো বাসুদেবস্য ভীতানাং শরণভূতস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দাবিরত-স্মরণাবিগলিতপরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যম-বিশেষেণ সমীয়ুঃ ॥" (ভাঃ ৫।১।২৭)

পূর্ব্ব বর্ণিত গীতার ১৪।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন—"গুরূপাসনয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবি-তেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ…জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা

ভবন্তীতি; মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তং;—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" (সামবেদ, কঠোপনিষৎ ১।৩।৯) ইত্যাদি শ্রুতিভাশ্চৈ-তদবগতম্।"

পূর্ব্ব বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১।২৭ শ্লোকের 'তাদাত্ম্য' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীবীররাঘব বলেন—'তাদাত্ম্য'—সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমানধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য; শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন—তদ্রূপসাম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান-রূপ; শ্রীজীব গোস্বামী বলেন—তৎসাম্য অর্থাৎ ভগবানের সমতা; শ্রীশুকদেব বলেন—বিভিন্নাংশ জীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন হইলেও অংশী ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক অস্তিত্ব নাই বলিয়া তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহাই 'তাদাত্ম্য' শব্দের তাৎপর্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, শাল্ব প্রভৃতি নরপতিগণ শয়ন, আসন প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যে বৈরিভাবে যাঁহার চিন্তা করিয়া তদীয় গতি, বিলাস, অবলোকন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা তাদৃশ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তাঁহার সাম্য লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যে তদীয় সাম্য লাভ করিবেন, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ......তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্?"
(ভাঃ ১১।৫।৪৮)

অতএব 'সাম্য' শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করিতে হইবে। অসুরগণও তো সাম্য লাভ করে, কেবলাদ্বৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরও সাম্যের কথা শুনা যায়, আবার ভক্তগণও সাম্য প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? তাহা বিচার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"ভগবন্তং বাসুদেবমুপাসীনঃ কালেন তন্মহিমানমবাপ।"

(ভাঃ ৫।৪।৫)

এস্থলে 'মহিমা' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলেন,—জীবন্মুক্তি; শ্রীবীররাঘব বলেন—ছান্দোগ্যোল্লিখিত মুক্তস্বরূপের অষ্ট লক্ষণের আবির্ভাব; শ্রীবিশ্বনাথ বলেন—বৈকুণ্ঠ; শ্রীশুকদেব বলেন—সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান ধর্ম্ম প্রাপ্তি; জরামরণাদি-রাহিত্যলক্ষণ, পরন্তু স্রষ্টৃত্বাদি লক্ষণ নহে।

বেদান্তসূত্রের জগদ্ব্যাপারবর্জ্জাধিকরণের ১৭ সূত্র হইতে ২১ সূত্র পর্য্যন্ত আলোচ্য।৩।

শ্রুতিঃ—প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—এষঃ (এই পরমাত্মা) হি (সত্য সত্যই) প্রাণঃ (সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ) [কে তিনি?] যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতৈঃ (ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যস্থিত সর্ব্বাত্মা হইয়া) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন) বিজানন্ (শ্রবণ-মনন দ্বারা তাঁহাকে এইরূপে জানিয়া) বিদ্বান্ (তাঁহার উপাসনাকারী ভক্ত) অতিবাদী (অত্যধিক কথনশীল) ন ভবতে [ন ভবতি] (হয় না), [অর্থান্তর] ভব (ভক্ত হও), তেন (তাঁহার দ্বারা) অতিবাদী [ভব] (ভগবানের উৎকর্ষ খ্যাপন কর) যঃ (যিনি) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মাতেই ক্রীড়াশীল) [এবং যঃ] আত্মরতিঃ (এবং যিনি আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বরে রতি অর্থাৎ প্রেমবিশিষ্ট) ক্রিয়াবান্ (পরমেশ্বর-প্রীতিজনক ক্রিয়াতেই রত) এষঃ [হি] (এইরূপ ভক্তই) ব্রহ্মবিদাং (ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে) বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম)।৪।

অনুবাদ—ইনিই প্রাণের প্রাণ, যেহেতু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ইঁহাকে যিনি সেইরূপে জানেন ও সাক্ষাৎ করেন তিনি পরমেশ্বর-সম্বন্ধে অত্যুক্তি করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার যে ভক্ত ভগবান্‌কে লইয়াই ক্রীড়ারত, তাঁহাতেই রতিসম্পন্ন এবং ভগবৎপ্রীত্যর্থে ক্রিয়াপরায়ণ, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সেই ভগবদ্ভক্তগণই সর্ব্বোত্তম ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রাণো·· ···ভাতি। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তীত্যাদাবিব প্রাণশব্দঃ পরমাত্মপরঃ। এষ পরমাত্মা সর্ব্বভূতৈরাশ্রিতো ভবতীত্যর্থঃ। বিজানন্‌······বাদী।

ভবেতি লোণ্‌ মধ্যমপুরুষৈকবচনম্। বিজানন্ শ্রবণমননাভ্যাং জানন্নিধ্যাংস্তমুপাসীনস্তেন পরমাত্মনাঽতিবাদী ভবেতি শিষ্যং প্রত্যুপদেশঃ। অতীত্য সর্ব্বান্ বদিতুং শীলমস্য সোঽতিবাদী। যস্য স্বোপাস্যদেবতায়াঃ সর্ব্বাতিশয়িত্বং বদতি সোঽতিবাদীত্যুচ্যতে। আত্ম···রতিঃ।

যস্য ক্রীড়াত্মন্যেব নোদ্যানাদিষু স আত্মক্রীড়ঃ। যস্য রতিরাত্মন্যেব ন স্রক্‌চন্দনাদিষু স আত্মরতিঃ। রতিঃ স্রক্‌চন্দনাদিজন্যা প্রীতিঃ। ক্রীড়োদ্যানাদিজন্যেতি ভূমাধিকরণে ব্যাসার্য্যৈরুক্তত্বাৎ।

ক্রিয়াবান্। অনভিসংহিতফলক্রিয়ানুষ্ঠানশীলঃ। এবংভূতশ্চ ভবেতি যোজনা। ক্রিয়াবত্ত্বং কিমর্থমিত্যত্রাহ—এষঃ···বরিষ্ঠঃ। ইতি।

ক্রিয়য়া হ্যন্তঃকরণে পরিশুদ্ধে ব্রহ্মবিদ্যানিষ্পত্ত্যা ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠো ভবতি ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ জ্ঞেয়স্য পরমেশ্বরস্য সর্ব্বোৎকর্ষং প্রমাণয়তি—এষঃ পরমাত্মা হি নিশ্চয়েন প্রাণঃ প্রাণস্বরূপঃ 'যঃ প্রাণস্য প্রাণ

ইতি শ্রুতেঃ,' কথং স প্রাণঃ ? যঃ পরমাত্মা সর্ব্বভূতৈঃ সর্ব্বপ্রাণিভিঃ সর্ব্বভূতাত্মতয়া বিভাতি সর্ব্বেষামন্তর্য্যামিত্বেন সর্ব্বভূতস্থত্বেন চ বিবিধং দীপ্যতে। নান্যঃ কোঽপি 'একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতীতি শ্রুতেঃ', তং বিজানন্ বিশেষতো জানন্ বিদ্বান্ ভবতে পরমাত্মদর্শী ভবতি, ন অতিবাদী নাসৌ পরমেশ্বরস্য সর্ব্বোৎকর্ষং বদন্ অতিশয়োক্তিমান্ ভবতি যঃ, পরমেশ্বরস্য স্বরূপেণ সর্ব্বাধিকত্বাৎ সর্ব্বময়ত্বাচ্চ। তত্রাপি যঃ ভক্তঃ আত্মক্রীড়ঃ আত্মন্যেব ক্রীড়তি সেবানন্দে তৃপ্তঃ নান্যত্র পুত্রদারাদিষু তথা আত্মরতিঃ আত্মন্যেব পরমেশ্বর এব রতিঃ প্রীতির্যস্য প্রেমবানিত্যর্থঃ ক্রিয়াবান্ ঈশ্বরপ্রীত্যর্থং ক্রিয়াপরায়ণঃ, ন তু ক্রিয়াত্যাগী, জ্ঞানমাত্র-পরায়ণঃ, এষ এতাদৃগ্ ভক্তঃ ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মজ্ঞানিনাং অপেক্ষ্য বরিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ উক্তঞ্চ—ভগবতা 'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন' "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" যুক্ততমঃ যোগিতমঃ ভগবদ্ভক্ত ইত্যর্থঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরই সকলের প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ তিনি সকলের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবাতু। সকল প্রাণীর মধ্যে তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশিত থাকেন এবং তিনিই সর্ব্বাত্মক হইয়া বিবিধাকারে প্রকাশিত। এই তত্ত্ব যাঁহারা জানেন এবং সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা কখনও অতিবাদী হন না অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বের মহিমা-ব্যতিরিক্ত অন্য কথা বলেন না।

যাঁহারা প্রকৃত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা কিন্তু আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে ক্রীড়াশীল নহেন, তাঁহারা কিন্তু আত্মরতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমিক এবং সর্ব্বদা শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ সেবাপরায়ণ। এইরূপ ভগবদ্ভক্তগণই ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্ ।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৪০)
"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥" (ভাঃ ৬।১৪।৫)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"
(গীঃ ৬।৪৬-৪৭)

আরও পাই,—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥" (গীঃ ৭।১৯)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "মহাত্মানস্তু···উপাসতে ॥"
(৯।১৩-১৪) শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ।"

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্ত সূত্রের "সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ" (বেঃ সূঃ ৩।৪।৩৪) সূত্রের গোবিন্দভাষ্য আলোচ্য ॥৪॥

শ্রুতিঃ—সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো-
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, এক্ষণে তাহার সহকারী সাধনগুলি বলিতেছেন—] নিত্যং সত্যেন (নিত্য সত্যস্বরূপ ভগবানের ভজন ও সত্যকথন) তপসা (নিত্য ভক্তিমূলক স্বধর্ম্মাচরণ) সম্যক্ (যথাযথভাবে) জ্ঞানেন (নিত্য আত্মতত্ত্বদর্শন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (নিত্য ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা) এষঃ আত্মা হি (এই পরমাত্মাকে) লভ্যঃ (পাওয়া যায়, দর্শন করা যায়) [কোথায় ?] অন্তঃশরীরে (শরীরের মধ্যে হৃৎ-পুণ্ডরীকে) [কিরূপ ?] জ্যোতির্ম্ময়ঃ (তিনি রুক্মবর্ণ প্রকাশাত্মা) শুভ্রঃ (শুদ্ধ); ক্ষীণদোষাঃ (রাগদ্বেষাদি চিত্তমলশূন্য) যতয়ঃ (একান্তি-ভক্তগণ) যং (যে পরমাত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করিয়া থাকেন)। [সুতরাং ইহা স্তোভবাক্য নহে, ইঁহাদের আদর্শ লইয়া উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইবে] ॥৫॥

অনুবাদ—তাঁহাকে পাইতে হইলে সত্যস্বরূপ ভগবানের উপাসনা, সর্ব্বদা তৎসাম্মুখ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও তত্ত্বানুশীলন আবশ্যক, এই পূর্ব্ববর্ণিত পরমেশ্বর শরীর-মধ্যে হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময়রূপে বিরাজমান, তিনি অন্যান্য অন্তরিন্দ্রিয় বুদ্ধি, মন প্রভৃতির মত নহেন, কারণ তাহারা বিষয়োপরক্ত রাগদ্বেষাদি মলে লিপ্ত, কিন্তু এই পরমাত্মা সর্ব্বদা শুভ্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ। একান্তভক্ত যতিগণ যত্নপর হইয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহার ফলে অবিদ্যাদি দোষমুক্ত হন এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সত্যেন·········দোষাঃ ।

রাগাদিদোষশূন্যা জিতেন্দ্রিয়া যং পশ্যন্তি স শরীরান্তর্ব্বর্তী জ্ঞানময়ো নির্দ্দোষ আত্মা ।

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ। ইত্যুক্তবাহ্যাভ্যন্তরেন্দ্রিয়ৈকাগ্র্যলক্ষণতপসাগমোত্থজ্ঞানেন চ স্ত্রীসঙ্গাদিরাহিত্যলক্ষণনিত্যব্রহ্মচর্য্যেণ চ সত্যেন ভূতহিতবচনেন চ লভ্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যঃ। অথবা লভ্যঃ প্রাপ্য ইত্যর্থঃ। প্রাপ্তিশ্চোপাসনাদ্বারেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যে খলু নিত্যং সত্যং ভগবন্তং ভজন্তে সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ ঐকাগ্র্যেণ তং ধ্যায়ন্তি, নিত্যং স্ত্রীসঙ্গাদিসম্পর্কত্যাগেন বর্ত্তন্তে, তত্ত্বকথানুশীলয়ন্তি তৈরেব পরমাত্মা প্রাপ্যঃ সাক্ষাৎকার্য্যশ্চ ইত্যাহ—'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মে'তি, কুত্র লভ্যঃ, তদাহ—অন্তঃশরীরে স্বাধিষ্ঠিতশরীরমধ্যে হৃদয়াকাশে, কথং স দৃশ্যঃ ? জ্যোতির্ম্ময়ঃ—প্রকাশাত্মা রুক্মবর্ণঃ, শুভ্রঃ—শুদ্ধঃ প্রাকৃতিকদোষশূন্যঃ, তাদৃশস্য সত্তায়াং কিং মানম্? বিদ্বদনুভব এব ইত্যাহ—যতয়ঃ যত্নশীলা তদিতরবৈরাগ্যসম্পন্নাঃ ভক্তা যং পশ্যন্তি সাক্ষাৎকুর্ব্বন্তি, ন সর্ব্বে ইত্যাহ—ক্ষীণদোষা ইতি অবিদ্যা-রাগ-দ্বেষাদি-দোষনির্ম্মুক্তাতঃপ্রাগবিদ্যাদি এব দোষমুক্তৈর্ভবিতব্যম্ ততস্তদ্দর্শনং ভগবন্নিষ্ঠাদি-সহকৃতেন সর্ব্বদা তত্ত্বানুশীলনেন ভক্তিবলেন চ সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে পরমাত্মা পরমেশ্বরের প্রাপ্তির সাধন বলিতেছেন। সকলের শরীরের মধ্যে হৃদয়াকাশে পরম বিশুদ্ধ প্রকাশময় জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা বিরাজমান আছেন। যিনি সর্ব্বপ্রকারে দোষরহিত হইয়া প্রযত্নশীল হন, তিনি ইঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। সর্ব্বদা সত্যস্বরূপ ভগবানের উপাসনা, স্বধর্ম্মাচরণরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও মনের একাগ্রতাসাধন তথা ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক ভগবদুপাসনা-

প্রভাবে শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে সচ্চিদানন্দময় ভগবান্‌কে তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে নিত্য দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রঃ সং ৫।৩৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদ্বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ॥
য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ।
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ॥"

(ভাঃ ৪।২০।৭-৮)

শ্রুতদেবের উক্তিতেও পাই,—

"শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্॥
হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্॥"

(ভাঃ ১০।৮৬।৪৬-৪৭)

শ্রীগীতাতে পাই,—

"যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥"(গীঃ ১৫।১১) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—সত্যমেব জয়তি নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা-
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন—] সত্যম্ এব (সত্যই অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ সত্য-নিষ্ঠগণই অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠগণই) জয়তি (জয়যুক্ত হন অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ তাঁহারা মিথ্যাশ্রয়িগণকে পরাভূত করেন) ন অনৃতম্ (মিথ্যা নহে অর্থাৎ মিথ্যাপরায়ণগণ সত্যনিষ্ঠকে অভিভূত করিতে পারে না, এইজন্য ব্রহ্মদর্শনে সত্যাশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ সাধন) [শাস্ত্রেও সে কথা বলা আছে, যথা] সত্যেন (সত্যের দ্বারা) দেবযানঃ পন্থাঃ (দেবযান নামক পথ, অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি পথ ধরিয়া সত্যধামে উপস্থিতির মার্গ) বিততঃ (উন্মুক্ত হইয়া আছে, সত্যনিষ্ঠের সম্বন্ধে অর্চ্চিরাদি-ক্রম বিস্তীর্ণ) [এই পথের এত লোভনীয়ত্ব কেন? তাহাই বলিতেছেন—] যেন (যে পথ ধরিয়া) ঋষয়ঃ হি (সত্যদর্শিঋষিগণ) আপ্তকামাঃ [সন্তঃ] (পূর্ণকাম হইয়া অর্থাৎ অন্য সকল লোকে যাইবার ও অপর সকল ভোগের কামনা ত্যাগ করিয়া) আক্রমন্তি—আক্রমন্তে (অধিকার অর্থাৎ গমন করেন) [কি অধিকার করেন?] যত্র (যে স্থানে) সত্যস্য (সেই পরমার্থপ্রাপ্তির পরম সাধনের সাধ্য) তৎ পরমং (সেই সর্ব্বোত্তম অর্থাৎ অতি দুষ্প্রাপ্য, অতি লোভনীয়) নিধানং (নিধি অর্থাৎ পরমেশ্বর পদ আছেন) [সেই পথ সত্যসেবীর পক্ষে উন্মুক্ত] ॥৬॥

অনুবাদ—সত্যেরই জয়; সত্যনিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা সকলকে পরাভূত করে; মিথ্যা, শাঠ্য, মায়া, বিপ্রলিপ্সা, অভিমানাদি অনৃত জয়ী

হয় না, সত্যের কাছে পরাভূতই হয়। শাস্ত্রও সত্যকে পরম সাধন বলিয়াছেন যেহেতু মৃত্যুর পর দেবযান নামক পথ সত্যনিষ্ঠের জন্য বিস্তৃত হইয়া আছে। তত্ত্ববিদ্‌গণ যে পথ ধরিয়া পূর্ণকাম হন এবং উপেয় সেই পরব্রহ্ম-ভিন্ন অপর সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হন, যেখানে সত্যের পরমাশ্রয় পরমেশ্বর পরমপুরুষার্থরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সত্যেন লভ্য ইত্যুক্তং সত্যং স্তৌতি—

সত্যমেব······দেবযানঃ ॥

লোকে সত্যমেব জয়তি নানৃতম্। সত্যবাদিনা হ্যনৃতবাদী পরিভূয়তে। অর্চ্চিরাদিরূপেণ বিততো বিস্তীর্ণো দেবযানাখ্যঃ পন্থাঃ সত্যেন হি ভবতি। সত্যবাদিনো হি স ভবতীত্যর্থঃ। তং মার্গং বিশিনষ্টি—

যেনা······আপ্তকামাঃ। বিগততৃষ্ণাঃ সত্যদর্শিনো যেন মার্গেণ তৎ-প্রাপ্ন্ বন্তি হি কিং তদিত্যত্রাহ—

যত্র······নিধানম্। যত্র স্থানে সত্যবদনস্য পরমপ্রয়োজনভূতং মূর্ত্তং ব্রহ্মাস্তে তৎস্থানমিত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমপুরুষার্থসাধকত্বাৎ সত্যমেব স্তৌতি। সত্যমেব ত্রিবিধসত্যাচরণমেব জয়তি পরমোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে প্রবলসাধনত্বাৎ ইতিভাবঃ, অনৃতং অবস্তুভূতং কুহক-মায়াশাঠ্যাহঙ্কারাদিকং ন জয়তি ন পরমোৎকর্ষং লভতে সত্যেনাভি-ভূতত্বাৎ অনর্থোদর্কত্বাচ্চ। দৃশ্যস্তে অনৃতিনঃ সত্যবাদিভিরভিভূয়স্ত ইতি। শাস্ত্রমপি সত্যস্য সাধনাতিশয়ত্বমবগময়ন্তি, তথাহি দেবযানঃ পন্থাঃ। দ্বিবিধো হি পন্থা মৃত্যোঃ পরং লিঙ্গশরীরিণো জীবস্য উপতিষ্ঠতে

দেবযানঃ পিতৃযানশ্চ তত্র যেন পথা অর্চ্চিরাদিমার্গদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানিভিঃ দেবঃ পরমাত্মা যায়তে গম্যতে স দেবযানঃ 'ন স পুনরাবর্ত্ততে' ইতি শ্রুতেঃ উৎকৃষ্ট এবঃ, পিতৃযানস্তু কর্ম্মিভির্ধূমাদিসাহায্যেন পিতৃলোকঃ প্রাপ্যতে ততশ্চ কর্ম্মশেষেণ নরকাদিলোকো গম্যতে ইতি তস্যাবরত্বম্। অসৌ দেবযানঃ পন্থাঃ সত্যেন যথাভূতাচরণেন সত্যরূপিণঃ পরমেশ্বরস্য আশ্রয়ণেন বিততঃ সাতত্যেন বিস্তীর্ণোঽস্তি। তেন পথা কে কুত্র গচ্ছন্তি ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—যেন দেবযানেন পথা আপ্তকামাঃ বিগত-তৃষ্ণাঃ ভগবদিতরবৈরাগ্যসম্পন্না ইত্যর্থঃ, ঋষয়ঃ একান্তিনো ভক্তা-স্তত্ত্বদর্শিন ইত্যর্থঃ, আক্রমন্তি তৎপদং প্রাপ্নুবন্তি এতেন তৎপদপ্রাপ্তৌ অধিকারঃ প্রদর্শিত ইতি বোধ্যম্। কিন্তৎ পদং ? যৎ পরম-পুরুষার্থরূপং ভক্তিযোগিনাং কাম্যম্। যত্র যস্মিন্ স্থানে সত্যস্য উত্তমসাধনস্য সত্যস্য সম্বন্ধি সাধ্যং পরমং সর্ব্বাতিশায়ি নিধানং পরম-পুরুষার্থাকরঃ তিষ্ঠতি তম্ আক্রমন্তি ইত্যন্বয়ঃ। অতঃ পরমপুরুষার্থ-লাভে সত্যমেব জয়তি ॥৬॥

তত্ত্বকণা—সত্যেরই বিজয়, তাহারই সর্ব্বোৎকর্ষ শ্রুতি বলিতেছেন। মিথ্যার কখনই জয় নাই। অভিপ্রায় এই—পরমাত্মা সত্যস্বরূপ, সুতরাং তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত মনুষ্যের মধ্যে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা হওয়া চাই। সেইজন্যই শ্রুতি বলিতেছেন—পরমাত্মার প্রাপ্তির পক্ষে সত্যনিষ্ঠাই অনিবার্য্য সাধন। কারণ সত্য-আশ্রয়কারীরই জয়, অসত্য-আশ্রয়কারীর জয় নাই। "জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

যাঁহাদের ভোগাভিলাষ নাই পরন্তু আপ্তকাম ; সেই সকল ঋষিগণ যে পথে গমন পূর্ব্বক সত্যের পরম নিধান পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন, সেই পথের নাম দেবযান। দেবযানাখ্য বিস্তৃত পথ একমাত্র সত্যনিষ্ঠা দ্বারাই লভ্য। যেস্থানে পরমপুরুষার্থ বিদ্যমান আছে, বিষয়তৃষ্ণাহীন ঋষিগণই দেবযান দ্বারা তথায় গমন করিয়া থাকেন।

হরিভজনের পথে সত্যনিষ্ঠা, সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ একান্ত প্রয়োজন। মিথ্যাভাষণ, কপটতা, দম্ভ প্রভৃতি অসদ্‌গুণাবলী হরিভজনের পরিপন্থী। শ্রীভগবান্ স্বয়ং সত্যস্বরূপ, সুতরাং সেই সত্যস্বরূপনিষ্ঠ না হইলে কখনই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥" (ভাঃ ১০।২।২৬)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—"ত্বমেব বাস্তবং বস্তু সংসারেঽস্মিন্নবাস্তবে। ত্বং ভক্তৈর্গম্যসে নান্যৈরিতি স্তুত্যর্থ ঈক্ষিতঃ। স্বভক্তপালনৈকব্রতত্বান্নিত্যসত্যত্বাচ্চ ত্বমেব প্রপত্ত্যর্হ ইত্যাহুঃ"—

"সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥"
(উদ্যমপর্ব্বণি)

শ্রীগীতায় পাই,—

"তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥" (গীঃ ৫।১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে সত্যসাধনের তাৎপর্য্যে পাই,—"সত্যঞ্চ সমদর্শনম্ অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা" (ভাঃ ১১।১৯।৩৭-৩৮)। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই—"সমদর্শনং ঈর্ষ্যাসূয়াদিবৈষম্যপরিত্যাগেন সর্ব্বত্র স্বসমদুঃখালোচনং" "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখম্" ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ। ন তু

যথার্থভাষণমাত্রম্। সূনৃতা বাণী সত্যা প্রিয়া চ বাণী সৈব ন তু যথার্থভাষণমাত্রং তথাত্বে দোষবতাং দোষকীর্ত্তনমপি প্রসজ্জেত। তস্মিংশ্চ সতি নিন্দা স্যাৎ। সা চ সতাং শ্রোতৄণামপ্রিয়েতি তস্যাঃ সূনৃতবাণীত্বাভাবঃ স্যাৎ। পূর্ব্বাচার্য্যাস্তু সত্যং যথার্থাচরণমৃতং যথার্থভাষণমিত্যনয়োর্লক্ষণং চক্রুঃ" ॥৬॥

শ্রুতিঃ—বৃহচ্চ তদ্‌দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[তিনি কে? এবং তাঁহার কি লক্ষণ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—] তৎ (সেই পরব্রহ্ম) বৃহৎ (সর্ব্বব্যাপী মহৎ) দিব্যম্ (দিব্য অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বপ্রকাশ) চ (এবং) অচিন্ত্যরূপম্ (তাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়, প্রাকৃত বুদ্ধিতে চিন্তা করা যায় না) চ (এবং) তৎ (সেই ব্রহ্ম) সূক্ষ্মাৎ (অতিসূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতি হইতে) সূক্ষ্মতরং (অধিক সূক্ষ্ম, যেহেতু সমস্ত অচেতন পদার্থের মধ্যে প্রবেশ-সমর্থ, জীবের মধ্যেও তিনি প্রবিষ্ট হইয়া) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন) তৎ (তিনি) দূরাৎ (দূর দেশ হইতে অর্থাৎ অজ্ঞেয় প্রকৃতি হইতে) সুদূরে (নিরতিশয় দূরে অথবা অজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, তাহাদের অগোচরে পরমপদে বিরাজমান) [আবার] ইহ (এই দেহে বা ব্রহ্মাণ্ডে) অন্তিকে চ (বিজ্ঞগণের নিকটে অতিশয় সমীপে বর্ত্তমান) পশ্যৎসু (ব্রহ্মদর্শীদিগের কাছে) ইহৈব (এই হৃদয়-মধ্যেই) গুহায়াং (নিভৃত স্থানে) নিহিতং (নিগূঢ়ভাবে আছেন)। [অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শিগণ দেখেন—তিনি এই শরীর-মধ্যে হৃদয়গুহায় নিভৃত-

স্থানে থাকিয়া সমস্ত বিষয় পরিচালনা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের নিকট তিনি সুজ্ঞেয়।] ॥৭॥

অনুবাদ—সত্যনিষ্ঠাদি সাধন দ্বারা প্রাপ্য সেই পরম নিধান-বস্তু স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সর্ব্বাধিক মহৎ, তাহা অপ্রাকৃত অতএব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁহার রূপ অচিন্তনীয়, যেহেতু তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, বিবিধ আকারে এবং চন্দ্র-সূর্য্যাদির শক্তি-প্রদাতৃরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। প্রকৃতির অতীত পরমব্যোমে যেমন তিনি বর্ত্তমান, সেইরূপ এই জগতে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যেও প্রকাশনশক্তি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া আছেন। অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিনি দুর্জ্ঞেয় হইলেও তত্ত্বদর্শিগণের সম্বন্ধে তিনি সুজ্ঞেয়, যেহেতু জীবের হৃদয়-গুহাতে যে তিনি বিরাজমান, ইহা তত্ত্ববিদ্গণ দর্শন করিয়া থাকেন ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অর্চ্চিরাদিপ্রাপ্যং বিশিনষ্টি—

বৃহচ্চ·· ···বিভাতি। স্বরূপতো গুণতশ্চ বৃহৎপরমাকাশনিলয়ং বাঙ্‌মনসাগোচরকমনীয়রূপবৎসর্ব্বাচেতনান্তঃপ্রবেশনসমর্থাজ্জীববর্গাদপি তদনুপ্রবেশসমর্থতয়া সূক্ষ্মতরং দীপ্যতে। দূরাৎ······গুহায়াম্।

দূরাদ্দূরে প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানে পরমপদেঽন্তিকেঽণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তিনি রবিমণ্ডলে পশ্যৎসু ব্রহ্মদর্শিষ্বিহৈব হৃদয়াকাশে চ নিহিতমিত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নমু কিন্তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্, কিঞ্চ সত্য-রূপমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তৎ ব্রহ্ম বৃহৎ বিশ্বব্যাপকম্ মহৎ স্বরূপতো গুণতশ্চ সর্ব্বাধিকমিতি বা, অতএব দিব্যম্—প্রাকৃতেন্দ্রিয়াগোচরম্ অচিন্ত্যস্বরূপমিত্যেতৎ অচিন্ত্যরূপম্ তস্য স্বরূপং প্রাকৃতমনসা চিন্তয়িতুং ন শক্যতে, নমু কিন্তদ্ বস্তু যদচিন্তনীয়ম্ ইত্যত্রাহ—তৎ সূক্ষ্মাৎ দুর্জ্ঞেয়াৎ আকাশাদেরপি সূক্ষ্মতরং দুর্জ্ঞেয়তরম্, তস্য সর্ব্বকারণকারণত্বাৎ।

যদি সর্ব্বথা দুর্জ্ঞেয়ং তর্হ্যস্তু তদ্দর্শনপ্রয়াসঃ, নহি নহি, তদ্ বিভাতি বিবিধাকারেণ তৎ প্রকাশতে, তর্হি কিং প্রাকৃতং তস্য রূপং, নেতি যতঃ দূরাৎদূরে প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানে পরমপদে অথচ ইহ জগতি অন্তিকে চ অস্মদ্দৃশ্যে রবিমণ্ডলেচ তদন্তঃপ্রকাশনশক্তিরূপেণ স্থিতম্। যদি সূর্য্যমণ্ডলে শক্তিরূপেণ স্থিতং তর্হি অস্মদ্দুর্লভং তদ্দর্শনমিতি নিরাশং প্রত্যাহ—ইহৈব অস্মিন্নেব পাঞ্চভৌতিকে দেহে পশ্যৎসু বিষয়দর্শন-কারিষু জনেষু গুহায়াং হৃদয়গহ্বরেঽপি নিহিতং স্থিতম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা মহান্। তিনি দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ; সেজন্য প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগোচর। কিন্তু তিনি স্বয়ং-প্রকাশ-বস্তু। তিনি অচিন্ত্যস্বরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত মনের দ্বারা তাঁহার চিন্তা করা যায় না। শ্রুতি বলেন—"অবাঙ্মনসগোচরম্" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ভক্তের সেবোন্মুখ বাক্যে ও মনে স্বয়ং কৃপা-পূর্ব্বক প্রকাশিত হন। পামরের মনের অগোচর বটে। সুতরাং মনুষ্যের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরমাত্মার প্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সাধনে রত থাকা কর্ত্তব্য। কারণ ভক্তিপথে সাধন করিতে করিতে অচিন্ত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়াও স্বয়ং নিজস্বরূপকে ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। অন্যের নিকট তিনি যত দূরবর্ত্তীই হউন না কেন, ভক্তের নিকট তিনি অত্যন্ত নিকট।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—

"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।

ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥" (ভাঃ ৩।৯।৫)

শ্রীগীতায় পাই,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥" (গীঃ ১১।৫৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ দেখয়ে আমারে ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১২৫) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[প্রাকৃত দৃষ্টিতে বা জ্ঞানে তাঁহাকে অনুভব করা যায় না—যেহেতু তিনি] চক্ষুষা (প্রাকৃত চক্ষুঃ অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা) ন গৃহ্যতে (দৃষ্ট হন না কারণ তিনি প্রাকৃত রূপহীন) [এইরূপ] বাচা অপি (প্রাকৃত বাক্‌শক্তি দ্বারাও) ন [গৃহ্যতে] (তিনি বোধিত হন না কারণ তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর) অন্যৈঃ দেবৈঃ [ন] (অপর প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারাও তিনি জ্ঞেয় নহেন, অথবা দেবতান্তরের আরাধনায়ও তিনি জ্ঞেয় নহেন) তপসা [ন] (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারাও লভ্য নহেন) কর্ম্মণা বা ন (অথবা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও তিনি জ্ঞাত হন না) [কিন্তু] জ্ঞান-প্রসাদেন (তত্ত্বজ্ঞান ও গুরুসেবাজনিত ঈশ্বরের অনুগ্রহে) বিশুদ্ধ-

সত্ত্বঃ (চিত্ত অবিদ্যা-জনিত রাগদ্বেষাদি মলরহিত হইলে অর্থাৎ ভগবদ্দর্শনের যোগ্য হইলে) ততস্তু (তাহার পরই) ধ্যায়মানঃ (ধ্যান করিতে করিতে অর্থাৎ তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন উপাসনাফলে) নিষ্কলং (অখণ্ড, প্রাকৃত আকাররহিত অথচ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ-বিশিষ্ট) তং (সেই পরমেশ্বরকে) পশ্যতে (দর্শন করে অর্থাৎ শাস্ত্রানুশীলন ও সদ্‌গুরুসেবায় তদুপদেশে চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবান্‌কে একান্তভাবে ধ্যান করিতে করিতে তাহার পর তাঁহার দর্শন লাভ করে।) ॥৮॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরকে এই প্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা কেহ দর্শন করিতে পারে না, প্রাকৃত বাগিন্দ্রিয় দ্বারাও তিনি বাচ্য নহেন; অপরাপর প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারাও তিনি জ্ঞেয় নহেন। অথবা অন্যান্য দেবতার আরাধনা দ্বারাও তিনি প্রাপ্য নহেন। এইরূপ তপস্যা দ্বারা বা কর্ম্মযোগ দ্বারা তিনি লভ্য হন না। কেবল আচার্য্য ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহার পর সেই অখণ্ড পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ ভগবান্‌কে দেখিতে পাওয়া যায় ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ন চক্ষুষা······বা॥ দেবা ইন্দ্রিয়াণি। শিষ্টং স্পষ্টম্।

জ্ঞান······মানঃ॥ জ্ঞায়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা 'প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ-প্রসৃতা পুরাণী' [শ্বেঃ ৪।১৮] ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা জ্ঞানপ্রসরণহেতুঃ পরমাত্মা জ্ঞানশব্দেনোচ্যতে। অয়মন্বয়ঃ—নিষ্কলং পরমাত্মানং ধ্যায়ন্-পরমাত্মপ্রসাদেন বিশুদ্ধান্তঃকরণো ভবতি। তদনন্তরং দর্শনসমানাকার-জ্ঞানেন তং বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং ভক্তিযোগলক্ষণমসাধারণং সাধন-মূচ্যতে। যতো হি অয়ং পরমেশ্বরঃ চক্ষুষা প্রাকৃতদৃষ্ট্যা ইদমুপলক্ষণ-মন্যেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাম্, ন গৃহ্যতে নোপলভ্যতে অতএব ভগবতা

শ্রীগীতায়ামর্জ্জুনং প্রত্যুক্তম্ 'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' ইতি, এবং বাচা প্রাকৃত-বাগিন্দ্রিয়েণাপি প্রাকৃতশব্দেনেতি যাবৎ ন গৃহ্যতে অবাঙ্মনসগোচরত্বাৎ। ইদং কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্। অন্যৈঃ দেবৈঃ অপরৈঃ প্রাকৃতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈর্নেতি অথবা বাসুদেবাতিরিক্তৈরপরৈর্দেবৈরারাধিতৈস্তৎকৃপয়া ন গৃহ্যতেইতি ধ্যেয়ম্। এবং তপসা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা তপসঃ সর্ব্বেষ্টসাধনত্বা-দেবমুক্তম্। তেন তপসাপি ন, তস্য ক্ষয়িত্বাৎ। 'নাকৃতঃ কৃতেনেতি' শ্রুতেশ্চ। কর্ম্মণা বা অথবা অগ্নিহোত্রাদিনা বৈদিকক্রত্বনুষ্ঠানেন ন গৃহ্যতে। কেন তর্হি গৃহ্যতে? তত্রাহ—জ্ঞানপ্রসাদেন জ্ঞানস্য ঈশ্বরস্য প্রসাদেন অনুগ্রহেণ তথা গুরুকৃপয়া জ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞানেন, প্রসাদেন চিত্তমলদূরীকরণেনেত্যর্থঃ যদা বিশুদ্ধসত্ত্বো নির্ম্মলান্তঃকরণো ভবতি ততঃ তু তস্মাৎ পরং অথবা ভগবদনুগ্রহাদ্ধেতোঃ, ধ্যায়মানঃ তং ধ্যায়ন্ উপাসীনঃ পুরুষঃ নিষ্কলম্ অখণ্ডং পূর্ণং তং সচ্চিদানন্দময়ং পরমেশ্বরং পশ্যতে প্রত্যক্ষীকরোতি ॥৮॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে মানব প্রাকৃত চক্ষুঃদ্বারা, প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা, প্রাকৃত মনের দ্বারা এমন কি, প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গোচরীভূত করিতে পারে না, কারণ পরমেশ্বর অধোক্ষজবস্তু; তিনি সর্ব্বথা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত। তাঁহার প্রাকৃত অবয়ব নাই কিন্তু অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপ। তাহা দর্শন করিতে হইলে একমাত্র ভক্তিই উপায়, অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব নহে; এমন কি, তপস্যা, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ হয় না। তাঁহার দর্শনলাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তারপর সদ্গুরুর সেবা করিতে করিতে তত্ত্বোপদেশ লাভের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভগবৎপ্রসাদে সেই বিশুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তে যখন ভগবদ্ধ্যান

নৈরন্তর্য্য লাভ করে, তখনই ভগবৎকৃপায় সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বময় বপুঃ শ্রীভগবানের প্রাকট্য হয় এবং ভক্ত ভগবদ্দর্শন পাইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥" (ভাঃ ৫।১২।১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে, 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম' 'দেহ' 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়—গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১, ১৩২, ১৩৪)

আরও পাই,—

"ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।
অতএব 'ভক্তি' কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩৬, ১৩৯)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (গী: ১১।৫৩-৫৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার ৮।২২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে যে শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥" (ভাঃ ১১।১২।৯)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম-উদ্ধব" শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীশিবও বলিয়াছেন,—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো-
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥" (ভাঃ ৪।৩।২৩)॥৮॥

শ্রুতিঃ—এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো-
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[জীবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি না হইলে পরমাত্ম-জ্ঞান হয় না, সুতরাং জীবস্বরূপ জ্ঞাতব্য, ইহাই বলিতেছেন—]

এষঃ (এই) আত্মা (জীবাত্মা) অণুঃ (অণুপরিমাণ, অতি সূক্ষ্ম) [যদিও এই আত্মা অতীব দুর্জ্ঞেয়, তাহা হইলেও] চেতসা (বিশুদ্ধ-চিত্তে) বেদিতব্যঃ (জ্ঞেয় হইয়া থাকেন) [কোথায় তাহার সন্ধান কর্ত্তব্য ?] যস্মিন্ (যেখানে অর্থাৎ শরীরমধ্যে) প্রাণঃ (মুখ্যপ্রাণ) পঞ্চধা (কার্য্যভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান —এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া) সংবিবেশ (প্রবিষ্ট হইয়া আছে), [সেই শরীরমধ্যে বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মাকে পাওয়া যাইবে। বিশুদ্ধ চিত্ত কি প্রকার ?] প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত) প্রজানাং (সমস্ত প্রাণীর) সর্ব্বং চিত্তং (সমস্ত অন্তঃকরণ) ওতং (ব্যাপ্ত হইয়া আছে) [এবং] যস্মিন্ বিশুদ্ধে [সতি] (যে অন্তঃকরণ অবিদ্যাদি মল নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, তাহাতে) এষঃ আত্মা (এই জীবাত্মা) বিভবতি (সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রকাশ করেন) ॥৯॥

অনুবাদ—এই জীবাত্মা অতীব দুর্জ্ঞেয়, যেহেতু অণুপরিমাণ; কেবল বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, সেজন্য চিন্তা করিতে হইবে প্রাণাপানাদি পাঁচ প্রকারে বিভক্ত মুখ্যপ্রাণ তাঁহাতে আশ্রিত। সমস্ত প্রাণীর সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত তাঁহাতে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে। এইরূপে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে পরমাত্মার কৃপায় এই আত্মা বিশুদ্ধ মনে প্রকট হন ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এষো……আত্মা ॥

যস্মিন্নাত্মনি প্রাণাপানাদিপঞ্চরূপেণ বিভক্তঃ প্রাণ আশ্রিত ইতরৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রজানাং সর্ব্বমপি মন আশ্রিতম্। যস্মিংশ্চ পরমাত্মনি বিশুদ্ধে প্রসন্নে সত্যেষ জীবাত্মাঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টক-বিশিষ্টতয়াবির্ভবতি। এষ দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মা বিশুদ্ধেন মনসা গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী——উক্তঞ্চ পূর্ব্বশ্রুত্যা যৎ অয়ং পরমাত্মা চক্ষুরাদিভিরগ্রাহ্য ইতি কিন্তু জীবস্বরূপ-জ্ঞানেন তৎ পরমাত্মজ্ঞানং সম্ভবতি তত্র জীবস্বরূপজ্ঞানমাহ—এষঃ জীবাত্মা অণুঃ অতীব সূক্ষ্মো-দুর্ব্বিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। তর্হি কথং জ্ঞেয়ঃ? উচ্যতে চেতসা বিশুদ্ধমনসা, বেদিতব্যঃ জ্ঞেয়ঃ ইত্যর্থঃ। কথমসৌ জ্ঞেয়ঃ তদাহ—যস্মিন্নিতি যস্মিন্ শরীরে, প্রাণঃ মুখ্যঃ প্রাণবায়ুঃ পঞ্চধা পঞ্চভিঃ প্রকারৈরপানাদিভিঃ উপলক্ষিতঃ, সংবিবেশ প্রবিষ্টঃ। কীদৃশেন চেতসা জ্ঞেয়ঃ? প্রজানাং প্রাণিনাং সর্ব্বং চিত্তং প্রাণৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ, ওতম্ তত্র আশ্রিতং কিঞ্চ যস্মিন্ চিত্তে বিশুদ্ধে অবিদ্যাদিমলরহিতে সতি তত্র অয়মাত্মা বিভবতি আত্মানং প্রকাশয়তি ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিমন্ত্রে বলা হইয়াছে, পরমাত্মা পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত বস্তু, সে কারণ প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বা চেষ্টার দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

সেই ভক্তি আবার জীবাত্মার ধর্ম্ম। সুতরাং পরমাত্মাকে পাইতে হইলে তাঁহাকে পাইবার যোগ্য শুদ্ধ জীবাত্মাকে সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপ প্রকট করিতে হইবে। জীবাত্মস্বরূপ প্রকটিত হইলে তৎস্বরূপধর্ম্ম ভক্তি প্রকাশিত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করাইতে পারিবে।

সে-কারণ শ্রুতি বর্ত্তমান মন্ত্রে জীবস্বরূপের পরিচয় দিতেছেন যে, জীবস্বরূপ অণু অর্থাৎ অণুচৈতন্য। তাহাকে জানিতে হইলে চিত্ত শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধ চিত্তেই জীবাত্মার প্রকাশ হয়। সেই-জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন যে, বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারাই এই আত্মা বেদিতব্য। যে দেহেতে মুখ্যপ্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবিষ্ট

আছে এবং আত্মার সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে, সেই দেহের মধ্যেই হৃদয়গুহায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয় অবস্থিত। কিরূপ জ্ঞান দ্বারা তিনি জ্ঞেয় ? জীবের অন্তঃকরণ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত তাঁহা কর্তৃক ব্যাপ্ত। এবং জীবের চিত্ত অবিদ্যাদি দ্বারা বিষয়সম্পর্কে মলিন হওয়ায়, সে যেমন নিজ আত্মাকে দেখিতে বা অনুভব করিতে পারে না সেইরূপ তদাধারাধ্য পরমাত্মাকেও দেখিতে পায় না। সাধুগুরুর পদাশ্রয়ে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণের দ্বারা চিত্তের মালিন্য অপগত হইলে জীব যেরূপ নিজ আত্মার স্বরূপজ্ঞান লাভ করে এবং আত্মজ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ ভজন করিতে থাকে ; সেই নির্ম্মল আত্মার ভগবদ্ভজন-প্রভাবেই ভগবৎ-কৃপায় ভগবদ্দর্শন হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির "দ্বা সুপর্ণা" (৪।৬-৭) মন্ত্রদ্বয় এবং মুণ্ডকের (৩।১।১-২) মন্ত্রদ্বয় আলোচ্য।

বেদান্তসূত্রের ২।৩।১৮ সূত্রের মধ্বভাষ্যোদ্ধৃত গোপবন শ্রুতিতেও পাই,—

"অণুহ্যেষ আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ"।

অনেকে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিমন্ত্রটিকে ভগবৎপর ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তাঁহারা অণু-শব্দে সূক্ষ্ম ধরিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" (ভাঃ ১১।১৬।১১)। আরও পরমাত্মা সূক্ষ্ম বলিয়াই যে, তাঁহার দর্শন হয় না, এ কথা ঠিক নহে ; দর্শন করিবার অধিকারী জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞান বা দর্শন আগে থাকা দরকার। অনেকে জীবাত্মার শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিত হইয়া পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিতে গিয়া ব্যর্থ হন। দেহেতে জীব-বুদ্ধি এক বিবর্ত্ত আবার জীবেতে ভগবজ্জ্ঞান—ইহাও এক বিবর্ত্ত। কিন্তু জীব অণুচৈতন্য আর ভগবান্ পরম চৈতন্য বা বিভু চৈতন্য আর জীব ভগবানের নিত্যদাস এবং ভগবান্ জীবের নিত্যপ্রভু, এইরূপে জীবাত্মা

ও পরমাত্মার স্বরূপতঃ ভেদ ও সম্বন্ধজ্ঞান লাভকরতঃ ভগবদ্ ভজন করিতে'করিতে ভগবদ্ কৃপায় জীবের ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৬)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥" (ভাঃ ১০।৮৭।২০)

জীবকে এখানে অংশ বলা হইলেও বস্তুতঃ তটস্থাশক্তি; আবার এই অংশ-শব্দে বিভিন্নাংশই বুঝিতে হইবে। কারণ,—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"স্বাংশ—বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮-৯)

শ্রীগীতা শাস্ত্রেও জীবের স্বরূপকে পরা শক্তিরূপে বর্ণন করিয়াছেন —"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্" (গীঃ ৭।৫)

আরও পাই,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীঃ ১৫।৭)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।" মন্ত্রটিও আলোচ্য।

শ্রীগীতায় পাই,—

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥" (গীঃ ১৩।৩৩)

বেদান্তসূত্রেও পাই,—"গুণাদ্বালোকবৎ" (বেঃ সূঃ ২।৩।২৪) অর্থাৎ জীবাত্মা অণু হইলেও চেতয়িতৃত্বস্বরূপ চিদ্‌গুণ দ্বারা আলোকের মত সমস্ত শরীরব্যাপী হইয়া থাকে ॥৯॥

শ্রুতিঃ—যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর সকাম পরমাত্মোপাসকের ফল বলিতেছেন—সাধক] যং যং লোকং (যে যে পিত্রাদিলোক) মনসা (মনে মনে) সংবিভাতি (পাইতে সঙ্কল্প করেন) বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণ-মানব) যান্ কামান্ চ (অন্য যে যে কাম্যবস্তু) কাময়তে (ভোগ করিতে চায়) তং তং লোকং (সেই পিতৃলোক প্রভৃতি লোক) তান্ কামান্ চ (এবং সেই সমস্ত কাম্যবস্তু) জয়তে (প্রাপ্ত হন), তস্মাৎ (অতএব সঙ্কল্প সিদ্ধির অনুকূল চিত্তশুদ্ধির জন্য) ভূতিকামঃ (বিভূতি লাভেচ্ছু ব্যক্তি) আত্মজ্ঞং (আত্মবিদ্‌কে অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞান দ্বারা সত্য-সঙ্কল্প হইয়াছেন তাদৃশ বিশুদ্ধসত্ত্ব গুরুকে) অর্চ্চয়েৎ হি (আশ্রয়, মান, ভক্তি, পূজাদিদ্বারা সৎকৃত করিবেন) ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ ক্ষীণ হইলে বিশুদ্ধান্তঃকরণব্যক্তি যদি পিতৃলোক প্রভৃতি লোক পাইতে মনে মনে সঙ্কল্প করেন এবং যে ভোগ্যবস্তু সমুদয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সেই লোক ও সেই সেই কাম্যবস্তু তাঁহার করতলগত হয়, অতএব বিভূতিকাম ও সকাম উপাসকের পক্ষেও সেইরূপ আত্মবিদ্ গুরুকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য; যিনি তত্ত্বজ্ঞানবলে সত্যসঙ্কল্প ও নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়াছেন। পাদ-সংবাহনশুশ্রূষাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করা বিধেয়॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যং যং……কামান্॥

সংবিভাতি। সংকল্পয়তীত্যর্থঃ। কামান্স্ত্র্যাদীঞ্জয়তি বশীকরোতীত্যর্থঃ। শিষ্টম্ স্পষ্টং। তস্মাৎ……ভূতিকামঃ॥

যস্মাদসৌ বশীকৃতলোককামতয়া লোকান্কামাংশ্চ প্রাপ্তুং স্বভক্তান্ প্রাপয়িতুং চ শক্নোতি তস্মাদৈশ্বর্য্যাদিকামঃ প্রীতোঽসাবাত্মজ্ঞো মহ্যমভিলষিতং বরং প্রযচ্ছতীতি বুদ্ধ্যা পূজয়েদিত্যর্থঃ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ঐশ্বর্য্যকামস্য ঈশ্বরধ্যানপরায়ণস্য আনুষঙ্গিকং ফলঞ্চ বর্ণয়তি—বিশুদ্ধসত্ত্বঃ তত্ত্বজ্ঞানেন ক্ষীণাবিদ্যাদিক্লেশঃ, যং যং লোকং পিত্রাদিলোকং, দ্বিরুক্ত্যা দুষ্প্রাপ্যমপি সূচিতম্, মনসা চিত্তেন সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি দ্রষ্টুমিতি শেষঃ তং তং সঙ্কল্পিতং সর্ব্বং লোকং জয়তে—বশীকরোতি তথাচ শ্রুতিঃ ‘স যদা পিতৃলোককামো ভবতি,

পিতরস্তমুপতিষ্ঠন্তি' ইতি, ন কেবলং লোকপ্রাপ্তিঃ, অন্যেষামপি কামানাং সংসিদ্ধিরিত্যাহ—কাময়তে যাংশ্চ কামান্ কাম্যন্ত ইতি কামাঃ ভোগ্যবস্তূনি স্ত্রীপ্রভৃতীনি, কাময়তে প্রার্থয়তে ভোক্তুমিতি শেষঃ, তান্ কামান্ চ জয়তে বশীকরোতি, তস্মাৎ কারণাৎ ভূতিকামঃ—ঐশ্বর্য্যাদিকাম উপাসক আত্মজ্ঞং আত্মতত্ত্ববিদং, অর্চ্চয়েৎ—অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং পূজয়েৎ সেবেতেত্যর্থঃ। সদ্গুরূপদেশং বিনা দুর্ব্বোধমাত্মতত্ত্বং কথং জানীয়াৎ, অজ্ঞাতে চ তত্ত্বে কথং জ্যোতির্ম্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যেত কথং বা ঐশ্বর্য্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্য "শ্রুত্যর্থবোধিনী"-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি সমস্ত ভোগে বিরক্ত হইয়া নির্ম্মল অন্তঃকরণের দ্বারা নিরন্তর পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ধ্যান করেন, তাহা হইলে উহার ফলস্বরূপে তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহাই পরমেশ্বর-ভজনের মুখ্য ফল। কিন্তু যদি সর্ব্বথা নিষ্কাম না হইয়া অন্যান্য লোকসমূহও দর্শনের জন্য সঙ্কল্প করেন, অথবা অন্য কোন ভোগ্যবস্তু ভোগের জন্য ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গৌণফল-রূপে বা আনুষঙ্গিকভাবে তাহাও প্রাপ্ত হন।

অতএব ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তিরও আত্মবিদ্গুরুর সেবা-পূজা করা কর্ত্তব্য। কারণ আত্মজ্ঞপুরুষের সেবাফলেই মানবের সকল কামনা সিদ্ধ হয়। যাহাই হউক সর্ব্বথা নিষ্কাম হইয়াই হরিভজন করা কর্ত্তব্য। যদি সকামও হন তাহা হইলেও হরিভজন করাই কর্ত্তব্য; কারণ হরিভজনের ফলে সকাম ব্যক্তিও ক্রমশঃ কামনামুক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে শ্রীহরিভজন করিয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্‌ভাগবতসঙ্গতঃ॥"

(ভাঃ ২।৩।১০-১১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" (গীঃ ৭।১৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৫)

শ্রীকৃষ্ণভজনের একটি বিশেষ ফল এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুক দয়াময়। তিনি অন্য কামীকেও স্ব-চরণ দান করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৭-৩৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ
পুনরর্থিতো যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥"
(ভাঃ ৫।১৯।২০)

এক্ষণে দেখা যায় যে, শ্রুতিদেবীও স্বয়ং এই কারণেই সকল নিষ্কাম ও সকাম ভক্তকে ভগবদ্ভজনেরই উপদেশ দিয়াছেন, এবং সদ্গুরুর চরণ-সেবাকেই প্রধানভাবে আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ মহতের নিষ্কপট কৃপা পাইলেই আমাদের সকামভাব দূরীভূত হইয়া নিষ্কামভাবে হরিভজনে প্রবৃত্তি দ্বারা শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভের সৌভাগ্য হয়। শ্রীভগবান্ দয়াময়, কিন্তু তাঁহার শুদ্ধভক্ত বদ্ধজীবের পক্ষে অধিকতর দয়াময়।

ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না, আবার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি ব্যতিরেকেও ভক্তসঙ্গ লাভ হয় না।

বৃহন্নারদীয়ে পাওয়া যায়,—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত জৈবধর্ম্মে পাই,—"সুকৃত দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে সুকৃত দ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তি লাভ হয়, তাহা নিত্য। যে সুকৃত দ্বারা ভুক্তি ও নির্ভেদমুক্তি লাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যাহার ফল নিত্য, সেই সুকৃতই নিত্য। যাহার ফল নিমিত্তাশ্রয়ী, সেই সুকৃতই অনিত্য। ভুক্তি সমস্ত স্পষ্টই নিমিত্তাশ্রয়ী, যেহেতু উহা নিত্য নয়। মুক্তিকে অনেকে

নিত্য মনে করেন কিন্তু মুক্তির স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন। জীবাত্মার জড় বা মায়া-সংসর্গই তাঁহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত। তাহা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্তি।

* * * *

কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদি সকলই নৈমিত্তিক সুকৃত। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিয়াসঙ্গই নিত্য সুকৃত। জন্মজন্মান্তরে এই নিত্য সুকৃত যিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারই শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক সুকৃত দ্বারা অন্যান্য ফল হয়, কিন্তু অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হয় না।"

অতএব শুদ্ধভক্তের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতেই জীবের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং অনন্যভক্তি লাভ হয়। যাহার ফলে ভগবদ্‌প্রাপ্তি ঘটে। "ভক্ত্যাহ-মেকয়াগ্রাহ্যঃ" এই ভগবদুক্তি আছে ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথমখণ্ডের
'তত্ত্বকণা' নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

তৃতীয়মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[নিষ্কাম সাধকের গুরুসেবার ফল বলিতেছেন—] সঃ (সেই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) এতৎ (পূর্ব্ববর্ণিত) পরমং ধাম (প্রকৃষ্ট আশ্রয়-স্বরূপ) ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) বেদ (জানেন) [কীদৃশ সেই ধাম ?] যত্র (যে ব্রহ্মস্বরূপে) বিশ্বং (সমস্ত জগৎ) নিহিতং (ওতপ্রোত-ভাবে বদ্ধ) [যচ্চ] শুভ্রং (যে ব্রহ্মস্বরূপ নিজস্বরূপজ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল হইয়া) ভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন)। পুরুষং (তাদৃশ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে) যে হি অকামাঃ (ঐহিক ও পারত্রিক ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত ও বিভূতি কামনাশূন্য—নিষ্কাম সাধক) উপাসতে (ভগবদভিন্ন-জ্ঞানে সেবা করেন) তে ধীরাঃ (সেই বিবেকী ব্যক্তিগণ) এতৎ শুক্রম্ (মনুষ্যাদি জন্মের উপাদান প্রসিদ্ধ রেতঃকে) অতিবর্ত্তন্তি (অতিক্রম করে অর্থাৎ রেতঃ আশ্রয় করিয়া আর স্ত্রীযোনিতে প্রবেশ করে না) ॥১॥

অনুবাদ—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এই পরব্রহ্মকে পরম আশ্রয় বলিয়া জানেন, যে ব্রহ্মস্বরূপে এই সমস্ত বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, যে-

স্বরূপ স্বকীয় জ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। এতাদৃশ ভগবত্তত্ত্ববিদ্ পুরুষকে বিভূতি কামনা বা ভোগাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া মুক্তির কামনায় বা ভক্তি-কামনায় যাঁহারা সেবা করেন, সেই ধীমান্ পুরুষগণ আর শুক্রের পরিণামভূত মনুষ্যাদি জন্মগ্রহণ করেন না ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আত্মবিৎপূজায়া মোক্ষফলকত্বমাহ—

স……শুভ্রম্। যত্র ব্রহ্মণি বিশ্বং জীবজাতং নিহিতং নির্ম্মলং স্বপ্রকাশং ভাত্যেতদীদৃশং সর্ব্বকামাস্পদতয়া ধামশব্দিতং পরং ব্রহ্ম স পূর্ব্বপ্রকৃত আত্মজ্ঞো বেদেত্যর্থঃ।

উপাসতে…ধীরাঃ। যে প্রজ্ঞাশালিনস্তাদৃশমাত্মজ্ঞং পুরুষং ফলান্তর-কামনারহিতা মুমুক্ষবঃ সন্তঃ পরমাত্মানমিবোপাসতে ত এতচ্ছুক্রং চরমধাতুমতিক্রম্য বর্ত্তন্তে। জন্মশূন্যা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভগবত্তত্ত্ববিৎপূজায়াঃ ফলং সংসারজয় ইত্যাহ—স বেদেতি যস্মাৎ স আশ্রয়ণীয়ো ব্রহ্মবিদ্ গুরুঃ এতৎ পূর্ব্বোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং নিত্যং নিত্যসুখাত্মকং ধাম আশ্রয়ভূতং বেদ জানাতি। কীদৃশং তদ্ধাম ইত্যুচ্যতে যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ধাম্নি, বিশ্বং সকলং জগৎ, নিহিতং বদ্ধমাস্তে, সূত্রে মণিগণাইব, যচ্চ ধাম শুভ্রং স্বীয়জ্যোতিষা সমুজ্জ্বলং সং ভাতি প্রকাশতে, তং পুরুষং তাদৃশাত্ম-বিদং গুরুং যে ধীরাঃ বিবেকিনঃ পুরুষাঃ অকামাঃ ঐহিক-পারত্রিকভোগ-বিমুখাঃ বিভূতিকামশূন্যাঃ সন্তঃ মুক্তিকামা বা ভক্তিকামা ইত্যর্থঃ। উপা-সতে সেবন্তে, তে শুক্রং শুক্রপরিণামভূতং এতৎ জন্ম মনুষ্যাদিরূপেণ উদ্ভবং অতিবর্ত্তন্তি—অতিবর্ত্তন্তে অতিক্রামন্তি ন পুনঃ সংসারং লভন্তে ইত্যর্থঃ। অতো মুমুক্ষুভিঃ ভক্তিকামিভির্বা পুরুষৈঃ এতাদৃশ-পরব্রহ্মবিদ্ গুরুরাশ্রয়ণীয় ইতি ভাবঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—সাধারণভাবে বিচার করিলেও বুদ্ধিমান্ মানব বুঝিতে পারেন যে, এই প্রত্যক্ষ জগতের রচয়িতা ও পরমাধার পরমেশ্বর অবশ্যই

একজন আছেন। যাঁহাতে সমগ্র জগৎ স্থিত, যিনি বিশুদ্ধ প্রকাশময়, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিই ভগবত্তত্ত্ববিদ্ শ্রীগুরুদেব। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা সমগ্র কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া এমন কি, পূর্ব্বোক্ত যোগবিভূতি সমূহকেও সম্পূর্ণরূপে অনাকাঙ্ক্ষণীয় বিচার পূর্ব্বক মুক্তিকামী বা ভক্তিকামী হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ভগবৎপ্রিয় ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেবের একান্তভাবে সেবা করেন, তাঁহাদের আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

শ্রীভগবান্ই বাহিরে আচার্য্য বা গুরুরূপে এবং অন্তরে চৈত্ত্যগুরু বা অন্তর্য্যামিরূপে জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥" (ভাঃ ১১।২৯।৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

শ্রীগীতায় পাই,—

"যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥" (গীঃ ৪।৩৫)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

"রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥”
(ভাঃ ৭।১৫।২৫-২৬) ॥১॥

শ্রুতিঃ—কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্বোক্ত সকাম ব্যক্তির ভগবদিতর কামনাকে গর্হণ করিতেছেন—] যঃ (যে ব্যক্তি) কামান্ (ঐহিক ও পারত্রিক কাম্যবস্তু) মন্যমানঃ (উত্তম মনে করিয়া) কাময়তে (কামনা করে —ভোগ করিতে ইচ্ছা করে) সঃ (সেই ভোগাভিলাষী পুরুষ) কামভিঃ [কামৈঃ] (ভোগেচ্ছার বশে) তত্র তত্র (কাম-পূর্ত্তি-ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেই সেই যোনিতে) জায়তে (জন্ম গ্রহণ করে), তু (কিন্তু) পর্য্যাপ্তকামস্য (যাহার কামনা পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভোগের অসারত্ববোধে কামনা ছাড়িয়াছে, তাদৃশ) কৃতাত্মনঃ (অবিদ্যা ছাড়িয়া বিদ্যাদ্বারা আত্মজ্ঞান-লাভকারীর) সর্ব্বে কামাঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত-সমস্ত ভোগবাসনা) ইহৈব (এই জীবনেই) প্রবিলীয়ন্তি (বিলয় প্রাপ্ত হয়) [ভোগ-কামনার উদয়ের হেতুভূত অবিদ্যাদির বিনাশহেতু আর কামনাই উদিত হয় না] ॥২॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বিষয়-ভোগকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া তাহা পাইতে কামনা করে, সে সেই সকল ভোগেচ্ছার পূর্ত্তির জন্য নানাযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান-লাভে পূর্ণকাম, ও অবিদ্যাহানি এবং পরবিদ্যা-বলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত ভোগ-কামনা ও বাসনা ইহ জন্মেই বিনষ্ট হয় ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কামা……কামাঃ ।

যস্তু দেবত্বমনুষ্যত্বাদীন্‌কামান্‌ভোগ্যতয়া মন্যমানঃ কাময়তে স তত্র দেবত্বমনুষ্যত্বাদৌ কামভিঃ কামৈস্তত্তৎকামবশাদিতি যাবৎ। দেবমনুষ্যাদিরূপেণ জায়তে। পর্য্যাপ্তে পরিপূর্ণে ব্রহ্মণি কামনাবতো বিদিতাত্মতত্ত্বস্যাস্মিন্নেব জন্মন্যাশাং লুপ্তা ন জন্মান্তরপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ। কৃতাত্মন ইত্যত্র শব্দদর্দুরং করোতীত্যত্রেব কৃধাতোর্জ্ঞানমর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিষয়ভোগ-কামত্যাগস্য সংসারাতিক্রমে প্রধানসাধনত্বমুক্তমিদানীং তদ্বৈপরীত্যে দোষমাহ—কামান্ যঃ কাময়ত ইত্যাদিনা—যো জনঃ মন্যমানঃ সুখহেতুত্বেন চিন্তয়ন্ কামান্ ভোগ্যবস্তূনি কাময়তে প্রার্থয়তে, সঃ কামপ্রার্থী তত্র তত্র লোকে যোনৌ বা কামভিঃ পূর্বজন্মনি প্রার্থিততত্তৎকামৈঃ হেতুভিঃ সহ বা জায়তে জন্মলভতে 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি' ইতি স্মৃতেঃ, তৎকামভোগার্থং তস্যাদৃষ্টবশেন পুনঃ পুনর্জ্জন্মেতি ভাবঃ। কামভিরিত্যত্র ছান্দসোভিস ঐসাদেশাভাবঃ, একারাদেশাভাবশ্চ। পর্য্যাপ্তকামস্য—পর্য্যাপ্তাঃ পূর্ণাঃ পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাৎ, কামাঃ বিষয়া যস্য তাদৃশপুরুষস্য, কৃতাত্মনঃ তু কৃতঃ অবিদ্যাপরিহারেণ, সংস্কৃতঃ বিদ্যয়াচ ঈশ্বরসাক্ষাৎকারেণ চরিতার্থঃ আত্মা যেন তাদৃশস্য পুরুষস্য তু ইহৈব জন্মনি সর্ব্বে ভোগ-কামাঃ কামনাঃ তদ্বাসনাশ্চ তৎপ্রবৃত্তিহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্চ, প্রবিলীয়ন্তি প্রবিলীয়ন্তে নশ্যন্তীত্যর্থঃ, তথাচ স্মৃতিঃ 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ইতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে শ্রুতিদেবী সকাম ব্যক্তিগণের নিন্দাকরতঃ নিষ্কাম ভগবৎসাধকের মহিমা বর্ণন করিতেছেন।

যাহারা ভোগকামনা লইয়া নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তুর গুণ চিন্তাকরতঃ ভোগ্যবিষয়সমূহ কামনা করে, তাহারা সেই সেই কামনার

বশে তত্তৎ কামভোগোপযোগী লোকে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। আর যাঁহারা বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পর সকল ভোগ-কামনা ইহ জীবনেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥" (ভাঃ ১।২।২১)

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক শ্রীভাগবতে ১১।২০।৩০ এবং মুণ্ডকোপনিষদে ২।২।৮ মন্ত্রে পাওয়া যায়।

বেদান্তসূত্রেও পাই,—

"তদধিগম উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি।"
(বেঃ সূঃ ৪।১।১৩)

শ্রীগীতায় পাই,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ (গীঃ ২।৫৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"
(ভাঃ ১১।২০।২৯)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "হৃদ্যন্তঃস্থোহ্যভদ্রাণি" (ভাঃ ১।২।১৭) "ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ" (ভাঃ ২।৮।৫) এবং "হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতি" (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯) শ্লোকসমূহ আলোচ্য॥২॥

শ্রুতিঃ—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রীভগবানের কৃপা-ব্যতিরেকে তাঁহার স্বরূপের দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান হয় না—] অয়ম্ আত্মা (যাঁহাকে জানিলে সকল বিজ্ঞাত হয়, যাঁহার লাভ পরমপুরুষার্থ, সেই পরমাত্মা) প্রবচনেন (সম্যক্ ব্যাখ্যা দ্বারা অথবা বহু বাক্যবিন্যাস দ্বারা বা মনন দ্বারা) ন লভ্যঃ (জ্ঞেয় হন না), মেধয়া ন (প্রজ্ঞাবলে অথবা তর্কদ্বারা বা ধারণা-শক্তিদ্বারা অর্থাৎ পুনঃ পুনর্ধ্যান দ্বারাও লভ্য হন না) বহুনা শ্রুতেন (বহুপ্রকার শাস্ত্রশ্রবণ বা বহুবার আত্মবিষয়ক তত্ত্বশ্রবণ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না) [তবে কি তাঁহাকে পাইবার কোন উপায় নাই ? হাঁ, আছে।] এষঃ (এই পরমেশ্বর) যমেব (যে ভক্তকে) বৃণুতে (ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক আপনার করিয়া লন অর্থাৎ যিনি তাঁহার প্রিয়তম হন বা যাঁহাকে দর্শন দিতে চান) তেন (সেই ভাগ্যবান্ একান্তী ভক্তই) লভ্যঃ (তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন) [অতএব ভগবানের উপাসনাই অর্থাৎ ভক্তিই তাঁহার প্রাপ্তির হেতু] তস্যৈব (সেই উপাসকেরই সম্বন্ধে) এষঃ আত্মা (এই পরমেশ্বর—এই দুর্জ্ঞেয় পরমাত্মা) স্বাং (স্বকীয়) তনূম্ (স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ) বিবৃণুতে (প্রকট করেন) ॥৩॥

অনুবাদ—এই সর্ব্ববিজ্ঞান-মূলাধার, পরমার্থস্বরূপ পরমেশ্বরকে কেহ শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যান দ্বারা, ধারণাশক্তি দ্বারা বা মেধাশক্তিদ্বারা বা কেবল ধ্যানদ্বারা ও বহুবার আত্মবিষয়ক কথা শ্রবণদ্বারাও লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে ভালবাসেন সেই ভগবৎপ্রিয় একান্তিভক্তই

তাঁহাকে দেখিতে পান অথবা ভক্ত তাঁহাকে একান্তভাবে ভালবাসেন বলিয়া ভগবান্ সেই ভক্তের ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার নিকটই প্রকট করেন ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নায়মাত্মা……শ্রুতেন।

প্রবচনশব্দেন মননং লক্ষ্যতে। তৎসাধনত্বান্মেধাশব্দশ্চ নিদিধ্যাসনবাচী। শ্রবণমননিদিধ্যাসনৈঃ কেবলৈর্ন প্রাপ্য ইত্যর্থঃ। কিন্তু তত্রাহ—যমেবৈষ……লভ্যঃ॥

এষ পরমাত্মা যমুপাসকং বৃণুতে তেন প্রাপ্যস্তেন বরণীয়েন প্রাপ্যঃ ইতি যাবৎ। প্রিয়তমশ্চ বরণীয়ো ভবতি। প্রিয়তমত্বং চ স্বস্মিন্-প্রীতিমত এব। অতশ্চায়মর্থো লভ্যতে। যস্তু পরমাত্মনি নিরতিশয়ঃ প্রীতিমান্ স পরমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থ উক্তো ভবতি। প্রীতিরূপাপন্ন-ভগবদুপাসনস্য ভগবৎপ্রীতিদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুত্বমিত্যর্থঃ।

তস্যৈব……স্বাম্॥ তাদৃশস্যোপাসকস্যৈব আত্মা স্বাত্মানং প্রকাশয়তি স্বানুভবমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যদ্যেবং তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি, তস্মিন্ দৃষ্টে সর্ব্বে কামাঃ পূর্য্যন্তে তর্হি তৎপ্রাপ্তয়ে ভূয়সা কৃতৈঃ প্রবচনাদিভিঃ কথং স ন লভ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ং যস্য দর্শনং পরমঃ পুরুষার্থঃ অয়ম্ আত্মা পরমেশ্বরঃ, প্রবচনেন, বেদশাস্ত্রানুশীলনেন মননেনেত্যর্থঃ, ন লভ্যঃ ন দৃশ্যো ভবতি, মেধয়া শ্রুতস্য ধারণাশক্ত্যা নিদিধ্যাসনেনেত্যর্থঃ ন লভ্যঃ, বহুনা ভূয়সা শ্রুতেন শ্রবণেনাপি ন লভ্যঃ, অর্থাৎ ভক্তিহীনৈঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈর্নপ্রাপ্য ইতি, কথং তর্হি লভ্যস্তত্রাহ—এষঃ পরমাত্মা যমেব একান্তিনং ভক্তং বৃণুতে বরণীয়ং মন্যতে যস্য ভগবান্ প্রিয়তমো ভবতি, স ভগবতোঽপি প্রিয়তমো ভবতি

ইত্যতঃ তস্যৈব প্রিয়তমস্য ঐকান্তিকভক্তিদর্শনেন পরিতুষ্টঃ সন্ তস্য সম্বন্ধে এবঃ পরমাত্মা স্বাং স্বকীয়াং দুর্জ্ঞেয়াং তনুং অপ্রাকৃতশ্রীমূর্ত্তিং বিবৃণুতে প্রকটয়তি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে কেহ তাঁহার কৃপা-ব্যতিরেকে দর্শন করিতে পারে না, তাহাই বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন।

এই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে কেহ বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যয়ন বা ব্যাখ্যান দ্বারা লাভ করিতে পারে না, স্বকীয় মেধাশক্তি বা ধারণাশক্তি দ্বারাও লাভ করিতে পারে না, এমন কি, বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও তাঁহাকে কেহ লাভ করিতে পারে না। কেবলমাত্র যাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে আপনার বলিয়া বরণ করেন, তাঁহার নিকটেই শ্রীভগবান্ স্বীয় অপ্রাকৃত-স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন ; তিনিই শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন।

সদ্গুরু-পরম্পরাক্রমে যে প্রণালীতে তত্ত্ব-বস্তু সৎসম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশিত হন, সেই প্রণালীর নাম অবরোহপন্থা বা শ্রৌতপন্থা। এই মন্ত্রে শ্রুতিদেবী তাহাই উপদেশ করিতেছেন। ভক্তিহীন শাস্ত্রাভ্যাস, মেধা, তর্ক, শ্রবণ-মননাদি কোন উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। একমাত্র অনন্য ভক্তি-বলেই তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেই অনন্যভক্তকেই নিজ সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"ভক্তিবিনা কেবল বিদ্যায়, তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমাত্র পায়॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৩১)

শ্রীগীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥" (গীঃ ১১।৫৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥"
(ভাঃ ১১।১২।৯)

তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্॥"
(ভাঃ ১১।১৪।২১)

শ্রীগীতায় আরও পাওয়া যায়,—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" (গীঃ ৮।২২)

অনুরূপ শ্রুতিমন্ত্র কঠোপনিষদেও আছে—"নায়মাত্মা···তনূং স্বাম্॥"
(কঠ ১।২।২৩)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের "পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ" (বেঃ সূঃ ৩।৩।৫৪) সূত্রের গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। এই সূত্রের 'সিদ্ধান্তকণায়' পাই—"ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই যে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহা দৃঢ় করিবার জন্যই এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"নায়মাত্মা·· তনূং স্বাম্"॥ (মুঃ ৩।২।৩)। এইরূপ মন্ত্র কঠেও আছে (কঠ ১।২।২৩)। এস্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, শ্রীভগবৎকৃত বরণ হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার জন্মে? অথবা জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, শব্দের স্বারস্যহেতু কেবল বরণ অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, বলিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় বিচারের উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান

সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে যে 'বরণের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভগবদ্দর্শনের বরণৈকলভ্যত্ব পাওয়া গেলেও উহার তাৎপর্য্য —ভক্তিলভ্যত্ববোধনপর বুঝিতে হইবে ; কারণ ঐ শ্রুতির পরবর্ত্তী বাক্যের দ্বারা এবং সূত্রোক্ত 'চ' শব্দের দ্বারা উহা অবগত হওয়া যায়। পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত একার্থতাপ্রযুক্ত পূর্ব্ববাক্যে ভক্তি-হেতুক বরণই পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ ভক্তিযাজনের ফলে ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয়তমত্ব লাভ করেন এবং তখনই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বরণ অর্থাৎ অনুগ্রহ করেন, তাহার ফলেই ভক্তের ভগবৎ-সাক্ষাৎ-কার লাভ হয়, সুতরাং ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভক্তকে বরণ করেন বলিয়া এইরূপ নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ বরণের মহিমা উক্ত হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'জৈবধর্ম্ম'-গ্রন্থে পাই,—

"আনুগত্য-ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা সেই পরব্রহ্মের কৃপা হইলে তাঁহার নিত্যরূপ দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানাদি দ্বারা সে রূপ লভ্য হয় না। এই এক দৃঢ় বেদবাক্যের দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মের বেদমূলকত্ব বুঝিতে পারিবেন। যে বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই সর্ব্ববেদসম্মত ধর্ম্ম, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই" ॥৩॥

শ্রুতিঃ—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো-
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রীভগবান্‌কে পাইবার উপায়—শ্রীভগবানের কৃপা-বল ; একান্তনিষ্ঠা ও সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য-সহকৃত হরিভজনরূপ তপস্যা।

তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না] অয়ম্ (এই পূর্ব্বোক্ত) আত্মা (পরমেশ্বর) বলহীনেন (চিদ্‌বলহীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক) ন লভ্যঃ (জ্ঞেয় নহেন) প্রমাদাৎ (প্রমাদ অর্থাৎ বিষয়াসক্তিবশতঃ একান্তনিষ্ঠার অভাব হইলে) [লভ্য নহেন] বা অলিঙ্গাৎ তপসঃ অপি চ (অশাস্ত্রবিহিত লিঙ্গাদি ধারণ অথবা কর্ম্মফলত্যাগরূপ সন্ন্যাসবর্জ্জিত তত্ত্বচিন্তা বা তপস্যারূপ কর্ম্ম দ্বারাও) [লভ্য নহেন] তু (কিন্তু) যঃ বিদ্বান্ (যে তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ সাধক) এতৈঃ উপায়ৈঃ (শাস্ত্রবিহিত এই কয়টি উপায়দ্বারা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা, বিষয়াসক্তিত্যাগ ও হরিভজনরূপ তপস্যা দ্বারা) যততে (পাইতে যত্ন করেন) তস্য (সেই তত্ত্বজ্ঞের) এষঃ (এই) আত্মা (আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ) ব্রহ্মধাম (সর্ব্বাশ্রয়-পরব্রহ্মে) বিশতে—বিশতি (প্রবেশ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন) ॥৪॥

অনুবাদ—এই পরমাত্মা ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাহীন চিদ্‌বলরহিত বা ভগবৎকৃপাবলরহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রাপ্য হয়েন না, প্রমাদ অর্থাৎ বিষয়াসক্তিরূপ স্ত্রী-পুত্র-বিত্তাদিতে মমতাজনিত অনবধান হইলেও লভ্য নহেন, অশাস্ত্রবিহিত তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, ব্রতনিয়ম-উপবাসাদিও যদি কর্ম্মফলত্যাগসহ ভগবদর্পণমূলকভাবে কৃত না হয়, তবে তাহার দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যে সাধক শাস্ত্রবিহিতভাবে এই কয়টি উপায় দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ মূলক ভগবদ্ভজনের দ্বারা তাঁহাকে পাইতে যত্নবান্ হন, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা ব্রহ্মধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নায়মাত্মা……লিঙ্গাৎ।

অয়মাত্মাঽবসন্নমনসা ন লভ্যঃ। অবসাদো নাম দেশকালবৈগুণ্যাদিজন্যদৈন্যং তদভাবো হি বলম্। প্রমাদোঽনবহিতচিত্ততা। তপঃশ-

ৰ্দস্তপঃপ্রধানসন্ন্যাসাশ্রমপরঃ। তপ এব দ্বিতীয় ইতিবৎ। তস্ত লিঙ্গং শিখাযজ্ঞোপবীতশিক্যজলপবিত্রাদি তদ্রহিতাৎসন্ন্যাসাদপীত্যর্থঃ। তপস ইত্যেতদাশ্রমান্তরস্যাপ্যুপলক্ষণম্। সর্ব্বাশ্রমাণামপি ব্রহ্মবিদ্যাধিকারসত্ত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। লিঙ্গশূন্যৈরাশ্রমৈর্ন প্রাপ্য ইত্যর্থঃ। আশ্রমলিঙ্গান্যপেক্ষিতানীতি যাবৎ। এতৈরুপায়ৈঃ······ব্রহ্মধাম॥

উক্তৈর্বলাপ্রমাদসলিঙ্গাশ্রমৈর্যো বিদ্বান্ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে যততে তস্য তাদৃশোপায়সংস্কৃতমাত্মস্বরূপং ধাম প্রাপ্যং পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তর্হি প্রবচনাদের্বৈয়র্থ্যমিত্যত আহ—নায়মাত্মেত্যাদিনা—অয়ম্ আত্মা পরমেশ্বরঃ বলহীনেন হরিভজনহীনেন ভগবৎকৃপাবলরহিতেন ন লভ্যঃ, প্রমাদাৎ বিষয়াসঙ্গেন পুত্রকলত্রাদিমমতয়া ভগবদ্বিস্মরণরূপাৎ অনবধানাদ্বা ন লভ্যো ভবতি, অলিঙ্গাৎ বিধিবহির্ভূতম্ অশাস্ত্রীয়ং সন্ন্যাসনাম ইতরবৈরাগ্যং তচ্ছূন্যাৎ লিঙ্গোপলক্ষিতাৎ কেবলাদিত্যর্থঃ তপসঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণো জ্ঞানাদ্বা ন লভ্যঃ, কিন্তু এতৈঃ তত্ত্বজ্ঞান-বৈরাগ্য-শাস্ত্রবিহিত-হরিভজনরূপকর্ম্মভিঃ শ্রবণাদিভক্তিসাধনৈশ্চ স লভ্যঃ, এবং যতমানস্য বিদুষঃ পুরুষস্য এষ আত্মা শুদ্ধ আত্মা ব্রহ্মধাম ব্রহ্মাখ্যং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং বিশতি প্রাপ্নোতি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—এই প্রকরণে শ্রুতিদেবী স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভজনরূপ বলরহিত মনুষ্য দ্বারা তিনি লভ্য হন না। কিন্তু সমস্ত ভোগের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মার অনন্যভক্তি সহকারে তাঁহাকে নিরন্তর ভজনের দ্বারা চিদ্‌বল বা ভগবৎকৃপাবল সঞ্চয় করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার অন্য উপায় নাই। প্রমাদবশতঃ বা অশাস্ত্রবিহিত লিঙ্গাদি ধারণ কিংবা

বহির্ম্মুখ তপস্তা দ্বারাও তিনি লভ্য নহেন। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র-বিহিত হরিভজনরূপ অনুষ্ঠানাদি দ্বারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের জন্য চেষ্টা-শীল তাঁহারাই ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন। ·

এস্থলে 'বলহীন' কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সাধারণ শারীর বল বা মানস বলের প্রসঙ্গ আসেই না। কেবলমাত্র আত্মবল বা চিদ্ বল যাহা শ্রীবলদেব প্রভু বা তদভিন্ন শ্রীগুরুদেব দিয়া থাকেন, তাহাই প্রয়োজন। সেই বল-লাভেরও উপায় গুরুর আনুগত্যে শ্রীহরি-ভজন।

প্রমাদবশতঃ কিংবা বাহ্যিক সন্ন্যাসবেষ লইয়া কেবল-জ্ঞানের চর্চ্চা করিলেও শ্রীভগবান্ লভ্য হ'ন না। শাস্ত্রানুসারে গুর্ব্বানুগত্যে যথাবিহিতভাবে হরিভজনই শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

"শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে।
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।"

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের স্তবে পাই,—

"পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।

বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ।
তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্ ।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ।" (ভাঃ ৩।৫।৪৬-৪৭)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "বিশদাশয়াঃ" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"যাঁহাদের হৃদয় হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কামস্পৃহা, এমন কি, মোক্ষাভিসন্ধিও প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ হরিসেবাই একমাত্র পরমপুরুষার্থ—যাঁহাদের এইরূপ উপলব্ধি হইয়াছে।"

তাঁহার টীকায় আরও পাই,—

এই শ্লোকের দ্বারা যাঁহারা জ্ঞানসঙ্গী তাঁহাদের সাধ্য ও সাধনের কনিষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। 'অপরে—যাঁহারা মোক্ষ-মাত্রকাম। যাঁহারা মোক্ষমাত্রকেই পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তাঁহাদের শ্রমমাত্র সার হয়। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবৎ-সেবাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানেন, সেবার দ্বারা তাঁহাদের শ্রম হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা সেবাতে পরমানন্দ অনুভব করেন এবং আনুষঙ্গিকরূপে মোক্ষও দাসের ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করে।'

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই,—

জ্ঞানযোগ হইতে অত্যন্ত শ্রম দ্বারা (সাযুজ্য) মুক্তি লাভ হয় কিন্তু সৎসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-প্রভাবে অনায়াসেই জড়বন্ধন মোচন হয় ॥৪॥

শ্রুতিঃ—সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা-
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ?] ঋষয়ঃ (নিজ হৃদয়-মধ্যে ব্রহ্মদর্শনকারিগণ) এনং (এই পরমাত্মাকে) সংপ্রাপ্য (দর্শন করিয়া) জ্ঞানতৃপ্তাঃ (সেই জ্ঞানে তৃপ্ত হন) [এজন্য] কৃতাত্মানঃ (বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া) বীতরাগাঃ (রাগ-দ্বেষাদি শূন্য হন) প্রশান্তাঃ (এবং বাহ্য বিষয় হইতে চিত্তের প্রত্যাহার-হেতু নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত শান্ত হন) তে ধীরাঃ (সেই ধীরব্যক্তিগণ) সর্ব্বগং (সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে) সর্ব্বতঃ (সকল ক্ষেত্রে) প্রাপ্য (উপলব্ধি করিয়া) যুক্তাত্মানঃ (নিত্য সমাহিতস্বভাব হন) [এবং] সর্ব্বমেব (সর্ব্বাত্মক সর্ব্বময় ব্রহ্মে) আবিশন্তি (অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন) ॥৫॥

অনুবাদ—যাঁহারা নিজ অন্তরে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানতৃপ্ত এবং অবিদ্যাদি-দোষনির্ম্মুক্ত হওয়ায় বিশুদ্ধচিত্ত, প্রাকৃত গুণের অভাবে রাগদ্বেষ তাঁহাদের নাই, সুখে-দুঃখে, মানে-অপমানে, জয়-পরাজয়ে সর্ব্বত্র তাঁহারা শান্তচিত্ত, ভোগলালসার অভাবে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়। সেই সকল ধীরব্যক্তি সকল-বস্তুর মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বগত বিষ্ণুর উপলব্ধি করিয়া সমাহিত-চিত্ত হওয়ায় সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া সেই ব্রহ্মেই অভি-নিবিষ্ট থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মদর্শিগণ মৃত্যুর পর ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সংপ্রাপ্য······প্রশান্তাঃ।

তত্ত্বদর্শিন এনং পরমাত্মানং জীবদ্দশায়ামেবানুভূয় তেনানুভবেন সন্তুষ্টা লব্ধাত্মসত্তাকা অপগতবিষয়াশা অত এব নিগৃহীতেন্দ্রিয়াশ্চ যে সন্তীত্যর্থঃ। তে সর্ব্বগং······আবিশন্তি।

তে সর্ব্বদেশাবচ্ছেদেনান্তর্বহিশ্চ সর্ব্ববস্তুগতং পরমাত্মানং দেশ-বিশেষবিশিষ্টং প্রাপ্যাবির্ভূতব্রাহ্মরূপবিশিষ্টাত্মানো ধর্ম্মভূতজ্ঞানেন সর্ব্বং বস্তু গত্যা ব্যাপ্নুবন্তি। সর্ব্বমনুভবন্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ব্রহ্মদর্শন-প্রকারমাহ—ঋষয়ঃ তত্ত্বদর্শিনঃ, এনং পরমাত্মানং সংপ্রাপ্য আত্মনি হৃদি উপলভ্য জ্ঞানতৃপ্তাঃ ব্রহ্মদর্শনেন কৃতার্থা-ভবন্তি অতএব কৃতাত্মানঃ অবিদ্যাদিদোষাপগমাৎ শুদ্ধচিত্তাঃ, বীতরাগাঃ বিগততৃষ্ণাঃ, ততশ্চ প্রশান্তাঃ তৃষ্ণায়া অভাবাৎ বিষয়েভ্য-উপরতেন্দ্রিয়াশ্চ সর্ব্বত্র সমদর্শিনো ভবন্তি, তে তাদৃশা ঋষয়ঃ সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনং পরমেশ্বরং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষু বস্তুষন্তর্য্যামিরূপেণ অবস্থিতঃ তং প্রাপ্য উপলভ্য ধীরা ধৈর্য্যবন্তঃ যুক্তাত্মানঃ যোগ-সমাহিতমনসশ্চ ভূত্বা সর্ব্বমেব সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বময়ম্ পরমাত্মানম্ আবিশন্তি তস্মিন্ অভিনিবেশং লভন্তে। উক্তঞ্চ গীতায়াং ভগবতা—'প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্। উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতম-কল্মষম্' ইতি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত মহাপুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন। বিশুদ্ধান্তঃকরণ, সর্ব্বথা আসক্তিরহিত মহর্ষিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানতৃপ্ত ও কৃতার্থ হন। উঁহাদের কোন প্রকার অভাববোধ না থাকায় উঁহারা উপশান্ত ও পূর্ণকাম। এইরূপ যুক্তাত্মা তত্ত্বজ্ঞপুরুষগণ সর্ব্বব্যাপী বিভু বিষ্ণুকে সর্ব্বভূতে

অন্তর্য্যামিরূপে দর্শন করিয়া সর্ব্বতত্ত্বাত্মক সেই পরমাত্মাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥
বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥" (গীঃ ৫।২০-২১)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো-
মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।
যদ্ যস্য জন্মনিধনং স্থিতিরীক্ষণঞ্চ
তদ্বৈ তদেব বসুকালবদষ্টিতর্ব্বোঃ॥" (ভাঃ ৭।৯।৩১)

বিশুদ্ধান্তঃকরণ ভক্ত যে সর্ব্বত্র বৈরাগ্যবান্ তাহাও শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে পাই,—

"তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞ-
আয়ুঃশ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্॥" (ভাঃ ৭।৯।২৪)

সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনের দৃষ্টান্তও শ্রীভাগবতে পাই,—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্॥"
(ভাঃ ৩।২৮।৪২) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[বেদান্তশাস্ত্র-অধ্যয়ন-ব্যতিরেকে পরমার্থ-নিশ্চয় হয় না, তাই শ্রুতি বলিতেছেন যে] বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ (যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্র সম্যক্ আলোচনা করিয়া পরমপুরুষার্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন) [এবং] সন্ন্যাসযোগাৎ (সেই পরমপুরুষার্থকে পাইবার জন্য ঈশ্বরোপাসনাব্যতিরিক্ত কর্ম্মে বৈরাগ্যবশতঃ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন) তে যতয়ঃ [তু] সর্ব্বে (সেই সকল পরমেশ্বরে একান্তনিষ্ঠ যতিগণ) পরান্তকালে (দেহপরিত্যাগসময়ে) ব্রহ্মলোকেষু (ব্রহ্ম-লোকে) পরামৃতাঃ [সন্তঃ] (পরম অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া) পরিমুচ্যন্তি (সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হন) ॥৬॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারোপযোগী সাধনগুলি ক্রমানুসারে দেখাইতেছেন,—মুমুক্ষুব্যক্তিগণ প্রথমে বেদান্তশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিজ্ঞান দ্বারা পরমপুরুষার্থ নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন, পরে তাঁহাকে পাইবার জন্য সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্যরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, পরমেশ্বরে একান্ত নিষ্ঠারূপ যোগদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইবেন, এইরূপ হইলে, সেই যত্নবান্ সাধকগণ দেহাবসানের পর ব্রহ্মধামে অমৃতস্বরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হইবেন ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বেদান্ত......শুদ্ধসত্ত্বাঃ ।

যে নির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রামাঃ কাম্যকর্ম্মসন্ন্যাসেন শুদ্ধান্তঃকরণা বেদান্ত-শ্রবণজন্যজ্ঞানেন নির্জ্ঞাতপরমাত্মতত্ত্বা ইত্যর্থঃ।

তে……সর্ব্বে। ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকস্তত্র বর্ত্তমানা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরান্তকালে—অন্তকালে চ মামেবেত্যুক্তচরমদেহাবসানসময়ে পরামৃতাৎপ্রসন্নাদ্ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্ব্বে পরিমুচ্যন্ত ইত্যর্থ ইতি 'বিশেষং চ দর্শয়তি' [ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৬] ইতি সূত্রে ব্যাসার্যৈরয়ং মন্ত্রখণ্ডো বিবৃতঃ। 'তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে' ইতি পাঠে তে চরমশরীরাবসানে ভগবল্লোকেষু পরমমৃতশব্দিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যপ্রাপকত্বেন যেষাং তে পরামৃতা ব্রহ্ম প্রাপ্তা ইতি যাবৎ। স্বরূপতিরোধায়কাবিদ্যয়া সবাসনং বিমুক্তা ভবন্তি। 'পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' [ছাঃ ৮।৩।৪] ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। ন চ ভগবল্লোকস্যৈকতয়া কথং বহুত্বমিতি শঙ্কনীয়ম্। পরিপূর্ণস্য সর্ব্বগতস্য সত্যসংকল্পস্য স্বেচ্ছাপরিকল্পিতাঃ স্বাসাধারণা অপ্রাকৃতাশ্চ লোকা নাত্যন্তায় ন সন্তি (?) [ইতি] শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপ্রামাণ্যাদিতি ভগবতা ভাষ্যকৃতোক্তত্বাৎ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কিঞ্চ পরমেশ্বরদর্শনার্থং ক্রমেণ সাধনানি প্রদর্শ্যন্তে। সংসারদুঃখোপহতাঃ প্রাণিনঃ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্ত্যর্থং প্রথমতঃ বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা ভবেয়ুঃ, বেদান্তপ্রতিপাদ্যো যঃ পুরুষঃ তস্য বিজ্ঞানেন সম্যগ্জ্ঞানেন সুনিশ্চিতোঽবধারিতঃ অর্থঃ পরমপুরুষার্থো যৈস্তাদৃশাভবেয়ুঃ ততশ্চ ঐহিকবৎ পারলৌকিকভোগেষু সন্ন্যাসযোগাৎ বৈরাগ্যাদিতিযাবৎ, 'তদ্যথেহকর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে' ইত্যাদি শ্রুতেঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' ইত্যৌপনিষদার্থবিজ্ঞানেন পরমেশ্বরে ভক্তিমাপন্না যতয়ঃ তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নবন্তঃ, শুদ্ধচিত্তাঃ বিমুক্তরাগাদিদোষা ভবেয়ুঃ। ততশ্চ তে সর্ব্বে পরান্তকালে দেহাবসানে ব্রহ্মলোকেষু—ব্রহ্মৈবলোকঃ ধাম তেষু একোঽপি স মুমুক্ষূণাং বহুত্বাৎ

অনেকবৎ দৃশ্যন্তে প্রাপ্যন্তেচ, অতো বহুত্বম্ ব্রহ্মণীত্যর্থঃ পরামৃতাঃ প্রাপ্ত-পরমানন্দাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি—পরিমুচ্যন্তে সংসারদুঃখত্রয়াৎ একান্তাত্যন্তভাবেন মুক্তা ভবন্তি ॥৬॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত মহাপুরুষগণের মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক এক্ষণে ব্রহ্মলোকগামী মহাপুরুষগণের মুক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।

যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিজ্ঞান দ্বারা পরমপুরুষার্থ সম্যক্ নির্ণয় করিয়াছেন এবং ভক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মফল ও কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ-রূপ সন্ন্যাসযোগের সহায়তায় যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল প্রযত্নশীল সাধকের দেহত্যাগকালে স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ করতঃ পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধামে গমনপূর্ব্বক পরম অমৃতস্বরূপ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ চিরতরে তাঁহারা সংসার-বন্ধন হইতে সর্ব্বথা মুক্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "ন যাবদেতাং তনুভৃন্নরেন্দ্র
> বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।
> বিমুক্তসঙ্গো জিতষট্সপত্নো
> বেদাত্মতত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ ॥" (ভাঃ ৫।১১।১৫)

অর্থাৎ হে নরনাথ, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের দ্বারা দেহধারী জীব যতদিন অসৎসঙ্গরহিত ও ষড়্রিপুবিজয়ী হইয়া মায়া নিরসন পূর্ব্বক পরমাত্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে না পারে, ততদিন সে এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে।

আরও পাই,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো-
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥" (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

শ্রীগীতাতে পাই,—

"প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥"
(গীঃ ৬।১৪-১৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব-প্রমাণ ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৯৪) ॥৬॥

**শ্রুতিঃ—গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা-
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর মুক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—] **পঞ্চদশ কলাঃ** (দেহারম্ভক প্রাণ প্রভৃতি ষোলকলা যথা— প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য,

তপঃ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক ও নাম, ইহাদের মধ্যে কর্ম্ম ব্যতিরিক্ত পনরটি অংশ) প্রতিষ্ঠাঃ (নিজ নিজ কারণে সংশ্লেষ) গতাঃ (প্রাপ্ত হয়) সর্ব্বে দেবাশ্চ (বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও) প্রতিদেবতাসু (তাহাদের স্ব-স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে) [প্রতিষ্ঠাং গচ্ছন্তি—সংশ্লেষ পাইয়া থাকে] [সর্ব্বাণি—] কর্ম্মাণি (জীবের স্বোপার্জ্জিত কিন্তু অপ্রদত্তফলক কর্ম্মগুলি) বিজ্ঞানময়ঃ আত্মা চ (এবং বিজ্ঞানময় আত্মা অর্থাৎ জীবসমূহও) সর্ব্বে (সকলে) পরে অব্যয়ে (উপাধিনাশের পর অনন্ত ব্রহ্মে) একী-ভবন্তি (ঐক্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঐ সকলই ব্রহ্মশক্তি বলিয়া সাংসারিক দশার ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভেদভাবে প্রতীত না হইয়া তৎসাম্যে অর্থাৎ তাদাত্ম্যভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, ইহার নাম মুক্তি। কর্ম্মের নাশ হয় বলিয়া কলা-মধ্যে গণিত হয় নাই, কিন্তু অন্য সমস্তই স্ব-স্ব কারণে সংশ্লিষ্ট হয়) ॥৭॥

অনুবাদ—মুক্তি কাহাকে বলে? দেহারম্ভক প্রাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের স্ব-স্ব কারণে সংশ্লেষকে মুক্তি বলা হয়। পনরটি কলা নিজ নিজ প্রকৃতিতে সংশ্লিষ্ট হয়, বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—ইহারা নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় মিলিত হয়; বিজ্ঞানময় জীবাত্মা, অদত্তফলক কর্ম্ম—ইহারা সেই সর্ব্বোত্তম অক্ষরপুরুষে একীভাব প্রাপ্ত হয়। তৎসাম্যে মিলিত হইয়া তাদাত্ম্যরূপে প্রকাশ পায় ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—গতাঃ......দেবতাসু।

মুচ্যমানজীবোপকারিকাঃ প্রাণশ্রদ্ধাকাশবায়ুজ্যোতিরপ্পৃথিবীন্দ্রিয়-মনোঽন্নবীর্য্যতপোমন্ত্রকর্ম্মলোকনামানীতি ষোড়শ কলাঃ। 'স প্রাণম-সৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাম্' [প্রঃ ৬।৪] ইত্যাদিপ্রশ্নোপনিষদুক্তপ্রাণাদি-নামান্তষোড়শকলামধ্যে কর্ম্মব্যতিরিক্তাঃ পঞ্চদশ কলাঃ স্ব-স্ব প্রকৃতিষু

সংশ্লেষবিশেষযুক্তা ভবন্তি। দেবা বাগাদীন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাত্রাদিদেবতাস্থ প্রতিষ্ঠাং সংসর্গবিশেষং গচ্ছন্তি ন তু লীয়ন্তে। ইন্দ্রিয়াদীনামাকল্প-স্থায়িত্বাৎ। 'যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরা-দিত্যম্' [বৃঃ ৩।২।১৩] ইত্যাদিষু বাগাদীনামগ্ন্যাদ্যপ্যয়শ্রবণস্য ভাক্তত্ব-মিত্যগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিরিতি চেন্ন। 'ভাক্তত্বাৎ' ইতি সূত্রিতত্বাৎ।

কর্ম্মাণি······ভবন্তি॥

যানি চ কর্ম্মাণি অদত্তফলানি দর্শনসমানাকারজ্ঞানারম্ভসময়ে ক্ষয়িষ্য ইতি সংকল্পবিষয়ভূতানি তানি কর্ম্মাণি চ বিজ্ঞানময় আত্মা চাক্ষরাৎপরত ইতি সর্ব্ব মাৎপরভূতেঽব্যয়েঽক্ষর একীভবন্তি। পর-মাত্মপ্রীত্যপ্রীতিরূপাণাং কর্ম্মণাং তত্রৈকীভাবস্তদ্ধর্ম্মভূতজ্ঞানে লয় এব। জীবস্যৈকীভাবো নামরূপাত্মকভেদকাকারপ্রহাণম্। কর্ম্মণাং নাশাৎ কলানাং মুচ্যমানং প্রতি নোপকরণত্বমিতি ভাবঃ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ মুক্তিস্বরূপং দর্শয়তি—কার্য্যাণাং কারণে সংশ্লেষো মুক্তিরিতি। তৎপ্রকারশ্চেত্থম্ মোক্ষকালে যাভিঃ প্রাণাদ্যাভিঃ ষোড়শকলাভির্দেহ আরভ্যতে তাঃ প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ স্বং স্বং কারণং গতাঃ ভবন্তি, তত্র কর্ম্মনাম্নী কলা ন কারণে মিলিতা ভবতি কিন্তু বিদ্যয়া বিনষ্টৈব ইতি পঞ্চদশ সংখ্যাকাঃ কলা গৃহ্যন্তে যথা প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠে প্রশ্নে—'ষোড়শকলং ভারদ্বাজ! পুরুষং বেত্থ' ইত্যুপক্রম্য স প্রাণ-মসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথ্বীন্দ্রিয়ং মনঃ। অন্নমন্না-দ্বীর্য্যং তপোমন্ত্রাঃ কর্ম্মলোকা লোকেষু চ নাম চ'। ইতি, সর্ব্বে দেবাশ্চ বাগাদীনীন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাতৃদেবতাস্থ প্রতিষ্ঠাঃ সংশ্লেষবিশেষম্ গচ্ছন্তি, প্রতীতি প্রাতিলোম্যেনেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—'যত্রাস্য পুরুষস্য মৃত-স্যাগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃশ্রোত্রং পৃথিবী শরীরম্ আকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্‌কেশা অপ্সু

লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে ইতি'। কর্ম্মাণি অদত্তফলানি, বিজ্ঞানময়ঃ জীবাত্মা সর্ব্বে পরে পরমাত্মনি, অব্যয়ে অপ্রচ্যুতস্বরূপে একীভবন্তি মিলন্তি ব্রহ্মশক্তিত্বাৎ তদভেদেন-তৎসাম্যেন বা স্ফূরন্তি যথা তদ্বুদ্ধি-বিষয়ীকৃতার্থ-বিষয়ক-বুদ্ধিমন্তো ন তু তদ্বিরুদ্ধার্থবিষয়ক-মতিমন্তো-ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—যাঁহার এই দেহে পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়, তাঁহার অন্তকালে কি প্রকারে স্থিতি হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন।

উক্ত মহাপুরুষের যখন দেহপাতকাল উপস্থিত হয়, তখন পঞ্চ-দশ কলা এবং মনে অবস্থিত সকল ইন্দ্রিয়ের দেবতা—সে সকল নিজ নিজ অভিমানী সমষ্টি দেবতাতে গিয়া স্থিত হয়। উহার সহিত জীবন্মুক্ত পুরুষের কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইহার পর উহার সমস্ত অদত্তফলক কর্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় জীবাত্মা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরে একীভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একত্রিত বা মিলিত হয়। ঐ সকলই পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া সাংসারিক দশার ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপে প্রতীত না হইয়া তদভেদে বা তৎসাম্যে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।

যদি বলা যায়,—সন্ধ্যাকালে গো-সমূহ একীভূত হয়, তাহা হইলে ইহা বুঝায় না যে, গো-সমূহ পরস্পর মিশিয়া একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার যদি বলা যায় যে, সভায় অসংখ্য লোক একীভূত বা মিলিত হইয়াছে, তাহাতেও বুঝা যায় না যে, লোকগুলি সব মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এস্থলে 'একীভবন্তি' কথার তাৎপর্য্যেও বুঝিতে হইবে না যে, জীবসমূহ শ্রীভগবানের সহিত একীভূত হওয়ায় একত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেবলাভেদ হইয়াছে। পরন্তু ইহাই জানিতে হইবে যে, জীবগণ শ্রীভগবানের আশ্রয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে মিলন প্রাপ্ত হইয়া নিত্য সেব্য-সেবকভাবে অবস্থান করিতেছে। মুক্তিতে জীবের

শুদ্ধ সত্তার বিনাশ হয় না অধিকন্তু অবিদ্যোপাধি বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় প্রাকৃত নাম-রূপ-রহিত হইয়া শুদ্ধস্বরূপে বা সিদ্ধস্বরূপে শ্রীভগবানের নিত্য সেবা প্রাপ্ত হয়। ইহাই জীবের প্রকৃত মুক্তি।

বেদান্তসূত্রেও পাই,—"আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টমিতি" (৪।১।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"পরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষেণ সমীয়ুঃ।" (ভাঃ ৫।১।২৭)

এই সন্দর্ভের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"বিশেষো দেহাদ্যুপাধিঃ, তদপোহেন প্রাপুঃ।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"অবিশেষেণ বিশেষো দেহাদ্যুপাধিকৃত পৃথগ্‌ভাবস্তদপোহেন।"

এতৎপ্রসঙ্গে মুণ্ডকের ৩।১।৩ মন্ত্রের 'তত্ত্বকণা' এই গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য।

গীতার ১৪।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন —"গুরূপাসনয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ......জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তং; "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" (সাম-বেদ, কঠোপনিষৎ ১।৩।৯) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতম্"।

বেদান্তসূত্রে প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে "অপি স্মর্য্যতে" সূত্রের ভাষ্যে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতার এই শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—"ইদং জ্ঞানম্...চেতি। মুক্তানাং ভগবৎ-সাধর্ম্ম্য-লক্ষণঃ স স্মর্য্যতে তস্মাৎ দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ।" ।৭।

**শ্রুতিঃ—যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ-
স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৮॥**

অন্বয়ানুবাদ—[জীবাত্মার পরব্রহ্মের সহিত একীভাব অর্থাৎ মিলন কি প্রকার? তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন—] যথা নদ্যঃ (যেমন নদীগুলি) স্যন্দমানাঃ (পর্ব্বতাদি নিজ নিজ উৎপত্তিস্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া) নামরূপে (নিজ নিজ নাম ও স্ব স্ব আকৃতি) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি (সমুদ্র-মধ্যে তিরোহিত অর্থাৎ মিলিত হয়, সমুদ্রের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়), তথা বিদ্বান্ (সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) নামরূপাৎ (প্রাকৃতিক নাম ও ভিন্ন আকৃতি হইতে) বিমুক্তঃ [সন্] (মুক্ত হইয়া) দিব্যং (অপ্রাকৃত) পরাৎ (অব্যক্তাখ্য পুরুষ হইতে) পরং পুরুষম্ (অন্তরতম অক্ষরপুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) [কেহ কেহ বলেন—মুক্তি হইলে জীব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় কিন্তু নির্গুণ বিদ্যাপ্রকরণে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ-প্রাপ্তির কথা থাকায় এবং উহা বৈশিষ্ট্য-প্রতিপাদক হওয়ায় দ্বৈতভাবেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে] ।৮।

অনুবাদ—যেমন নদীগুলি বিভিন্ন নাম ও আধারবশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় ও পরিশেষে সমুদ্রেই অন্তর্হিত অর্থাৎ মিলিত হয় তখন আর তাহার নাম-রূপের পৃথক্ পরিচয় থাকে না, সেইরূপ জীব অবিদ্যাজনিত নাম ও রূপ মায়াবদ্ধাবস্থায় ধারণ করিয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞান-লাভের ফলে মুক্তাবস্থায় প্রাকৃত নাম রূপ ত্যাগ-পূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় ।৮।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এদেবোক্তবরমন্ত্রেণ বিশদয়তি—

যথা……বিহায়। যথা গঙ্গাযমুনাসরস্বত্যাদিনদ্যঃ স্বোৎপত্তি-স্থানেভ্যঃ প্রস্থতা গঙ্গাযমুনাসরস্বত্যাদীনি নামানি শুক্লকৃষ্ণলোহিতাদীনি রূপাণি চ বিহায়ৈকতামিব ভজন্তে।

তথা……দিব্যম্। তদ্বদেষু ভেদকৈর্নামরূপাদিভির্ব্বিমুক্তঃ সন্দিব্যো-হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষ ইতি মন্ত্রপ্রতিপাদ্যং পুরুষং প্রাপ্নোতি। যথা নদীসমুদ্র-জলয়োর্ব্বস্তুতো নৈক্যমপি তু ভেদকাকারপ্রহাণমাত্রমেবমিহাপি মুক্তস্য পরমাত্মনা পূর্ব্বমুক্তাত্মভিরপি নৈক্যমপি তু পরমসাম্যমাত্রম্। অত এব কঠবল্ল্যাং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতীতি সাদৃশ্যমেবোক্তং ন তু তদ্ভাবঃ। নম্ববয়বাতিরিক্তাবয়ব্যন্তরাভাববাদিনাং পরস্পরসদৃশানাং ঘটাবয়বানাং ভিন্নানামেব সতামেকত্বাবস্থাশ্রয়ত্ববৎকুণ্ডলকটকাদীনাং মূষানিক্ষিপ্তানামগ্নিতাপদ্রুতানাং বস্তুতো ভিন্নানামপ্যেকত্বাবস্থাশ্রয়-ত্ববন্নদীসমুদ্রজলয়োরপি পরস্পরমিলিতয়োঃ সংসর্গিদ্রব্যয়োরেকতাবস্থা-শ্রয়ত্বমস্তি। ততশ্চ নির্ব্বিশেষব্রহ্মৈকতাপত্তিরেব পরং মুক্তিরিতি চেন্ন। নির্গুণবিদ্যাশ্রেষ্ঠত্বেন পরাভিমতায়াং প্রজাপতিবিদ্যায়ামপি স তত্র পর্যেতীতি মুক্তব্রহ্মণোরাধারাধেয়ভাবশ্রবণাৎসত্যকামত্বসত্যসংকল্প-ত্বাদিরূপধর্ম্মাণাং মুক্তাবেবাবির্ভাবস্য নির্গুণবিদ্যাফলত্বেনোক্তত্বাচ্চেদাবি-র্ভূতস্বরূপাস্থিত্যত্র পরৈরপ্যঙ্গীকৃতত্বাৎ। ন চ সত্যকামত্বং সত্যসংকল্পত্বং চ জীবস্য স্বরূপমাত্রমিতি শক্যতে বক্তুম্। কামশব্দোদিতানাং কামনা-বিষয়স্রজ্যপদার্থানাং সংকল্পশব্দোদিতস্য তৎস্বষ্টিহেতুমায়াবৃত্তিবিশেষস্য চ স্বরূপাদ্বহির্ভাবাবশ্যংভাবাৎ। তেষাং চ মুক্তাবাবির্ভাবে কথং নির্ব্বি-শেষতাপত্তিঃ। অনাবির্ভাবে চ প্রজাপতিবিদ্যায়াং য আত্মাঽপহত-পাপ্মেত্যাদিনা গুণাষ্টকোপদেশবৈয়র্থ্যম্। ন হি প্রজাপতিবিদ্যায়াং গুণাষ্টকোপদেশস্যোপাসনার্থত্বং সম্ভবতি। পরৈস্তত্রোপাসনাবিধ্যনঙ্গী-কারাৎ। নাপি তদবগত্যর্থ উপদেশঃ। মুক্ত্যর্থাবগতেঃ শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ তত্ত্বমসীত্যুপদেশস্থলে ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাদিবর্ণনস্যাধ্যারোপাপবাদ-

ন্যায়েন নিষ্প্রপঞ্চত্ববোধনার্থতয়ৈবাত্র প্রকারান্তরেণ সার্থকত্বোপপাদনা-যোগাৎ। নাপি কৃচ্ছ্রোৎপাদনার্থঃ। গুণকীর্ত্তনস্য নির্গুণবিদ্যাকৃচ্ছ্রোৎ-পাদকত্বাসম্ভবাৎ। অতো নির্গুণবিদ্যাপ্রকরণেঽপহতপাপ্মত্বাদ্যুক্তেরা-বির্ভবিষ্যত্বয়া তদ্বোধনার্থতয়ৈব সাফল্যং বাচ্যম্। অতশ্চ মুক্তৌ নির্ব্বি-শেষব্রহ্মভাবাপত্তিকথনমসংগতম্ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মুক্তৌ যজ্জীবব্রহ্মণোরেকীভাব উক্তস্তস্য তাৎপ-র্য্যমাহ—দৃষ্টান্তেন—যথানদ্য ইত্যাদিনা। নদ্যঃ পার্ব্বত্যা অন্যা বা সরিতঃ স্বপ্রকৃতিভ্য উদ্ভূতা নামরূপে দধতি এবং জীবোঽপি বদ্ধাবস্থায়াম্ প্রাকৃতিক শরীরাদিসম্বন্ধাৎ দেবদত্তাদিনাম, শ্বেতপীতাদিবর্ণং চ গৃহ্নন্তি, এতচ্চ নামরূপগ্রহণম্ অনিত্যং মায়াকৃতং মায়াসম্বন্ধিত্বাৎ যতস্তা নদ্যঃ যদা সমুদ্র-মধ্যে অদৃশ্যতাং গচ্ছন্তি তদা পূর্ব্ববৎ পৃথক্ত্বেন ন জ্ঞায়ন্তে তাসাং তত্র পূর্ব্বনামরূপলোপাৎ এবং জীবোঽবিদ্যয়া গৃহীতং নামরূপং বিদ্যয়া পরিত্যজ্য ব্রহ্মণা সহৈকভাবে সতি তত্র সন্নপি ন পৃথক্ত্বেন পূর্ব্বপরিচয়েন জ্ঞায়তে এষ একীভাবঃ সাম্যমাত্রং ন তু ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিঃ তথা চেৎ সবি-কারত্বপ্রসঙ্গঃ। সমুদ্রসাম্যাৎ নদীনামিব ন ভেদপ্রতীতিঃ অতএবোক্তং শ্রুত্যা 'নিরঞ্জনঃ পরমমুপৈতিসাম্য'মিতি ধ্যেয়ম্ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—কি প্রকারে জীবাত্মা পরমেশ্বরে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন। যেমন প্রবহমান নদীসমূহ তাহাদের নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে অদর্শন হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্ব-জ্ঞানের ফলে প্রাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।

কঠোপনিষদে পাওয়া যায়,—

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি" (কঠ ২।১।১৫) এই মন্ত্রে দেখা যায়—যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে স্থাপিত হইলে

উহা নির্মল জলসদৃশই দৃষ্ট হয়, কিন্তু এক হয় না। কারণ তাহা হইলে জলের বৃদ্ধি দেখা যাইবে না। সেইরূপ তত্ত্ববিৎ মুনির আত্মা মুক্তাবস্থায় ভগবৎসদৃশই হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন হয় না। অতএব মুক্ত আত্মা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া 'তাদাত্ম্য' (সাধর্ম্ম্য)-ভাব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" (গীঃ ১৪।২) শ্লোকের টীকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"জ্ঞান সামান্যতঃ 'সগুণ', 'নির্গুণ'-জ্ঞানকেই 'উত্তম-জ্ঞান' বলা যায়, সেই নির্গুণ জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেই জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ আমার নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে, প্রাকৃত ধর্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জৈবধর্ম্ম রূপশূন্য ও অবস্থা-শূন্য হয়। তাহারা জানে না যে, জড় জগতে যেরূপ 'বিশেষ'-নামক ধর্ম্মের দ্বারা বস্তু সকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠরাজ্য আছে, তাহাতেও একটি বিশুদ্ধ 'বিশেষধর্ম্ম' আছে। সেই 'বিশেষ'-দ্বারা অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অপ্রাকৃতরূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে, উহাকে 'আমার নির্গুণ সাধর্ম্ম্য' বলে। নির্গুণ-জ্ঞানের দ্বারা প্রথমে সগুণ-জগৎকে অতিক্রম করতঃ নির্গুণ-ব্রহ্ম লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণ সকল উদিত হয়। তাহা হইলে সৃষ্টি-সময়ে জড়-জগতে জীব আর জন্মলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না।"

এতৎপ্রসঙ্গে এই মুণ্ডক-শ্রুতির "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং...... নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" (মুঃ ৩।১।৩) মন্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্" (ভাঃ ১১।৫।৪৮) শ্লোকও আলোচ্য।৮।

শ্রুতিঃ—স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার কি ফল হয়, তাহাই বলিতেছেন—] যঃ (যে ব্রহ্মবিদ্) হ বৈ (নিশ্চিত) তৎ (সেই অভীষ্ট) পরমং ব্রহ্ম (পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বরকে) বেদ (জানেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ করেন) সঃ (সেই ব্রহ্মবিদ্) ব্রহ্মৈব ভবতি (ব্রহ্মসদৃশই হন, ব্রহ্মের অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণে বিভূষিত হন) [আর আনুষঙ্গিক ফল এই হয়—] অস্য (এই ব্রহ্মবিদের) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মবিদ্ ভিন্ন) ন ভবতি (জাত হয় না), [তিনি] শোকং তরতি (মানসতাপ—শোক অতিক্রম করেন) পাপ্মানং তরতি (অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হন) [তিনি] গুহাগ্রন্থিভ্যঃ (হৃদয়গ্রন্থি অবিদ্যাদি বন্ধন হইতে) বিমুক্তঃ [সন্] (বিমুক্ত হইয়া) অমৃতো ভবতি (মুক্তি প্রাপ্ত হন)।৯।

অনুবাদ—যিনি সেই পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করেন তিনি ব্রহ্মসদৃশ হন, এই ব্রহ্মবিদের বংশে কোন অব্রহ্মবিৎ জন্ম গ্রহণ করে না, যাহার জন্য ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মধাম হইতে পতন ঘটিবে। তিনি ত্রিবিধ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন, এবং সঞ্চিত সকল পাপ জীবদ্দশাতেই অতিক্রম করেন, হৃদয়মধ্যে সংসারবন্ধনের কারণ যে সকল কাম-কর্ম্ম-বাসনা দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট আছে, তিনি সে সমুদয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।৯।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স যো……ব্রহ্মৈব ভবতি।

য এতৎপরং ব্রহ্ম বেদ। বেদনং ধ্যানবিশ্রান্তধ্যানং শ্রান্তং ধ্রুবস্মৃতৌ সা চ দৃষ্টির্ভক্তিত্বমৃচ্ছতীত্যাকুগীত্যা প্রীতিমাপন্নদর্শনসমানাকারোপাসনযুক্তো ভবতি। আবির্ভূতব্রহ্মরূপো ভবতীত্যর্থঃ। আনুষঙ্গিকং প্রয়োজনমাহ—

নাস্য……ভবতি। অস্য কুলেঽব্রহ্মবিন্ন ভবতীত্যর্থঃ।

তরতি……পাপ্মানম্। স্পষ্টোঽর্থঃ। গুহা……অমৃতো ভবতি। ত্রিগুণাত্মপ্রকৃতিকারিতরাগদ্বেষাদিভ্যো বিমুক্তঃ সন্নাবির্ভূতগুণাষ্টকো-ভবতি ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ব্রহ্মবিদুষো গতিং ফলং বাহ—হ বৈ ইতি অবধারণে, যঃ তৎপরমং ব্রহ্ম সর্ব্বাধিকং ইতি পরব্রহ্মণঃ স্বরূপকথনম্। যঃ তৎ পরব্রহ্ম-পরমেশ্বরং বেদ জানাতি সাক্ষাৎকরোতি স ব্রহ্মৈব ব্রহ্মসদৃশো ভবতি এবশব্দ ইবার্থে। সাদৃশ্যঞ্চ অপহতপাপ্মত্বাদি গুণাষ্টকবত্বেন। অথানুষঙ্গিকং ফলম্ অস্য পরমেশ্বরসাদৃশ্যং প্রাপ্তবতঃ কুলে বংশে অব্রহ্মবিদ্ ন ভবতি ন জায়তে। স হি ব্রহ্মবিৎ শোকং দুঃখহেতুমবিদ্যাদিকং ত্রিবিধং দুঃখং বা তরতি জীবন্নেবাতিক্রামতি, পাপ্মানং দুষ্কৃতঞ্চ জন্মজন্মার্জ্জিতং তরতি বিলুম্পতি, গুহাগ্রন্থিভ্যঃ হৃদয়স্থিতবাসনাবন্ধনেভ্যঃ প্রাকৃতরাগদ্বেষাদিভ্যো বিমুক্তঃসন্ অমৃতো-ভবতি আবির্ভূতগুণাষ্টকো ভবতি ॥৯॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মবিদের ফল বলিতেছেন। যিনি নিশ্চিত পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানেন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করেন অর্থাৎ অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণ তাহাতে আবির্ভূত হয়। এস্থলে এই বিষয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, যিনি 'পরমং ব্রহ্ম বেদ' অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে জানেন, ইহার তাৎপর্য্য —জীবের স্বরূপকেও ব্রহ্ম বলা হয় কিন্তু জীবের জ্ঞাতব্য, ধ্যেয়,

উপাস্যবস্তু কিন্তু পরম ব্রহ্ম। ইহাতেই জীব-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের স্বরূপতঃ ভেদ স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হয়। আর জীবকে ব্রহ্ম বলিলেও কখনও পরব্রহ্ম বলা চলে না, ইহাই শ্রুতিদেবী জ্ঞাত করাইতেছেন। আর যে বলিয়াছেন—জীব পরব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম সদৃশ হয়, তাহাও ব্রহ্মের অপহতপাপ্‌মত্বাদি অষ্টগুণের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু সর্ব্বতোভাবে অভেদ বুঝায় না; কারণ সদৃশ বস্তু কেবলাভেদ নহে।

এতদ্ভিন্ন জীবের পরব্রহ্মদর্শনের আনুষঙ্গিক ফল বলিতেছেন—ব্রহ্ম-বিদের কুলে অব্রহ্মবিৎ জাত হয় না, পরব্রহ্মদর্শী সর্ব্বপ্রকার শোক অর্থাৎ মনস্তাপ অতিক্রম করেন এবং সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ অবিদ্যাদিজনিত পাপাদি ক্লেশ তাঁহার থাকে না। তিনি হৃদয় গ্রন্থি অর্থাৎ কাম, কর্ম্ম ও বাসনাকে ছেদন পূর্ব্বক তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন এবং নিত্যধামে নিত্যসেবা প্রাপ্ত হইয়া পরমামৃত আস্বাদন করেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-বিচার-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্‌ দ্রষ্টা ভগবান্‌ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্‌।"

(ভাঃ ৩।২৯।৪১-৪২)

আরও পাওয়া যায়,—

"বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ।" (ভাঃ ৩।২৪।৪৫)

ভগবদ্দর্শনের ফল শ্রীভাগবতে পাই,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥"
(ভাঃ ১।২।২১-২২)

শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা-
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্-
গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥" (ভাঃ ৭।১০।৪৮)

শ্রীউদ্ধবও বলিয়াছেন,—

"ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ ॥"
(ভাঃ ১১।১৬।১)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে পাওয়া যায়,—

"অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে ॥" (ভাঃ ১২।৫।১১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"যোঽহং স ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারীতি ভাবনয়া শোকাদিনিবৃত্তিঃ ব্রহ্মাহমিতি অহমেব ব্রহ্মেতি ভাবনয়া চ ব্রহ্মণঃ পরোক্ষনিবৃত্তির্ভবতীতি ব্যতীহারো দর্শিতঃ। নিষ্কলে নিরুপাধৌ আত্মনি ব্রহ্মণি।

পক্ষে অহং ধাম সূর্য্যোপমস্য পরমেশ্বরস্য ত্বিট্কণশ্চিৎকণ এবেত্যর্থঃ। “গৃহদেহত্বিট্প্রভাবাধামানি” ইত্যমরঃ। কীদৃশং ব্রহ্মপরং “নারায়ণ-পরো বিপ্রঃ” ইতিবদ্ব্রহ্মোপাসকমিত্যর্থঃ। অতএব ব্রহ্মাহং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্যৈবাহমিতি ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ। এবং পরমংপদং ব্রহ্মস্বরূপং চরণারবিন্দং বা সমীক্ষ্য আত্মানং স্বং আত্মনি পরমাত্মনি কৃষ্ণে নিষ্কলে নিষ্কোবক্ষোহহলঙ্কারস্তদ্বতি।”

পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন,—

“অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥”

(ভাঃ ১২।৬।৭) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—তদেতদৃচাহভ্যুক্তম্—
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণম্॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—(একথা ঋগ্বেদেও কথিত আছে—পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেষ্টব্য) তৎ (উক্ত ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক) এতৎ (সম্প্রদান-বিধি) ঋচা (ঋক্ মন্ত্রে) অভ্যুক্তম্ (বলা হইয়াছে)—[যে—যাঁহারা] ক্রিয়াবন্তঃ (নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী) শ্রোত্রিয়াঃ (বেদের যথার্থ অভিপ্রায়জ্ঞাতা) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (পরব্রহ্মে নিষ্ঠাবান্) শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাসহকারে) স্বয়ং (স্বয়ং) একর্ষিং (একর্ষি নামক অগ্নিকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে) জুহ্বতে—জুহ্বতি (আহুতি প্রদান পূর্ব্বক উপাসনা করেন) তেষামেব (তাদৃশ মুমুক্ষু উপাসকগণকেই)

এতাং (এই পূর্ব্বোক্ত) ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত (ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিবে) শিরোব্রতং (শিরোব্রত নামক ব্রত—যে ব্রতে মস্তকে অঙ্গার অর্থাৎ অগ্নি ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ যেমন সেই ব্রতে অল্প-মাত্র প্রমাদেই সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ অতি সাবধানে একাগ্রতার সহিত অনুষ্ঠেয়) যৈঃ (যাঁহারা) বিধিবৎ (শাস্ত্রবিধি-অনুসারে) চীর্ণং (পালন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই ব্রহ্মবিদ্যোপদেশের পাত্র) ॥১০॥

অনুবাদ—এই দুর্ল্লভ ব্রহ্মবিদ্যা যে কোন ব্যক্তিকে উপদেশনীয় নহে ; পাত্রবিচারকরতঃ উপদেষ্টব্য। যাঁহারা নিষ্কামভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করেন এবং ঈশ্বর-প্রীতিভিন্ন অন্যবিষয়ে কামনাহীন, এক পরমেশ্বরকেই শ্রদ্ধাসহকারে একনিষ্ঠভাবে উপাসনা করেন, অথবা যাঁহারা এই শিরোব্রত অর্থাৎ মস্তকে অঙ্গারপাত্র ধারণ করিয়া ব্রতাচরণ করিয়াছেন, সেই বিষয়-অনাসক্ত, স্ত্রী-পুত্রাদির উপর মমতাহীন, অপ্রমাদী ব্যক্তিগণকেই আচার্য্য এই দুর্গম ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেন ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেত······ক্তম্ ॥

এতদ্বিদ্যাসম্প্রদানমভিমুখীকৃত্য ঋঙ্মন্ত্রেণোক্তম্। ক্রিয়াবন্তঃ···য়ন্তঃ ॥

নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াযুক্তা অধীতবেদা ব্রহ্ম বুভুৎসব একর্ষিশব্দিত-মগ্নিহোত্রং স্বয়মেব জুহ্বতীত্যর্থঃ। একর্ষিমাত্রসাধ্যস্যাগ্নিহোত্রস্যৈক-র্ষিত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বা একশ্চাসাবৃষিশ্চ মুখ্যর্ষিঃ পরমাত্মা। তথা প্রাণ ইত্যত্র ঋষিশব্দশ্চ সর্ব্বজ্ঞে তস্মিন্নেব যুজ্যত ইতি ভাষিতত্বাৎ। তত্র শ্রদ্ধাযুক্তা ইত্যর্থঃ। তেষামেব······চীর্ণম্ ॥

অত্র বিদ্যাশব্দো গ্রন্থসন্দর্ভে বর্ত্ততে। তেষামেবৈতাং ব্রহ্মপ্রতিপা-দিকাং বেদরূপাং বিদ্যাং প্রব্রূয়াদ্ যৈঃ শিরস্যঙ্গারপাত্রধারণলক্ষণমাথর্ব্ব-

ণিকানাং বেদব্রতত্বেন প্রসিদ্ধং যথাশাস্ত্রমনুষ্ঠিতমিত্যর্থঃ। অয়ং চার্থঃ 'স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি' [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩] ইতি সূত্রে ভাষ্যে স্পষ্টঃ। ইত্থং হি তদধিকরণম্—নানাশাখাস্বাশ্রিতানি বৈশ্বানরাক্ষরোপাসনা-সংবাদীনি, অভ্যাসপ্রকরণান্তরাভ্যাং ভিদ্যন্তে। ইতরথা পুনঃশ্রবণ-লক্ষণাভ্যাসস্য প্রকরণান্তরস্য চ বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদিতি শাখান্তরাধিকরণ-পূর্ব্বপক্ষন্যায়েন পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে। 'সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবি-শেষাৎ' [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।১] সর্ব্ববেদান্তেষু প্রতীয়মানং বৈশ্বানরাদ্যুপা-সনমেকমেব চোদনাদ্যবিশেষাৎ। চোদনা তাবৎ—'বৈশ্বানরমুপাসীত' ইত্যাদিকৈকরূপৈব। ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপফলসংযোগোঽপ্যবিশিষ্টঃ। উপাস্য-রূপমপ্যবিশিষ্টং বৈশ্বানরবিদ্যেতি সমাখ্যাঽপ্যবিশিষ্টা। অত 'একং বা সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ' [জৈঃ সূঃ ২।৪।৯] ইতি শাখান্তরাধি-করণসিদ্ধান্তসূত্রোক্তন্যায়েনোপাসনৈক্যমেব স্বীকর্ত্তব্যম্। 'ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি' [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২] শাখান্তরেঽভ্যাসপ্রকরণান্তরাদি-বশেন বিদ্যাভেদাবশ্যংভাবান্ন বিদ্যৈক্যং বিদ্যৈক্যে পুনঃশব্দশ্রবণবৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গাদিতি চেন্ন। একস্যামপি বিদ্যায়ামধ্যেতৃভেদাৎপুনঃশ্রবণসার্থক্যো-পপত্তের্ন বিদ্যাভেদঃ। নন্বু বিদ্যৈক্যে মুণ্ডকাম্নাতাক্ষরবিদ্যায়াঃ শাখান্তরা ধী তাক্ষরবিদ্যৈক্যে সতি 'তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্' ইত্যাথর্বণিকমাত্রানুষ্ঠেয়ং শিরোব্রতাঙ্গত্বং শাখান্তরাধীতাক্ষরবিদ্যায়া অপি স্যাৎ। ন চেষ্টাপত্তিঃ। শিরো-ব্রতশূন্যানামনাথর্বণিকানামক্ষরবিদ্যানিষ্ঠা ন স্যাৎ। অত আথর্বণিক-মাত্রানুষ্ঠেয়শিরোব্রতাঙ্গকমুণ্ডকাম্নাতাক্ষরবিদ্যায়াঃ শাখান্তরাধীতাক্ষর-বিদ্যা ভিদ্যত ইত্যভ্যুপগন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ—'স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ' [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩]। তথাত্ব-ইতি নিমিত্তসপ্তমী। স্বাধ্যায়স্য তথাত্বসিদ্ধ্যর্থমধ্যয়নজন্যসংস্কারভাক্ত-সিদ্ধ্যর্থং শিরোব্রতোপদেশঃ। শিরোব্রতাঙ্গাধ্যয়নেনোপনিষদ্রূপস্বা-

ধ্যায়স্য সংস্কারো ভবতি। উপনিষদধ্যয়নাঙ্গং শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গম্। 'নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে' [মুণ্ডঃ ৩।২।১১] ইতি শিরোব্রতস্যাধ্যয়ন-সংযোগাবগমাৎ। সমাচারাখ্যাথর্বণিকগ্রন্থ ইদমপি বেদব্রতত্বেন ব্যাখ্যাতমিতি শিরোব্রতে বেদব্রতশব্দপ্রয়োগাচ্চাধ্যয়নাঙ্গমেব শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গম্। সববচ্চ তন্নিয়মঃ। যথা সপ্ত সৌর্যাদয়ঃ শতৌদন-পর্য্যন্তাঃ সপ্ত সোমা আথর্বণিকৈকাগ্নিসম্বন্ধাস্তত্রৈব নিয়তা ভবন্তি, এবং শিরোব্রতমপ্যাথর্বণিকাধ্যয়নসম্বন্ধাত্তত্রৈব নিয়তং ভবতি। দর্শয়তি চ শ্রুতিরুপাসনস্য সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বম্। তথা হি ছান্দোগ্যে—'তস্মি-ন্যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্' [৮।১।১] ইত্যুক্ত্বা কিং তত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যমিতি প্রশ্নপূর্ব্বকমপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টঃ পরমাত্মা তস্মিন্নুপাস্য ইত্যুক্তম্। তৈত্তিরীয়কে তু ছান্দোগ্যস্থং প্রতিনির্দ্দেশমুপজীব্য তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকস্তস্মিন্যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্। ইতি গুণাষ্টকবিশিষ্টস্য পরমাত্মন-উপাসনমুচ্যতে। তদেতদুপজীবনং বিদ্যৈক্যং দর্শয়তি। এবং সিদ্ধস্য বিদ্যৈক্যস্য প্রয়োজনমুচ্যতে—'উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎসমানে চ' [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫]। এবং সর্ব্ববেদান্তেষু সমানে সত্যুপাসনে বেদান্তরাম্নাতগুণা বেদান্তান্তর উপসংহর্ত্তব্যা বিধিশেষবদর্থাভেদাৎ। যথৈকস্মিন্বেদান্তে শ্রুতো বৈশ্বানরদহরাদিবিধিশেষো গুণস্তদ্বিদ্যাসম্বন্ধা-ত্তদুপকারায়ানুষ্ঠীয়তে, তথা বেদান্তরোদিতোঽপি গুণস্তৎসম্বন্ধিত্বাবিশে-ষাদুপসংহর্ত্তব্যঃ। চ শব্দোঽবধারণে। এবং গুণোপসংহারপাদাক্ষে-প্তিতম্ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অত্র প্রমাণান্তরমাহ—ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ইত্যাদি ঋগ্‌বেদেঽপি অয়মর্থ উক্তঃ—তথাহি ক্রিয়াবন্তঃ নিষ্কামভাবেন বেদোক্তাগ্নিহোত্রাদি-নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়িনঃ অথবা নিষ্কামভাবেন বর্ণা-শ্রমধর্ম্মাচারিণঃ শ্রোত্রিয়াঃ বেদজ্ঞাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতির্যেষাং তে একান্তিনো ভক্তা ইত্যর্থঃ, শ্রদ্ধয়ন্তঃ

—শাস্ত্রার্থে গুরূপদেশেচ দৃঢ়প্রত্যয়াঃ সন্তঃ শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তীতি শিচিটিলোপে শতরি প্রথমায়াং। একর্ষিং একশ্চাসৌ ঋষিশ্চেতি অদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরমেব স্বয়ম্ আত্মনা প্রেম্না ইত্যর্থঃ জুহ্বতে উপাসতে। তেষামেব উপাসকানাম্ এতাং পূর্ব্বোক্তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বজ্ঞানম্ বদেত উপদিশেৎ, পুনঃ কীদৃশানাং বদেত তত্রাহ যৈঃ তু যৈর্হি সাধকৈঃ শিরোব্রতং শিরসি উল্মুকং গৃহীত্বা ব্রতপালনমিব অপ্রমাদেন ইতরেষু অনাসক্ত্যা এতৎ পরমেশ্বরারাধনং ব্রতং চীর্ণম্ উদ্‌যাপিতং তাদৃশানামেব বদেত। এতেন অপ্রমাদিনোঽনন্যাসক্তা নিত্যনৈমিত্তিকসেবানুষ্ঠায়িনো বেদোক্ত-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবন্ত এব ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারিণো ভবন্তীতি সূচিতম্ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারীর বিষয় বর্ণন করিতেছেন। যাহা এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারীর বিষয় ঋগ্‌বেদেও কথিত হইয়াছে।

যিনি স্ব-স্ব বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান-পরায়ণ, বেদের যথার্থ তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থাৎ বেদজ্ঞ, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরে শ্রদ্ধাসহকারে জিজ্ঞাসু হইয়া স্বয়ং 'একর্ষি' নামে প্রসিদ্ধ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে অর্থাৎ অন্তর্য্যামী পরমাত্মায় শাস্ত্র-বিধি-অনুসারে হবন অর্থাৎ উপাসনা করেন; যিনি শিরোব্রতবিশেষ পালন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র অনাসক্তি লাভ করিয়াছেন, এবং উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে হইবে। শিরোব্রতের পালন কিন্তু আথর্ব্বণদিগেরই জন্য অপরের জন্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে।
ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ॥
বহির্জ্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তে।
নির্ম্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ॥"

(ভাঃ ৩।৩২।৪১-৪২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্, ভক্ত, বিনীত, শিষ্টমর্য্যাদাযুক্ত, অসূয়া-বর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে দয়াযুক্ত, গুরুসেবানিরত, বাহ্য বিষয়ে আসক্তি-শূন্য, শান্তচিত্ত, নির্ম্মৎসর, বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র এবং যিনি আমাকে সর্ব্বপ্রকার প্রিয়বস্তু হইতেও প্রিয়তর বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ অধিকারীর নিকটই উহা কীর্ত্তন করিবে।

আরও পাই,—

"নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্॥
এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।
সাধবে শুচয়ে ক্রয়াদ্ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্॥"

(ভাঃ ১১।২৯।৩০-৩১)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "ইদন্তে নাতপস্কায়···মদ্ভক্তেষভি-ধাস্যতি।" (গীঃ ১৮।৬৭-৬৮) শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২পঃ) ॥১০॥

শ্রুতিঃ—তদেতৎ সত্যম্—ঋষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ।
নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥
ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাং সস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্বশ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা-গ্রহণে অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যাপনায় উপযুক্ত আচার্য্যের কথা বলা হইতেছে—] তদেতৎ (এই সেই) সত্যং (অক্ষরপুরুষতত্ত্ব পরমেশ্বর) পুরা (পূর্ব্বে) ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরানামক ঋষি) [শৌনকায় —যথাবিধি শিরোব্রতের অনুষ্ঠায়ী শৌনককে] উবাচ (উপদেশ দিয়াছেন) অচীর্ণব্রতঃ (যিনি এই শিরোব্রত অনুষ্ঠান না করিয়াছেন— এমন ব্যক্তি) এতৎ (এই ব্রহ্মবিদ্যাগ্রন্থ) ন অধীতে (পাঠ করেন না)। নমঃ পরমঋষিভ্যঃ (যাঁহাদের নিকট হইতে পরম্পরা-ক্রমে এই ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রণাম, যাঁহারা পরমর্ষি অর্থাৎ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা প্রভৃতি তত্ত্বদর্শীকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম) ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডস্য
অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অক্ষরতত্ত্ব পরমপুরুষ-বিষয়ক এই উপদেশ পূর্ব্বে অঙ্গিরা মুনি চীর্ণব্রত শৌনককে করিয়াছেন, চীর্ণব্রত না হইলে এই

বিদ্যাগ্রন্থ কেহ অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিবেন না। যাঁহাদের নিকট হইতে আমি এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি—যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম জানাইতেছি।১১।

ওঁ তৎ সৎ।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয়মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেতৎ……প্রোবাচ।

এতৎসত্যমক্ষরমঙ্গিরা ঋষিঃ শৌনকায় প্রোবাচ। নৈতৎ…অধীতে।

অচীর্ণশিরোব্রতৈরেতন্নাধ্যেতব্যমিত্যর্থঃ। 'তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত' ইতি পূর্ব্বমন্ত্রেঽচীর্ণশিরোব্রতায়ৈতদধ্যাপনং নিষিদ্ধম্। অস্মিংস্তু বাক্যেঽচীর্ণশিরোব্রতস্যাধ্যয়নং নিষিধ্যত ইতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ। ইয়মুপনিষৎসর্ব্বাঽপি ভগবৎপরেতি ভগবতা বাদরায়ণেন সমন্বয়াধ্যায়ে দ্বাভ্যামধিকরণাভ্যাং নির্ণীতম্। তথা হি—'অদৃশ্যত্বাদিগুণকো-ধর্ম্মোক্তেঃ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।২১] ইত্যধিকরণেঽদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমিত্যচেতন-ধর্ম্মাণাং দৃশ্যত্বাদীনাং নিষেধস্তৎপ্রসক্তিমত্যচেতন এবাবস্থান্তরাপন্নে যুজ্যতে ন তু তৎপ্রসক্তিশূন্যে পরমাত্মনি—অবালোঽতরুণ ইত্যাদি-নিষেধাস্তৎপ্রসক্তিমত্যবস্থান্তরাপন্নমনুষ্যাদাবেব দৃষ্টা ন তু তৎপ্রসক্তি-শূন্যপাষাণাকাশাদৌ। কিঞ্চাদ্রেশ্যত্বাদিবিশিষ্টস্যাক্ষরস্য পরমপুরুষত্বে, অক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি ততোঽপি পরস্য পুরুষস্য শ্রবণং নোপ-পদ্যতে। অতোঽক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি পুরুষগতপরত্বাবধিতয়া-ঽক্ষরাদিতিনির্দিষ্টস্য ভূতযোন্যক্ষরস্য পরমপুরুষত্বাসম্ভবাদক্ষরশব্দস্য প্রধানে প্রসিদ্ধেশ্চাদৃশ্যত্বাদিগুণকং ভূতযোন্যক্ষরং প্রধানমেব তৎপরতয়া নির্দিশ্যমানঃ পুরুষোঽপি পঞ্চবিংশক এব ন তু পরমপুরুষঃ। পরম-পুরুষস্যাক্ষরপরভূতজীবাদপি পরত্বেনাব্যবহিতপরত্বাভাবাৎ। ন চাক্ষরাৎ-

পরত ইতি পদয়োর্বৈয়ধিকরণ্যাশ্রয়ণেনাক্ষরাদপি পরভূতাজ্জীবাৎ-পরত্বমেব পুরুষস্য প্রতিপাদ্যত ইতি বাচ্যম্। অক্ষরাৎপরত ইতি পদয়োঃ স্বকার্য্যবর্গাপেক্ষয়া পরভূতেঽক্ষরে সামানাধিকরণ্যেন বৃত্তি-সম্ভবে তয়োর্বৈয়ধিকরণ্যে প্রমাণাভাবাৎ। অতোঽত্র প্রকৃতিজীবাবেব প্রতিপাদ্যেতে ন পরমাত্মেতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে—'অদৃশ্যত্বাদিগুণকো-ধর্ম্মোক্তেঃ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।২১] 'বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।২২] 'রূপোপন্যাসাচ্চ' [ব্রঃ সূঃ ১।২।২৩] ইতি ত্রিভিঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধান্তঃ। তেষাং চায়মর্থঃ—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব। তদ্ধর্ম্মাণাং সর্ব্বজ্ঞত্বাদীনাং 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' [মুঃ ২।২।৭] ইত্যাদিবাক্যেনাত্র প্রকরণ উক্তত্বাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা-দিনা সিদ্ধেন চেতনাচেতনাত্মনিখিলপ্রপঞ্চোপাদানত্বেন ভূতযোন্যক্ষরস্য বিশেষণাৎ। 'অক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি প্রকৃতিজীবাভ্যাং ভেদব্যপ-দেশাচ্চ ভূতযোন্যক্ষরং পরমাত্মৈব। ন চাক্ষরাৎপরত ইতি পঞ্চম্যোঃ সামানাধিকরণ্যাৎস্বকার্য্যবর্গাপেক্ষয়া পরভূতাদক্ষরশব্দিতাদব্যাকৃতাৎ-পরত্বেন তদ্ভেদসিদ্ধাবপি ন জীবভেদঃ সিধ্যতীতি বাচ্যম্। সামানা-ধিকরণ্যে সতি পরত্বাবধিসমর্পকস্বকার্য্যবর্গবাচিপদান্তরাধ্যাহারপ্রসঙ্গাৎ। বৈয়ধিকরণ্যপক্ষেঽধ্যাহারাভাবাজ্জীবাদপি বৈলক্ষণ্যপ্রতিপাদকত্বেন সার্থক্যসম্ভবে পরতঃ পদস্য সামানাধিকরণ্যাশ্রয়ণেন স্বকার্য্যবর্গপরত্বা-নুবাদস্য নিষ্প্রয়োজনস্যাশ্রয়ণাযোগাৎ। ন চাক্ষরাৎপরস্য পুরুষস্য পরমাত্মত্বে ভূতযোন্যক্ষরস্য কথং পরমাত্মত্বং সিধ্যেদিতি বাচ্যম্। অক্ষরাৎপরত ইতি নির্দ্দিষ্টস্যাক্ষরস্য, 'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' [মুঃ ১।১।৫] 'তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্' [মুঃ ১।১।৭] 'তথাঽক্ষ-রাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ' [মুঃ ২।১।১] 'যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্' [মুঃ ১।২।১৩] ইতি বাক্যনির্দ্দিষ্টভূতযোন্যক্ষরাপেক্ষয়া ভিন্নত্বাৎ। ন চ তত্র প্রমাণাভাবঃ।

'দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ' [মুঃ ২।১।২] ইতি পূর্ব্বসন্দর্ভপ্রতিপাদিতবিশেষণবিশিষ্টং ভূতযোন্যক্ষরং স ইতিপদেন পরামৃশ্য তস্যাক্ষরাৎপরতঃ পরত্বাভিধানাৎ। ন হি তস্যৈব পরতঃ পরত্বং সম্ভবতি। অতোঽক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি বাক্যস্থমক্ষরপদমব্যাকৃতাভিধায়ি ন তু ভূতযোন্যক্ষরাভিধায়ি। 'অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ' [মুঃ ২।১।৪] ইতি ভগবৎসম্বন্ধিতয়া প্রসিদ্ধস্য রূপস্য ভূতযোন্যক্ষরসম্বন্ধিতয়োপন্যাসাচ্চ 'পুরুষং বেদ সত্যম্' [মুঃ ১।২।১৩] 'দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ' [মুঃ ২।১।২] ইতি ভগবদসাধারণপুরুষশব্দাভ্যাসাচ্চ পরমাত্মৈবাত্র প্রতিপাদ্যত ইতি নির্ণীতম্। তথা 'যস্মিন্দ্যৌঃ' [মুঃ ২।২।৫] ইতি বাক্য ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈরিতি মনঃপ্রাণসম্বন্ধিত্বপ্রতিপাদনাৎ। 'অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ' [মুঃ ২।২।৬] ইতি জীবলিঙ্গাচ্চ ভূতযোন্যক্ষরপ্রকরণং ভঙ্‌ক্ত্বা জীবপরত্বমেবাস্য সন্দর্ভস্যাশ্রয়ণীয়মিতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে 'দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ' [ব্রঃ সূঃ ১।৩।১] 'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাচ্চ' 'নানুমানমতচ্ছব্দাৎ' প্রাণভৃচ্চ' 'ভেদব্যপদেশাৎ' 'প্রকরণাৎ' 'স্থিত্যদনাভ্যাং চ' ইতি ষড়্‌ভিঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধান্তঃ কৃতঃ। অয়মর্থঃ—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরমাত্মা। অমৃতস্যৈষ সেতুরিতি মোক্ষপ্রদত্বলক্ষণস্যাসাধারণশব্দস্য শ্রবণাৎ। ব্যাপকত্বার্থস্যাত্মশব্দস্য চ শ্রবণাৎ। 'নামরূপাদ্বিমুক্তঃ' 'পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্' ইতি পরমাত্মাসাধারণমুক্তপ্রাপ্যত্বব্যপদেশাচ্চ পরমাত্মৈব। নানুমানমানুমানিকং প্রধানমস্মিন্প্রকরণে তৎপ্রতিপাদকশব্দাভাবান্ন প্রতিপাদ্যম্। এবং প্রাণভৃজ্জীবোঽপি তৎপ্রতিপাদকশব্দাভাবান্ন প্রতিপাদ্যঃ। 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমি'তি প্রকরণপ্রতিপাদ্যেশস্য জীবভেদব্যপদেশাচ্চ ভূতযোনিপ্রকরণাচ্চ। 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি' [ইতি] জীবস্য কর্ম্মফলাত্তৃত্বং পরমা-

ত্বনস্ত তদন্তরেণ শরীরেঽবস্থানমিতি পরমাত্মন এব প্রকরণতাৎপর্য্যা-পর্য্যবসানভূমিতায়া আবিষ্কৃতত্বাচ্চ পরমাত্মৈব মুণ্ডকোপনিষৎপ্রতিপাদ্য-ইতি সিদ্ধান্তিতম্। অতশ্চ মুণ্ডকোপনিষদ্ভগবৎপরেতি সিদ্ধম্। ইয়ং ব্রহ্মবিদ্যা যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যঃ পারম্পর্য্যেণ প্রাপ্তা তান্নমস্যতি—

নমঃ……ঋষিভ্যঃ। ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

দ্বির্ব্বচনমাদরার্থং বিদ্যাসমাপ্ত্যর্থং চ ॥১১॥

ক্ষেমায় যঃ করুণয়া ক্ষিতিনির্জ্জরাণাং
ভূমাবজৃম্ভয়ত ভাষ্যসুধামুদারঃ।
বামাগমাধ্বগবদাবদতূলবাতো
রামানুজঃ স মুনিরাদ্রিয়তাং মদুক্তিম্ ॥১১॥

ইতি—অথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষৎ প্রকাশিকায়াং তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

ইতি—শ্রীমদ্রঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং ব্রহ্মবিদ্যোপগমে আচার্য্যং প্রতি উপদেষ্টুঃ কৃতজ্ঞতাসহকারেণ প্রণতিপূর্ব্বকম্ উপদেশমূলমাহ—তদেতৎ পূর্ব্ববর্ণিত-মেতৎ ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়মক্ষরং পুরুষং শ্রেয়োঽর্থিনে যথাবৎ চীর্ণব্রতায় মুনয়ে শৌনকায় ঋষিশ্চীর্ণব্রতোজ্ঞাততত্ত্বো মুনিরঙ্গিরাঃ পূর্ব্বম্ উবাচ উপদিষ্টবান্। ন হি অচীর্ণব্রতঃ যথাবৎ শিরোব্রতাচরণহীনঃ এতৎগ্রন্থরূপং ন অধীতে ন পঠেৎ। অতোঽধ্যাপকস্যাপি চীর্ণব্রতত্বমাবশ্যকমিত্যপুনরুক্তিঃ। অথবা যৎপরম্পরাক্রমেণ ব্রহ্মবিদ্যা অধিগতা, মুনিঃ অঙ্গিরাস্তেভ্যঃ প্রণতিং বিজ্ঞাপয়তি নমঃ পরমঋষিভ্যঃ পরমং পুরুষং যে দৃষ্টবন্তঃ তে পরমর্ষয়-স্তেভ্যো নমঃ। ইত্যাদরার্থা গ্রন্থসমাপ্তিসূচনার্থাচ দ্বিরুক্তিঃ ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকা সমাপ্তা॥

তত্ত্বকণা—মদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যারূপ এই সত্য পূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শৌনক ঋষিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। যিনি সাধনব্রত অনুষ্ঠান করেন না, তিনি ইহা অবধারণ করিতে পারেন না। পরম ঋষিগণকে নমস্কার, পরম ঋষিগণকে নমস্কার। ইহার তাৎপর্য্য—গ্রন্থসমাপ্তির সূচনা এবং যাঁহাদের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়, সেই ভগবত্তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার, ইহা আদরার্থও।

মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ মন্ত্রে পাওয়া গিয়াছে,—

> "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো-
> নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
> তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
> সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" (মুঃ ১।২।১২)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ও কর্ম্মাতীত নিত্যসত্য বস্তু কর্ম্মের দ্বারা লাভ হয় না জানিয়া, কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদগ্রস্ত হইবেন এবং সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্ হস্তে অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে গমন করিয়া কায়মনো-বাক্যে তাঁহাকে সেবা করিবেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্ব-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন—"কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদি সকলই নৈমিত্তিক সুকৃত, ভক্তসঙ্গ ও ভক্তক্রিয়া সঙ্গই নিত্য সুকৃত। জন্মজন্মান্তরে এই নিত্যসুকৃত যিনি অর্জ্জন করিয়াছেন,

তাঁহারই শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক সুকৃত দ্বারা অন্যান্য ফল হয়, কিন্তু অনন্য ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হয় না।"

মনুসংহিতা বলেন,—

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥" (মনু ২।১৪০)

শিষ্যের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" (ভাঃ ১১।৩।২১)

যা মুণ্ডোঽভিধয়া পৃথূপনিষদাবল্যাস্তনোঃ সারভাগ্
যা বৈ মুণ্ডয়তে শ্রুতা শ্রুতিমতাং চিত্তং মলানাং পদম্।
যামূচে কিল শৌনকায় মুনয়ে চীর্ণব্রতায়াঙ্গিরাঃ
সা মুণ্ডোপনিষদ্ বিদাং বিতনুতাং চেতঃ সদা নির্ম্মলম্।
তত্ত্বকণালঙ্কৃতা যা শ্রুত্যর্থবোধিন্যা শোভিতাচ।
সেয়ং মুণ্ডোপনিষৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিং দধাতু॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের
'তত্ত্বকণা' নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—তৃতীয় মুণ্ডক সমাপ্ত॥

ইতি—উদ্যাপিতেয়ং মুণ্ডকোপনিষৎ॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

উপলব্ধিকা

ওঁ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠমহাত্মনে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্॥

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্।
সরস্বত্যগ্রয়ং বিজ্ঞং সদা নামপরায়ণম্॥
বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুসেবৈকজীবিনে।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াশ্রমস্থাপনকারিণে॥

সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্ ।
ভক্তিবর্ত্মদর্শকায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্‌-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে ! পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রুতিরাবর্ত্তয়েন্মূকম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্‌ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত- পূরণ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণায় উপনিষদ্ গ্রন্থমালার অন্তর্গত **মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্যোপনিষদ্** গ্রন্থদ্বয় একসঙ্গে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথমে মুণ্ডকোপনিষদের একটি ভূমিকা 'তত্ত্বপীঠিকা' নামে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে মাণ্ডূক্যোপ-নিষদেরও একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা 'উপলম্ভিকা' নামে লিখিত হইয়া এই গ্রন্থে সংযোজিত হইতেছে। এই শ্রুতিখানির কলেবর অতিশয় ক্ষুদ্র সুতরাং ভূমিকাও যে ক্ষুদ্র হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

এই উপনিষদ্খানিতে পরব্রহ্ম পরমাত্মার সমগ্ররূপের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য উঁহার চারিটি পাদের কল্পনা করা হইয়াছে। **নাম ও নামীর অভিন্নতা** প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রণবের 'অ', 'উ', 'ম'—এই তিন মাত্রার সহিত ও মাত্রারহিত উঁহার অব্যক্তরূপের সহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মার এক এক পাদের সমতা দেখান হইয়াছে।

সংক্ষেপে চারিপাদের স্বরূপ লিখিত হইতেছে যে, জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, বহিঃপ্রজ্ঞ, স্বর্গাদি সপ্ত-অঙ্গবিশিষ্ট, ঊনবিংশতি ইন্দ্রিয়রূপ মুখযুক্ত। যথাঃ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, শব্দাদি স্থূলবিষয়-সমূহের ভোক্তা বৈশ্বানর পুরুষই আত্মার প্রথম পাদ।

স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা অন্তঃপ্রজ্ঞ, মনোলীন সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ও মনোলীন চক্ষুরাদি ঊনবিংশতি মুখযুক্ত, সূক্ষ্ম বিষয় সমূহের ভোক্তা তৈজস পুরুষই আত্মার দ্বিতীয় পাদ। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, বৈশ্বানর ও তৈজসের সহিত একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্ ও চেতোমুখ প্রাজ্ঞপুরুষই আত্মার তৃতীয় পাদ।

এইরূপে পাদত্রয় নিরূপিত হইবার পর চতুর্থপাদে পাদচতুষ্টয়-বিশিষ্ট আত্মার মহিমা বলিতেছেন—ইনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, সকলের কারণ এবং সকলের উৎপত্তি ও লয়স্থান। বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ হইতে বিলক্ষণ, প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগম্য ও অচিন্ত্য। কেবল শব্দমাত্রগম্য, শান্তির আশ্রয়, মঙ্গলময়, সর্ব্ব-শক্তিমান্—এই অদ্বিতীয় স্বরূপই চতুর্থপাদ নাদাত্মক। **তিনিই বিজ্ঞেয়, তিনিই উপাস্য।**

সেই এই আত্মা 'ওঁ'—এই অক্ষরকে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ ওকারই তাঁহার বিগ্রহ-স্বরূপ।

এ-বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণন গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইবে বলিয়া এস্থলে নিবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থ-মধ্যে যে সকল ভুল-ত্রুটী লক্ষিত হইবে, তাহা সজ্জনগণ নিজগুণে সংশোধন করতঃ গ্রন্থের মর্ম্ম অবধারণ করিলে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব। শতচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে মুদ্রাকর প্রমাদ-শূন্য করা যায় না। ইহাই অধমের উপলব্ধি। অলমতিবিস্তরেণ—ইতি।

শ্রীশ্রীপঞ্চমী তিথিবরা।
শ্রীল ভারতী মহারাজের
তিরোভাব-তিথি।
বাং ৭ই মাঘ, (১৩৭৮).;
ইং ২১শে জানুয়ারী, (১৯৭২)।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাপ্রার্থী—
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণমালানুক্রমে)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—৬

শান্তিসূক্তম্

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে] দেবাঃ (ভগবদশক্ত্যাহিত-শক্তিশালিন্ দেবতাগণ!) কর্ণেভিঃ (কর্ণসমূহের দ্বারা) [বয়ম্—আমরা] ভদ্রম্ (ভগবদ্ভজনানুকূল বাক্য) শৃণুয়াম (যেন শ্রবণ করিতে সমর্থ হই) [হে] যজত্রাঃ (যজমান-পালক দেবগণ!) অক্ষভিঃ (চক্ষুর দ্বারা) [আমরা] ভদ্রম্ (ভগবদ্ভজনানুকূল মঙ্গলময় শ্রুতিপ্রতিপাদ্য-বিষয়) পশ্যেম (দর্শন করিতে যেন সমর্থ হই) স্থিরৈঃ (দৃঢ় ও অবিকল) অঙ্গৈঃ (হস্তপদাদি অবয়ব) [এবং] তনূভিঃ (শরীরের সহিত) [যুক্ত হইয়া] তুষ্টুবাংসঃ (শ্রীভগবানের স্তব করিতে করিতে) দেবহিতং (ভগবদুপাসনাযোগ্য) যদায়ুঃ (জীবন বা পরমায়ুঃ) ব্যশেম (যেন প্রাপ্ত হই)।

বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্রঃ (মহতীকীর্ত্তি যাঁহার সেই অসমোর্দ্ধৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর) নঃ (আমাদিগের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের) স্বস্তি (মঙ্গল) দধাতু (বিধান করুন অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে আমাদের শ্রুতিজ্ঞান উৎপন্ন করুন) [তথা] বিশ্ববেদাঃ (সর্ব্বজ্ঞ) পূষা (পোষক সূর্য্য অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশক শ্রীহরি) নঃ (আমাদিগের) স্বস্তি [দধাতু] (কল্যাণ বিধান করুন) অরিষ্টনেমিঃ (অকুণ্ঠিত চক্রধার বিষ্ণুর বাহন) তার্ক্ষ্যঃ (গরুড়দেব) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু] (কল্যাণময় গন্তব্যস্থানে লইয়া চলুন) [তথা] বৃহস্পতিঃ (বাক্‌পতি বা বুদ্ধির অধিপতি) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু] (পঠন-পাঠনে ও বোধে শক্তিপ্রদান করুন)।

ওঁ (হে ভগবন্ পরমাত্মন্!) শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ তাপ ও বিঘ্নের উপশম হউক)।

অনুবাদ—হে মঙ্গলবিধায়ক ভগবচ্ছক্ত্যাহিত-শক্তিশালী ইন্দ্রাদি দেবগণ! আমরা (গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়) কর্ণ দ্বারা ইন্দ্রিয়-পরিচালক আপনাদের অনুগ্রহে যেন কল্যাণময় বিষয় নির্ব্বাধে উপাসনা ও উপনিষদের বাণী-শ্রবণ করিতে পারি। হে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা যজমান-পালক দেবগণ! চক্ষুর্দ্বারা যেন ভগবদুপাসনার অনুকূল বিষয় দর্শন করি। দৃঢ় অঙ্গ ও সুস্থশরীর লইয়া শ্রীভগবানের স্তবে নিরত থাকিয়া যেন উপাসনাযোগ্য পরমায়ুঃ আমরা প্রাপ্ত হই। সকল কল্যাণময় পরমেশ্বর আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন। সূর্য্যরূপ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি আমাদিগের নির্ব্বিঘ্নে পাঠ সমাপ্তি বিধান করুন। যাঁহার চক্রধারা কুত্রাপি কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই বিষ্ণুরথ অথবা বিষ্ণুবাহন গরুড় শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাকারী আমাদিগকে গন্তব্য-স্থানে লইয়া যাউন। বাক্‌পতি দেবগুরু আমাদিগের পঠন-পাঠনে ও বোধে শক্তি বিতরণ করুন।

শ্রুতিঃ—ওমিত্যেতদক্ষরমিদꣳ সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং—
ভুতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই গ্রন্থে-অধিকারী—মুমুক্ষু, প্রয়োজন—ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরমানন্দ-লাভ, বিষয়—সমস্ত ও ব্যস্ত প্রণব-প্রতিপাদ্য ভগবদুপাসনা, সম্বন্ধ—বিষয়ের সহিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাবসম্বন্ধ। প্রশ্নোপনিষদে প্রণবের এক এক মাত্রার উপাসনার ফল বলা হইয়াছে, এক্ষণে সমষ্টি প্রণবের উপাসনা ও তাহার ফল বিবৃত হইতেছে—] ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ (অকার, উকার, মকারের সম্মিশ্রণে উৎপন্ন অক্ষরাত্মক এই ওঙ্কারটিই) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত তত্ত্বস্বরূপ), তস্য (সেই ওঙ্কারের) উপব্যাখ্যানং (পরাপর ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষরের সুস্পষ্টভাবে প্রবচন উপক্রান্ত জানিবে) ভূতং (অতীত) ভবৎ (বর্ত্তমান) ভবিষ্যৎ (ভাবী) ইতি সর্ব্বং (এই ত্রিবিধকালীন যত বস্তু আছে, তৎসমুদায়ও) ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া স্থিতিমান্ নহে সুতরাং ওঙ্কারাত্মক) যচ্চ অন্যৎ (আর যাহা কিছু) ত্রিকালাতীতং (কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন) তৎ অপি ওঙ্কারঃ এব (তাহাও ওঁকার) ॥১॥

অনুবাদ—প্রণব পরমেশ্বরের বাচক, জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই তদাত্মক। 'ওম্' এই অক্ষরটি পরমাত্মার অতি নিকট-তর বাচক, এজন্য 'ওম্' এই অক্ষরটি অক্ষরব্রহ্ম, তাঁহারই বোধো-পায়, এজন্য সুস্পষ্ট প্রকথন প্রক্রান্ত জানিবে। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালকে অধিকার করিয়া যাহা কিছু পদার্থ আছে তাহাও ওঁকারাত্মক, শুধু ইহাই নহে, কালত্রয়াতীত অব্যাকৃত (প্রধান) প্রভৃতিও ওঙ্কারস্বরূপই ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ওঁ তৎসদ্ ব্রহ্মণে নমঃ।

মুমুক্ষোরধিকারিণো নিখিলক্লেশনিবৃত্তিপূর্ব্বকং পরমানন্দাবাপ্তয়ে সমস্তব্যস্তপ্রণবপ্রতিপাদ্যভগবদুপাসনাং বক্তুং প্রবৃত্তেয়মুপনিষৎ। আদৌ সমস্তপ্রণবপ্রতিপাদ্যং তাবদাহ—হরিঃ……এব॥

এতদিতি শ্রবণাদ্যদিতাস্বেতি। ওমিত্যুক্তমিতি শেষঃ। ওতং জগদস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যোমিত্যুক্তং যদ্ ব্রহ্মৈতদক্ষরং সত্যমিদংশব্দবাচ্যস্য সর্ব্বস্য চিদচিদাত্মপ্রপঞ্চস্যাক্ষর ওতত্বাৎ। সর্ব্বং কেন নিমিত্তেনোং-কারবাচ্যং ব্রহ্মাক্ষরমিত্যুচ্যত ইত্যতো ন ক্ষরতি কালত্রয়েঽপীতি ব্যুৎপত্ত্যা কালত্রয় একপ্রকারতয়া নিত্যত্বহেতুনেতিভাবঃ প্রজ্ঞাপূর্ব্বং প্রবৃত্তিনিমিত্তমাহ—তস্যেতি। বিশিষ্যাখ্যায়তেঽনেনেতি ব্যাখ্যানং প্রবৃত্তিনিমিত্তং তস্যোমিত্যেতৎপ্রতিপাদ্যাক্ষরশব্দার্থস্য উপপন্নং ব্যাখ্যা-নমুচ্যত ইত্যর্থঃ। তৎকিমিত্যত আহ—ভূতমিতি। ওমিত্যুক্তং ব্রহ্ম ভূতমতীতকালে বিদ্যমানং ভবদ্বর্ত্তমানকালে সদ্ভবিষ্যদাগামিকালেঽপি সচ্ছশ্বদেকপ্রকারমিতি যাবৎ। অতোঽক্ষরমুচ্যত ইত্যর্থঃ। ইতিশব্দস্যো-পব্যাখ্যানমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যদক্ষরস্য সর্ব্বত্বমুক্তং তদস্যাপ্যস্তি কিমি-ত্যতো নেত্যাহ—সর্ব্বমিতি। ওমিতিক্রিয়তে প্রতিপাদ্যত ইত্যোংকারঃ। কৃঞঃ কর্ম্মণি ঘঞ্ প্রত্যয়ঃ। 'অচোঞ্ ণিতি' [পাঃ সূঃ ৭।২।১১৫] ইতি বৃদ্ধিঃ। ঘঞবন্ত ইতি পুংলিঙ্গতা। ওমিত্যুচ্যমানমক্ষরমেব সর্ব্বং ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ। ভূতমিত্যাদিনোক্তং শশ্বদেকপ্রকারত্বরূপং কালত্রয়াতীতত্বমক্ষরপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তমপি নান্যস্যেত্যাহ—যচ্চান্যদিতি। কালত্রয়কৃতবিকারহীনরূপং ত্রিকালাতীতং চ যদন্যদ্বস্ত্বস্তি তদপ্যোংকার-এব। ওমিত্যুচ্যমানাক্ষরাখ্যং ব্রহ্মৈব ন ততোঽন্যত্তাদৃশমস্তীত্যর্থঃ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উক্তং হি পূর্ব্বমোঙ্কারোপাসনয়া আত্মতত্ত্বোপ-লব্ধিদ্বারা পরব্রহ্মাপ্তিরিতি তচ্চ কথমিত্যর্থমাহ—ওমিত্যেতদক্ষর-মিদং সর্ব্বম্—ইদমুপলভ্যমানং যৎকিঞ্চিত্তত্বং তৎসর্ব্বমোঙ্কারাত্মকম্

এতৎ তস্যোঙ্কারস্য উপব্যাখ্যানম্ উপ ব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তিসাধনত্বাৎ তৎ-সামীপ্যেন স্পষ্টং প্রবচনম্ প্রক্রান্তং বেদিতব্যম্—ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠম্. তথাচ ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ 'ওমিত্যেতদক্ষর-মুদ্গীথমুপাসীত' কিন্তং সর্ব্বপদেন গ্রাহ্যম্ তদাহ—ভূতমতীতং যদ্বস্তু, ভবৎ বর্ত্তমানং, ভবতীতি ভবৎ, • ভবিষ্যৎ ভাবি ইত্যেতৎ কালত্রয়-পরিচ্ছেদ্যম্, তদপি ওঙ্কারএব, কথম্? ওঙ্কারস্য পরাপরব্রহ্মাত্মকত্বাৎ। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং কালত্রয়েণ নাবচ্ছিন্নম্ অব্যাকৃতাদি তৎ খলু-কার্য্যেণানুমেয়ম্। এতদপি ওঙ্কারএব, যতোঽভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বে-ঽপ্যভিধানপ্রাধান্যাদেবমুক্তিঃ। অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দিষ্টস্য পুনরভি-ধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দেশোদ্বয়োরেকত্বজ্ঞাপনার্থ ইতি ॥১॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে প্রশ্নোপনিষদে ওঁকারের এক এক মাত্রার উপা-সনার ফল বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে এই উপনিষদে পরব্রহ্ম পরমাত্মার সমগ্র রূপের তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত উঁহার চারিটি পাদের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। নাম ও নামীর অভিন্নতা প্রতিপাদনকল্পে প্রণবের 'অ', 'উ' এবং 'ম' এই তিন মাত্রার সহিত এবং মাত্রারহিত উঁহার অব্যক্ত রূপের সহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মার এক এক পাদের সমতা দেখাইয়াছেন।

এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মার নাম ওঁকার, উঁহা তাঁহার সহিত অভিন্নবোধে বলিতেছেন যে, ওঙ্কার অক্ষরই পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মা। যাহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড়-চেতনের সমুদায়রূপ সম্পূর্ণ জগৎ, তাহাও উঁহারই উপব্যাখ্যান অর্থাৎ উঁহারই নিকটতম মহিমার নিদর্শক। যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ প্রথমে উৎপন্ন হইয়া উঁহাতে বিলীন হইয়াছে, আর এই সময়ে যাহা বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে যাহা উৎপন্ন হইবে, এই সমস্তই ওঁকারাত্মক। সেইরূপ যাহা ত্রিকালাতীত, ইহা হইতে ভিন্ন, তাহাও ওঁকারাত্মক। অর্থাৎ কারণ, সূক্ষ্ম ও

স্থূল—এই ত্রিবিধ জগৎ এবং ইহার ধারণকারী পরব্রহ্মের যে অংশ আত্মারূপে বা আধাররূপে অভিব্যক্ত হয়, উহা পরমাত্মার স্বরূপ নহে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। কিন্তু এই অভিব্যক্ত অংশ ও উহার অতীত যাহা কিছু সেই সমস্তই পরমাত্মার সমগ্ররূপ। অভিপ্রায় এই—কেহ কেহ পরব্রহ্মকে সাকার বলেন; আবার কেহ বা নিরাকার নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকেন। সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বাধারতা, সর্ব্বকারণতা, সর্ব্বেশ্বরতা, পরমানন্দময়তা ও বিজ্ঞানময়তাদি সমস্ত কল্যাণময় গুণসম্পন্ন পরমেশ্বরকে না মানিয়া উঁহার এক এক অংশকেই পরমাত্মা পরমেশ্বর বলিয়া মানা, প্রকৃত বা সম্পূর্ণ মানা নহে।

শাস্ত্রের সমগ্র তাৎপর্য্য বিচার করিলে তাঁহাকে সাকার এবং নিরাকার উভয়স্বরূপেই জানিতে পারা যায়। প্রাকৃত আকাররহিত বলিয়া তিনি নিরাকার আবার অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট বলিয়া তিনি সচ্চিদানন্দময়াকার।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-বিচারে এই জগৎ তাঁহার বহিরঙ্গরূপ আবার তিনি এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রাকৃত গুণরহিত বলিয়া নির্গুণ আবার অপ্রাকৃত কল্যাণগুণময় বলিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রে সগুণও বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন,—

"বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩৯-১৪১)

আরও বলিয়াছেন,—

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগৎ উৎপত্তি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রকাশানন্দকেও বলিয়াছেন,—

" 'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৮)

শ্রীগীতায় পাই,—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" (গীঃ ৮।১৩);
"বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ" (গীঃ ৯।১৭); "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো-ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (গীঃ ১৭।২৩); ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই,—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওঁমিতি হ্যুদ্গায়তি। তস্যোপ-ব্যাখ্যানম্" (ছাঃ উঃ ১।১।১, ১।৪।১); "য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ" (ছাঃ উঃ ১।৫।১), প্রণবঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রণময়তি নময়তি, চৈতস্মাৎ প্রণবশ্চতুর্ধাহবস্থিত ইতি বেদ দেবযোনির্ধ্যেয়াশ্চেতি সংবর্ত্তা সর্ব্বেভ্যো দুঃখভয়েভ্যঃ সংতারয়তি, তারণাৎ তানি সর্ব্বাণীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্ জয়তি" (অথর্ব্বশিখা—২); "ওঁমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং ব্রহ্ম। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবাপাপ্নোতি।" (তৈঃ শিঃ ৭ অঃ)। মাণ্ডুক্যোপনিষদের বর্ত্তমান মন্ত্রে পাই,—"ওমিত্যেদক্ষর-মিদং সর্ব্বং......তদপ্যোঙ্কার এব" (মাঃ উঃ ১)।

ভগবৎসন্দর্ভে (৪৯ সংখ্যায়) "শ্রুতৌ চ প্রণবমুদিশ্য—"ওমিত্যে-তদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচার্য্যমাণ এব সংসারভয়াৎ তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি"। * * তস্মাদ্ ভগবৎস্বরূপমেব নাম।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যেও পাই,— " 'ও' ইহাই পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম—উচ্চারণারম্ভ হইতেই যাহা জীবকে সংসার-ভয় হইতে ত্রাণ করে ; এইজন্য তিনি 'তার' নামেও কথিত। [শ্রীধর-স্বামিপাদ ভাগবতের নিজকৃতটীকার প্রারম্ভে, ওঁকারমুখে আরম্ভ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'তারাঙ্কুশ'—সংজ্ঞা দিয়াছেন] অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপই। অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং অষ্টাক্ষরস্বরূপে জীবের মুখে সাক্ষাৎ উদিত হন।" প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডূক্যোপনিষদেও— "চিদ্দর্শনে যাহা কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—'ওঁ' এই অক্ষর" ॥১॥

শ্রুতিঃ—সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম ; অয়মাত্মা ব্রহ্ম ;
সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—এতৎ (প্রণবমাত্র অর্থাৎ প্রণবের চারিপাদ দ্বারা গম্য) সর্ব্বং হি (সমস্ত তত্ত্বই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ, অভিধান-অভিধেয় অথবা নাম-নামীর ঐক্যবশতঃ সমস্ত ওঙ্কার অর্থাৎ ওঙ্কার-স্বরূপ) অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম (এই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ব্রহ্ম) [প্রত্যক্ষতঃ বিশেষভাবে সেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিতেছেন] সঃ অয়ম আত্মা (চতুষ্পাদরূপে বিভজ্যমান যে ব্রহ্ম তিনিই প্রত্যগাত্মা ইঁহাই প্রণবের বাচ্য পরাপররূপে নির্দ্দিষ্ট) [ইনি] চতুষ্পাৎ (চারিটিপাদযুক্ত, তাৎপর্য্য এই—বৈশ্বানর প্রভৃতি তিনটি পাদের পর তুরীয়পাদরূপে তিনি অবগত হন) ॥২॥

অনুবাদ—প্রণববাচ্য এই যে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ইহারা সকলেই পরাপর ব্রহ্মস্বরূপ। এই যে জীব-শরীর মধ্যে প্রত্যগাত্মা আছেন ইনিই সেই ব্রহ্ম, চারিটি মাত্রা লইয়া যে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম প্রণববাচ্য,

তন্মধ্যে বৈশ্বানর প্রভৃতি তিন পাদের পরে যিনি তুরীয় বা চতুর্থ-পাদরূপে প্রতিপন্ন হন, তিনিই সেই আত্মা ওঙ্কারবাচ্য ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্ব্বমোংকার এবেত্যত্রোংপদবাচ্যব্রহ্মণঃ পূর্ণত্বমুক্তং তৎকুত ইত্যাশঙ্কাং প্রমাণসূচনেন নিরাকুর্ব্বন্নাহ—

সর্ব্বং ......চতুষ্পাৎ ॥

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মেতি। এতদোংকারপদবাচ্যমক্ষরাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বং পূর্ণং হি। 'পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম' 'তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্' 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমি'ত্যাদিষু প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। নমু জীবানামপি ক্রিয়াসু স্বাতন্ত্র্যাস্তুভবেণ তত্রাপি কশ্চিদস্তি নিয়ন্তেত্যত আহ—অয়মিতি। ব্রহ্মাদিধ্যানকর্তৃতয়া স্থিতোহয়মাত্মাহয়ং ব্রহ্ম প্রাগুক্তোংপদবাচ্যং ব্রহ্মৈব ন ত্বন্যঃ কশ্চিদিত্যর্থঃ। ইতি সমস্তপ্রণবপ্রতিপাদ্যোক্তিঃ। এবং সমস্তপ্রণবপ্রতিপাদ্যমুপাসনার্থং নিরূপ্যেদানীং তস্যৈকদেশৈরকারোকারমকারনাদৈঃ প্রতিপাদ্যানাং বিশ্বাদিভগবদ্রূপাণামুপাসনামকার উকারো মকার ইত্যাদিনা তৃতীয়খণ্ডে বক্তুং তানি রূপাণ্যাহ—সোহয়মাত্মা চতুষ্পাজ্জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ। স সমস্তোংপদবাচ্যোহক্ষরনামাহয়ং ব্রহ্মাদিষু নিয়ামকতয়া স্থিত আত্মা চতুষ্পাচ্চত্বারঃ পাদা অংশাঃ স্বরূপভূতা যস্য স চতুষ্পাৎ। পাদপদস্য 'সংখ্যাসুপূর্ব্বস্য' [পাঃ সূঃ ৫।৪।১৪০] ইত্যন্তলোপঃ। সর্ব্বজীবনিয়ামকতয়া তত্তদ্দেহেষু চতুরূপতয়া তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সর্ব্বোহি আগমবোধিতং বস্তু প্রত্যক্ষত উপলভ্য তত্র বিশ্বমিতি—তেন পূর্ব্বশ্রুতৌ সামান্যতো যদুক্তমোঙ্কারমাত্রং সর্ব্বং তদেতদ্ ব্রহ্মেতি তৎপরোক্ষত্বাৎ বোদ্ধসংশয়ং নিবারয়িতুং প্রত্যক্ষতোবিশেষেণ দর্শয়তি সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মেত্যাদিনা সর্ব্বং তত্ত্বমোঙ্কারমাত্রং ব্রহ্মেতিযদুক্তং কিন্তদব্রহ্মেত্যপেক্ষায়ামাহ—অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি

অয়মিতীদং শব্দেন সর্ব্বজীবদেহান্তর্বর্ত্তিপ্রত্যগাত্মতয়াদর্শয়তি সোঽয়মোঙ্কারবাচ্যঃ পরাৎপরত্বেন ব্যবস্থিতঃ আত্মা পরমেশ্বরঃ চতুষ্পাদ্ ন পশুবৎ প্রাকৃতচরণচতুষ্টয়সম্পন্নঃ কিন্তু বিশ্বাদয়ো যে পূর্ব্বোক্তাস্ত্রয়ঃ পাদাস্তে চতুর্থেপাদে অস্মিন্ পরমাত্মনি প্রবিলীয়ন্তে অতস্তেষাং প্রবিলাপনেন অয়মেব তুরীয়ঃ পাদো জ্ঞেয়ইত্যর্থঃ পদ্যতে জ্ঞায়তে ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দ ইতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—সমস্তই ওঁকার কি প্রকারে হয় ? তাহাই বলিতেছেন। এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু নহে। সমস্তই ব্রহ্ম বা ওঁকার। ইহার কারণ নাম ও নামী অভিন্ন ; সুতরাং সব কিছু ওঁকারাত্মক। প্রথম মন্ত্রেও এই কথা বলা হইয়াছে যে, সম্পূর্ণ জগৎ পরমাত্মার বহিরঙ্গ শরীর এবং সমগ্র জগতের অন্তর্যামীও পরমাত্মা। এইজন্য সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্ম চারিটি পাদবিশিষ্ট। বাস্তবিক তিনি অখণ্ডস্বরূপ, তথাপি তাঁহার সমগ্র রূপের ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্তই উঁহার অভিব্যক্তির প্রকারভেদ লইয়া শ্রুতিতে স্থানে স্থানে উঁহার চারিটি পাদের বর্ণন করিয়াছেন ॥২॥

শ্রুতিঃ—জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[প্রণববাচ্য ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্, সেই চতুষ্পাদ্ অর্থাৎ চারি অংশ কিরূপ, তাহাই দেখাইতেছেন,—যথা জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান, সুষুপ্তস্থান ও তুরীয়, তন্মধ্যে] জাগরিতস্থানঃ (যাহা জাগ্রদ্দশাভোগকারী) [ইনি] বহিষ্প্রজ্ঞঃ (স্বাত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে প্রজ্ঞাবান্ অর্থাৎ বাহ্যজগতে যাঁহার প্রজ্ঞা প্রকাশ পাইয়া থাকে)

[তথা] সপ্তাঙ্গঃ (সাতটি ইহার অঙ্গ, যথা দ্যুলোক—মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য—চক্ষুঃ, বায়ু—প্রাণ, অন্ন-জল—উদর, আকাশ—মধ্যদেশ, পৃথিবী—চরণ, এই সাতটি অথবা ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্ত বৈশ্বানর পুরুষের মস্তক সুতেজাঃ চক্ষুঃ, বিশ্বরূপ, প্রাণ পৃথগ্‌বর্ত্মা আত্মা, দেহ বহুল, রয়ি বস্তি, পৃথিবী চরণ, ৫।১৮।২ অগ্নিহোত্র হোমে যেমন চারিটি ঋত্বিক্ ও তিনটি অগ্নি এই সাতটি অঙ্গ থাকে অথবা সপ্তলোক) [সেইরূপ তথা] একোনবিংশতিমুখঃ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মন. বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই উনিশটি মুখের মত উপলব্ধিদ্বার. এজন্য মুখস্বরূপ) স্থূলভুক্ (ইনি স্থূল শব্দাদি বিষয় ভোগ করেন) বৈশ্বানরঃ (ইনি বিশ্বরূপ) [ইহা পরবর্ত্তী তিন পাদের জ্ঞানের কারণ বলিয়া] প্রথমঃ পাদঃ (চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের প্রথম পাদ) ॥৩॥

অনুবাদ—অতঃপর ওঙ্কার-বাচ্য পরাপর ব্রহ্মের চতুষ্পাদরূপ প্রতি-পাদন করিতেছেন। আত্মা চারিটি যে দশা ভোগ করেন সেগুলি তাঁহার চারিটি মাত্রা বা পাদ। তাহাদের মধ্যে জাগ্রদ্ দশাভুক্ আত্মার সাতটি অঙ্গ, উনিশটি মুখ, ইনি বাহ্য বিষয়ের প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সাতটি স্থূল শব্দাদি তিনি ভোগ করেন, বৈশ্বানর নামে প্রথিত, ইহাই প্রথম পাদ ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কানি তেষাং স্থানানি কশ্চ ব্যাপারঃ কীদৃশানি তানি রূপাণি কিং তেষাং ভোগ্যং কানি নামানীত্যতস্তৎসর্ব্বং ক্রমেণাহ—জাগরিতস্থানঃ······পাদঃ ॥

যত্র স্থিত্বা জাগর্ত্তি তচ্চক্ষুর্জাগরিতম্। অধিকরণে ক্তপ্রত্যয়ঃ। তদেব স্থানং যস্য স জাগরিতস্থানঃ। চক্ষুঃস্থান ইত্যর্থঃ। বহিষ্প্রজ্ঞঃ। বহিঃশব্দো বাহ্যার্থপরঃ। বাহ্যানর্থান্‌প্রজ্ঞাপয়তীতি বহিষ্প্রজ্ঞঃ। জানা-

তেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' [পাঃ সূঃ ৩।১।১৩৫] ইতি ক প্রত্যয়ঃ। 'আতো লোপ ইটি চ' [পাঃ সূঃ ৬।৪।৬৪] ইত্যাকারলোপঃ। সপ্তাঙ্গঃ। চত্বারো হস্তা দ্বৌ পাদৌ গজমুখত্বাদগ্রজহস্ত এক ইতি সপ্তাঙ্গঃ। একোনবিংশতিমুখঃ। মধ্যমমুখং গজমুখাকারং পার্শ্বদ্বয়ে তু নব নব মুখানি পুরুষমুখাকারাণীতিবিবেকঃ। স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ স্থূলশব্দভোগান্ ভুঙ্ক্তে ইতি স্থূলভুক্। বৈশ্বানরঃ। বিশ্যতে গম্যতে সর্ব্বৈর্জ্ঞায়ত ইতি বিশতেঃ কর্ম্মণি ব প্রত্যয়ঃ। অনেকার্থত্বাদ্ধাতূনাং বিশতিরত্র ভগত্যর্থঃ সঞ্জ্ঞানপরঃ। বিশ্বং সর্ব্বৈর্জ্ঞেয়ং স্থূলং বস্তূচ্যতে। ভোক্তৃতয়া তৎসম্বন্ধী বৈশ্বঃ। ন রীয়তে ক্ষীয়ত ইতি নরঃ। রীঙ্ ক্ষয়ে। ড প্রত্যয়ঃ। বৈশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি 'নরে সংজ্ঞায়াম্' [পাঃ সূঃ ৬।৩।১২৯] ইতি সূত্রেণ ভাষ্যোক্তনিরুক্তিবলাদ্বা দীর্ঘে বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। আত্মন-ইতি বিপরিণামেনাত্রোক্তস্তবত্র চানুষঙ্গঃ। সর্ব্বদেহেষ্বাদানকর্ত্তৃত্বেন স্থিতস্যাত্মনঃ প্রথমং রূপমিত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথাস্য চতুষ্পাত্ত্বং প্রতিপাদয়তি যথা জাগরিতস্থানঃ প্রথমঃ পাদঃ, স্বপ্নস্থানঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ, সুষুপ্তিস্থানস্তৃতীয়ঃ পাদঃ, তুরীয়স্থানশ্চতুর্থঃ পাদঃ, তত্রাদৌ প্রথমস্থানো বিব্রিয়তে যথা সর্ব্বং হি এতৎ চরাচরাত্মকং বিশ্বং ব্রহ্ম ওঙ্কাররূপত্বাৎ, অয়ং প্রত্যগাত্মা যঃ খলু পরাপরত্বেন ব্যবস্থিতঃ ওঙ্কারবাচ্যঃ, স চতুষ্পাৎ চতুর্ম্মাত্রঃ মাত্রায়াঃ পাদার্থকত্বাৎ। চতুর্ভিঃ পদ্যতে জ্ঞায়তে ইতি করণসাধনঃ পাদশব্দঃ, তুরীয়স্য পাদস্য কর্ম্মসাধন ইতি তত্র প্রথমঃ পাদঃ জাগরিতস্থানঃ জাগরিতং জাগরণং স্থানমাশ্রয়োঽস্যজাগ্রদ্দশাভুগিত্যর্থঃ, আত্মা বহিষ্প্রজ্ঞঃ বাহ্যবিষয়ৈব প্রজ্ঞা বিজ্ঞানমস্য বাহ্যজগতি এব অবভাসতে। স খলু সপ্তাঙ্গঃ সপ্ত মস্তকাদীনি অঙ্গানি যস্য যথা ছান্দোগ্যে 'তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বা-

নরস্ত মূর্ধৈব দ্যৌঃ সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ' প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা, সন্দেহো-বহুলোবস্তিরেবরয়িঃ পৃথিব্যেবপাদৌ' ইতি। স একোনবিংশতিমুখঃ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চপ্রাণাঃ মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি একোনবিংশতি মুখানীব মুখানি উপলব্ধিদ্বারানি যস্য সঃ, তথা স্থূলভুক্ স্থূলান্ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি, স বৈশ্বানর ইত্যুচ্যতে বিশ্বঃ সর্ব্বঃ নরঃ জীবশ্চেতি বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ স্বার্থেঅণ্। স প্রথম পাদ ওঙ্কারস্য ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার চারিপাদ কি প্রকার? এবং কি কি? তাহা বুঝাইবার জন্য জীবাত্মা তথা তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীরের উদাহরণ প্রদানপূর্ব্বক পরমাত্মার তিন পাদের বর্ণন ক্রমশঃ দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রথম পাদের বর্ণন এই মন্ত্রে দিতেছেন। ভাবার্থ এই যে,—যে প্রকার জাগ্রদবস্থায় এই স্থূল শরীরাভিমানী জীবাত্মা মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত সপ্তাঙ্গযুক্ত হইয়া স্থূল বিষয়ের উপভোগের দ্বারস্বরূপ এই দশইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয়; এইপ্রকার উনিশ মুখদ্বারা বিষয় উপভোগ করে আর উহার বিজ্ঞান বাহ্য জগতে প্রকাশ থাকে। ঐপ্রকার সপ্তলোকরূপ সপ্তঅঙ্গ, ও ইন্দ্রিয় সমষ্টি, পঞ্চপ্রাণ আর চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণ—এই প্রকার উনিশটি মুখ দ্বারা যুক্ত এই স্থূল জগৎরূপ শরীরের আত্মা—যাহা সম্পূর্ণ দেবতা, পিতৃগণ, মনুষ্যাদি সমস্ত প্রাণীর প্রেরক ও স্বামী হওয়ার দরুণ এই স্থূল জগতের জ্ঞাতা ও ভোক্তা হইয়া থাকে। যাহার স্থূল অভিব্যক্তি এই বাহ্য জগতেও হইয়া থাকে। এই সর্ব্বরূপ বৈশ্বানর পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার প্রথম পাদ।

যিনি বিশ্ব অর্থাৎ বহু এবং নর, তাহাকেই বৈশ্বানর বলে। এই ব্যুৎপত্তি-অনুসারে স্থূল জগদ্রূপ শরীরধারী সর্ব্বরূপ পরমেশ্বরকে

বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়—আত্মা ও ব্রহ্ম—এই দুইয়ের বাচক বৈশ্বানর। ছান্দোগ্যে ৫।১১।১-৬ বৈশ্বানরবিদ্যাতে পরমাত্মাকে বৈশ্বানর বলা হইয়াছে।

অতএব জাগরিত স্থান অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাভিমানী জীবাত্মাকে ব্রহ্মের প্রথম পাদ বৈশ্বানর বলা ঠিক নহে। কারণ ত্রিবিধ অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতে ব্রহ্মের তিন পাদের বর্ণন করার পর ষষ্ঠ মন্ত্রে যাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহাকে এই তিন অবস্থায় স্থিত বলা হইয়াছে, তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, সম্পূর্ণ জগতের কারণ তথা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান, যে লক্ষণ জীবাত্মায় সম্ভব নহে। সুতরাং সর্ব্বাত্মা বৈশ্বানরকে পরমেশ্বর পরব্রহ্মের এক পাদ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত।

বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায়,—

"বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ" (বেঃ সূঃ ১।২।২৫) সূত্রের গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। এতৎপ্রসঙ্গে ছান্দোগ্যের (৫।১১।১-৬) মন্ত্রগুলিও আলোচ্য ॥৩॥

শ্রুতিঃ—স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্‌তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—স্বপ্নস্থানঃ (স্বপ্নদশাধিষ্ঠিত) তৈজসঃ (কেবল প্রকাশময়, কারণ নিদ্রাকালে কোন বিষয় জ্ঞেয় থাকে না অথচ জাগ্রত্‌-কালীন বিষয়-ভোগজনিত সংস্কারযুক্ত মনে প্রজ্ঞা হয়, এজন্য) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ (ইন্দ্রিয়াপেক্ষায় মনঃ অভ্যন্তরস্থিত তাহার দ্বারাই মাত্র প্রজ্ঞা হয়) [ইনিও] সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ (সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ও উনিশটি

মুখযুক্ত) [প্রভেদ এই] প্রবিবিক্তভুক্ (এই প্রজ্ঞায় কেবল বাহ্যবস্তুর সংস্কারাত্মক পরিণামভূতবিষয়—তাহাই ভোগ্য হইয়া থাকে) দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (পরব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ) ॥৪॥

অনুবাদ—স্বপ্নাধিষ্ঠিত আত্মা নিদ্রাকালে বহির্বিষয়ক প্রজ্ঞাশূন্য, কেবল জাগ্রৎকালীন বিষয়গুলির সংস্কার লইয়া ভোগ (অনুভব) করেন ইহাতেও আত্মার সাতটি অঙ্গ আছে এবং পূর্ব্বোক্ত উনিশটি উপলব্ধি স্থান থাকে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয় প্রজ্ঞামাত্র ভোগ করে। প্রণবের এই দ্বিতীয় পাদ তেজোময় মনোঽভিমানী এজন্য তৈজস নামে অভিহিত ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্বপ্নস্থানঃ……দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥

স্বপ্নস্থানঃ। যত্র স্থিত্বা জীবঃ স্বাপ্নপদার্থান্‌পশ্যতি তৎস্বপ্নস্থানং তদেব স্থানং যস্য স স্বপ্নস্থানঃ। কণ্ঠদেশস্থ ইত্যর্থঃ। অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। অন্তঃশব্দোঽত্র বাহ্যার্থজ্ঞানজন্যবাসনাপরিণামরূপার্থপরঃ। তানন্তঃ-স্থিতান্বাসনাময়ানর্থান্‌প্রজ্ঞাপয়তি জানাতি চেত্যন্তঃপ্রজ্ঞঃ। প্রজ্ঞ ইতি জানাতেঃ কঃ। অত্র স্বাপ্নিকপদার্থানাং জাগ্রদ্বাসনাজন্যত্বোক্তিঃ প্রায়িকত্বাভিপ্রায়া। 'দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চানুভূতং চানমুভূতং চ সর্ব্বং পশ্যতি' [প্রঃ ৪।৫] ইতি শ্রুতেঃ। সপ্তাঙ্গ একোন-বিংশতিমুখ ইতি প্রাগ্বৎ। প্রবিবিক্তভুক্। বাসনাময়তয়া বাহ্যার্থেভ্যো বিবিক্তান্‌স্বাপ্নার্থান্‌ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তি চেতি প্রবিবিক্তভুক্। তেজো-ময়চিত্তস্থতয়া চিত্তসম্বন্ধিত্বেন তৈজসনামাত্মনো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। দ্বিতীয়ং রূপমিত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ দ্বিতীয়ং পাদং তৈজসংবর্ণয়তি দ্বিতীয়ঃপাদঃ স্বপ্নস্থানঃ নিদ্রাদশাধিষ্ঠিতঃ, এবঃ অন্তঃপ্রজ্ঞঃ, জাগ্রদ্দশয়াঽভুক্তবিষয়াণাং

সংস্কারোপহিতমনোমাত্রেণ জ্ঞেয়ঃ। অত্রাপি দশায়ামাত্মা সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ, কিন্তু প্রবিবিক্তভুক্ ইহ নির্বিষয়া প্রজ্ঞা কেবলা ভুজ্যতে, এব দ্বিতীয়ঃ স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ কেবল প্রকাশস্বরূপঃ। প্রজ্ঞা জ্ঞানরূপস্তাত্মনো বিষয়ঃ, অতএব তৈজস ইতি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদের বর্ণন আছে। ভাবার্থ এই—যে প্রকার স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীবাত্মা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সূক্ষ্ম সপ্তাঙ্গযুক্ত আর উনিশ মুখযুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম বিষয়ের উপভোগ করে আর উহাতে উহার জ্ঞান প্রকাশ পায়। সেইপ্রকার স্থূল অবস্থা হইতে ভিন্ন সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইয়া সপ্তলোকরূপ সপ্ত অঙ্গ তথা ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অন্তঃকরণরূপ উনিশমুখযুক্ত সূক্ষ্ম শরীরে স্থিত, উহার আত্মা—হিরণ্যগর্ভ। যিনি সমস্ত জড় ও চেতনাত্মক সূক্ষ্ম জগতের সমস্ত তত্ত্বের নিয়ন্তা, জ্ঞাতা ও সকলকে নিজমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন। এইজন্য উহাকে ভোক্তা ও জ্ঞাতা বলা হয়। উহা তৈজস অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রকাশময় হিরণ্যগর্ভ, উহা পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদ।

সমস্ত জ্যোতির জ্যোতিঃ, সকলের প্রকাশক, পরম প্রকাশময় হিরণ্যগর্ভরূপ পরমেশ্বরের বর্ণন তৈজস নামে কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও—"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" (১।১।২৪) এই সূত্রে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, পুরুষের প্রকরণে যে জ্যোতিঃ বা তেজঃ শব্দ, উহা ব্রহ্মের বাচক জানিতে হইবে। যাহা ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদের বর্ণন। উপনিষদে বহুস্থানে পরমেশ্বরের বর্ণন জ্যোতিঃ "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" (ছাঃ উঃ ৩।১২।৭) আর তেজঃ "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯) শব্দেও কথিত।

এইজন্য যাহা কেবল স্বপ্নস্থান তাহা স্বপ্নাবস্থার অভিমানী জীবাত্মাকে ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ মনে করা উচিত নহে। ইহাতে তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে কারণ বলা হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মার জ্ঞান জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে যাঁহার বর্ণন তৈজস নামে করা হইয়াছে, উহাতে দ্বিতীয় পাদরূপ হিরণ্যগর্ভের জ্ঞান জাগ্রতের অপেক্ষা অধিক বিকসিত হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে তৈজস অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। আর এই মন্ত্রে ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কারের সহিত" ইহার একতা করা হইয়াছে বলিয়া ইহা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহাকে জানিবার ফলে জ্ঞান-পরম্পরার বৃদ্ধি ও জ্ঞাতার সন্তানও জ্ঞানী হয়। স্বপ্নাভিমানী জীবাত্মার জ্ঞানের দ্বারা এরূপ ফল হয় না। এইজন্য তৈজসের ব্যাখ্যায়—সূক্ষ্ম জগতের স্বামী হিরণ্যগর্ভকে জানাই যুক্তিসঙ্গত ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে,
ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎসুষুপ্তম্।
সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দ-
ময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[নিদ্রাকালে যথার্থদৃষ্ট ও অযথা দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট বৃত্তিগুলির অবভাস হয়, অতএব সুষুপ্তির মত তত্ত্বের অপ্রকাশ স্বপ্ন, এজন্য তাহা হইতে ব্যাবৃত্তি প্রদর্শনার্থ সুষুপ্তিলক্ষণ দেখাইতেছেন] যত্র (যে সময়ে) সুপ্তঃ (সুপ্ত ব্যক্তি) কঞ্চন কামং ন কাময়তে (নিদ্রা ও জাগ্রদ্দশার মত কোন কাম্যবস্তু কামনাই করে না) [আবার] ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি (নিদ্রাদশার মত স্বপ্ন অর্থাৎ

অন্যথাকার বিষয় দর্শনও করে না) তৎ (সেই অবস্থাই) সুষুপ্তম্ (সুষুপ্ত অর্থাৎ তাহার নাম সুষুপ্তি) সুষুপ্তস্থানঃ (সেই সুষুপ্তিস্থানাধিষ্ঠিত আত্মা) একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ (সমস্ত স্পন্দন একীভূত হইয়া ঘন প্রজ্ঞানের মত হয়, প্রজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বিষয়ই প্রতিভাত হয় না) আনন্দময় এব (কেবল আনন্দানুভূতিপূর্ণ ই হয়) হি (যেহেতু) আনন্দভুক্ (একমাত্র আনন্দের ভোক্তা) চেতোমুখঃ (চিত্তই তাহার বোধলক্ষণ দ্বার) [এজন্য তিনি] প্রাজ্ঞঃ (প্রজ্ঞাসম্পন্ন) তৃতীয়ঃ পাদঃ (প্রণবের তৃতীয় মাত্রা) ॥৫॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রণববাচ্য পরাপর আত্মার তৃতীয় পাদ বর্ণিত হইতেছে। সুষুপ্তি-স্থানাধিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ আত্মাই প্রণবের তৃতীয় পাদ। যে অবস্থায় সুপ্তব্যক্তি কোন কামনা করে না, স্বপ্ন দেখে না, যেমন জাগ্রদ্দশায় কামনা থাকে এবং স্বপ্নাবস্থায় অন্যথা দর্শন হয়, সুষুপ্তিতে সেরূপ হয় না অর্থাৎ তখন ইন্দ্রিয়গণের মনে লয়হেতু মনে অবিদ্যার কার্য্যও উপলব্ধি হয় না সেই অবস্থার নাম সুষুপ্ত। এই সুষুপ্ত্যধিষ্ঠিত আত্মা সুষুপ্তিস্থান, তখন মনঃ স্পন্দিত যে দ্বৈতপদার্থ নিচয় জাগ্রৎ ও নিদ্রায় যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা সেরূপে প্রকাশ পায় না এজন্য যেন দুইয়ে মিলিয়া একীভূত, এই কারণে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন মনঃস্পন্দনরূপ প্রজ্ঞানগুলি ঘনীভূত হয় অর্থাৎ জমাট্ বাঁধিয়া থাকে বলা হইয়াছে, কিন্তু সে অবস্থা কেবল আনন্দবহুল, আত্মা তখন আনন্দভোগকারী, আনন্দভোগের দ্বার চিত্ত, প্রাজ্ঞ বা বিজ্ঞানাভিমানী তখন আত্মা ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তৃতীয়পাদস্য স্থানং বক্তুং স্থানস্বরূপং তাবদাহ—

যত্র সুপ্তো ন······তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

যত্র দেশে সুপ্তোঽজ্ঞানবৃতঃ সুখরূপং ভগবন্তং প্রাপ্ত ইতি বা। 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ' [বৃঃ ৪।৩।২১] ইত্যাদেঃ। ন কঞ্চন

কমপি কামং কাম্যমানমর্থং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নপদার্থং ন চ পশ্যতি। উপলক্ষণমেতৎ। স্বাত্মানং বিনা কিমপি ন পশ্যতীতার্থঃ। তৎস্থানং সুষুপ্তমিত্যুচ্যতে। সুষুপ্তমেব স্থানং যস্য স সুষুপ্তস্থানঃ। হৃৎকর্ণিকাগ্রস্থ ইতি যাবৎ। একীভূতঃ। বৈশ্বানরতৈজসাভ্যাং সংশ্লেষবিশেষরূপৈকীভাবং প্রাপ্তঃ। প্রজ্ঞানঘনঃ। 'অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞাহন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে। যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতে'ত্যুক্তকর্ম্মবেষ্টনাবৃতো জীবো ঘন ইত্যুচ্যতে। সুষুপ্তিবেলায়াং ঘনং তজ্জীবস্বরূপং জানাতি প্রজ্ঞাপয়তি চ জীবস্যেতি প্রজ্ঞানঘনঃ। প্রপূর্ব্বাদন্তর্গতণ্যর্থাজ্ ঞা অববোধন ইতি ধাতোঃ 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' [পাঃ সূঃ ৩।৩।১১৩] ইতি বহুলগ্রহণাৎকর্ম্মণি ল্যুট্যনাদেশে প্রজ্ঞানঃ। প্রজ্ঞাপিতো ঘনো জীবো যেন স প্রজ্ঞানঘন ইতি বিগ্রহঃ। যদ্বা ঘনপ্রজ্ঞ ইতি বক্ষ্যমাণত্বাদিহাপি প্রজ্ঞানঘন ইত্যস্য ঘনপ্রজ্ঞান ইতি বিপরীতসমাসো ধ্যেয়ঃ। তথাত্বেঽন্তর্গতণ্যর্থাৎকর্ত্তরি ল্যুট্। আনন্দময়ঃ। আনন্দপ্রচুরঃ। পূর্ণানন্দ ইতি যাবৎ। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' [তৈঃ ২।৪।১] ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধমিতি হেতুর্থঃ। আনন্দভুক্। বিষয়ভোগান্বিনৈবানন্দং ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তি চেত্যানন্দভুক্। অত্র স্থূলভুক্ত্বং প্রবিবিক্তভুক্ত্বং চ নিত্যপূর্ণানন্দানুভবরূপস্য ক্রীড়ারূপম্। চেতোমুখঃ—জ্ঞানরূপমুখঃ। মুখেত্যুপলক্ষণম্। জ্ঞানরূপসর্ব্বাবয়ব ইত্যর্থঃ। এতদানন্দময়ত্বচেতোমুখত্বরূপবিশেষণদ্বয়ং প্রাগুক্তরূপদ্বয়ে নান্তঃপ্রজ্ঞমিতি বক্ষ্যমাণচতুর্থরূপে চ ধ্যেয়ম্। প্রাজ্ঞঃ। প্রকর্ষেণ ন জ্ঞাপয়তীতি প্রাজ্ঞঃ। জীবস্বরূপকালজ্ঞানাতিরিক্তং বাহ্যং স্বাপ্নং বা কিমপি ন জ্ঞাপয়তীতি প্রাজ্ঞনামক ইত্যর্থঃ। প্রপূর্ব্বান্নঞ্ পপদান্তর্গতণ্যর্থাৎ 'আতশ্চোপসর্গে' [পাঃ সূঃ ৩।১।১৩৬] ইতি কপ্রত্যয়ঃ। আত্মনস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। তৃতীয়ং রূপম্॥ ৫ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ সুষুপ্তিকালীন আত্মা কিংলক্ষণস্তদাহ—যত্রাত্মা সুপ্তোঽর্থাৎ সুপ্তইব তিষ্ঠতি, কথম্ ? ন কামং কিমপি কাম্যং বস্তু ন কাময়তে ন প্রার্থয়তে ন প্রার্থিতভুগ্‌ভবতীত্যর্থঃ, ইতি জাগরিত-স্থান-ব্যবচ্ছেদঃ, ন কঞ্চন স্বপ্নং বাসনাময়মনোবিজৃম্ভিতং পশ্যতি ইতি স্বপ্নস্থানব্যাবৃত্তিঃ, তৎসুষুপ্তং অতিশয়েন সুপ্ত্যবস্থা সর্ব্বথা বিষয়প্রতি-ভাসাভাবাৎ। স সুষুপ্তস্থানঃ সুষুপ্তং সুষুপ্তিঃ স্থানমধিষ্ঠানং যস্য সঃ, স একীভূতঃ জাগরিতে স্বপ্নে চ পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতাঃ পদার্থা যত্র একীভবন্তি, স্থানদ্বয়ে প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈতজাতং যস্যামবস্থায়াং ন প্রবিভজ্যতে একীভূতমিব তিষ্ঠতি, প্রজ্ঞানঘনঃ ঘনীভূতানি প্রজ্ঞানানি যস্য সঃ সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানানি মিলিতানি ভবন্তি নৈশান্ধকারেণাপ্রবি-ভজ্যমানং সর্ব্বং প্রজ্ঞানং বিষয়াপ্রতিভাসাৎ ঘনীভূতমেকং জ্ঞানমিব যদা তিষ্ঠতি, কিন্তু আনন্দময়ঃ আনন্দপ্রচুরঃ আনন্দভুক্ আনন্দমেব ভুঙ্‌ক্তে। নহু তদা ইন্দ্রিয়াণাং মনসি লীনত্বাৎ মনসোঽপি আত্মনি প্রলয়াৎ কথ-মানন্দভুক্ত্বং সাধনাভাবাদিতিচেৎ সুষুপ্ত্যনন্তরং ব্যুত্থানকালে ‘সুখমহম-স্বাপ্‌সং ন কিঞ্চিদবেদিষমি’তিসুখস্মৃতেঃ, স্মৃতেরপি অনুভবপূর্ব্বকত্বাৎ সুখানুভূতির্ভবত্যেব অন্যথা স্মৃতেরনুপপত্তিঃ, যত্তু সাধনাভাবাৎ নৈষা অনুভূতিরুৎপদ্যতে ইতি তদপি ন যতঃ স আত্মা চেতোমুখঃ, চেতঃ চিত্তং বিজ্ঞানমেব মুখমুপলব্ধিদ্বারং যস্য তাদৃশঃ, বোধলক্ষণং চেতঃ খবস্য বোধদ্বারমিতি। অতএব প্রজ্ঞপ্তিমাত্রমস্যাসাধারণং রূপম্ ইতি সোঽয়ং প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদ উচ্যতে ॥৫॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে জাগ্রদবস্থার কারণ ও লয়াবস্থারূপ সুষুপ্তির সহিত প্রলয়কালে স্থিত কারণরূপের সহিত জগতের সমতা দেখাবার নিমিত্ত প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ সুষুপ্তি অবস্থার লক্ষণ বলিয়া তাহার পর পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার তৃতীয় পাদের বর্ণন করিয়াছেন।

ভাবার্থ এই যে,—যে অবস্থায় সুপ্ত মানব কোন প্রকারের কোন ভোগের কামনা করে না ও অনুভবও করে না, তথা কোন প্রকারের স্বপ্নও দেখে না, এই অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। এই সুষুপ্তি অবস্থার সদৃশ প্রলয়কালে জগতের কারণাবস্থা। যে অবস্থায় নানা রূপের প্রাকট্য হয় না, এইপ্রকার অব্যাকৃত প্রকৃতিই যাহার শরীর, তথা যাহা এক অদ্বিতীয়রূপে স্থিত হয়, উপনিষদে তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদ্" (ছাঃ ৬।২।১); আর আত্মার কথা বলিয়াছেন—'এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে' (কঠ ১।৩।১২)। যাহার একমাত্র চেতনা (প্রকাশ)—মুখ জ্ঞানদ্বার এবং আনন্দই—ভোজন, যাহা বিজ্ঞানঘন, আনন্দময়, প্রাজ্ঞ, তাহাই পূর্ণব্রহ্মের তৃতীয় পাদ।

ইহা প্রাজ্ঞ নামে সৃষ্টির কারণরূপে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের বর্ণন। ব্রহ্মসূত্রে প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের অন্তর্গত পঞ্চম সূত্রে 'প্রাজ্ঞ'-শব্দ ঈশ্বর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা—"বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।৫)। এইরূপ আরও বহুসূত্রে প্রাজ্ঞ-শব্দ ঈশ্বর-স্থানে প্রযুক্ত দেখা যায়। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর স্বীয় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে স্থানে স্থানে পরমেশ্বরের বদলে প্রাজ্ঞ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উপনিষদেও অনেকস্থলে পরমেশ্বরের স্থানে প্রাজ্ঞ-শব্দের প্রয়োগ আছে। (বৃঃ উঃ ৪।৩।২১ ও ৪।৩।৩৫) দ্রষ্টব্য।

বিশেষতঃ প্রস্তুত মন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন শরীরাভিমানী জীবাত্মারও বর্ণন করা হইয়াছে। যাহা সুষুপ্তির প্রকরণ। ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, কোন দৃষ্টিতে 'প্রাজ্ঞ' শব্দ জীবাত্মার বাচক নহে। ব্রহ্মসূত্র (১।৩।৪২) দ্রষ্টব্য। শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন—সর্ব্বজ্ঞতা-রূপ প্রজ্ঞা দ্বারা নিত্য সংযুক্ত বলিয়া 'প্রাজ্ঞ' নাম পরমেশ্বরেরই।

অতএব উপরি-উক্ত শ্রুতিমন্ত্রেও পরমেশ্বরেরই বর্ণন। সুতরাং 'সুষুপ্তস্থান' পদের বলে সুষুপ্তি-অভিমানী জীবাত্মাকে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ মনে করা উচিত নহে। কারণ ইহার পরে পৃথক্ মন্ত্রে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, এই তিন অবস্থায় তিন পাদের বর্ণন যাঁহার সম্বন্ধে হইয়াছে, তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, সমগ্র জগতের কারণ এবং সমস্ত প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান। ওঁকারের তৃতীয় মাত্রার সহিত এই তৃতীয় পাদের একতা বিচার-পূর্ব্বক জানিলে, তাহার ফলে সব জানা যায় ও সমগ্র জগৎ বিলীন হয়। এই কারণেও 'প্রাজ্ঞ' পদের অর্থ কারণ-জগতের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকে বুঝিতে হইবে। যাহা পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের তৃতীয় পাদ।

বেদান্তসূত্রে পাই,—

"সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" (বেঃ সূঃ ১।৩।৪২)। এই সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বুদ্ধের্জ্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ॥"(ভাঃ ৭।৭।২৫)

"যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥" (ভাঃ ১১।১৩।৩২) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য—প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[এইবার চতুর্থপাদ বলিবার অভিপ্রায়ে আত্মার মহিমা বলা হইতেছে] এষঃ (এই আত্মা) সর্ব্বেশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা)

এষঃ (এই আত্মা) সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন) এষঃ অন্তর্য্যামী (ইনিই দেহের অভ্যন্তরে প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে থাকিয়া সমস্ত ভূতের পরিচালনা করিতেছেন), সর্ব্বস্য যোনিঃ (সমস্ত প্রপঞ্চের তিনি নিমিত্তকারণ) ভূতানাম্ হি (পঞ্চমহাভূতের বা সর্ব্ব প্রাণীর) প্রভবাপ্যয়ৌ (উপাদান-কারণ ও লয়স্থান বা উৎপত্তি ও লয়ের স্থান) ॥৬॥

অনুবাদ—এক্ষণে পাদত্রয়-বিশিষ্ট আত্মার মহিমা বলিতেছেন—এই পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, ইনি সকলের নিমিত্ত-কারণ, ইনিই জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামী প্রত্যগাত্মরূপে থাকিয়া সর্ব্বভূতের পরিচালক, ইনিই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত ভূতের উৎপত্তিস্থান ও লয়স্থান ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং রূপত্রয়ং নিরূপ্য চতুর্থং পাদং নান্তঃ-প্রজ্ঞমিত্যাদিনা নিরূপয়িষ্যন্বৈশ্বানরাদিরূপাণামুক্তস্থানব্যাপারাদ্যর্থেষু শ্লোকান্বিবক্ষুর্মধ্যে বক্ষ্যমাণচতুর্থরূপেণ সহ চতুর্ণাং রূপাণাং মহিমানমাহ—

এষ সর্ব্বেশ্বর……ভূতানাম্ ॥

এষ উক্তবক্ষ্যমাণচতূরূপাত্মা। এষ ইত্যস্যাভ্যাসস্তাৎপর্যার্থঃ। অন্তর্যাম্যন্তর্নিয়ন্তা। সর্ব্বস্য যোনিঃ কারণমিতি। অস্য বিবরণং প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামিতি। হি যস্মাৎপ্রভবাপ্যয়হেতুরত ইত্যর্থঃ ॥

উপনিষৎস্বয়ং প্রমাণমপি দার্ঢ্যায় শ্লোকার্থে মন্ত্রানুদাহরতি। অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। সংবাদিন ইতি শেষঃ। * * * *

ইত্যথর্ব্ববেদীয়মাণ্ডূক্যোপনিষৎপ্রকাশিকায়াং প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পাদত্রয়বিশিষ্টস্য তস্য মহিমানমাহ—এষঃ আত্মা পরমেশ্বরঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বেষামাধিদৈবিকাদীনাং নিয়ন্তা, এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ

সর্ব্বস্য জ্ঞাতা, এষঃ অন্তর্য্যামী অয়মেব জীবস্যান্তঃপ্রবিশ্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিয়ন্তা, এষ এব সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য সৃষ্টিকর্ত্তা, ভূতানাং ক্ষিত্যাদীনাং প্রাণিনাঞ্চ প্রভবাপ্যয়ৌ উপাদানকারণম্ লয়স্থানঞ্চ ।৬।

তত্ত্বকণা—আত্মার তিনটি পাদ যথা—বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ। ইহা বর্ণন করিবার পর এক্ষণে সেই আত্মার পরিচয় দিতেছেন।

যে পরমেশ্বরের তিন পাদের বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের অন্তর্য্যামী। তিনিই সমগ্র জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। সমগ্র প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান—তিনিই। প্রশ্নোপনিষদে তিন মাত্রাবিশিষ্ট ওঁকারের দ্বারা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের ধ্যান করিবার কথা বলিয়া উহার ফলস্বরূপে সকলের সমস্ত পাপরহিত হইয়া অবিনাশী পুরুষোত্তমকে প্রাপ্তির কথাও বলিয়াছেন। (প্রশ্ন ৪।৪)। অতএব পূর্ব্ববর্ণিত বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—পরমেশ্বরেরই নাম। পৃথক্ পৃথক্ স্থিতিতে উঁহার বর্ণন ভিন্ন ভিন্ন নামে দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু কোনমতেই জীবকে ব্রহ্মের সহিত কেবলাভেদ-বিচারে স্থাপন করা যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"যেই মূঢ় কহে,—'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৫)

শ্রীভাগবতে শ্রুতির স্তবে "দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়" (ভাঃ ১০।৮৭।২১) শ্লোকে সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার শ্রীধরধৃত ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।৩০ শ্লোকও আলোচ্য ।৬।

শ্রুতিঃ—নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।
অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্য-
মব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং
শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে।
স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার চতুর্থ পাদের স্বরূপ বলিতেছেন—তুরীয়াবস্থ আত্মা কোন প্রাকৃত শব্দপ্রতিপাদ্য নহেন, কোন প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি প্রমাণগ্রাহ্যও নহেন, সুতরাং] **ন অন্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং** (স্বপ্নদশার মত সংস্কারোপহিত মনের কল্পনা প্রসূত প্রজ্ঞাবান্ তৈজস নহেন, এবং জাগ্রৎকালীন বৈশ্বানরের মত স্থূলবিষয়ক প্রজ্ঞাবান্ নহেন) **নোভয়তঃ প্রজ্ঞম্** (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার মত বাহ্য শব্দাদির জ্ঞানকালে স্বপ্নদর্শীও নহেন) **ন প্রজ্ঞানঘনং** (সুষুপ্তের মত ঘন প্রজ্ঞানীও নহেন) [তিনি] **ন প্রজ্ঞম্** (মানস বাসনাময় ধ্যেয় বস্তুর প্রকাশক নহেন) **ন অপ্রজ্ঞম্** (প্রজ্ঞাহীনও নহেন, তাহা হইলে অচেতন বলিতে হয়) [এইজন্য] **অদৃশ্যম্** (প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অগ্রাহ্য) [অদৃশ্য বলিয়া] **অব্যবহার্য্যম্** (অপ্রাকৃত, এজন্য প্রাকৃত ব্যবহারের অযোগ্য) **অগ্রাহ্যম্** (প্রাকৃত কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণা-যোগ্য) **অলক্ষণম্** (ইহা অলিঙ্গ অর্থাৎ অননুমেয়) [সুতরাং] **অচিন্ত্যম্** (প্রাকৃত মনের অগোচর) **অব্যপদেশ্যম্** (প্রাকৃত শব্দদ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন অর্থাৎ প্রাকৃত বাকের অগোচর) **একাত্ম-প্রত্যয়সারম্** (জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই এক শব্দমাত্রগম্য আত্মজ্ঞানই যাঁহার প্রমাণ অর্থাৎ কেবল শ্রুতি-প্রত্যয়গম্য) [ইহাতে অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি অবস্থা থাকে না] **প্রপঞ্চোপশমং** (প্রাপঞ্চিক বিষয়রহিত) **শান্তং** (শান্তির

আশ্রয়) শিবং (মঙ্গলময়, ষড়্‌বিকাররহিত) [এজন্য] অদ্বৈতং (ভেদ—বিকল্পশূন্য) মন্যন্তে (তত্ত্ববিদ্‌গণ তুরীয়পাদকে এইরূপ মনে করেন, কারণ তাঁহাতে পাদত্রয়ের রূপ থাকে না) সঃ (সেই তুরীয়) আত্মা (পরমাত্মা) সঃ বিজ্ঞেয়ঃ (তাঁহাকেই ভক্তিদ্বারা) বিজ্ঞেয়ঃ (উপাসনা করিবে) ॥৭॥

অনুবাদ—অতঃপর আত্মার চতুর্থপাদের বিবৃতি করিতেছেন—তিনি স্বপ্নদশাধিষ্ঠিত তৈজস আত্মার মত অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন এবং জাগ্রদ্দশাধিষ্ঠিত বৈশ্বানরাত্মার মত বাহ্যপ্রজ্ঞানীও নহেন, স্বপ্ন ও জাগ্রদ্দশার মধ্যবর্ত্তি-অবস্থাভুক্ আত্মার মতও নহেন, সুষুপ্তাত্মার মত ঘনপ্রজ্ঞানসম্পন্নও নহেন। বদ্ধজীবের ন্যায় অপ্রজ্ঞ নহেন, আবার জড়বৎ নির্ব্যাপারও নহেন, তাহা বলিলে অচেতন বলা হয়। ঐ স্বরূপ অদৃশ্য, প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর, অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্বহেতু লৌকিক ব্যবহারের অযোগ্য, প্রাকৃত কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগ্রাহ্য, প্রাকৃত লিঙ্গজ্ঞা-নাধীন অনুমান প্রমাণের অগম্য, প্রাকৃত মননের অবিষয়, প্রাকৃত শব্দ-প্রমাণাধীন নহেন, একারণ তাহা কোন প্রাকৃত সংজ্ঞার সংজ্ঞেয় নহেন, তবে তাঁহার সত্তায় প্রমাণ কি ? জাগ্রদাদি সকল দশাতেই অনুভবকারীকে বেদপ্রমাণ দ্বারা আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা হয়, ইহাই তৎসত্তার প্রমাণ। কিন্তু তাহাতে প্রপঞ্চের কোন সম্পর্ক নাই, সেই স্বরূপ শান্ত অর্থাৎ ষড়্‌বিকাররহিত, সর্ব্বকল্যাণাধার, ইহা স্বয়ংসিদ্ধ, তাদৃশ ও বিজাতীয় অতাদৃশ ভেদরহিত অদ্বিতীয় তত্ত্ব, ঔপনিষদগণ এই রূপকে চতুর্থ পাদ বলিয়া থাকেন। তিনিই শ্রুতি-কথিত আত্মন্ শব্দবাচ্য পরমেশ্বর, তিনিই মুক্তিকামীর উপাস্য ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(অথ মাণ্ডূক্যোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ)।

চতুর্থপাদমাত্মন আহ—

(উপনিষৎ)

নান্তঃপ্রজ্ঞং……বিজ্ঞেয়ঃ ॥

অন্তঃ প্রজ্ঞাপয়তীত্যন্তঃপ্রজ্ঞঃ। স্বাপ্নার্থপ্রদর্শকঃ স নেত্যর্থঃ। ন বহিষ্প্রজ্ঞম্। জাগ্রদর্থপ্রদর্শকো ন ভবতি। নোভয়তঃপ্রজ্ঞম্। বাহ্যশব্দাদিকং জানন্ স্বপ্নার্থাংশ্চ যদা পশ্যতি সাঽপি কাচিদ্দশোভয়ত-ইত্যনেন গৃহ্যতে। উভয়তো বাহ্যাভ্যন্তররূপার্থান্প্রজ্ঞাপয়তীত্যুভয়তঃ-প্রজ্ঞম্ স নেতি নোভয়তঃপ্রজ্ঞম্। এতদ্দশাব্যাপারো বিশ্বতৈজস-সাখ্যেশ্বররূপদ্বয়কর্ত্তৃকো জ্ঞেয়ঃ। সোঽপি তুর্যে নাস্তীত্যর্থঃ। ন প্রজ্ঞানঘনম্। প্রাগ্বদ্বিপরীতসমাসঃ কর্ত্তব্যো ঘনপ্রজ্ঞানমিতি। ঘন-মজ্ঞানাবৃতং সুপ্তজীবস্বরূপং প্রজ্ঞাপয়তীতি ঘনপ্রজ্ঞানং তন্ন ভবতীতি ন প্রজ্ঞানঘনমিত্যুচ্যতে। ন প্রজ্ঞম্। প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি মানস-বাসনাময়ং ধ্যেয়মিতি প্রজ্ঞং, তন্নেতি। অয়মপি স্বাপ্নিকব্যাপার-তুল্যতয়া তৈজসাখ্যভগবদ্রূপব্যাপারো দ্রষ্টব্যঃ। সোঽপি তুর্যে নেত্যর্থঃ। ইদমুপলক্ষণম্। জাগ্রৎকালীননির্ব্বিষয়কেবলাত্মস্ফূরণরূপজড়ীভাবাখ্যা-বস্থানস্যাপি। ইদমপি সুষুপ্তিব্যাপারতুল্যতয়া প্রাজ্ঞাখ্যভগবদ্-ব্যাপারো জ্ঞেয়ঃ। সোঽপি তুর্যে নাস্তীতি ধ্যেয়ম্। এবং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাখ্যরূপত্রয়ব্যাপারান্বাহ্যাভ্যন্তরপদার্থস্বরূপজ্ঞাপনসুপ্তস্বরূপ-জ্ঞাপনরূপংকিঞ্চিদ্বাহ্যকিঞ্চিৎস্বাপ্নোভয়রূপব্যাপারং সমাধিস্থনিরন্তরজ্ঞান-সংতত্যুৎপাদনরূপব্যাপারং জড়ীভাবরূপব্যাপারং চাকুর্ব্বদিত্যর্থঃ। নোভয়-তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞমিত্যত্র কিং রূপকর্ত্তৃকং ব্যাপারদ্বয়মস্য ? নেত্যুচ্যতে তদ্বিচারণীয়ম্। তর্হি কিং নির্ব্ব্যাপারমেব চতুর্থং রূপং ? নেত্যাহ— নাপ্রজ্ঞমিতি। অপ্রজ্ঞাপকং নেতি নাপ্রজ্ঞং প্রজ্ঞাপকমেব। মুক্তানাং তদ্যোগ্যসর্ব্বজ্ঞানপ্রদানরূপব্যাপারকর্ত্তৃ, ইত্যর্থঃ। অদৃশ্যং বিশ্বাদিরূপ-ত্রয়ং বাহ্যাভ্যন্তরপদার্থজ্ঞাপনতদ্ব্যবহাররূপকার্য্যলিঙ্গেনানুমেয়ং ন তথা

চতুর্থং রূপং দৃশ্যমিত্যদৃষ্টমিতি বা। অমূক্তদৃষ্ট্যগোচরাত্বাঽদৃষ্টমিত্যর্থঃ। অব্যবহার্য্যামগ্রাহ্যমিতি। মুক্তিং বিনা তদ্রূপবিষয়কগ্রহণব্যবহারয়োর-ভাবাদব্যবহার্য্যামগ্রাহ্যমিত্যুচ্যতে। অলক্ষণং লক্ষণমনুমাপকং জাগ্রদা-দিপ্রবৃত্তিরূপানুমাপকরাহিত্যাদলক্ষণম্। অত এবাচিন্ত্যম্। অচিন্ত্য-ত্বাদেবাব্যপদেশ্যং ব্যপদেষ্টুমশক্যম্। ঐকাত্ম্যপ্রত্যয়সারম্। একঃ প্রধান আত্মা পূর্ণ একশ্চাসাবাত্মা চৈকাত্মা। একাত্মৈবৈকাত্ম্যম্। স্বার্থেষ্যঞ্। প্রত্যয়ঃ জ্ঞানরূপঃ সার আনন্দরূপ ইত্যৈশ্চৈকাত্ম্যপ্রত্যয়-সারম্। প্রপঞ্চোপশমম্। পচি বিস্তারে। প্রপঞ্চো বিস্তৃতো ব্যাপ্ত-ইতি যাবৎ। উপশব্দোঽত্রোৎকৃষ্টবাচী। শমঃ সুখমুৎকৃষ্টানন্দরূপং প্রপঞ্চশ্চাসাবুপশমশ্চ প্রপঞ্চোশমস্তমৈকাত্ম্যদেহবন্ধানিষ্টং প্রপঞ্চং শময়-তীতি প্রপঞ্চোপশমমিতি। শিবং শান্তম্। উর্মিষট্করহিতম্। নিদুঃখসুখরূপত্বাচ্ছিবম্। অদ্বৈতং দ্বীতিভাবপ্রধানং দ্বিত্বেন বস্তুতত্ত্বা-পেক্ষয়াঽন্যাত্মকরূপদ্বিতীয়েন প্রকারেণেতং জ্ঞাতং বস্তু দ্বীতম্। ইণ্ গতৌ। দ্বীতস্যেদং দ্বৈতং মিথ্যাজ্ঞানং ন বিদ্যতে মিথ্যাজ্ঞানং যস্মা-ত্তদদ্বৈতমহংমমতাদিমিথ্যাধ্যবসায়নিবর্ত্তকম্। এতাদৃশমাত্মনশ্চতুর্থং পাদং মন্যন্ত ঔপনিষদা ইত্যর্থঃ। সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাদিতি প্রতিজ্ঞাতং-বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞতুরীয়াখ্যরূপচতুষ্টয়ং সপরিকরং নিরূপ্য রূপত্রয়বিষয়ে মন্ত্রান্নুদাহৃত্য চতুর্থবিষয়ে মন্ত্রানুদাহরিষ্যন্নিদানীং চতুরূপ আত্মাঽবশ্যং জ্ঞাতব্য ইতি বদন্নুপসংহরতি—স আত্মেতি। য ইতি শেষঃ। স চতুরূপো বিবিধতয়া চতুর্ব্বিধতয়া বিশেষেণ চ মুমুক্ষুভির্জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ।

ইত্যাথর্ব্ববেদীয়মাণ্ডূক্যোপনিষৎপ্রকাশিকায়াং দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ চতুর্থপাদং নিরূপয়তি, অস্মিন্ পাদে তৈজসবৈশ্বানর-প্রাজ্ঞব্যতিরেকং দর্শয়তি নান্তঃপ্রজ্ঞং—নিদ্রাকালীন-পদার্থপ্রকাশকত্বাভাবাৎ তৈজসস্বরূপাদ্ব্যবচ্ছিদ্যতে, ন বহিঃপ্রজ্ঞং

জাগ্রৎকালীনস্থূলশব্দাদিপ্রকাশকত্বাভাবাদ্ বৈশ্বানরব্যাবৃত্তিঃ, নাপি উভয়তঃ প্রজ্ঞং জাগরিতস্বপ্নয়োর্যাঽন্তরালাবস্থা অস্যাং দশায়াং বাহ্যান্ আভ্যন্তরাংশ্চ পদার্থান্ প্রকাশয়তি আত্মা, তুরীয়স্তু তাদৃশো ন ভবতি, কিন্তর্হি সুষুপ্তবদ্নির্ব্ব্যাপারম্? তদপি নেত্যাহ—ন প্রজ্ঞানঘনম্ ন সুষুপ্তস্বরূপং তর্হি মানসমস্তু তদিতিচেন্নেত্যাহ—ন প্রজ্ঞম্ যদ্ মানস বাসনাময়ং ধ্যেয়ং প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি তৎ প্রজ্ঞম্ তন্ন, অথবা যুগপৎ সর্ব্ববিষয়প্রজ্ঞাতৃ ন ভবতীতি ন প্রজ্ঞমিতি। যদ্বা মুক্তজীব-রূপং ন, তর্হি কিং জড়ং? ন, নাপ্রজ্ঞমিতি ইত্যচৈতন্যপ্রতিষেধঃ। অতএব অদৃশ্যম্ প্রাকৃতজ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্যম্, অব্যবহার্য্যম্ অপ্রাকৃতত্বাদ্ প্রাকৃতব্যবহারাযোগ্যম্, তথা অগ্রাহ্যং প্রাকৃতকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্গ্রহণাযোগ্যম্, অলক্ষণম্ লক্ষণং প্রাকৃতলিঙ্গং তচ্ছূন্যম্ অনমুমেয়মিত্যর্থঃ অচিন্ত্যম্ প্রাকৃত-রূপাদ্যভাবাৎ চিন্তয়া মননেন ন গ্রাহ্যম্, অতএব অব্যপদেশ্যম্—প্রাকৃত শব্দৈর্ব্ব্যপদেষ্টুং ন শক্যতে ইতি অবাঙ্মনসগোচরত্বাৎ। একাত্মপ্রত্যয়-সারম্—জাগ্রদাদিস্থানেষু একএবায়মাত্মা ইত্যব্যভিচারী যঃ প্রত্যয় স্তৎ প্রমাণকং কিন্তু প্রপঞ্চোপশমম্ জাগ্রদাদিস্থানীয়প্রপঞ্চধর্ম্মহীনম্। অতএব শান্তম্ ঊর্ম্মিষট্‌কহীনম্, শিবম্ মঙ্গলময়ং সর্ব্বকল্যাণাকরং অদ্বৈতং স্বয়ংসিদ্ধং তাদৃশ তদ্বিজাতীয়তত্ত্বহীনত্বাৎ, তাদৃশং পরমাত্মানং চতুর্থং পাদং তুরীয়াবস্থং মন্যন্তে তত্ত্বজ্ঞানিনঃ, স আত্মা 'য অদৃষ্টোদ্রষ্টা' 'যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধঃ, স বিজ্ঞেয়ঃ ভক্ত্যা উপাস্য ইতি বিধিঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে নির্গুণ-নিরাকার নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার চতুর্থপাদরূপে বর্ণন করিতেছেন। ভাবার্থ এই যে,—যিনি বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন অর্থাৎ বাহ্যবিষয় অনুভূতি করেন না, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন অর্থাৎ স্বাপ্ন বিষয় অনুভূতি করেন না,

আর উভয় প্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী অবস্থারও অনুভূতি সম্পন্ন নহেন ; ইনি প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞ অর্থে এস্থলে মুক্তজীব নহেন, অপ্রজ্ঞ অর্থে বদ্ধজীবও নহেন। ইনি অদৃশ্য অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং ইনি অব্যবহার্য্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত বলিয়া প্রাকৃত ব্যবহারের যোগ্য নহেন। অগ্রাহ্য অর্থাৎ ইনি প্রাকৃত কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগম্য, ইনি অলক্ষণ অর্থাৎ লৈঙ্গিক জ্ঞানরূপ অনুমানের অতীত, অচিন্ত্য —যিনি প্রাকৃত মনের অগোচর, যিনি অব্যপদেশ্য অর্থাৎ প্রাকৃত বাক্যের অবিষয়, একমাত্র শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিমাত্র গম্য, আত্মজ্ঞানই যাঁহার প্রমাণ, যাঁহাতে সকল প্রপঞ্চের নিবৃত্তি, যিনি শান্তির আশ্রয় অতএব শান্ত, যিনি মঙ্গলময়, যিনি অদ্বিতীয় তত্ত্ব। ইঁহাকে ঔপনিষদার্থ-বিচারক তত্ত্বজ্ঞগণ চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মের ইহা চতুর্থপাদ। এইপ্রকারে চারি পাদে বিভাগ পূর্ব্বক যাঁহার বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয় অর্থাৎ উপাস্য।

এস্থলে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, পরতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই এই চারিপাদের বিভাগ করা হইয়াছে, নতুবা তিনি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ বস্তু, সকলের অন্তরে অন্তর্য্যামী ও অধিষ্ঠাতা, তিনিই পূর্ণব্রহ্মরূপে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার এক একটি ভাব বা আংশিক বা অসম্যক্ প্রতীতি লইয়াই বিভিন্ন বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপাদ স্বীয় তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।

একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তদ্পাদভাজাম্ ॥"
(তত্ত্বসন্দর্ভ—৮ শ্লোঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥" (ভাঃ ১।২।১১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ ।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা' 'ভগবান্'—তিন তাঁর রূপ ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ২।৬৫)

আরও পাই,—

"পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ,—সর্ব্ব-অবতংস ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬১) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[ওঙ্কারের প্রতিপাদ্যস্বরূপ পরমেশ্বর—তিনি চতুষ্পাদ স্বরূপ] সঃ (সেই চতুষ্পাৎ) অয়ম্আত্মা (এই পরমাত্মা) অধ্যক্ষরম্ (প্রণবে সংশ্লিষ্ট চারিটি অক্ষরে বর্ণ্যমান) ওঙ্কারঃ (ওঙ্কার সেই অক্ষর) পাদাঃ (প্রতিমাত্রায় ভাগ করিলে) অধিমাত্রং (মাত্রাকে অধিকার করিয়া থাকে) [মাত্রা কে ?] মাত্রাশ্চ পাদাঃ (আত্মার

যে বৈশ্বানরাদি চারিটি পাদ আছে, তাহারাই ওঙ্কারের মাত্রা) [প্রণবের কি কি মাত্রা ?] অকার উকারো মকার ইতি (অকার, উকার এবং মকার এই তিনটি) [ইহারা নাদ বিন্দুরূপ চতুর্থী মাত্রার উপলক্ষণ] ॥৮॥

অনুবাদ—সেই এই আত্মা প্রণবের প্রতি অক্ষরকে অধিকার করিয়া থাকে। সেই প্রণবকে অধিকার করিয়া যে চারিটি পাদ বর্ত্তমান, তাহারাই চারিটি মাত্রা, অকার, উকার, মকার ও নাদ—এই চারিটি মাত্রা লইয়া গঠিত প্রণবই চতুষ্পাদ্ পরমাত্মা ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বমোঙ্কারপ্রতিপাদ্যস্যাত্মনশ্চতুষ্পাত্ত্বমুক্তম্ ইদানীং স এবায়মাত্মা অধ্যক্ষরম্ অক্ষরমধিকৃত্য বর্ণ্যমানো মাত্রাচতুষ্কেণ-বিশিষ্টো ভবতি, কিং পুনস্তদক্ষরম্ ? উচ্যতে ওঙ্কার ইতি, সোঽয়মোঙ্কার-পাদশঃ প্রবিভজ্যমানোঽধিমাত্রং বর্ত্ততে মাত্রামধিকৃত্য বর্ত্ততে, কাশ্চ তা মাত্রাঃ ? অত্রাহ—আত্মনো যে পাদাস্তে ওঙ্কারস্য মাত্রা অবয়বভূতাঃ, পাদাঃ কে ? অকার-উকার-মকারা এবং নাদোঽপি। এবং চতস্রো মাত্রাশ্চত্বারঃ পাদাস্তে চ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞস্তুরীয়নামান ইতি ॥৮॥

শ্রুতিঃ—জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা। আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা, আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্, আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[সেই মাত্রাচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেক মাত্রার স্থান ও মাত্রাজ্ঞানের ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—] অকারঃ—(ওঙ্কারে যে প্রথমা মাত্রা অকার আছে তাহা) জাগরিতস্থানঃ (তাহা জাগ্রদধিষ্ঠিত) বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর অর্থাৎ বৈশ্বানর তাহার সংজ্ঞা) [ইহা] প্রথমা

মাত্রা [যেহেতু] আপ্তেঃ (যেহেতু সমস্ত বাক্ অকার দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ প্রতিপাদ্য) [সেইপ্রকার বৈশ্বানর দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত] বা আদি-মত্ত্বাৎ (অথবা অকার যেমন আদি বর্ণ, বৈশ্বানরও সেইরূপ আদ্য) [সেই অকার ও বৈশ্বানরের অভেদ-জ্ঞানফল এই যে] যঃ হ বৈ এবং বেদ (যিনি এইপ্রকার জানেন, তিনি) আপ্নোতি হি সর্ব্বান্ কামান্ (সেই একত্ববিদ্ সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন) আদিশ্চ ভবতি (এবং জগতের মহদ্দিগের প্রথম হন) ।৯।

অনুবাদ—যিনি জাগ্রদধিষ্ঠানভূত বৈশ্বানর তিনিই প্রণবের আদ্যক্ষর অকার, ইহা প্রথম মাত্রা, কেননা, ঐ অকার সমস্ত বাক্‌কে যেমন ব্যাপিয়া আছে, সেইপ্রকার বৈশ্বানর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। যে ব্যক্তি এই প্রথম মাত্রার মাহাত্ম্য অবগত হয়, সে সমস্ত কাম্যবস্তু পায়, এবং জগতে মহদ্দিগের শ্রেষ্ঠ হয় ।৯।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(অথ মাণ্ডূক্যোপনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ)।

এবং সমগ্রোংকারপ্রতিপাদ্যস্যাত্মনো বিশ্বাদিরূপচতুষ্টয়ং নিরূপ্য তেষাং রূপাণামকারাদিপ্রণবাংশপ্রতিপাদ্যত্বাদিমাহাত্ম্যং বক্তুমুক্তমনুব-দতি—

সো……ইতি। জাগরিত……বেদ।

ওমিত্যাক্রিয়মাণতয়োংকারশব্দিতঃ সোঽয়ং চতুরাত্মকত্বেনোক্ত-আত্মাঽধ্যক্ষরং সর্ব্বতোঽধিকং চ তদক্ষরমবিনাশি চেত্যধ্যক্ষরম্। শব্দস্বাভাব্যান্নপুংসকতা। কীদৃশমক্ষরমিত্যত আহ—অধিমাত্রমিতি। অধিকা মাত্রা অংশা যস্য তদক্ষরমধিমাত্রম্। মাত্রাঃ কা ইত্যত আহ—পাদা মাত্রা ইতি। পদ্যন্ত ইতি পাদা বিশ্বাদিরূপাণি। পাদাঃ

ক ইত্যতোঽকারাদিপ্রতিপাদ্যা বিশ্বাদয় ইত্যাহ—অকার ইতি। অ ইত্যাক্রিয়ত আহূয়তে প্রতিপাদ্যত ইত্যকারো বিশ্বঃ। এবমুক্তদিশা। উকারস্তৈজসো মকারঃ প্রাজ্ঞঃ। উপলক্ষণমিদং নাদবোধ্যস্তুরীয়োঽপি নাদ ইতি শেষোক্ত্যা গ্রাহ্যঃ। এতে বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞতুরীয়াঃ পাদা মাত্রাশব্দেনাধিমাত্রমিত্যত্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥

অবর্ণপ্রতিপাদ্যং রূপং স্থানোক্ত্যা নির্দিশতি—জাগরিতেতি। অকারঃ, অ ইত্যাক্রিয়মাণঃ, প্রথমা মাত্রা। প্রণবপ্রতিপাদ্যস্যাক্ষরস্য প্রথমাংশ ইত্যর্থঃ। অত্র জাগরিতস্থানঃ প্রথমা মাত্রা। বৈশ্বানর-ইত্যবর্ণপ্রতিপাদ্যত্বং বিধীয়ত ইতি ন পৌনরুক্ত্যমিতি ধ্যেয়ম্। এবমগ্রেঽপি। বৈশ্বানরস্যাবর্ণবাচ্যত্বে নিমিত্তদ্বয়মাহ—আপ্তেরাদিমত্ত্বা-চ্চেতি। তত্তজ্জীবযোগ্যভোগ্যবিষয়ান্ ভোগায়াপয়তি প্রাপয়তি। বিশ্ব-ইতি। অ ইত্যুচ্যতে বিশ্ব ইতি। আপ্লৃ ব্যাপ্তাবন্তর্ণীতণ্যর্থাড্ ড-প্রত্যয়ে অ ইতি রূপমিতি ভাবঃ। প্রাজ্ঞস্তৈজসশ্চাদী অস্যেতি আদি-মাংস্তস্মাদ্বা অ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। সুষুপ্তৌ স্বপ্নে চ প্রাজ্ঞতৈজসা-ভ্যামেকীভূতো বিশ্বঃ সুপ্তেরুত্থানে প্রাজ্ঞাৎস্বপ্নাদুত্থানে চ তৈজসা-দ্বিবিক্তঃ সন্দক্ষিণাক্ষিস্থানমায়াতীতি তয়োরাদিতয়া বিশ্বস্য ভদাদি-মত্ত্বমিতি ভাবঃ। এতন্নিমিত্তদ্বয়যুক্তত্বেনাবর্ণবাচ্যত্বং বিশ্বস্য জানতঃ ফলমাহ—আপ্নোতি হ বা ইতি। যোঽধিকারী এবমকারবাচ্যত্বং বিশ্বস্য বেদ সোঽস্যেতি শেষঃ। স বৈশ্বানরোঽস্য বেদিতুঃ সর্ব্বান্ স্বযোগ্যসর্ব্বান্ কামানাপ্নোতি প্রাপয়তি। অন্তর্ণীতণিচ্। আদিশ্চ বিশ্ব এবং বেদিতুরাদিশ্চ ভবতি। আবির্ভূতস্বরূপতয়া মুক্তরূপেণ তত উৎপদ্যতে তজ্জ্ঞানীতি তস্যায়মাদিঃ কারণং ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা—আদিশ্চেত্যত্রৈবাস্যেতি শেষঃ। আপ্নোতীত্যত্র তু স জ্ঞানীতি শেষো-ধ্যেয়ঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তেষাং প্রণবাক্ষরাণাং বিশেষ উচ্যতে। অকারোহি প্রণবস্য প্রথমা মাত্রা সহি প্রথমঃ পাদঃ জাগরিতস্থানঃ জাগ্রদ্দশাধিষ্ঠিত আত্মা, বৈশ্বানর ইতি তস্য সংজ্ঞা, সহি প্রণবস্যাদ্যো-বর্ণঃ, কথং তস্য প্রথমমাত্রাত্বম্ তত্রাহ—আপ্তেঃ প্রাপ্তিসামান্যাৎ অকারেণ হি সর্ব্বা বাগ্ ব্যাপ্তা, আদিমত্বাচ্চ আদিভূতত্বাৎ, আপ্তিঃ কথং ? সর্ব্বান্ কামান্ ব্যাপ্নোতি প্রাপ্নোতি, স প্রণবস্যাদ্যাক্ষরবৎ মহ-তামাদির্ভবতি, যোহি এবং প্রণবস্যাদ্যাক্ষরস্য মাহাত্ম্যং জানাতি ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামাত্মক ওঁকারের প্রথম মাত্রা অকার জাগ্রদধিষ্ঠানভূত বৈশ্বানর, ব্যাপ্তি ও আদিমত্বই ইহার কারণ অর্থাৎ যেরূপ অকার সমুদয় বর্ণকে ব্যাপিয়া আছে, বৈশ্বানরও সেইরূপ সমুদায় জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন এবং অকার যেমন সকল বর্ণের আদি, বৈশ্বানরও সেইরূপ সমগ্র জগতের আদি, এইরূপ সাদৃশ্য দর্শনেই অকার ও বৈশ্বানরের একত্ব জানা যায়। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি নিখিল কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকেন এবং জগতে সকলের প্রধান হন অর্থাৎ সর্ব্বমান্য হন।

ঐতরেয় আরণ্যকে পাই,—"অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" (২।৩।৬)

শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অক্ষরাণামকারোঽস্মি" (গীঃ ১০।৩৩) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা,
উৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং,
সমানশ্চ ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি,
য এবং বেদ ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—স্বপ্নস্থানঃ (স্বপ্নস্থানাধিষ্ঠিত) [যঃ] তৈজসঃ (তৈজস নামক যে আত্মা) [সঃ] উকারঃ দ্বিতীয়া মাত্রা (তাহা ওঙ্কারের

দ্বিতীয় মাত্রা উকার, যেহেতু উকার, অকার-উকার-মকার এই সমষ্টি-স্বরূপ প্রণবের দ্বিতীয় বর্ণ) [কোন্ সাধর্ম্ম্যবশতঃ তাঁহার দ্বিতীয়ত্ব ? তাহাই বলিতেছেন] উৎকর্ষাৎ (যেমন অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট, সেইরূপ তৈজস আত্মা বৈশ্বানর হইতে উৎকৃষ্ট) [আরও একটি কারণ] উভয়ত্বাৎ বা (যেমন অকার ও মকারের মধ্যস্থ উকার, সেইরূপ বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞ আত্মার মধ্যবর্ত্তী তৈজস আত্মা এই উভয়ধর্ম্মসম্বন্ধী বলিয়া) য এবং বেদ (যে পুরুষ এইপ্রকার প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রার মর্ম্ম বুঝেন, তিনি) উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং (বিজ্ঞানধারা বর্দ্ধিত করেন) সমানশ্চ ভবতি (মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ উভয়ের নিকট তুল্য হন অর্থাৎ মিত্রের মত শত্রুপক্ষের নিকটও তিনি দ্বেষের পাত্র হন না) [এবং] অস্য কুলে (এই প্রণবের দ্বিতীয়-মাত্রা-বিদ্‌ব্যক্তির বংশে) অব্রহ্মবিদ্ ন ভবতি (ব্রহ্মজ্ঞভিন্ন জন্মে না অর্থাৎ ইহার বংশজাত ব্যক্তিমাত্রই ব্রহ্মবিদ্ হন) ॥১০॥

অনুবাদ—প্রণব অকার উকার ও মকার এই তিন বর্ণের সম্মিশ্রণে গঠিত ; তাহার দ্বিতীয়বর্ণ উকার, বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনের দ্বিতীয় স্থানাধিষ্ঠিত তৈজস আত্মা, ইহা স্বপ্নদশা অধিকার করিয়া থাকে, সুতরাং প্রণবের উকার ও তৈজস আত্মা একই। ইহা উ-বর্ণবাচ্য কেন ? এবিষয়ে দুইটি হেতু আছে—এক উৎকর্ষ, অন্যটি উভয়ত্ব, যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনি বিজ্ঞানধারা বৃদ্ধি করেন ও শত্রুমিত্রের কাছে সমান হন। আরও একটি ফল—এই প্রণবতত্ত্ববিদের বংশে কোনও অব্রহ্মবিদ্ জন্মগ্রহণ করে না ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ দ্বিতীয়পাদমাহ—স্বপ্নস্থান······বেদ ॥

স্বপ্নস্থানো দ্বিতীয়া মাত্রাত্মনো দ্বিতীয়াংশস্তৈজস উকার ইত্যাক্রিয়-

মাণত্বাদুকার ইত্যুক্তঃ। উবর্ণবাচ্যত্বে নিমিত্তদ্বয়মাহ—উৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বেতি। জাগ্রদ্দশায়াং বিদ্যমানদেহাভিমানাদত্যাজ্যদেহাভিমানং ত্যাজয়িত্বা স্বপ্নমণ্ডলে জীবং কর্ষতীত্যুৎকর্ষণাদ্ধেতোর্ব্বা বাহ্যাজ্ঞপ্তিরূপনিদ্রাং বাসনাময়বিষয়ানুভবং চ প্রযচ্ছতীত্যুভয়হেতুত্বাদ্বা নিমিত্তাদু ইত্যুচ্যতে তৈজস ইত্যর্থঃ। তথা বেদিতুঃ ফলমাহ—উৎকর্ষতি হ বা ইতি। যোঽধিকারী এবং নিমিত্তদ্বয়যুক্তয়োকারবাচ্যতৈজসং বেদ স জ্ঞানী জ্ঞানসংততিং জ্ঞানধারাং জ্ঞাননিত্যত্বমিতি যাবৎপ্রাপ্নোতীত্যনুষঙ্গঃ। উৎকর্ষতি দেহবন্ধাদাত্মানমুৎকর্ষতি উদ্ধরতি উৎকৃষ্য চ সমানশ্চ মানমন্তর্গতিরিতি স্মৃত্যুক্তের্ম্মানসহিতঃ সমানঃ সর্ব্বমোক্ষিণামন্তর্গতোমধ্যগতো ভবতীত্যর্থঃ। দোষাভাবাৎপ্রীত্যা চেতি ভাবঃ। অস্য জ্ঞানিনঃ কুলেঽব্রহ্মবিন্ন ভবতি ব্রহ্মজ্ঞানিসংততিরেব ভবতীত্যর্থঃ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স্বপ্নস্থানস্থঃতৈজসাভিধেয় আত্মা প্রণবস্য দ্বিতীয়োবর্ণ উকারঃ। কথমস্য উবর্ণবাচ্যত্বং তত্র নিমিত্তদ্বয়ং—উৎকর্ষাৎ উভয়ত্বাদ্বেতি—জাগ্রদ্দশায়াং বিদ্যমানং দেহাভিমানং ত্যাজয়িত্বা স্বাপ্নমণ্ডলে জীবমুৎকর্ষতীতি, উভয়ত্বাদ্বেতি বাহ্যাজ্ঞপ্তিং বাসনাময়বিষয়ানুভবঞ্চ প্রযচ্ছতি তৈজস ইত্যতঃ তস্য দ্বিতীয়ত্বম্। এবং বিদঃ ফলমাহ—যোঽধিকারী উকারবাচ্যতৈজসমেবং হেতুদ্বয়যুক্তয়া জানাতি স জ্ঞানসন্ততিং ব্রহ্মবিদ্যাধারাম্ উৎকর্ষতি প্রাপ্নোতি দেহবন্ধাদাত্মানমুদ্ধরতীত্যর্থঃ। সমানশ্চ মোক্ষবতামন্তর্গতো ভবতি। অস্য জ্ঞানিনঃ কুলে বংশে অব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞভিন্নো ন ভবতি ন জায়তে ॥১০॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে দ্বিতীয় পাদের সহিত প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রার একতা প্রতিপাদন করিতেছেন।

পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামাত্মক ওঁকারের দ্বিতীয়মাত্রা 'উ'কার 'অ'কার হইতে উৎকৃষ্ট হওয়ার দরুণ শ্রেষ্ঠ, তথা 'অ' ও 'ম' এই

দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী হওয়ার দরুণ এবং ঐ দুইয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে অতএব উভয়স্বরূপ, এইপ্রকার বৈশ্বানর হইতে তৈজস (হিরণ্যগর্ভ) উৎকৃষ্ট, তথা বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যগত হওয়ায় উভয়-সম্বন্ধী। মোক্ষার্থীদের মধ্যবর্ত্তিত্বরূপ সমানতার জন্য 'উ'কারকে 'তৈজস' নামক দ্বিতীয় পাদ বলা হয়। ভাবার্থ এই যে,—এই স্থূল জগতের প্রাকট্যের পূর্ব্বে পরমেশ্বরের আদি সংকল্পদ্বারা যে সূক্ষ্ম জগৎ উৎপন্ন হয়, যাহার বর্ণন মানস-সৃষ্টি নামে বলা হয়, যাহাতে সমস্ত তত্ত্ব তন্মাত্রা-রূপে থাকে, স্থূলরূপে পরিণত হয় না, ঐ সূক্ষ্ম জগৎরূপ শরীরে চেতনময় প্রকাশস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বর ইহার অধিষ্ঠাতা হইয়া অবস্থান করেন। সেইপ্রকার কারণজগৎ ও স্থূলজগৎ—এই দুইয়ের সহিত সূক্ষ্ম জগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এইজন্য কারণ ও স্থূল—এই দুই রূপবিশিষ্ট। এই কারণে 'উ'কার আর মানসিক সৃষ্টির অধিষ্ঠাতা তৈজসরূপ দ্বিতীয় পাদের সমানতা থাকায় 'উ'কার পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদ। যে মানব এইপ্রকার 'উ'কার ও তেজোময় হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপের একতার রহস্য জানেন, এবং স্বয়ং এই জগতের সূক্ষ্মতত্ত্বের মত প্রত্যক্ষ করেন, তিনি জ্ঞান-পরম্পরা উন্নত অর্থাৎ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন হন। কারণ জগতের সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান হওয়ার দরুণ উহার বাস্তবিক রহস্য জ্ঞাত হওয়ায় সর্ব্বত্র বিষমতার নাশ হইয়া থাকে। এইজন্য উহা হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেও কখনও অব্রহ্মবিদ্ হয় না যে, উপরিবর্ণিত হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বরের রহস্যজ্ঞানহীন হইবে, অর্থাৎ তাঁহার বংশে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করে।

'তৈজস' আত্মা স্বপ্নস্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জীবকে বিদ্যমান দেহাভিমান ছাড়াইয়া স্বপ্নমণ্ডলে অর্থাৎ সূক্ষ্মবিষয়ে আকর্ষণ করিয়া

থাকে। অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানবিষয়ে নিদ্রা ও বাসনাময় বিষয়ানুভব প্রদান করিয়া থাকেন ॥১০॥

শ্রুতিঃ—সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতে-রপীতের্ব্বা, মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—সুষুপ্তস্থানঃ (সুষুপ্তিদশায় অধিষ্ঠিত) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ-নামক আত্মা) [সঃ] তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ (তিনি প্রণবের তৃতীয়মাত্রা 'মকার'। মকারের সহিত এই প্রাজ্ঞ আত্মার সাদৃশ্য আছে) [তাহাই বলিতেছেন—] মিতেঃ (পরিমাণ-ধর্ম্মে উভয়ের সাম্য আছে ; যেমন ধান বা যব এক প্রস্থের মধ্যে প্রবেশ করে আবার নির্গত হয় সেইপ্রকার সুষুপ্তিদশায় বৈশ্বানর ও তৈজস আত্মার প্রাজ্ঞ আত্মার মধ্যে প্রবেশ হয় এবং ব্যুত্থানদশায় পুনরায় তাহা হইতে নির্গম হয়, এই সাম্য আছে) [আর একটি হেতু] অপীতেঃ (একীভাব হেতুও অন্ত্য অক্ষর মকারে সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর তৈজস আত্মার প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত একীভাব হয়, এ-কারণেও 'মকারের' ঐক্য। [অতঃপর এই তত্ত্ববিদের ফল বলিতেছেন—] যঃ (যিনি) এবং বেদ (এইরূপ জানেন) [তিনি] মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বম্ (এই সমস্ত জগৎকে সেই তত্ত্ববিদ্ পরিমাণ করিয়া লন অর্থাৎ জগতের যথার্থস্বরূপ জানিতে পারেন) অপীতিশ্চ ভবতি (জগৎকারণ পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হন অর্থাৎ মুক্ত হন) ॥১১॥

অনুবাদ—প্রণবের শেষ অক্ষর মকার, ইহা সুষুপ্ত্যাধিকৃত প্রাজ্ঞ পুরুষের সদৃশ।—যেহেতু উভয়ের সাদৃশ্য আছে। যেমন প্রস্থাদি পরিমাণ পাত্রে ব্রীহি, যব প্রবেশ করে, আবার ঢালিবার সময় তাহা

হইতে নির্গত হয়, এইপ্রকার সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস আত্মার প্রাজ্ঞ আত্মায় প্রবেশ হয়, সুষুপ্তিকালে প্রবিষ্ট সেই আত্মার প্রাজ্ঞ হইতে জাগ্রদ্দশায় নির্গম হয়, এইপ্রকার সাদৃশ্যবশতঃ প্রাজ্ঞ ও প্রণবের তৃতীয় মাত্রা উভয় সমান। আর একটি হেতু এই—অপীতি অর্থাৎ উভয়ের একীভাব প্রাপ্তি, যেমন—ওঙ্কারোচ্চারণকালে অন্ত্যবর্ণ মকারে অকার উকার মিশিয়া যায়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মায় একীভূত হয়। এই তত্ত্ববিদ্ অধিকারী সমস্ত জগতের তত্ত্ব যথাযথভাবে জানিতে পারে এবং জগৎ-কারণ পরমেশ্বরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-ভাবে মিলন প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কস্তৃতীয়ঃ পাদঃ কথমস্য মকারত্বং কিঞ্চ তজ্-জ্ঞানিনঃ ফলমিত্যতস্তৎসর্ব্বং ক্রমাদাহ—সুষুপ্তস্থানঃ······বেদ ॥

সুষুপ্তস্থানস্তৃতীয়া মাত্রাত্মনস্তৃতীয়োঽংশঃ। মকারঃ। ম ইত্যাক্রিয়-মাণঃ। কুতঃ? মিতেরপীতের্ব্বা স্বাত্মনি জীবমন্তর্গময়তীতি স্বান্তর্গমন-হেতোর্ব্বা বৃত্তিজ্ঞানস্যাপীতেরপ্যয়শব্দিতলয়করণাদ্বা ম ইত্যাক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। যোঽধিকারী এবং নিমিত্তদ্বয়যুক্তত্বেন মকারবাচ্যং প্রাজ্ঞং বেদ স জ্ঞানীদং সর্ব্বং যথাযোগং জগন্মিনোতি স্বান্তর্গময়তি। জীবানামণুত্বেঽপ্যধিকারিণঃ সূর্য্যাদেরিব প্রকাশতো ব্যাপ্তিরস্তীতি তন্মধ্যেঽন্তর্গময়তি মুক্তঃ সন্নিতি ভাবঃ। অপীতিশ্চ ভবতি—অপ্যয়-কৃচ্চ ভবতি দুঃখাত্যনিষ্টস্যেত্যর্থঃ ॥

এবং রূপত্রয়ং প্রণবস্যাকারাদিবর্ণত্রয়প্রতিপাদ্যমুক্ত্বা চতুর্থং রূপং মাত্র-শ্চতুর্থ ইত্যাদিনাঽগ্রে বিবক্ষুঃ প্রাগুক্তরূপত্রয়জ্ঞানিনো যানি ফলান্যুক্তানি তত্র ব্রহ্মদৃষ্টশ্লোকান্ প্রণয়তি—

* * * * *

ইত্যথর্ব্ববেদীয়মাণ্ডূক্যোপনিষৎপ্রকাশিকায়াং তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রণবান্তিমাক্ষরস্য মকারস্য সুষুপ্তস্থানাধিকারিণঃ প্রাজ্ঞস্য সাদৃশ্যং দর্শয়তি—সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞ ইতি সুষুপ্তিদশাধিষ্ঠিতো যঃ প্রাজ্ঞঃ স প্রণবস্য মকারস্থানীয়ঃ, সাচ তৃতীয়া অন্তিমা মাত্রা পাদশ্চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মণঃ, কুতঃ? মিতেঃ পরিমাণাৎ—বিশ্বতৈজসাবাত্মানৌ প্রলয়ে প্রাজ্ঞে প্রবিশতঃ সৃষ্টিকালে চ নির্গচ্ছতঃ যথা পরিমাণপাত্রে প্রস্থাদৌ ব্রীহিযবৌ প্রবিশতো নির্গচ্ছতশ্চ ইতি পরিমাণসাধর্ম্ম্যাৎ মকারস্য প্রাজ্ঞাত্মতুল্যত্বং, কিঞ্চ অপীতের্ব্বা অথবা অপীতিরেকীভাবস্তদ্ধেতোঃ, তথাহি প্রণবোচ্চারণে অন্ত্যাক্ষরে মকারে উচ্চারিতে অকারোকারৌ তত্র প্রবিষ্টাবিব পুনঃ প্রয়োগে নির্গচ্ছত ইব এবং সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর-তৈজসয়োঃ প্রাজ্ঞে প্রবেশঃ, ব্যুত্থানে চ পুনর্নির্গম ইতি সাদৃশ্যাৎ মকার-প্রাজ্ঞয়োঃ সাম্যম্। অথ জ্ঞানফলমাহ—মিনোতি হ বৈ ইদম্—এতত্তত্ত্ববিৎ পুরুষঃ, ইদং সর্ব্বং জগৎ মিনোতি যাথার্থ্যেন জানাতি। অপীতিশ্চ জগৎকারণেন ভগবতা সহ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধেন মিলিতভাবঞ্চ লভতে॥১১॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মার নামাত্মক ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা 'ম'কার। মাত্রা শব্দটি 'মা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'মা' ধাতুর অর্থ মাপিয়া লওয়া যায়, এই বস্তু, এইপ্রকার। 'ম' ওঁকারের অন্তিম মাত্রা। 'অ' ও 'উ'র পর উচ্চারিত হয়, ইহার কারণ দুইয়ের মাপ ইহাতেই আসে অর্থাৎ উহার জ্ঞাতা। সেইপ্রকার 'ম' এর উচ্চারণ হইতে হইতে পূর্ব্ব অক্ষয়দ্বয় লয় হয়। 'অ' ও 'উ' দুইই উহাতে বিলীন হয়, অতএব ঐ দুই মাত্রার অন্তে বিলয়কারী সুষুপ্তস্থানীয় কারণ প্রাজ্ঞ জগতের অধিষ্ঠাতা—প্রাজ্ঞই জ্ঞাতা। কারণ, এই তিন অবস্থাতে স্থিত জগতের জ্ঞাতা। কারণ জগৎ হইতে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের উৎপত্তি হয় এবং উহাতে উহার লয় হয়। এইপ্রকার 'ম'

এবং জগতের কারণ অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ নামক তৃতীয় পাদের সমতা হওয়ার দরুণ 'ম'রূপ তৃতীয় মাত্রা পূর্ণব্রহ্মের তৃতীয় পাদ।

যে মনুষ্য এইপ্রকার 'ম'কার এবং 'প্রাজ্ঞ' স্বরূপ পরমেশ্বরের একতা জানেন এবং এই রহস্য জ্ঞাত হইয়া ওঁকারের স্মরণ দ্বারা পরমেশ্বরের ধ্যান করেন, তিনি মূলসহিত সম্পূর্ণ জগতের জ্ঞান লাভ করেন এবং পরমেশ্বরে সমস্ত বিলীন দর্শন করেন অর্থাৎ উহার বাহ্যদৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়া যায়। অতএব-সর্ব্বত্র এক পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফূরয়ে তার ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥" ॥১১॥

শ্রুতিঃ—অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ
শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব।
সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডূক্যোপনিষদি শ্রুতিচয়ঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—অমাত্রঃ (মাত্রাহীন) ওঙ্কারঃ (ওঙ্কার) চতুর্থঃ (ইহাই তুরীয় আত্মা) [উহা] অব্যবহার্য্যঃ (প্রাকৃত অভিধান-অভিধেয়ের অভাবে প্রাকৃত বাক্ ও মনের অব্যবহার্য্য) [এবং] প্রপঞ্চোপশমঃ (সমস্ত প্রপঞ্চের অতীত) শিবঃ (সকল কল্যাণময়) অদ্বৈতঃ (প্রাকৃত দ্বৈতভাববর্জ্জিত অদ্বিতীয়তত্ত্ব) এবমোঙ্কার (এইভাবে নাদপ্রতিপাদ্য ওঙ্কার) আত্মৈব (আত্মাই) যঃ (যে অধিকারী) এবং (এইপ্রকার ওঙ্কারকে পরমাত্মরূপে) বেদ (জানেন) [তিনি] আত্মনা (স্বরূপে) আত্মানং (পরমাত্মাতে) সংবিশতি (প্রবিষ্ট হন) ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডূক্যোপনিষদি অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রণবের নাদবাচ্য আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন,—ইনি অমাত্র অকারাদি মাত্রাবর্জ্জিত, ইহা প্রণবের চতুর্থাংশ, কিন্তু ইহা বাঙ্‌মনসের অগোচর; এজন্য লৌকিক ব্যবহারের অযোগ্য, কারণ কোন প্রপঞ্চের সম্পর্ক তাঁহাতে নাই, ইহা সকল কল্যাণাস্পদ, প্রাকৃত ভেদরহিত অদ্বিতীয় বস্তু, এইপ্রকার ওঙ্কার পরমাত্মাই, যে সাধক এইভাবে প্রণবস্বরূপে পরমাত্মাকে অবগত হন, তিনি পরমাত্মার অনুগ্রহে সংশুদ্ধ স্বস্বরূপে পরমাত্মায় মিলিত হন অর্থাৎ সেব্য-সেবকভাব প্রাপ্ত হন ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডুক্যোপনিষদের শ্রুতির অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নান্তঃপ্রজ্ঞমিত্যাদিনোক্তং তুরীয়গুণানুবাদপূর্ব্বকং তুরীয়স্য নাদপ্রতিপাদ্যত্বমাহ—অমাত্রচতুর্থঃ……বেদ ।

অমাত্রোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈতশ্চতুর্থ ইত্যনুবাদঃ । ওঁঙ্কারঃ । প্রণবৈকদেশনাদপ্রতিপাদ্যত্বং বিবক্ষিতম্ । অমাত্র ইত্যাদি-পদানাং প্রাগুক্তরীত্যাঽর্থো বোধ্যঃ । অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমিত্যাদিনা প্রাগুক্তস্যাব্যবহার্য্যত্বাদেঃ পুনরত্রানুবাদোঽব্যবহার্য্যত্বাদিকমুপাসকেঽপি সমং মুক্তাবিতি প্রদর্শনায়েতি জ্ঞেয়ম্ । যথা বিশ্বাদীনামকারাদি-বাচ্যত্বমেবমোংকারৈকদেশনাদবাচ্যত্বং তুরীয়স্যেত্যর্থঃ । নাদপ্রতিপাদ্যত্বেন তুরীয়োপাসকস্য ফলমাহ—আত্মেতি । যোঽধিকার্য্যেবমমাত্রত্বাব্যবহা-র্য্যত্বাদিনোংকারমোংকারৈকদেশনাদপ্রতিপাদ্যং বেদ জানাতি স আত্মৈব সংশুদ্ধস্বরূপ এব সন্দেহগেহাদাবন্যত্র মমতাদ্যভিমানত্যাগী ভূত্বেতি যাবৎ । আত্মনা পরমাত্মনা তৎপ্রসাদেনেতি যাবৎ । আত্মানং নাদবোধ্যং তুরীয়াত্মানং সংবিশতি প্রবিশতি । প্রবিশ্য বহিরন্তঃ স্বেচ্ছয়া স্বযোগ্যভোগ্যানভুঞ্জানঃ সুখমাস্ত ইতি ভাবঃ ।

প্রণবাবয়বাকারাদিপ্রতিপাদ্যভগবদ্রূপজ্ঞানমন্ত্রস্মরণত্যাগেন সম্পাদ্য-মিত্যত্র মন্ত্রান্‌ব্রহ্মদৃষ্টানাহ—

* * * *

ইত্যথর্ব্ববেদীয়মাণ্ডূক্যোপনিষদি তুরীয়ঃ খণ্ডঃ ।

ইত্যথর্ব্ববেদীয়মাণ্ডূক্যোপনিষৎপ্রকাশিকায়াং তুরীয়ঃ খণ্ডঃ ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডূক্যোপনিষদি শ্রীরঙ্গরামানুজ-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রণবোচ্চারণে নাদপ্রতিপাদ্যমাত্মস্বরূপং ব্যনক্তি। অমাত্রঃ স্বরূপতো মাত্রাভিঃ পাদৈর্বিরহিতঃ, চতুর্থঃ নাদ-প্রতিপাদ্যঃ তুরীয়স্থানঃ আত্মা অব্যবহার্য্যঃ বাঙ্‌মনসয়োস্তত্রাপ্রবৃত্তেঃ লৌকিকব্যবহারস্য অযোগ্যঃ, যতঃ প্রপঞ্চোপশমঃ প্রপঞ্চসম্পর্ক-রহিতঃ, শিবঃ সকলকল্যাণাধারঃ অদ্বৈতঃ সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিতো নাদাত্মকঃ প্রণবঃ এবমাত্মা পরমেশ্বরঃ ওঙ্কারঃ ওঙ্কারস্বরূপঃ। এবমাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—আত্মৈব জীবাত্মা আত্মনা স্বরূপেণ আত্মানং পরমেশ্বরং সংবিশতি তেন সহৈকাত্মতামাপ্নোতি সেব্য-সেবক-ভাবেন তাদাত্ম্যভাবমিত্যর্থঃ। কোঽসৌ? য এবং বেদ যোঽধিকারী এবম্ কার্ৎস্ন্যেনাত্মানং বেদ জানাতি ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডূক্যোপনিষদি"শ্রুত্যর্থবোধিনী"-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামাত্মক ওঁকারের যাহা মাত্রারহিত, প্রাকৃত বাক্য ও মনের অতীত বলিয়া লৌকিকভাবে অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চা-তীত, কল্যাণময় অদ্বিতীয় স্বরূপ, তাহা তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থপাদ। ভাবার্থ এই যে,—যে প্রকার তিন মাত্রার বিষয় প্রথম বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিন মাত্রা তিন পাদের সহিত সমান; সেই প্রকার ওঁকারের নিরাকার স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মার নিগুর্ণ, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ রূপ

চতুর্থ পাদের সহিত সমান। যে মানব এই ওঁকার ও পরব্রহ্ম পরমাত্মার অর্থাৎ নাম ও নামীর একতার রহস্য অনুভব করিয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে পাইবার নিমিত্ত উহার শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসর হন তিনি নিঃসংশয়রূপে শ্রীনামের কৃপায় শ্রীনামাভিন্ন নামী পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন অর্থাৎ সেব্যসেবকভাবে মিলিত হন।

'যিনি এইপ্রকার জানেন,' 'যিনি এইপ্রকার জানেন'—ইহা উপনিষদের সমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥" (ভাঃ ১২।১৩।২১)

শ্রীপরীক্ষিৎমহারাজও বলিয়াছেন,—

"ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্॥
অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।
ভবতাদর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥" (ভাঃ ১২।৬।৫-৭)

পদ্মপুরাণে পাই,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং
ভজামহে।

ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্ত শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তম্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়াস্তে রণয়ন্ত সংদৃষ্টৌ॥
ওঁ তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ত্তং জনুষা পিপর্ত্তন্।
আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২১৪-২১৬ ধৃত)

শান্তিসূক্তপাঠঃ—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডূক্যোপনিষদে শ্রুতির 'তত্ত্বকণা'
নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—মাণ্ডূক্যোপনিষদি শ্রুতি-পূর্ণাহুতিঃ॥

"নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

(শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক)

অর্থাৎ নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইতেছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।